মহাজনবন্ধু-মাসিকপত্র।
১১শ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা ; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

একাদশ বর্ষের ভুমিকা।

মানুষের মস্তিকে, বক্ষে এবং উদরে তিনটি গহ্বর আছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং জিহ্বার স্থান গহ্বরযুক্ত এবং দেহের সমুদয় স্নায়ু একবিধ পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট হইলেও প্রত্যেক গহ্বরের স্নায়ুর কার্য্য স্বতন্ত্র। যেমন চক্ষু দেখিতে পায়, কর্ণ তাহা পায় না এবং কর্ণ শুনিতে পায়, চক্ষু দ্বারা শ্রবণ করা যায় না। মস্তিক গহ্বরের স্নায়ু দ্বারা কেবল বিচার-প্রণালীর কার্য্য হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইংরাজীতে Mediate বা Ratiocinative জ্ঞান কহে, বৈদিকযুগে ঋক্ ও সামবেদে যে যে স্থানে "ব্রাহ্মণ" শব্দ পাওয়া যায়, তাহা জাতিবাচক শব্দ নহে, উহার অর্থ মেধাবী বা Madiate. ইহাই ব্রাহ্মণবর্ণ।

তাহার পর, মানুষের দেহের দ্বিতীয় গহ্বরে ফুসফুস ও হৃদ্‌পিণ্ড আছে। এই সকল যন্ত্রের সহিত বিজড়িত যে সকল স্নায়ু, তাহাদের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শৌর্য্য বীর্য্য বা সাহস-বৃত্তি বলা হয়। ইংরাজীতে এই জ্ঞানকে Immediate বা Intuitive জ্ঞান বলে। সংস্কৃত ভাষায় Immediate জ্ঞানের অর্থ "উপনিষদ্" জ্ঞান। এই জ্ঞান হইতেই ক্ষত্রিয় বর্ণের সৃষ্টি।

তৎপরে মানুষের দেহের তৃতীয় গহ্বরে পাকস্থলী যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল স্নায়ু, তাহাদের দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপলব্ধি জ্ঞান বলা হয়। উক্ত যন্ত্রকে ইংরাজীতে Gastric Nervous বলা হয়। ক্ল্যাসিক বা পৌরাণিক জ্ঞান এই যন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতে বৈশ্যবর্ণের উৎপত্তি।

মস্তিষ্ক—বেদ বা ব্রাহ্মণ, বক্ষ—উপনিষদ্ বা ক্ষত্রিয়, উদর—পুরাণ বা বৈশ্য। তাহার পর পায়ের স্নায়ু। ইহাতে গহ্বর নাই, অতএব ইহার নিজস্ব কিছুই নাই। ইহাতে জ্ঞেয় বা জ্ঞাতা কিছুই নাই, কাজেই ইহারা শূদ্র।

সাহস (ক্ষত্রিয়), বিচার (ব্রাহ্মণ) এবং উপলব্ধি (বৈশ্য) এই তি[illegible] জ্ঞানের সমতা দেহের যে স্থলে রক্ষা হয়, তাহাকেই মন বলা [illegible] মম

আর কিছুই নয়—ইচ্ছা (বিচার বা মস্তিষ্ক), উপলব্ধি (উদর) এবং তাপ বা অহং (হৃদ্‌পিণ্ড বা হার্ট) এই ত্রিবিধ যন্ত্রের শক্তি বিশেষ। তৎপরে মস্তিষ্ক হইতে দেববৃত্তি, হার্ট হইতে পশুবৃত্তি এবং উদর হইতে কর্ম্ম প্রবৃত্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। অনেকে বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু চরিত্রে পশুবৃত্তির অভাব নাই। ইহার কারণ, উহাদের মনে প্রাণে ঐক্য নাই। হার্ট মানে মন, মস্তিষ্ক মানে প্রাণ। কথা বাহির হইল, দেববৃত্তি হইতে কিন্তু উপলব্ধি করিল না অনেকে। ইহার কারণ, মস্তিষ্কের স্নায়ু এবং উদরের স্নায়ুর কার্য্য স্বতন্ত্র। অর্থাৎ চক্ষু কর্ণের স্নায়ুর ন্যায় এই ত্রিবিধ গহ্বরের স্নায়ুর কার্য্য যে পৃথক পৃথক তাহা বুঝা যাইতেছে।

এইবার সমাজের কথা। একটা মানুষের জ্ঞানকে পৃথক পৃথক করিয়া বিশ্লেষণ করিলে অতিশয় বৃহৎ হইয়া যায়। জগতের চেতনাকে সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত করা হউক, দেখিবেন, উহা অণু পরমাণুতে বিভক্ত হইয়া নিরাকার বৃহৎ বস্তুতে পরিণত হইয়া মূল পদার্থে থাকিয়া যাইবে। মানুষের মন প্রাণও ঐরূপ মূল পদার্থে থাকিয়া গিয়া সমাজ সৃষ্টি করে। পরন্তু জগতের জড় পদার্থকে ছোট করিতে করিতে উহাও অতি সূক্ষ্ম হইয়া মূল পদার্থে মিশিয়া যায়, তখন তাহা চক্ষের অগোচর অবস্থায় থাকে। তাহা হইলে দুটা দিক্ দিয়া জগতের বাহিরে যাওয়া যায়।

শেষোক্ত দিক্ হইতে একজন যাদুকর দেখাইয়াছেন, বাঁশ ও ঘাস এক-জাতীয় উদ্ভিজ্জ, হাতী ও মশক একজাতীয় প্রাণী, পুঁটি মাছ ও তিমি একজাতীয় জলজ প্রাণী। এই যাদুকর শেষে এ জগতকে পরমাণুতে র[illegible] করিলেন, আর পূর্ব্বোক্ত পথে যাইলে, পরমাণু ক্ষীণ হইয়া নষ্টপ্রায় হয়। শেষোক্ত পথ দিয়াই পরমাণু আবার দেহ ধারণ করে। প্রথমোক্ত পথে যাইলে আর জন্মিতে হয় না, মুক্তিলাভ করে। এবার ভাবিয়াছিলাম, "মহাজন-বন্ধু" মুক্তি লাভই করিবে। কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে তাহা হইল না।

শেষোক্ত পথে পড়িয়া আবার আমাদের জন্মিতে হইল। মানুষের কর্ম্ম সূক্ষ্ম হইয়া ক্রমে সূক্ষ্মতম—ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়। সমাজও তাই। এখনকার সমাজে সামগানের সময় গিয়াছে, শিকার করা চলিয়া গিয়াছে, এখন উদরনীতির সময়!—বৈশ্যযুগ! এখন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব যাহা কিছু আছে, তাহা বৈশ্যত্বের সহিত সংমিলিত হইয়া গিয়াছে। [illegible]দের বৈশ্যের কাগজ।

সমাজ! তুমি অখণ্ড, অনন্ত, সময়াতীত। তুমি বিচার কর, সাহস কর—বৈশ্যত্বে—বাণিজ্যে—ব্যবসায়ে! তুমি আমাদের প্রতি সদয় হও, রক্ষা কর, আমাদের বরাভয় প্রদান কর। আমরা তোমার সেবক—আমরা তোমার বিলাসের উপকরণ, শয্যার উপকরণ, ভোজনের উপকরণ, লজ্জা-নিবারণের উপকরণের সংবাদবাহী, বার্ষিক ১৲ টাকা বা দুই টাকা মূল্যের কর্ম্মচারী। আমাদের প্রতি শুভদৃষ্টি করুন—প্রণাম।

কাগজ।

পৃথিবীতে গড়ে প্রতি বৎসর ৮০ লক্ষ টন কাগজ ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন প্রতি দশ বর্ষে গড়ে শতকরা ২৫ অংশ কাগজ খরচ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ডে প্রতিবর্ষে গড়ে ১০ লক্ষ টন কাগজ ব্যয় হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর গড়ে ৪০ হাজার টন কাগজ খরচ হইয়া থাকে। অথচ ভারতের লোকসংখ্যা ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ড অপেক্ষা ৭ গুণ অধিক। ইহার কারণ ঐ সকল দেশ অপেক্ষা ভারতের বেশী লোক নিরক্ষর। আরও মজার কথা এই যে, ভারতে যাহা ৪০ হাজার টন কাগজ খরচ হয়, তাহার অর্দ্ধেকের অধিক কাগজ অর্থাৎ ২৫ হাজার টন কাগজ ইয়োরোপ হইতে ক্রয় করিয়া (আমদানী করিয়া) আনিয়া ভারতে খরচ হইয়া থাকে। ইহার প্রথম কারণ, ভারতবর্ষে প্রাচীন নিয়মে যে প্রথায় কাগজ হইত, তাহার পরিবর্তন হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ, এদেশে কয়েকটি কাগজের কল হইলেও তাহারা পড়তায় সুবিধা করিতে পারিতেছে না। অথচ ভারতে কাগজ করিবার উপাদান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তবু কেন যে কলগুলি লাভবান হয় না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। কাগজ শস্তা করিবার প্রধান উপায়, উহা প্রস্তুত করিবার উপাদানগুলি সুলভ মূল্যে সংগ্রহ করা। তাহার পর ভারতের কলগুলিতে কাগজ তৈয়ারীর বিষয়ে "ইস্তক চণ্ডিপাঠ নাগাৎ জুতা সেলাই পর্য্যন্ত সমুদয় অংশ করিতে হয়। কার্পাস গাছ পুঁতিয়া তুলা করিয়া, সেই তুলা পিঁজিয়া সুতা করিয়া, সেই সুতায় কাপড় বুনা পর্য্যন্ত যদি একজনে এই সব

করে, তাহাতে কত অসুবিধা হয়। অনেক সময় ব্যয় হয়, সুতার বাজারও পাওয়া যায় না, সময়ের মূল্য উহার উপর চাপিয়া নিশ্চিত বস্ত্রের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। ভারতে কাগজ তৈয়ারী বিষয়ে তাই হয়, কাজেই এদেশী কাগজের মূল্য বৃদ্ধি। পাশ্চাত্য দেশে এ শিল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মহাজনেরা কলের সাহায্যে বৃক্ষবল্কল হইতে কাগজ করিবার উপযোগী আর্দ্র পাউডার অর্থাৎ "রসাগুড়া" করিয়া বাজারে বিক্রয় করে, অন্য শ্রেণীর মহাজনেরা উক্ত রসাগুড়া ক্রয় করিয়া কলের সাহায্যে কাগজ করে, কাজেই উহাদের কাগজের পড়তা সুলভ হয়।

ভারতে স্বদেশী কাগজ (হস্তে প্রস্তুত) শত বৎসর পূর্ব্বে যে প্রথায় তৈয়ারী হইত, এখনও সেই প্রথায় তৈয়ারী হইতেছে। সেই ছেঁড়া ন্যাকড়া কানী আবর্জ্জনা দ্বারা এদেশে হস্ত-প্রস্তুত কাগজ তৈয়ারী হয়। কাজেই এ শিল্প মৃতপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় এই শিল্পের মুমূর্ষাবস্থা হইলেও পঞ্চত্ব না পাইবার কারণও একটু আছে। তাহা আর কিছুই নহে, স্বদেশী কাগজ রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগে হয় না, কাজেই স্বদেশী কাগজের জীবনী ৪।৫ শত বৎসর সমান ভাবে থাকে। বিলাতী কিংবা বিদেশী কলের কাগজ কয়েক বৎসর পরে "জরে" যায়।

ইয়োরোপখণ্ডে যে সকল বৃক্ষের আঁস আছে, ইহার মধ্যে একবীজদল উদ্ভিজ্জই অধিক অর্থাৎ ঘাস হইতে বাঁশ পর্য্যন্ত যে উদ্ভিজ্জ তদ্দ্বারাই কাগজ প্রস্তুত বেশী হয়, অন্যান্য কাষ্ঠময় বৃক্ষও বাদ যায় না। ১টন কাগজ করিতে ২॥০ টন ভাবর (বিলাতী গাছ) কিংবা মুঞ্জঘাস আবশ্যক হয়। আমেরিকা মহাদেশে বৃক্ষ-বল্কলে ৫৬ হইতে ৬০ অংশ পর্য্যন্ত কাগজ হইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ শিল্পটি পাশ্চাত্য খণ্ডে দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমে "রসামণ্ড" বা "রসাগুড়া" একশ্রেণীর মহাজনেরা করেন, অন্য শ্রেণীর মহাজনেরা উহা ক্রয় করিয়া কাগজ প্রস্তুত করেন। আমরা রসাগুড়াকে "কাগুজে মাটা" বলিব। কারণ কাগুজে মাটার জন্যই এদেশী কাগজের শিল্প নষ্টপ্রায় অর্থাৎ ভারতীয় কাগজের কারখানাগুলি মাটী হইয়াছে বলিয়াই উহার নাম আমরা "কাগুজে মাটা" রাখিলাম।

কাগুজে মাটার কারখানা।

কাগুজে মাটা করিবার কারখানা-ওয়ালারা বন জঙ্গল জমা লয়। যে বনে অধিক বড় বড় বৃক্ষ আছে, সেই সকল কাষ্ঠময় বৃক্ষের আঁস বুঝিয়া কুৎ করিয়া তাহারা বন জঙ্গলের মূল্য স্থির করে। যে সে বনে ইহারা পূর্ব্বে বসিত না, কারণ বহুদূর হইতে গাছ কাটিয়া আনিয়া কারখানা জাত করিতে খরচা অধিক পড়িবে, ইহা বুঝিলে সে বনে ইহারা গমন করিত না। এক্ষণে আধুনিক প্রথায় কল-কব্জার উন্নতি হওয়াতে এখন ইহাদের কলকারখানা, যেমন যেমন বন কাটা হয়, তেমনি তেমনি সরাণ হইয়া থাকে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রেণীর কারখানা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে প্রতি বৎসর গড়ে ৬৫ লক্ষ টন আঁস এই শ্রেণীর কারখানা দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা শত করা ৮০ গুণ কাজ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পরন্তু এই জন্যই ভারতীয় কাগজের কলগুলির উন্নতির পথরোধ হইয়াছে। কিন্তু সাহেবরা বলেন, এই কারণেই সংবাদ-পত্র শস্তা হইয়াছে।

সংবাদ-পত্র শস্তা দেখিয়া সাহেবদিগের মনে একটি ভয়ের উদয় হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সংবাদ-পত্রের জন্য ইয়োরোপের উত্তর খণ্ড এবং আমেরিকার বুনো কাষ্ঠ নিঃশেষ হইয়া পড়িল। লণ্ডনের এক একখানি দৈনিক সংবাদ-পত্র প্রতিবর্ষে গড়ে ৫ হাজার একার ভূমির বুনোকাঠ ভক্ষণ করিতেছে। এমন কি, একটি জেলা এক সময়ে একটি মহাবন ছিল, সেই বনটি সংবাদ-পত্রের গর্ভে পড়িয়া লীন হইয়া গিয়াছে। বড় বড় বৃক্ষে কাষ্ঠ জন্মিতে ৩০ হইতে ৫০ বৎসর লাগে, কাজেই এই সকল বৃক্ষ নষ্ট হইলে শীঘ্র তাহার স্থান পূরণ হয় না। এখনও ক্যানেডা, উত্তর ইয়ুরোপ এবং সাইবেরিয়াতে বড় বড় বন আছে, ঐ সকল বুনোবৃক্ষের গাত্রে আদৌ অস্ত্রাঘাত হয় নাই। সংবাদ-পত্রের দৌরাত্ম্য দেখিয়া ঐ সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর পর্য্যন্ত বৃক্ষচ্ছেদের বিপদ অনুভব করিয়া বনকাটা হইবে না বলিয়া আইন করিয়াছেন। বন কাটা বন্ধ হইলে এই শ্রেণীর কারখানা কিরূপে চলিবে? পরন্তু এই শ্রেণীর কারখানা

বন্ধ হইলে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হইবে, তাহা হইলে জগতে শস্তায় সংবাদ-পত্র কি করিয়া থাকিবে? ইহা ভাবনার কথা বটে!

বিলাতের যে যে দেশে এই কাগুজে মাটা বা কাগজ প্রস্তুত করিবার কঠিন মণ্ড প্রস্তুত হয়, সেই সেই দেশ হইতে আবার এই মাটা বিলাতের অন্যান্য দেশের কাগজের কলে রপ্তানী হয়। তাহাও প্রায় গড়ে প্রতিবর্ষে ৪০ হাজার টন হইবে। একারণ যে বিভাগ হইতে ইহা রপ্তানী হয়, সেই বিভাগের পত্র-সম্পাদকেরা বলিতেছেন, ইহার রপ্তানী বন্ধ কর। পরন্তু যে বিভাগে বন নাই, সেই বিভাগের পত্র-সম্পাদকেরা বলিতেছেন, "তাহা কেন? ভারতে অনেক বন আছে, অতএব ভারত হইতে কাগুজে মাড় বা মাটা প্রস্তুত ক'রে নিয়ে এস।" কোন কোন বিজ্ঞ সম্পাদক বলিতেছেন, "তোমরা গৃহবিবাদ কর কেন? এক কাজ কর, বাঁশ হইতে কাগজ কর, বাঁশের মাড় প্রস্তুত কর, বাঁশ গাছের আবাদ কর, সংবাদ-পত্র বাঁশ ভক্ষণ করুক, বনের কাষ্ঠ ভক্ষণ তাহা হইলে বন্ধ হইবে। বন না থাকিলে দেশে বৃষ্টি কম হয়, দেশ মরুভূমি হয়। অতএব সংবাদ-পত্রকে বাঁশে তুলা হউক। ভারতে সংবাদ-পত্রের গর্ভে বাঁশ প্রবেশ করান হউক।"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের টনক নড়িয়াছে। তাঁহার ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল বলিতেছেন, "ভারতে কাগুজে মাটার কারখানা হওয়া কর্ত্তব্য। এদেশ হইতে কাগুজে মণ্ড বিদেশে রপ্তানী করিতে হইবে।

বিলাতে ২৷৷০ টন, কাষ্ঠ গরুর গাড়ী ইত্যাদি ৩৫৲ হইতে ৪০ টাকা খরচা করিয়া আনিয়া ১টন মাড় বাহির করে, উহার মূল্য ১৩০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা। ভারতে বুনো কাষ্ঠ রেলে আনিতে ১৫৲ হইতে ২৲ টাকা টন প্রতি ভাড়া ইত্যাদি বহন খরচ লাগিবে। অতএব কেন এদেশী কাগুজে মণ্ড বিলাতে রপ্তানী হইবে না? কাগুজে মাটার কল ভারতীয় বনের ভিতর বসাইলে ভাল হয়, এ বিষয় সতর্কতার সহিত নির্ব্বাহ করা উচিত।"

ঘাস হইতে প্রত্যহ ১০০টন মাড় করিতে গেলে প্রতিবর্ষে ১২৫০০ টন ঘাস প্রত্যেক কলে ভক্ষণ করিবে। ভারতবর্ষে সাবুই, মুঞ্জ ঘাস এবং হিমালয় পর্ব্বতের ফ্রস্ ও ফার বৃক্ষ কিংবা দেবদারু জাতীয় গাছ অথবা বাঁশ হইতে মাড় করা চলিবে।

অনেকের ইচ্ছা দেখিতে পাই, ভারতীয় কাগজের কলে কাগজ করা বন্ধ করিয়া কেবল কাগুজে মাটা বা মাড় করা হউক এবং সেই মাড় বিলাতে চালান দেওয়া হউক. এদেশী কাগজ বিলাতে রপ্তানী না হইলেও মাড় রপ্তানী হইবে নিশ্চিত। না হয়, বিলাতী মাড় আমদানী করিয়া এদেশী কাগজ শস্তা করা হউক।

পুস্তকপ্রাপ্তিস্বীকার।

কার্য্যকারী শিল্পপ্রস্তুতপ্রণালী (২য় ভাগ)।—শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সরকার প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান হিতবাদী পুস্তকালয়, ৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা এবং সতীশ বাবুর বাটীর ঠিকানা মহেশপুর, পোষ্ট ইন্দাশ, জেলা বর্দ্ধমান অথবা ২০ নং পার্ক ষ্ট্রীট্, রেঙ্গুন, ব্রহ্মদেশ। মন্তব্য।—এই শ্রেণীর পুস্তক অনেকে লিখিয়াছেন, এখানিতে বিশেষত্ব এই যে, সতীশ বাবু যে সমুদয় দ্রব্য স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিজ্ঞান মানেও তাই। বিজ্ঞান পরীক্ষা ভিন্ন হয় না কিন্তু বড় বড় কলকারখানার দ্রব্যগুলি যাহা এই পুস্তকে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, তাহার মূলধন ও কলগুলির বিষয় বলিয়া দিলে ভাল হইত।

সাহিত্য-সংরক্ষণ-নীতি।—ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী সমিতেতে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে গঠিত। সুন্দর প্রবন্ধ হইয়াছে। এদেশের লোকেরা পুস্তক রাখিতে জানে না, তাহা নিশ্চিত। পুস্তক রক্ষা করিবার জন্যও শিক্ষা করিতে হয়।

অন্ন-সংস্থান।—শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ, পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

সংক্ষিপ্ত ভূদেব-জীবনী।—চুচুড়া হইতে প্রকাশিত। জীবনীতে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনায় বলিয়াছিলেন,

"মধু! এ মেঘনাদের রাম লক্ষ্মণ জটা-বল্কলধারী প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের রাম লক্ষ্মণ হয় নাই, ইহা ইংরাজী ব্যাণ্ডের পার্শ্বে কমাণ্ডার ইন্ চিফ তৈয়ারী হইয়াছে। যাহা হউক, কায়স্থের ক্ষত্র-শক্তির সন্ধান আমরা উহাতে পাইয়াছিলাম। সেইরূপ ভূদেব বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতে ব্রহ্মণ্য-শক্তির পরিচয় পাইয়া সুখী হইলাম।

সংবাদপত্রপ্রাপ্তিস্বীকার।

গত বর্ষে আমরা নিম্নলিখিত পত্র ও পত্রিকাগুলি মহাজনবন্ধুর বিনিময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহারা আমাদের সহিত পত্রিকার আদানপ্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

সাপ্তাহিক। (১) বঙ্গবাসী (২) বসুমতী (৩) সঞ্জীবনী, (৪) এডুকেশন গেজেট, (৫) হিন্দুস্থান (৬) রংপুর দিক্ প্রকাশ, (৭) উড়িয়া ও নবসংবাদ, (৮) মানভূম, (৯) বরিশালে হিতৈষী (১০) রত্নাকর, (১১) প্রসূন, (১২) বীরভূম বার্ত্তা, (১৩) মালদহ সমচার, (১৪) মাড়য়ারী (হিন্দি ভাষায়), (১৫) পল্লিবাসী, (১৬) প্রতিকার, (১৭) মেদিনীপুর হিতৈষী, (১৮) ত্রিশূল।

মন্তব্য।—বঙ্গবাসী, বসুমতী ও সঞ্জীবনী এই পত্রিকাত্রয় স্বনামে প্রতিষ্ঠিত; বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা অতুলনীয় হইয়াছে। সঞ্জীবনী ও বসুমতীতে কৃষি ও শিল্পের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়াছে। বর্ষের প্রথমে বসুমতী মহাজনবন্ধু হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত করিয়া দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পরেই এডুকেশন গেজেট ও হিন্দুস্থানের স্থান। কর্ম্ম জগৎ ও মর্ম্ম জগৎ এই দুইটি পন্থায় মানুষ পরিচালিত হয়, পূর্ব্বোক্ত তিনখানি পত্রিকা কর্ম্ম জগতে প্রধান এবং শেষোক্ত দ্বয় মর্ম্ম-জগতের প্রাণস্পর্শী সংবাদ-পত্র। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর যদি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রকে বরাবর সাহায্য করেন, তাহা হইলে এই দুই পত্র-সম্পাদক মহাশয়কেও ভবিষ্যতের জন্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের মতে নির্ব্বাচিত করিতেই হইবে। প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধসম্পাদক ক্ষেত্র বাবুকে সর্ব্বাগ্রে নির্ব্বাচিত করা কর্ত্তব্য।

"উড়িয়া ও নব সংবাদ" নারায়ণ সদৃশ সংবাদ-পত্র, বড় লোকের ঠাকুর, পূজারী ব্রাহ্মণ যাহা করেন। নিত্য ব্যবস্থা, উন্নতি অবনতি-বিহীন। "মানভূম ও রংপুর দিক্ প্রকাশ" তথৈবচ। "বরিশাল হিতৈষী"র মতামত অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যাঙ্গালার সকল সম্পাদকের মস্তকে যে "স্বদেশী ভূত" চাপিয়াছিল, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর নিজে ওঝা হইয়া সে ভূত ঝাড়িয়াছেন; ইহাঁদের মতি-গতি পরিবর্ত্তনে আমরা সুখী হইয়াছি। "রত্নাকরের" প্রবন্ধের উন্নতি হইয়াছে। "প্রসূন"কে আমরা এডুকেশন গেজেট ও হিন্দুস্থানের শ্রেণীতে গণনা করিতে পারি। "বীরভূমবার্ত্তা"র লেখার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, গ্রাম্য-পত্রিকার উপর এই সহযোগীর বিদ্বেষ ভাব বরাবর দেখিতেছি। গ্রামের দু-খানি পত্রিকাতে একতা নাই, এরূপ স্থলে গ্রাহকেরা অর্থাৎ দেশের লোকেরা আমাদের কোন আদর্শটি গ্রহণ করিবে? "মালদহ সমাচারে" বড় বড় মাসিক পত্রের উৎকৃষ্ট সমালোচনা প্রতি সপ্তাহে বাহির হয়। আলোচ্য বর্ষে কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ মালদহে বাহির হইয়াছিল। তাহা আমাদের মালদহের ফজলি আম্রের ন্যায় লাগিয়াছিল। "মাড়য়ারী"র লেখা ভাল। "পল্লিবাসী" ও "প্রতিকার" বহুদিন পাই নাই। "মেদিনীপুর হিতৈষী"তে ভুতুড়ে মতের প্রবন্ধ বাহির হয়, ভাল কাগজ, গবর্ণমেণ্টেরও হিতৈষী। "ত্রিশূলে"র অধিকাংশ লেখা কেমন কেমন ছেলেমানুষী চংয়ের।

মাসিক। (১৯) পূর্ণিমা, (২০) ভিষক দর্পণ, (২১) নব্য ভারত, (২২) তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা, (২৩) ভারত-মহিলা, (২৪) তত্ত্বমঞ্জরী, (২৫) চিকিৎসা প্রকাশ, (২৬) গৃহস্থ, (২৭) অলৌকিক রহস্য, (২৮) প্রচার, (২৯) Gardener's Magazine. (৩০) শিল্প ও সাহিত্য, (৩১) আলোচনা, (৩২) নমঃ শূদ্র, সুহৃদ, (৩৩) হিন্দুসখা, (৩৪) কুশদহ, (৩৫) ইস্‌লাম প্রচারক, (৩৬) প্রজাপতি, (৩৭) শান্তি-কণা, (৩৮) তিলিবান্ধব, (৩৯) সনাতনধর্ম্ম পতাকা (হিন্দিতে), (৪০) অলৌকিক রহস্য, (৪১) ব্রাত্য ক্ষত্রিয়-বান্ধব, (৪২) দারোগার দপ্তর।

মন্তব্য।—পূর্ণিমা আসেন নাই বহুদিন, আলোচনা ও শান্তিকণা তথৈবচ। নব্য ভারতের প্রবন্ধ অতুলনীয়, তাহার পরই ভারত মহিলা। ভিষক-দর্পণ ও চিকিৎসা-প্রকাশের প্রবন্ধ মাত্রই শিক্ষনীয়, বিশেষতঃ তাহার উপর ভিষক দর্পণের "দেশ ভ্রমণ ও তত্ত্বানুসন্ধান" নামক প্রবন্ধের ন্যায়

প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয়ের ইয়োরোপ ভ্রমণ প্রবন্ধ পাঠের পর এরূপ প্রবন্ধ পাঠ করা আমাদের অদৃষ্টে আর ঘটে নাই। তত্ত্ববোধিনীর আরও উন্নতি হইবে, বরীন্দ্র বাবু সম্পাদক হইয়াছেন। উন্নতির চরমে যাঁহারা দণ্ডায়মান, তাঁহাদের আরও উন্নতি হইবে—আশার কথা। গৃহস্থ ও হিন্দুসখার পেজমার্কা নূতন নূতন, কাজেই পাঠে খট্‌কা ঠেকে! গৃহস্থের জ্যোতিষ প্রবন্ধ শিক্ষনীয়। নূতন নূতন পত্রাঙ্ক দেওয়াতে পরিণামে তাঁহারা বই করিয়া বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু পাঠকেরা তাহা যে করিবে, সে আশা বিরল! কারণ এদেশের কয়জনে পুস্তক রাখিতে জানেন? পুস্তক রাখিতে শিখিলে, সে জাতির উন্নতি নিকটবর্ত্তী! শিল্প ও সাহিত্যের ছবি ও ছাপা উৎকৃষ্ট, তত্ত্বমঞ্জরী প্রায় উদ্বোধনের মত হইয়াছে। অলৌকিক রহস্যের সমুদয় প্রবন্ধ অলৌকিক। প্রজাপতি, নমঃ শূদ্র, ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, তিলি বান্ধব—ইহারা স্ব স্ব জাতির উন্নতিপ্রার্থী কিন্তু সকলেই মিশ্রভাবে পদ্য গদ্য দ্বারা জাতীয় উন্নতি করিতেছেন। ইহার মধ্যে তিলিবান্ধব খাঁটি তিলি জাতিতে আছেন, প্রজাপতি (সদ্গোপ-দিগের) সাধারণের সহিত সম্পর্ক রাখিতে প্রয়াসী। কুশদহের কবার চক্‌চকে হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্ম পতাকা মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি। ইসলাম প্রচারক বহুদিন পাই নাই, দারোগার দপ্তর আলোচ্য বর্ষে শেষে এক সংখ্যা পাইয়াছি।

উপসংহার।—গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কৃত ছাপাখানার আইনের জন্য আমাদের মত মাসিক পত্রিকাগুলি প্রকাশে অতিশয় বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। কারণ অন্যের প্রেসে আমাদের মুদ্রাঙ্কন করিতে হয়। পূর্ব্বে বিলম্ব হইলে নগদা ছাপান চলিত, এখন তাহা করিবার উপায় একরূপ বন্ধ হইয়াছে। একেত মাসিক পত্রিকা, মাসে একবার, এজন্য আলস্য স্বতঃই হয়, তদুপরি কিছু আলস্য হইলেই দু'মাস পড়িয়া যায়। তদুপরি গবর্ণমেণ্টের প্রেস-এক্ট, এবিষয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা সাপেক্ষ; নতুবা আমরা উপায়হীন।

বাঁশের কাগজ।

শ্রীমান্ রিয়াট সাহেব বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করিবার জন্য দশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এই কথা সকলকে বলিতেন, যখন ঘাস হইতে কাগজের মণ্ড হয়, তখন বাঁশ হইতে কেন উহা না হইবে? কারণ বাঁশ ও ঘাস এক জাতীয় উদ্ভিজ্জ। তৎপরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঁশের মণ্ড তৈয়ারী করিয়া এই মন্তব্য লিখিলেন যে, "উষ্ণপ্রধান দেশের বনভূমিতে যত প্রকার আঁশ-যুক্ত গাছ-গাছ্‌ড়া পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বাঁশই কাগজের মণ্ড প্রস্তুতের পক্ষে অধিক উপযোগী। পরন্তু ঘাস কাটিতে এবং সংগ্রহ করিতে যে ব্যয় হয়, বাঁশ কাটিতে ও সংগ্রহ করিতে তদপেক্ষা অনেক কম ব্যয় হইয়া থাকে। ইনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে কাষ্ঠ হইতে যাহা কাগজের মণ্ড হইয়া থাকে, তাহা কিছুদিন মধ্যে উঠিয়া গিয়া উহার স্থলে বাঁশের মণ্ড প্রচলিত হইবেই হইবে, কারণ কাষ্ঠের বিষয় চিন্তা করিলে, বাঁশে সেই সকল সুবিধাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আর এক কথা, বাঁশ জন্মে অপর্য্যাপ্ত এবং ইহার আবাদ করা চলিবে। কাষ্ঠে এ সকল সুবিধা নাই। বহনী খরচায় দেখা যায়, অধিক সংখ্যক বাঁশ একত্রে বাঁধিয়া জলে ভাসাইয়া আনা যাইতে পারে, তাহাতেও ব্যয় কম পড়ে। এই বলিয়া তিনি ভারতীয় বংশের জাতিতত্ত্ব, জন্মস্থান এবং শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

শ্রীমান্ আর, ডব্লু সিনডাল সাহেব ইংলণ্ডের জনৈক সুবিখ্যাত কাগজ-প্রস্তুতকারক। ইহাঁকে ভারতীয় বাঁশে কাগজ করিবার জন্য বলা হয়। ইনি পরীক্ষা করিয়া ১৯০৬ সালে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা এই,—

আমি ভারতীয় বাঁশ হইতে কাগজের জন্য মণ্ড প্রস্তুত করিয়া দেখিলাম সুন্দর হইয়াছে। ১টন বাঁশের মূল্য ১০৲ টাকা হইলে, কাগজের পড়তা অতিশয় কম্ হইবে। পরীক্ষায় জানিয়াছি, ২।০ টন বাঁশ হইতে ১টন মণ্ড অনায়াসে হইতে পারিবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ হইতে এক সময়ে কয়েক টন বাঁশ লণ্ডনের নিকটস্থ কোন কাগজের কলে পাঠান হয়। ঐ কলের সত্বাধিকারীরা উহা হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়া বলেন যে, ছাপার কিংবা

লিথোগ্রাফ করিবার পক্ষে কাগজ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তৎপরে ঐ মণ্ডের কিয়দংশ আয়র্লণ্ডের এক কাগজের কলে প্রেরিত হয়। উক্ত কলের ম্যানেজার বলিয়াছেন, "এই উপাদান হইতে কাগজ করিতে আমাদের কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। কাষ্ঠের মণ্ডের ন্যায় আমরা ব্যবহার করিয়াছি। এজন্য কলের কোনরূপ বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন সাধন করিতে হয় নাই। এই মণ্ড হইতে যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দ্বারা আমরা লেটার প্রেসে লিথোগ্রাফ মুদ্রিত করিয়া পরীক্ষা করিলাম, অতিশয় ভাল হইয়াছে।"

এ সকল বলিবার উদ্দেশ্য, এই ব্যবসায়টি ইয়োরোপ খণ্ডও নূতন পাইয়াছে, ভারতবাসী এজন্য মনোযোগী হইবেন। ভারতে বংশের অভাব নাই। বর্ত্তমান সময়ে উহারা কাষ্ঠের মণ্ড দ্বিবিধ প্রণালীতে প্রস্তুত করে। ১ম, কাষ্ঠগুলিকে জাঁতা কলে ঘুরাইয়া গুঁড়া করিয়া তৎপরে তাহা দ্বারা মণ্ড করা হয়। ২য়, রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মণ্ড করা হয়। শেষোক্ত প্রথাতে ক্ষার ও এসিড্ ব্যবহৃত হয়। বাঁশের পক্ষে প্রথমোক্ত উপযোগী নহে। শেষোক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারাই বাঁশ হইতে মণ্ড প্রস্তুত করা প্রশস্ত। ১৯০০ সালে কেবল মাত্র পপ্লার বৃক্ষে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে মণ্ড করা হইত। ১৯০৭ সালে জানা গেল, বৃহৎ বৃহৎ বহুতর বৃক্ষে ঐ নিয়মে মণ্ড করা হইয়াছে, কারণ এই প্রথা অপেক্ষাকৃত সুলভ।

ক্ষার ও এসিড্ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া শ্রীমান্ রিচমণ্ড সাহেব বলিয়াছেন যে, সালফাইড রাসায়নিক প্রথা অবলম্বন করিয়া আমাকে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে, অতএব এপথে কহে আসিবেন না। ঘাস, খড়, ছেড়া নেকড়া, থোলে, চট ইত্যাদি হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিতে আমি ক্ষার ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল পাইয়াছি। আপনারা সকলে বিশেষ ভাবে মনে রাখিবেন, কাষ্ঠের উপরেও এসিড অপেক্ষা ক্ষারে কার্য্য ভাল হয় এবং যে সকল উদ্ভিজ্জে খনিজ পদার্থ অধিক থাকে, তাহাদের পক্ষে ক্ষার প্রথাটি যে অত্যুৎকৃষ্ট তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীমান রিয়াট ও সিনডাল সাহেব প্রভৃতি মহোদয়েরা বাঁশ হইতে যে মণ্ড প্রস্তুতের কথা বলিয়াছেন, তাহা সকল বাঁশে এক ভাবে মণ্ড

হওয়া সম্ভব নহে। ১, ২, ৩, ৪ বর্ষের বাঁশে বিভিন্ন প্রকার মণ্ড হইবেই হইবে। পাকা বাঁশে মণ্ড প্রস্তুত করিতে যে সকল প্রক্রিয়ার আবশ্যক, সেই প্রক্রিয়া কাঁচা বাঁশে প্রয়োগ করিলে কাগজ শক্ত হইবে না। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, দুই বর্ষের বাঁশ গাছ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মণ্ড প্রস্তুত হয়। বাঁশ শুষ্ক হইলে, উহার ভার শতকরা ৩৫ ভাগ কমিয়া যায়। মণ্ডের পক্ষে এই অবস্থায় বাঁশকে পাকা বাঁশ বলিয়া ধরা হয়। এক বর্ষের কিংবা উহা অপেক্ষা অল্পদিনের বাঁশগাছকে কাঁচা বাঁশ বলা হয় এবং তিন বর্ষের বাঁশগাছকে পাকা বাঁশ বলিয়া ধরা হয়।

মণ্ড করিবার জন্য বাঁশগুলিকে বাতাসে শুষ্ক করা হয়, বর্ষাকালে বাঁশের গায়ে জল না লাগে, সে জন্য আচ্ছাদ নযুক্ত স্থানে রাখিতে হয়। বাতাসে শুকান বাঁশ গুঁড়া করিবার পক্ষে বড়ই সুবিধা। প্রথমে বাঁশ ভাঙ্গিবার রোলারের মধ্যে দিয়া বাঁশগুলিকে ১॥০ ইঞ্চি ২ ইঞ্চ মাপে খণ্ড খণ্ড করা হয়। তাহার পর কুটিবার যন্ত্রে উহাদের দেওয়া হয়। এই যন্ত্র সাহায্যে বংশখণ্ডগুলি কুটাবৎ আকৃতি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে এই কুটাগুলি ধৌত করিয়া পরিষ্কার করা হয়। তাহার পর একটি মৃত্তিকা-পাত্রে সাল্‌ফাইড-লাইকার প্রস্তুত করিয়া উহাতে কুটাগুলি ফেলিয়া উত্তাপ দেওয়া হয়। ৩৭ বার এইরূপ সালফাইড-লাইকার জল পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তাপ দেওয়া হয়। বাঁশের কাগজ বর্ণহীন হইয়া সাদা হয় না। বর্ণহীন করিবার জন্য ব্লচিং পাউডার ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই উহার বর্ণহীন হয় নাই। অতএব যে সকল কাগজের পক্ষে বর্ণহীনের আবশ্যক নাই, সেই সকল কাগজের পক্ষে এই মণ্ড উৎকৃষ্ট, কিন্তু বাঁশের কাগজ লিখিবার, ছাপিবার এবং লিথোর জন্য ভাল। পরন্তু সালফাইড সোডা লাইকর সংযোগে মণ্ড করিয়া তাহা দ্বারা ৪৩ হইতে ৪৫ পারসেণ্ট মণ্ড পাওয়া গিয়াছে। কষ্টিক্ সোডা সংযোগে ২০ হইতে ৭৬ পারসেণ্ট মণ্ড হইয়াছে। ৪ ঘণ্টা হইতে ৬ঘণ্টা উত্তাপ দিতে হয়। ১৩০ ডিগ্রি উত্তাপের প্রয়োজন হয়, (১১২ ডিগ্রি উত্তাপে জল গরম হয়) কেহ কেহ বলেন, এই প্রথায় ১২ হইতে ১৫ পারসেণ্ট ব্লচিং পাউডার ব্যবহার করিলে উত্তম বর্ণহীন কাগজ হইতে পারে কিন্তু ইহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। ৪টন বাঁশ হইতে ২টন মণ্ড হয়। ফিলিপাইন দ্বীপে ১০০০ বাঁশের মূল্য ১৫।৵০ আনা। (বাঙ্গালায় ইহা অসম্ভব দর)

মেনিলাবন্দরে বহন খরচা সমেত ১টন বাঁশের মূল্য ৬৫৷৷৵০ আনা। ২৫০০ বাঁশে একটন মণ্ড হয়। সোডা দ্বারা মণ্ড প্রস্তুতের একটি কলের মূল্য ৬লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই কলে প্রত্যহ ২০ টন মণ্ড প্রস্তুত হইবে।

জাভায় ইক্ষুচাস।

১৮৯৮ সালে জাভা গবর্ণমেণ্ট ইক্ষু-আবাদ-বিষয়ে এক আইন প্রণয়ন করেন। এই রাজবিধান জন্যই যবদ্বীপে ইক্ষু-আবাদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ফর্ম্মোজা-গবর্ণমেণ্টও জাভার আইনের অনুরূপ আইন প্রস্তুত করতঃ তাঁহার রাজ্যে ইক্ষু আবাদ করাইয়া অদ্বিতীয় জাভা চিনির ন্যায় উন্নতি সাধন করিয়াছেন; বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে ফর্ম্মোজা চিনি জাভা চিনির প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে। ইতিমধ্যে আমেরিকার কোন কোন দেশে জাভা হইতে চিনি রপ্তানী হইত, কিন্তু ফর্ম্মোজা চিনির উৎকর্ষ হওয়াতে ঐ সকল দেশে জাভা চিনি বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে আমেরিকাবাসীরা জাভা হইতে চিনি আনাইত, এক্ষণে জাভা অপেক্ষা ফর্ম্মোজা হইতে চিনি শস্তায় পাইতেছে, কাজেই জাভা চিনি উহারা লইতেছে না। যাহা হউক, এ সকল কথা আমরা দুই বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং যবদ্বীপে ইক্ষু আবাদের আইনের সত্ত্ব-সাব্যস্থ কিরূপ তাহাও দুই বৎসর পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এক্ষণে সেই খসড়ার নকল আর তুলিব না। উহার একটি ধারাতে এই ছিল যে, "প্রত্যেক জেলায় কত বিঘা জমিতে ইক্ষু আবাদ করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ জাভা গবর্ণমেণ্ট নির্ণয় করিয়া দিবেন। পরিমিত ও গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত জমি অপেক্ষা অধিক জমিতে ইক্ষু আবাদ প্রজারা স্বেচ্ছায় বা স্বাধীন ভাবে করিতে পারিবে না।" এই ধারাটি যবদ্বীপের ইক্ষু-আবাদ-আইনের অন্তর্গত থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে জোর জবরদস্তি করেন নাই। তবে উক্ত কথাগুলি আইনান্তর্গত করিবার কারণ এই ছিল যে, যদি জাভার প্রজাবর্গেরা ইক্ষু-আবাদে অতিরিক্ত লাভ দেখিয়া ধান্য ইত্যাদির আবাদ করা বন্ধ করে, তবে গবর্ণমেণ্ট ঐ বিধানমতে প্রতিবিধানের পন্থা এই

রাখিয়া ছিলেন যে, "ইক্ষু আবাদ অমুক জেলায় এই পরিমাণ হইবে; তাহার বেশী ইক্ষু আবাদ হইবে না।" কাজেই প্রজারা বাধ্য হইয়া অন্যান্য শস্যের আবাদ করিবে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, জাভা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ ছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের ঐরূপ কোন বিধান আছে কি? যদি না থাকে, তাহা হইলে যবদ্বীপের আদর্শে উহা ভারতেও প্রচলন করা উচিত, দুর্ভিক্ষ নিবারণের পক্ষে ইহাও একটি সুব্যবস্থা বলিতে হইবে।

যাহা হউক, জাভা গবর্ণমেণ্ট উক্ত আইন করিবার পরে সমগ্র জাভায় নূতন মৃত্তিকা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। একারণ তিনি সমগ্র জভায় খাল কাটিতে আরম্ভ করিলেন। এই জন্য প্রাচীন জাভা নূতন উর্ব্বরা মৃত্তিকা পাইল এবং কৃষিকার্য্যে জলের কিরূপ আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই খাল কাটার জন্য সে অভাবও জাভা হইতে দূরীভূত হইল। এখনও যবদ্বীপে খাল কাটার বিরাম নাই। আমাদের ভারত গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে মুক্তহস্ত।

জাভায় যত খাল কাটা হইতে লাগিল, ততই জাভা গবর্ণমেণ্ট ইক্ষু আবাদের জমি সঙ্কুচিত না করিয়া প্রসারিত করিয়া দিতে লাগিলেন। এই কারণেও জাভার ইক্ষু-আবাদ প্রতি বর্ষে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এবং এখনও শ্রীবৃদ্ধি হইবে, সে পথও হইতেছে।

ইংরাজেরা বলেন, "জাভায় অধিক চিনি উৎপন্নের কারণ, কেবল মাত্র চাস বৃদ্ধি, নতুবা ইক্ষুর ফলন সম্বন্ধে তেমন কিছু হয় নাই। ইহা ঠিক কথা নহে। পাঠক মহাশয়েরা নিম্নে তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন।

আমরা দেখিতেছি, জাভার কৃষি বিভাগ বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষু-আবাদে মনোযোগী। জাভায় যে জমিতে কেবল "চারিবাণ" জাতীয় ইক্ষু জন্মিত, আজ সেই জাভায় নানা জাতীয় ভাল ভাল ইক্ষুর আবাদ হইতেছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি কেবল ড্রেণ করিয়া ভাল ও মন্দ জল বহন করেন এবং লোকের বাড়ী ঘর আঁধার দেখিলে আলো করিয়া দেন, ঘরে বাতাস না গেলে জানালা ফুটাইতে বলেন; এই সকল কাজ করিয়া কলিকাতার স্বাস্থ্য রক্ষা করেন। যবদ্বীপের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইহার উল্টা করেন। ইংরাজ রাজ কেবল কলিকাতা অথবা

কলিকাতার ন্যায় আর ২।১টা সহরের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন, জাভা গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ সমগ্র জাভাটির কৃষি বিষয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শন পূর্ব্বক তাহা রক্ষা করেন। জাভার মিউনিসিপ্যালিটি শস্যক্ষেত্রে গিয়া শস্যের রোগ নির্ণয় করেন, রুগ্ন শস্যে ঔষধ প্রদান করেন, ক্ষেত্রের কীট নষ্ট করেন, জমির মৃত্তিকা পরীক্ষা করেন, সার কম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া "তম্বী" "গম্বী" করেন, কলিকাতায় বৃষ্টির জল পড়িয়া ড্রেণ বন্ধ হইলে, ডাক্তারেরা টাউন হলে ধরিয়া লইয়া গিয়া লোকের যেমন অর্থদণ্ড করেন, বৃষ্টির জল ও চক্ষের জল যেমন একত্র করেন, জাভায় সেইরূপ কৃষিক্ষেত্রে জল দেয় নাই, সার কম দিয়াছে বলিয়া জাভার টাউন হলে ধরিয়া লইয়া গিয়া অর্থ দণ্ড করিয়া কৃষকের চক্ষের জলে জমিসিক্ত করাইয়া দিয়া থাকেন। শুধু কি তাই, আকমাড়া কলে ইক্ষু ফেলা হইবে, এমন সময় জাভার কৃষিবিভাগের ডাক্তারের আসিয়া ইক্ষু লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এই জাতীয় ইক্ষু ফেলিয়া দিতে হইবে, ইহার রসে চিনি কম হইবে, তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে, চিনির কাজে ক্ষতি হইবে। দিন কতক অজ্ঞ লোকেরা ঐ জাতীয় ইক্ষুতে চিনি করিয়া তৎপরে বলিবে, চিনির কাজে ক্ষতি হয়, অতএব একাজ আর করিব না এজন্য দেশের বদ্‌নাম হইবে, অতএব আক্ ফেলিয়া দাও। এইরূপ পরীক্ষা করিয়া জাভা কি ফল ফলাইয়াছে, তাহার একটি উদাহরণ ইক্ষু হইতেই দিতেছি।

জাভাতে "সেরে" নামক এক জাতীয় ইক্ষু আছে। তাহার রস অতীব নির্ম্মল এবং চিনিও অধিক হয়, ইহা জাভাবাসীর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া বলিল, উক্ত ইক্ষুতে চিনির ফলন অধিক হয় বটে, তত্রাচ ইহা ফেলিয়া দাও। এই কথা শুনিয়া জাভার কলওয়ালারা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে জাভার অন্যান্য প্রজারা প্রতিবাদ করিতে লাগিল। জাভা গবর্ণমেণ্ট ডাক্তারদিগের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিলেন; ডাক্তারেরা উত্তর দিলেন, "সেরে ইক্ষু ২।৪ বৎসর আবাদ করিলেই হীনবল প্রাপ্ত হয়, তখন আর উহা হইতে পূর্ব্বের ন্যায় চিনির ফলন হয় না, অতএব উক্ত ইক্ষুকে আমরা জাভায় রাখিতে চাই না।" গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এই কৈফিয়ৎ পাইয়া ডাক্তারদিগকে বলিলেন, "ইহার পরীক্ষা দেখাইয়া প্রজাবর্গের মুখ বন্ধ কর।" তাই করা হইল। এইরূপ

কঠিন পরীক্ষার ফলে, জাভার কৃষকেরা ভাল ইক্ষু নির্ণয় করিতে শিখিয়াছে, কাজের কাজী হইয়াছে। এক্ষণে জাভার কৃষকেরা পুং-জাতি ইক্ষু নির্ব্বাচন করিয়া চাষ করে।

জাভার কৃষকেরা প্রথমে কর্দ্দম-ময় ভূমে বীজ বপন করে, এক মাসের মধ্যে চারাগুলি স্থানান্তরে রোপন করে। ইক্ষুর পক্কাবস্থায় ওজন করিয়া রাসায়নিক পরীক্ষা করে, নিকৃষ্ট জাতি ইক্ষু হইলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। ভারতে—ইংরাজ রাজ্যে কোথাও এরূপ হয় কি?

ভারতবর্ষ নীচজাতীয় মানুষকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় দেখিয়া থাকে, তাই ভারতে পণ্য দুর্ম্মূল্য ও দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী ভাবে বসিয়াছে! জাভায় ইহার উল্টা ব্যবস্থা! তাহারা মানুষ নির্ব্বাচন করে না, বরং বহুবিধ সঙ্কর ইক্ষু উৎপাদন করে এবং ভারতবাসীর ন্যায় জাতি বিচার রান্না ঘরে না করিয়া শস্যক্ষেত্রে ফসলের জাতি বিচার করে; ইক্ষু সম্বন্ধে এমন কঠিন পরীক্ষা করে যে, "শূদ্র ইক্ষু" দেশ হইতে উজার করিয়া তুলিতেছে, দুই তিন জাতীয় ইক্ষু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইক্ষু এই তিনবর্ণই থাকিতেছে। ভারতের ব্রাহ্মণেরা কিন্তু, শূদ্র জাতি সকলকে করিতে চাহে! কাজেই এদেশের ব্রাহ্মণেরাও শূদ্র হইয়া যাইতেছে! এদেশে ফসলের উপর বিচার নাই, বিচারটা ফসল-ভোজীর উপর! আমরা যে সকল ব্যাধি গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে দেখাইয়াছি, তিনিও দেড় শত বৎসর ধরিয়া সেই একবিধ রোগের চিকিৎসাই করিতেছেন, ভারতের মানুষের ব্যারাম দেখিয়া উঠিতে পারিতেছেন না! অতএব কখন বা কবে যে ভারতের গাছপালার ব্যাধি দেখিবেন, তাহা ভগবান জানেন। লর্ড মেয়ো বাহাদুর কর্ত্তৃক ভারতে এগ্রিকলচার বিভাগ খোলা হইয়াছে কিন্তু তাহার পর উহার উন্নতি কি হইয়াছে? আমাদের ইচ্ছা, মফঃস্বলগুলি কৃষিবিভাগের অধীন করা হউক, কৃষি-বিভাগের ডাক্তার বাহির হউক, মাঠের মধ্যে যথায় জল দানের সুবিধা নাই, তথায় পুকুর কাটান হউক, ক্যানেলের ধারে ধারে দমকল বসাইয়া এবং শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে পুকুর কাটাইয়া, দমকল বসাইয়া শস্যক্ষেত্রে জলদানের ব্যবস্থা করা হউক। আমাদের দেশের মফঃস্বলের লোকেরা গরুকে মাঠের ঘাস খাওয়াইয়া দুধ লয়, তেমনি উহারা বিনাসারে শস্য প্রার্থনা করে, এ সকল বন্ধ করা হউক। হে ইংরাজ-রাজ! সহরে যেমন

রাজপথে জল দাও, ঐরূপ আমাদের শস্যক্ষেত্রে জল দাও! আমরা চাই জাভার ব্যবস্থা। যবদ্বীপ ভারতের ন্যায় বৃহৎ না হইলেও যুক্তবঙ্গের ন্যায় বৃহৎ নিশ্চিত! অতএব সমগ্র জাভার কৃষি-বিভাগ যেমন চাসে উক্ত দেশকে আয়ত্ব করিয়াছে, আমাদের সমগ্র বঙ্গদেশটা না হয় পরীক্ষার স্বরূপ কৃষি-বিভাগ আয়ত্ব করুন না?

চাসাদিগকে লেখাপড়া শিখান হইবে না, জাভা গবর্ণমেণ্ট যেমন বুঝিয়াছেন, ঐরূপ জগতের সমুদয় গবর্ণমেণ্টের বুঝা উচিত। বঙ্গদেশের কৃষকের ছাত্রবৃত্তি দিয়া ফল এই হইয়াছে, তাহারা বাবু হইয়াছে, নিজেদের জাত ব্যবসা ছাড়িয়াছে।

জাভার চাসিরা সকলেই কৃষিবিভাগের ডাক্তার হইয়া গিয়াছে। উহাদের দেশে "পাস রোইন" নামক স্থানে সুবৃহৎ শস্য পরীক্ষাগার আছে, কিন্তু উহারা সে পরীক্ষাগারে আর যায় না, নিজেরাই এখন শিখিয়াছে—মরসুম কাহাকে বলে এবং মরসুমের প্রথম ও শেষে দুইবার শস্য জন্মাইতে পারে, এজন্য বর্ষের প্রথমে তাহারা পুরুষ্ট ও তেজী ইক্ষু ভিন্ন কাটে না। ইক্ষু বীজ দিয়া প্রথমটা ইক্ষুর চারা করে, তৎপরে আকের মাথা কাটিয়া পুনরায় রোপন করে। বর্ষের শেষে যে সকল ইক্ষু হয়, তাহা ১৩ হইতে ১৫ মাস ক্ষেত্রে রাখে, কারণ ইহাতে আক সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট হয়। ১২ মাস পরে মাথা কাটিয়া রোপন করে। ডিসেম্বর ও জুন জুলাই মাসে ডগা কাটে, পরন্তু যে ইক্ষু জুলাই মাসে রোপন করে, তাহা পর বৎসর সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে কাটিয়া লয়। বোর্দো মিশ্চার নামক এক প্রকার পাউডার তৈয়ারী করে. উক্ত পাউডার ইক্ষু ডগায় লাগাইয়া ক্ষেত্রে রোপন করে, উদ্দেশ্য ইক্ষুতে পোকা ধরিবে না। ইক্ষুক্ষেত্রে ৩।৪ দিন অন্তর জল সিঞ্চন করে, নিড়ান ইত্যাদি শীঘ্র শীঘ্র করে। জাভার কৃষকেরা বলে, সে দেশের পক্ষে নাইট্রোজেনাস বা পোটাস বা ফস্ফরিক এসিডের সার কোন কাজের নহে। এই জন্য তাহারা নানা জাতীয় খইল—সোয়াসুটীর, নারিকেল রেড়ী প্রভৃতির খইল ও সালফেট এমোনিয়ার সার ইক্ষুক্ষেত্রে দিয়া থাকে; যদি এই সকল না করে, তাহা হইলে ডাক্তারেরা ধরেন, জরিমানা দিয়া অব্যাহতি পায়। জাভাতে প্রতি বর্ষে গড়ে ৫০ হাজার টন ইক্ষু বৃদ্ধি হইতেছে, ৫,৬ বৎসর পরে ১৫০ লক্ষ টন ইক্ষু প্রতি বর্ষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

চিনির কাজে ডিউটি।

১৯শে জ্যৈষ্ঠের হিন্দুস্থান এবং ক্যাপিট্যাল পত্রে চিনির ডিউটী বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এই,—

কলিকাতার ক্যাপিট্যাল বাণিজ্যপত্র। বৈদেশিক চিনির উপর আমদানী মাশুল চাপাইবার প্রস্তাব হইতেছে দেখিয়া, ক্যাপিট্যালের ম্যাক্স প্রতিবাদী হইয়াছেন। ম্যাক্স বা ক্যাপিট্যাল-সম্পাদক ত্রিমারণ বলিতেছেন;—

"দেখিতেছি, বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় শর্করাশুল্কের প্রস্তাব আবার উঠিতেছে। বড়লাট ও তাঁহার অমাত্যদিগকে শর্করার উপর আমদানী-মাশুল চাপাইতে অনুরুদ্ধ ও উত্তেজিত করা হইতেছে। পূর্ব্বে যখনই এইরূপ শর্করা-শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে, তখনই আমি প্রতিবাদপূর্ব্বক দেখাইয়াছি, শর্করা-শুল্কে ভারতের কোন উপকার হইবে না।

বৈদেশিক চিনির উপর মাশুল চাপাইলেই, চিনির দর চড়িবে। তাহা হইলেই, লোকের একটা একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দুর্ল্লভতা বাড়িবে। ইহাতে লোকের ক্ষতি হইবে।

"বৈদেশিক চিনির উপর মাশুল চাপাইলে, দেশীয় শর্করাশিল্পের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে; যে প্রথায় এখন চিনি প্রস্তুত হইতেছে, সেই প্রথায়ই বাহাল থাকিবে। এই পুরাতন প্রথায় চিনির উৎপত্তি কম হয়, অথচ খরচ অধিক পড়ে। শর্করাশুল্ক বসিলেই, ভারতের এই পুরাতন মন্দপ্রথা বজায় থাকিবে।

"মাশুল ফাশূলের প্রস্তাব ছাড়িয়া দাও। যবদ্বীপে যে প্রথায় শর্করাশিল্পের উন্নতি হইয়াছে, যে প্রথায় যবদ্বীপ ইক্ষু-শর্করায় পূর্ণ হইয়া, ভারতকেও প্রভূত শর্করা যোগাইতেছে, সেই প্রথা ভারতে প্রবর্ত্তিত কর। তাহা হইলেই, ভারতে স্বকীয় শর্করায় আচ্ছন্ন হইবে। তাহা হইলে, আর শর্করা-শুল্ক বসাইতে হইবে না।

"ভারতের স্বদেশীয় চিনিতে ভারতের অভাব পূর্ণ হয় না। ভারতে ইক্ষু খর্জ্জুরাদির রসে বৎসর মোট ২১,২৫,৩০০ টন মাত্র গুড় চিনি উৎপন্ন হয়।

বিদেশের আসে ৫,৪৪,৫০০ টন।

মোট ভারতের ৩০ কোটি লোকে পায় ২৬ লক্ষ ৭০ টন চিনি গুড়।

লোকপ্রতি গড়পড়তায় পড়ে বৎসর ১০ সের মাত্র। বিলাতের প্রত্যেকে

পায় গড়পড়তা ১ মণ ৩ সের। অথচ কষ্টম-হাউসের হিসাবে দেখা যায়, ভারতে আমদানী চিনির মূল্য সের প্রতি ৶০ তিন আনার অধিক নহে।

"মাশুল চাপিলেই চিনির মূল্য বাড়িবে; ভারতের লোকের পক্ষে চিনি একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইবে।"

এই গেল ক্যাপিট্যালের কথা, তাহার পর,—

হিন্দুস্থান বলিতেছেন,—ম্যাক্‌স যদি ভারতহিতৈষী না হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার উক্তি যুক্তি আমাদের আলোচ্য হইত না। তিনি ভ্রমে পড়িয়াছেন।

প্রথমতঃ, শর্করা যে পুষ্টিকরী, তাহা সত্য; কিন্তু ইউরোপে যত আবশ্যক, ভারতে তত নহে। সুশ্রুতাদি-বৈদ্যক শাস্ত্রকারগণ বলেন;—

"শর্করায় মাংস জীর্ণ হয়।" মাংসভোজীদিগের পক্ষে শর্করা একান্ত আবশ্যক।

ভারতের লোকে শস্যভুক্, ভারতের সর্ব্ব শস্যেই লবণ ও শর্করা আছে। ভারতের ফলমূল শর্করায় পরিপূর্ণ। সুতরাং ভারতের লোকের শর্করাভোজন নিত্য। স্বতন্ত্র শর্করাভোজন না হইলেও চলে, শর্করা-ভোজন স্বল্পমাত্রায় হইলেই চলে।

উষ্ণপ্রধান ভারতের সর্ব্বশস্য শর্করাযুক্ত; ভারতের সমস্ত খাদ্য পেয় শর্করাযুক্ত; এইজন্যই ভারতের যত লোককে মধুমেহযুক্ত বহুমূত্রে ভুগিতে হয়। শীতপ্রধান ইউরোপের লোককে ঐ রোগে তত ভুগিতে হয় না; প্রায়ই ভুগিতে হয় না।

অনেক স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসকের মত, ভারতের লোকের শর্করাভোজন না হইলে, ক্ষতি নাই, বরং অনেকের পক্ষে শর্করাভোজন একরূপ নিষিদ্ধ।

বিলাতের লোকে ভয়ঙ্কর শর্করাভুক্। লোক প্রতি পড়ে বৎসর ৪৩ সের; প্রত্যহ আধ পোয়া। এত চিনি ভারতে চলিলে, ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ত্রিশ কোটি মানুষকে মধুমেহযুক্ত বহুমূত্রে আক্রান্ত হইতে হইত। ভগবান্ রক্ষা করুন। ভারতে যেন আর মধুমেহ না বাড়ে!

তার পর, বৈদেশিক শর্করায় আমদানী মাশুল বসিলে, ভারতে চিনির মূল্য চড়িবে। ইহাতে ভারতের উপকারই হইবে। প্রথমে কিছুদিন শর্করা ঈষৎ মহার্ঘ হইবে। তাহাতে যে ভারতের লোকের ক্ষতি হইবে না, তাহা পাঠক দেখিবেন।

কিছুদিন পরে, ভারতেই শর্করা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ভারতসন্তান-দিগের পক্ষে গুড়ই যথেষ্ট, চিনি ত বাড়ার ভাগ। কিন্তু ভারতেও শর্করা শোধনের সূত্রপাত হইয়াছে; কিঞ্চিৎ বিস্তৃতও হইতেছে। ক্রমে শোধন-প্রথা সর্ব্বতো-ব্যাপিনী হইবে, শোধিত-শর্করার অভাব হইবে না।

যুক্ত-প্রদেশের উপযুক্ত লাট সার জন হিউয়েট বলিতেছেন, "ভারতে শর্করাশিল্পে উৎসাহ দেওয়া উচিত, উন্নতি করা উচিত; তাহা হইলেই, ভারত নিজের চিনি নিজে খাইতে পারিবে।"

শর্করা-মূল ভারতে যথেষ্ট। ইক্ষু আছে, খর্জ্জুর আছে, তাল আছে, খাগড়া আছে, বীট দেখা দিয়াছে; ভারতে শর্করার অভাব হইবে কেন? শর্করার উন্নতির জন্যই বৈদেশিক শর্করার আমদানী-মাশুল বসান আবশ্যক।

ম্যাক্‌স্ ভ্রান্ত হইয়াছেন। তাই প্রস্তাবিত শর্করা-শুল্কে—বৈদেশিক চিনির আমদানী মাশুলে আপত্তি করিতেছেন। আপত্তিবশতঃ যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অযুক্তি। যিনি বস্ত্র-শুল্কের পক্ষপাতী, তিনিই শর্করা-শুল্কে আপত্তি করিতেছেন!"

উভয় সহযোগীর কথা আপনারা শ্রবণ করিলেন; এক্ষণে আমাদের মন্তব্য শ্রবণ করুন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য তিনটি স্বতন্ত্র বিষয়। হিন্দুস্থান-পত্র চিনির কৃষি-শিল্পের উপর লক্ষ্য করিয়া লেখনী চালনা করিয়াছেন; পরন্তু চিনির কৃষিশিল্পের উপর তাহার যুক্তি কতটুকু কার্য্যকরী, তাহা আমরা এ প্রবন্ধে সমালোচনা করিব না। ক্যাপিটাল কথাটা বুঝিয়াও ঘরের কথা বাহির করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনিও চিনির কৃষিশিল্পের দোহাই দিয়া চিনির উপর অতিরিক্ত "ডিউটি বসান" কর্ত্তব্য নহে, তাহাই দেখাইয়াছেন। ফলকথা হইতেছে, ইহা চিনির স্পেকুলেশনের জন্য ডিউটি অর্থাৎ "চিনির কাজের" উপর অতিরিক্ত ডিউটি বসান। এবিষয় আমরা গতবার "স্পেকুলেসন ডিউটি" নামক প্রবন্ধে সকল কথাই বলিয়াছি।

কতকগুলি লোক ঘোড়দৌড় খেলায় জিতিয়াছেন, অপর বহুসংখ্যক ব্যক্তি উক্ত খেলায় হারিয়াছেন। যাঁহারা হারিয়াছেন, তাঁহারা যদি বলেন, "গবর্ণমেণ্ট আইন করুন, জুয়া খেলাকে রক্ষা করুন, তাহা হইলে এক্ষেত্রে যেমন হাস্যকর কথা বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ চিনির কাজের (স্পেকুলেসনের) উপর ডিউটি হওয়ার কথা শুনিলে আমাদের হাসি পায়। ঘোড়দৌড়ের খেলার সঙ্গে অশ্ব উৎপাদনের যেমন সম্বন্ধ, এক্ষেত্রে চিনির কাজে এবং

ইক্ষুর চাষে তত দূর সম্পর্ক। চিনির স্পেকুলেসন-ওয়ালাদের গত বর্ষ হইতে বড়ই ক্ষতি হইয়াছে এবং এ বর্ষেও হইবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। তাঁহারা গতবর্ষে সন ১৯১১ সালের নিউক্রপ্ ৭৲ টাকা দর লালীজাভা লইয়াছিলেন, এবর্ষেও ঐ নিউক্রপ ৬।০ আনা মণ লইয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল চিনির দর ইতিমধ্যেই ৫৸৵০ মণ হইয়াছে, তবু এখনও চিনি আসে নাই। চিনি কলিকাতায় আসিলে তাহা ৫৲ পাঁচ টাকা হইবে কি না তাহা ভগবান জানেন! এজন্য গতবর্ষে অনেক চিনির মহাজন দেউলিয়া হইয়াছেন, এ বর্ষেও অনেকে হইবেন বলিয়াই আশঙ্কা। অফিস-ওয়ালাদের (সাহেবদেরও) বিষম ধাক্কা সাম্‌লাইতে হইতেছে। কাজেই ইহাঁরা এখন বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্টে রক্ষা করুন! গবর্ণমেণ্ট রক্ষা করুন! অতিরিক্ত ডিউটি করুন! তাহা হইলে চিনির দর তেজ হইবে, ক্ষতি অনেটা রক্ষা হইবে। এই হইল বর্ত্তমান সময়ে চিনির মাশুলের উদ্দেশ্য। ইহাঁরা সাম্‌লাইয়া উঠিলেই কেহ যেন মনে করিবেন না যে, ইহাঁরা ভারতীয় ইক্ষুর কৃষি শিল্পে মনোযোগী হইবেন, জমি লইয়া ইক্ষু আবাদ করিবেন এবং আধুনিক প্রথায় চিনি উৎপন্ন করিবেন। সে সব ইহাঁরা কিছুই করিবেন না, উহাঁরা চিনির জুয়া (স্পেকুলেসন) খেলিবেন, ক্ষতি দিলেই তখন বলিবেন, গবর্ণমেণ্ট বাঁচান, ডিউটি করুন। তৎপরেই যে বর্ষে খেলায় লাভ পাইবেন, সেই বর্ষে এত চিনি কনট্রাক্ট করিবেন যে, তাহাতে দেশী চিনি উৎসন্ন যাইবে। এইরূপেই দেশী চিনির বাজার দমিয়া রহিয়াছে। নতুবা যে ভারতবর্ষে অদ্যাপিও গড়ে প্রতিবর্ষে ২১।০ (সওয়া একুশ লক্ষ টন) চিনি হয়, সেই ভারতবর্ষে গড়ে প্রতিবর্ষে প্রায় ৫॥০ লক্ষ টন চিনি কেন প্রবেশ করে? অনেকে বলিবেন, কুলায় না, অভাব হয়। আমরা বলিব, তাহা নহে। কারণ ঐ ২১।০ লক্ষ টন চিনি যাহা ভারতে হইত, তাহা হইতে আমরা উক্ত চিনি বিদেশে রপ্তানী দিতাম, এবং দেশে খাইতাম, এখন ভারতীয় চিনি রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে, তবু কেন খাইতে কুলাইবে না? বাবুরা বলুন না? "শুষে নিয়ে যাচ্ছিল (রপ্তানীর কাজকে এদেশের বাবুরা শুষে নিয়ে যায় বলেন) এখন আর উহারা শুষ্‌ছে না, তবু কেন কুলাইতেছে না? না কুলায়, চাষ বৃদ্ধি করুন। এজন্য ক্যাপিটাল ঠিক বলিয়াছেন, "বৈদেশিক চিনির উপর মাশুল চাপাইলেই এদেশের শর্করা শিল্পের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে ইত্যাদি।"

স্পেকুলেটারদিগের চাল হিন্দুস্থান পত্র সম্পাদক মহাশয় বুঝেন নাই। জাভাদ্বীপে প্রতিবর্ষে গড়ে ১২ লক্ষটন চিনি জন্মে। পূর্ব্বে ৫ লক্ষ ৫॥০ লক্ষ টন চিনি জন্মিত। পরন্তু ভারতে ২১।০ লক্ষ টন চিনি জন্মে। অথচ উক্ত জাভা চিনি প্রতিবর্ষে গড়ে ১৫ লক্ষ টন "সওদা" হয় কিন্তু তাহা আসে ৫॥০ টন! যে জাভায় ১২ লক্ষটন চিনি জন্মে, সে দেশ হইতে ১৫ লক্ষ টন সওদার চিনি কোথা হইতে আসিবে? ক্যাপিটাল সম্পাদক ইহা জানেন, তবে তিনি প্রবন্ধে খোলসা লেখেন নাই কেন? তাহার মানে, কলিকাতাতে তাঁহার স্বজাতি ভ্রাতারা এই খেলা খেলেন। ইহাঁরা ক্ষতি দিলে ক্যাপিটাল উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে চিনির আইন চালাইতে বলিতেন, কাপড়ে তাই বলেন; কারণ এদিকে দেশী ওদিকে বিলাতী, কিন্তু চিনিতে দুই দিকেই বিলাতী! কলিকাতার ভাইরা খেলায় হারিলে, মরিশশ ও জাভার ভাইরা তাহাতে জিতিবে, কাজেই এক্ষেত্রে খোলসা বলিতে গেলে, হয় কলিকাতার ভাই, না হয় জাভার ভাই চটিবে। তাই তাঁহাকে সত্যকথা ক্যাপসুলের মধ্যে পুরিয়া বলিতে হইয়াছে। যদি আমাদের স্বদেশী ভাইদের ভারতীয় ইক্ষুর চাষে কংবা স্বদেশী চিনির উপর মতিগতি থাকিত, তাহা হইলে আমরাও "হিন্দুস্থান" সম্পাদক মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া বলিতাম,—গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এজন্য মাশুল করুন। পরন্তু গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর আমাদের অপেক্ষা এদেশী চিনির স্পেকুলেটারদের জানেন, ভারতের চিনির কাজে উন্নতি হইবে বুঝিলে, তিনি এতদিন ডিউটি করিয়া বিদেশী চিনি আমদানী বন্ধ করিতেন। উহাঁরাত সে ধরণের নহেন, উহাঁরা চাহেন—স্পেকুলেসনে মাশুল বসাইতে। যদি এ সম্বন্ধে মাশুল বসান কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে যাহাদের দোকান নাই, অথচ মাল সওদা করে, এই শ্রেণীর স্পেকুলেটারদের উপর কর স্থাপন করা হউক। ফলে, এ সময় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর যপি চিনির কাজে কোনরূপ ডিউটি না করেন, তাহা হইলে চিনির কাজে এই বৎসর হইতেই যুগান্তর উপস্থিত হইবে। কাজটা কোন্‌দিকে যাইবে বলা যায় না, কিন্তু ইহা সত্য যে, আগামী বর্ষ হইতে বিদেশী চিনি ভারতে কম আসিবে বোধ হয়। এজন্য কিছুতেই ডিউটি হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

ইক্ষু চিনি।

জাভা দ্বীপে ১৯০৯।১০ সালে প্রথমে ১৮২টা চিনির কলে কার্য্য হইয়া বর্ষের শেষে ১৬১টা চিনির কল চালয়াছিল। মোটের উপর ১৯০৮।৯ সালে ১১,২৩,৮২২ টন চিনি জন্মে, সেই স্থলে ১৯০৯।১০ সালে ১১,৫০,১২৭ টন চিনি জন্মিয়াছে। ১৯১০ সালে ৩,১৪,৩৩৫ একারে তথায় ইক্ষু চাষ হয়, ১৯১১ সালে ৩,২৫,১৩০ একারে ইক্ষু চাষ হইয়াছে।

লুসিয়ানা দেশে ৫০টি চিনির কল হইয়াছে, প্রতি বর্ষে দুই মাসে উহাদের প্রত্যেকটিতে ৫০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু ২টি কলে দুই মাসে প্রত্যেকটিতে ১ লক্ষ টন চিনি জন্মে। সচরাচর অন্যান্য কলে ৩০।৪০ হাজার টন চিনি দুই মাসে প্রত্যেকটি উৎপন্ন হয়।

শ্রীমান স্কার্ড সাহেব বলিতেছেন, বৃটিশ গায়নায় এক একার জমিতে ৩৫।৪০ টন পর্য্যন্ত ইক্ষু জন্মে, তথায় এক একারে খুব কম ২৫ টন ইক্ষু সকল জমিতে জন্মবেই জন্মিবে।

অষ্ট্রেলিয়াতে পূর্ব্বে বিট চিনি হইত, এখনও হয়, কিন্তু উক্ত দেশে ইক্ষু চিনিও হইতেছে। ১৯০৯ সালে তথায় ৮০,০৯১ একারে ইক্ষু চাষ হয়, তাহাতে ইক্ষু হয় ১১,৬৩,৫৬৯ টন। এই ইক্ষু হইতে চিনি উৎপন্ন হয় ১,৩৪,৫৮৪ টন। ১৯১০ সালে ঐ স্থলে ৯৯,৬৩৪ একারে ইক্ষু চাষে ১৮,১৮,৭৮১ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়, এবং ঐ আক হইতে ২,০৭,৩৪০ টন চিনি হইয়াছে। এ সকল হইল কুইন্সল্যাণ্ডের কথা। নিউ সাউথওয়েলস্ প্রদেশে ১৯১০ সালে ১৭ হাজার টন ইক্ষু চিনি হইয়াছিল। পরন্তু অষ্ট্রেলিয়াতে বিট ও এত ইক্ষু চিনি সত্বেও ঐ মহাদেশে ফিজি, জাভা ও মরিশশ হইতে ১ লক্ষ টন চিনি গত বর্ষে গিয়াছিল, অর্থাৎ উহারা ক্রয় করিয়াছিলেন।

শ্রীমান এ, ওয়াল্টার সাহেব সম্প্রতি মরিশশ চিনির বিষয়ে এক পুস্তক লিখিয়াছেন, উহার মূল্য ১২।৵০ আনা। মরিশশ চিনির অনেক তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মরিশশ চিনির পড়্তা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে উহাদের ১০০ পাউণ্ড (১/৮॥৶০) চিনি প্রস্তুত করিতে ৯৸৵০ বা ১০৲ টাকা পড়িত, এক্ষণে সে স্থলে ৫॥০ টাকা হইয়াছে। শীঘ্রই আশা করা যায়, উহারা ১মণ ৮ সের ১১ এগার ছটাক চিনি ৪৲ টাকায় পড়্তা করিবে।

কলিকাতায় চিনির কাজের অবস্থা, চিনির মহাজন এবং অপিসওয়ালা-দের পক্ষে বড়ই শোচনীয় কর্ম্মফল! জাভা চিনির জন্যই এই পরিণাম! স্পেকুলেসন এবং দালাল-পদ্ধতি যদি কলিকাতায় চিনির কাজ হইতে উঠিয়া যায়, তবেই মঙ্গল। মেসার্স ব্ল্যাকউড ব্ল্যাকউড কোম্পানী মহোদয়েরা ইতিমধ্যে নূতন পদ্ধতিতে অর্থাৎ দালাল ও স্পেকুলেসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা জাভা হইতে চিনি আনাইয়া আড়ত হইতে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। যদি কলিকাতায় চিনির কাজে উন্নতি হয়, তাহা হইলে ঐ পথেই হইবে। যখন জাভা ও মরিশশে ২৲ ৩৲ টাকা মণ চিনির পড়তা হয়, তখন ঐ সকল স্থানের মহাজনের সঙ্গে এদেশী মহাজনদিগের কাজ করাই সঙ্গত। ইহাতে স্পেকুলেসন ও দালাল রাখিবার আবশ্যক কি?

ভেজালে-কথা।

কলিকাতা সহরে ভেজাল আইন প্রচলিত, মফঃস্বলে নাই। এই আইনটী কলিকাতাস্থ খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতাদিগের পক্ষে "শনির দৃষ্টির" ন্যায়! বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় কখন কোন দোকানে শনির দৃষ্টি পড়িবে, তখনই সে দোকানদারের অর্থ নাশ ও মনস্তাপ দুই হইবে। শুনিতেছি, এই আইনটির কিছু পরিবর্ত্তন হইবে। আমরা এই আইনের বিষয় গত ১৩১৭ সালের মাঘ ফাল্গুন যুগ্ম সংখ্যা মহাজনবন্ধুতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সেই আন্দোলনের স্রোত এখনও চলিতেছে। ডেলিনিউস সংবাদ-পত্র এজন্য একটু বিশেষ ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। যিনি যতই করুন, ইহা স্থির নিশ্চয় যে, প্রাচীন ভারতের সহিত তুলনায় এক্ষণে ভারতবর্ষে টাকা অধিক আসিয়াছে, এবং এই অধিক টাকার অনুপাতে এদেশে "তত দ্রব্য" নাই। কাজেই খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য এবং দুর্ম্মূল্যতাবশতঃই অত্যধিক ভেজালের সৃষ্টি, নতুবা ভেজাল ছিল না কোন্ যুগে?

১২ই জ্যৈষ্ঠের "সুলভ সমাচার" বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান আইনে ভেজাল-কারীদিগের দণ্ড বিধানের জন্য যে ব্যবস্থা আছে, তাহা যথেষ্ট নহে, সুতরাং যাহাতে ভেজাল নিবারণের জন্য নূতন আইন হয়, তাহার চেষ্টা হউক।

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্যপরিদর্শক মহাশয় বাজার কমিটির মেম্বরগণের নিকট ভেজাল নিবারণের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করেন। কমিটির মেম্বরগণ এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, "বাজারের অধিকারীদিগকে এই মর্ম্মে নোটিস দেওয়া হউক যে, যদি কোন বাজারে কেহ কোন প্রকার ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় করে, তবে সেই বাজারের অধিকারীর লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া হইবে। খাদ্যদ্রব্যের ইনস্পেক্টারদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা ইহার প্রশংসা করিতে পারি না। সহরময় ভেজাল জিনিষ, কোন্ দোকানের দ্রব্য ভেজালশূন্য? তাহা হইলে ব্যবসায়ী মাত্রেরই লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া উচিত। সাদা জাভাচিনিকে গন্ধকের ধূম দ্বারা লালী করা হয়। এখন জিজ্ঞাস্য, যে সকল ইংরাজ কোম্পানীরা উহা আনিয়া দেয়, তাঁহাদের লাইসেন্স কাড়া হইবে কি? কলিকাতার ক্ষুদ্র মুদী যে উহা বিক্রয় করিয়া দুই পয়সা করিয়া খাইবে, হয়ত উক্ত মুদী ঐ দুই পয়সা লাভ করিয়া দশজন পরিবার প্রতিপালন করে, তাহার লাইসেন্স কাড়িয়া লইয়া গোটা সংসারটির জীবন নষ্ট করা হইবে। ইহাই কি আমাদের গভর্ণমেণ্টের প্রশংসনীয় কর্ম্ম? কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তারেরা পাঁঠার মাংস বিক্রয়ের পূর্ব্বে যেমন "ছাপ" দিয়া বিক্রয়ের অনুমতি দেন, সেইরূপ এই সহরে খাদ্যদ্রব্যের দোকান মাত্রেই জিনিষগুলি বিক্রয়ের পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, অনুমতি দেওয়া হউক না! তাহা হইলে লাইসেন্স কাড়িয়া লইতে হইবে না।

সুলভ সমাচার যাহাই বলুন না কেন, উহা যে ছোটলাটের উক্তি নহে, তাহা আমরা বুঝি। মুসলমান রাজ্যের সময় একটি গল্প প্রচলিত ছিল; এক বাদশাকে জনৈক নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী প্রত্যহ বুঝাইত, বাদশাজী! আপনি এত টাকা বেতন দিয়া উজির সাহেবকে কেন পুষেন? তিনি কিছুই করেন না, কেবল বসিয়া থাকেন, আমরাই কাজ করিয়া থাকি, অতএব উজিরকে পুষিবার আবশ্যক নাই, তাঁহার কাজ আমরাই করিব। প্রত্যহ এই কথা শুনিয়া বাদশা কহিলেন, "তাই ভাল।" উজিরকে বলিলেন, "আপনি কিছুদিন ছুটী লইয়া বাড়ীতে থাকুন।" অতঃপর কর্ম্মক্ষেত্রে সেই নিম্নতন কেরাণীকে উজির করিয়া দেওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের বিশৃঙ্খলাবস্থা। তখন বাদশাজী সেই কর্ম্মচারীকে কহিলেন, "উজির তোমা অপেক্ষা কত উচ্চ দরের লোক দেখিলে? অবশ্য ইহা রহস্যের গল্প। আমাদের ছোট লাট

বাহাদুরও বোধ হয়, সেইরূপ রহস্য করিয়া বুঝি বলিয়াছিলেন, (কেন না, বাঙ্গালীরা বলিয়াছিল, তাহারা রাজ্য শাসন করিতে শিখিয়াছে) এক এক-খানা সংবাদ-পত্র চালাও দেখি, তাহা হইলেই বুঝিবে, রাজ্যশাসন ব্যাপার কতদূর গুরুতর! আমরা কিন্তু ইংরাজরাজার ন্যায় রাজা বহু তপস্যায় প্রাপ্ত হইয়াছি। ইংরাজরাজা কখনই আমাদের প্রতি অন্যায় বিধান করিবেন না।

কলিকাতার "হেল্‌থ অফিসার ডাক্তার পিয়ার্সন মহোদয় সুন্দর কথাই বলিয়াছেন, "খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বাস্থ্যহানীকর, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। লোকে জানিয়া শুনিয়াই ভেজাল দ্রব্য ক্রয় করে, যেহেতু তাহাদের আর্থিক অবস্থায় সংকুলান হয় না।" এই সকল যথার্থ দেশের কথা এবং ভাবিবার কথা। নতুবা ১৩ই জ্যৈষ্ঠের "বসুমতী" বলিয়াছেন, "পয়সা দিয়াও খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায় না।" ইহা কি যুক্তিসঙ্গত কথা? উক্ত তারিখের "বসুমতীর" ভেজালে বিষ প্রবন্ধের ভাষা কদর্য্য ও ভেজালে কথা।

মিউনিসিপ্যালিটীর খাদ্য-পরীক্ষক ডাক্তারদিগকে সপ্তাহে কতগুলি কেস দিতে হয়, তাহার সংবাদ বোধ হয় "বসুমতী" রাখেন না, তাই উক্ত তারিখের বসুমতীতে লেখা হইয়াছে, "পুলিস-কর্ম্মচারীরা ক্রমাগত সন্ধান লউন, তৈল, ঘৃত, চা, চাউল, ময়দায় কোথায় কোন্ ব্যবসায়ীরা কিরূপ ভেজাল মিশাইতেছে।" ফুড ইন্‌স্পেটারেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য রাখিয়া থাকেন। পুলিস কর্ম্মচারী এবং ইহাঁদের কর্ম্ম একই নিয়মাধীন। কনেষ্টবলকেও সপ্তাহিক কেস দিতে হয়, ইহাদেরও সপ্তাহিক কেস দিতে হয়। এই কেস দেওয়ার সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্বীকার করি, বৈষ্ণব মাড়য়ারী যাহারা ঘৃত ফেরী করে, তাহাদের ঘৃত মন্দ কিন্তু উহা তাহারা করে কি না কিংবা কোন বাঙ্গালী ঠক্ উহা করিয়া দেয় কি না, ইহাই চিন্তা করিবার বিষয়। ফেরিওয়ালারা শস্তা ঘৃত পায়, তাই মস্তকে বহন করিয়া তাহা হইতে দু'পয়সা বাহির করে। উহারা চর্ব্বি ভেজালের ফন্দি জানিলে, মোট বহিবে কেন? পরন্তু গরু, শূকর, সর্প, কুকুর এবং মানুষের চর্ব্বি এ সকল কথা বসুমতীর ন্যায় আরও ২।১ খানা সংবাদ পত্রের মুখে লাগিয়াই আছে। উহারা স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিলাতী কাপড়েও চর্ব্বি মাখাইয়াছিল, কিন্তু ঐ সকল চর্ব্বির সাবান যে বাবুরা গায়ে মাখেন, তাহাতে দোষ হয়

না! ঘৃতভোজী মাত্রেই চর্ব্বিভোজী! গো-দুগ্ধভোজী মত্রেই গোরক্ত-ভোজী, ইহা বিজ্ঞানের কথা। ডাক্তার সুলটান স্পষ্টই বলিয়াছেন, "প্রকৃত চর্ব্বিও তৈল ঘৃত হইতে সূক্ষ্মরূপে স্বতন্ত্র করা যায় না।" এই সকল বিষয়ের প্রতিবিধানকল্পে বসুমতী কি যুক্তি দিতে পারেন, তাহাই আমরা জানিতে চাহি।

লোকের মনে কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া সহজ। উহাতে বসুমতীর বাহাদুরী কি? দেশের সমুদয় দোকানদারেরা মন্দ, একমাত্র বসুমতী সৎ দোকানদার! তাঁহার প্রেসের কালীদিবার "রুল" শিরিষ দিয়া প্রস্তুত হয়, উক্ত শিরিষ কি দিয়া হয়? এবং সেই পুঁজ, রক্ত, নখ প্রভৃতির রস বসুমতীর সমুদয় কাগজে লাগিয়া যায় কি না? তিনি অনায়াসে বলিলেন, "অনেক দোকানদার কেবল চর্ব্বি ও চীনে বাদামের তৈল ঘৃতে মিশাইয়া সংবৎসরের মধ্যে স্থূলোদর হইয়া উঠিতেছে।" এ সকল হিংসার কথা নহে কি? ঐ সকল যুক্তিহীন কথা নহে কি? চর্ব্বি ও চীনেবাদামের তৈল আর বঙ্গদেশে বিক্রয় হইবে না। বসুমতী বোধ হয় জানেন না যে, মন্দ ঘৃত ফুডইন্‌স্পেটারে ধরিয়া লইয়া গিয়া উহা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক মন্দ দ্রব্য বাহির করিয়াও কয়েক পারসেণ্ট ছাড়িয়া দিয়া তৎপরে উহার দণ্ড করান হয়। এই কয়েক পারসেণ্ট ছাড়িবার উদ্দেশ্য কি? অর্থাৎ স্থির পরীক্ষা হয় না। ঋতুভেদে ঘৃতে স্বাভাবিক চর্ব্বির কম বেশী হয়। ভীমের মত গদা লইয়া চিৎকার করিলেই দেশ রক্ষা হইবে না, রাজা যুধিষ্ঠিরের মতও লোক দেশে থাকা চাই।

স্বদেশী ব্যবসায়ীর প্রতি অত্যাচার না হয় অথচ বিশুদ্ধ দ্রব্য যাহাতে স্বদেশে প্রচলিত হয়, এমন পন্থা বাহির করিতেই হইবে। ডাক্তার চুনীলাল বসু মহাশয় এ সম্বন্ধে যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যদি ভেজাল আইন পরিবর্ত্তন করা হয়, তাহা গ্রহণ করিলে আমরা সুখী হইব।

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিধান, মিউনিসিপ্যালিটি হইতে দুগ্ধ, ঘৃত, চা, চাউল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া হয়, তাহার ব্যবসায় খোলা। মিউনিসিপ্যালিটি ঐ সকল দ্রব্য সহরে সরবরাহ করুন, তাহা হইলেই বিশুদ্ধ দ্রব্যভোজীরা বাহির হইয়া পড়িবে, যাহারা তখন উহা না লইবে, তাহাদের নামে নোটিশ দিতে হইবে, তুমি বাজারের অশুদ্ধ দ্রব্য খাইয়াছ, তাহাতে তোমার কেন রোগ হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইবে।

যাহা হউক, "বাঁটে দুধ নাই, আরে টেনে দো" এখনকার সরকারী ও বে-সরকারী উভয় কাগজওয়ালার ঐ একই কথা। বিশেষতঃ ব্যবসায় সম্বন্ধে। সুখের বিষয়, আমরা ন্যায়বান, সূক্ষ্মদর্শী ইংরাজ রাজার রাজ্যে বাস করিতেছি। রাজা নিশ্চয়ই বুঝিতেছেন যে, প্রকৃত ভেজাল বন্ধ করিতে গেলে, দেশটিকে নূতন করিয়া গঠিত করিতে হইবে। ফলে, টাকার মূল্য স্থির হইলে অথবা বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানী প্রচুর হইলে সহজেই ভেজাল বন্ধ হইবে, নতুবা নহে।

ভেজাল নিবারণ সহজ কথা নহে। ১নং ময়দা, ২নং ময়দা, ৩নং ময়দা অথবা ভাল ঘৃত, তেলা ঘৃত, চর্ব্বির ঘৃত এ সকল বিষয় দোকানদারেরা বলিয়াই বিক্রয় করে। যতদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ প্রকার ভেদ থাকিবে, তত-দিন পর্য্যন্ত ভেজাল থাকিবেই থাকিবে। প্রকার ভেদ মানে কি? ভেজাল নাই কিসে? তোমাদের বুদ্ধিতে, বিদ্যাতে, কাজে কর্ম্মে, এমন কি, তোমরা মৎস্য চচ্চড়ি, দাউল, ঝোল্ যাহা কিছু খাও, তাহা এক-বিধ দ্রব্য কি?

অতএব অনুরোধ, ভেজাল আইন পাশ করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখেন। পরন্তু যে দেশের কাগজওয়ালারা বলেন, এদেশের অর্দ্ধেক লোক এক সন্ধ্যা আহার করে, আবার তাহারা কোন্ মুখে বলেন যে, পয়সা দিয়াও বিশুদ্ধ জিনিষ পাওয়া যায় না? ঘৃত খাইবার পয়সা হইয়াছে শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম।

নোট বা টাকা জাল করিলে উহার যন্ত্রাদি ধরিয়া তৎপরে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া গুরুতর দণ্ড বিধান করা হয়। ইহা সুন্দর প্রথা। কারণ নোট বা টাকা জাল করিলে পরিণামে রাজ্যে বিশৃঙ্খল হইতে পারে। অতএব উহা গুরুতর বিষয় বলিয়া দণ্ডও গুরুতর রূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ভাবিতে গেলে, নোট বা টাকা জাল করা যেমন গুরুতর বিষয়, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল উহাপেক্ষা কম গুরুতর নহে। কারণ নোট বা টাকা জাল করিলে যেমন রাজ্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, খাদ্যদ্রব্য ভেজালে তেমনই রাজ্যের বিশৃঙ্খলার জন্য অকাল-মরণ প্রভৃতি হইতেছে। সংবাদ-পত্র সম্পাদকেরা এজন্য ভেজালকারীদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে পরামর্শ দিতেছেন। আমরাও তাহা অনুমোদন করি। কিন্তু ঐ নোট বা টাকা জালকারীর যন্ত্রাদি ধরার ন্যায় ভেজালকারীর যন্ত্রাদি

ধরিয়া তাহার দণ্ড বিধান করা হউক, উহার বনিয়াদ নষ্ট করা হউক, তাহা হইলেই ফল সুন্দর হইবে। নতুবা এখন মিউনিসিপ্যালিটীর যাহা ভেজাল আইন আছে, সেই আইন রাখিয়া কেবল দণ্ডের মাত্রা বাড়াইলে কিছুই হইবে না! তাহা যদি হইত, তাহা হইলে, এতদিন ভেজাল দেওয়া বন্ধ হইয়া যাইত। অর্থ দণ্ড বৃদ্ধি করিলে, ভেজাল বৃদ্ধি হইবে বই কমিবে না, এবং খাদ্যদ্রব্যের দর ঐ অর্থদণ্ডের জন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই যাইতে থাকিবে। কারণ দণ্ডের অর্থ পণ্যের উপর ব্যবসায়ীরা ধরিয়া লইয়া উহা সাধারণের নিকট হইতে আদায় করিবেই করিবে, নতুবা তাহাদের ব্যবসায় বলিবে না, দোকান পাট বন্ধ করিতে হইবে।

কলিকাতার যে সকল ব্যবসায়ীকে এ পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটি ভেজাল জন্য অর্থ দণ্ড করিয়াছেন, তাঁহারা যে সকলেই প্রকৃত দোষী, তাহা কি করিয়া বলা যায়? ঘৃত, চিনি, দুগ্ধ, প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যগুলি কলিকাতায় প্রস্তুত হয় না, গরীব বা ধনবান দোকানদারেরা মফঃস্বল হইতে কিংবা ভারতের অন্যপ্রান্ত হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করেন। এরূপ স্থলে তঁহাদিগকে ভেজালকারী বলা চলে না। অতএব খাদ্যদ্রব্য-প্রস্তুতকারীদিগের উপর কঠিন আইন হউক, সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে।

সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারের দোকান।

Old and famous Jeweller Late Seetal Prosad Shaha & Sons.

হাল্কী ওজন, ভড়ক সহি উত্তম গঠন, বিবাহাদির সর্ব্ববিধ সেটমত স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কার সকল সময়ে প্রস্তুত থাকে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ পার্শেলে অলঙ্কার প্রেরিত হয়। অলঙ্কার নির্ম্মাণার্থ যতটুকু পাইন প্রয়োজন, তদতিরিক্ত পাইন ব্যবহার করা হয় না। পুরাতন স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কার খরিদ করা হয়। সোণারূপা দাদন করিলে যথাসময়ে অলঙ্কার গঠন করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীরামশরণ সাহা।

মেদিনীপুর, কোতবাজার (বি, এন, আর)।

মহাজনবন্ধুর বিজ্ঞাপন।

মহাজনবন্ধুর সুখ্যাতি-পত্র সময়ে সময়ে অনেক পাওয়া যায়, তাহা প্রকাশ করিয়া নিজেদের গৌরব, নিজেরা বাড়াইতে চাহি না। কিন্তু কাল বড় খারাপ। এক শ্রেণীর লোকেরা আমাদিগকে উত্তেজিত করে। তাহারা বলে, "তোমাদের সুখ্যাতিপত্র থাকিলে ত ছাপিবে?" কাজেই বাধ্য হইয়া মাত্র একখানি পত্র সাধারণের গোচরার্থে মুদ্রিত করিলাম।

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠের (১৩১৮) বর্দ্ধমান জেলার মুখপত্র "পল্লীবাসী" আমাদের সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন,—

মহাজন-বন্ধু—মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১৭। বাণিজ্য বিষয়ে মহাজন-বন্ধুই একমাত্র বাঙ্গালা মাসিক। অন্যান্য কাগজেও বাণিজ্যের প্রসঙ্গ থাকে, সে সকল কথার কথা। সম্পাদক ব্যবসায় ব্যাপারে সবিশেষ অভিজ্ঞ। সুতরাং তিনি কাজের কথা লইয়াই থাকেন। চিনির কারবারের অনেক গুহ্য খবর ইহাতে পাওয়া যায়। আকাশকুসুমিকা কল্পনা থাকে না বলিয়া আমরা সহ-যোগীকে ভালবাসি। স্থানাভাব বশতঃ অন্যান্য সার্টিফিকেট উদ্ধৃত হইল না। এই পত্র ১১শ, বৎসর জীবিত আছে, ইহাই মহাজন-বন্ধুর উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন। ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা। পুরাতন মহাজন-বন্ধু (১ম বর্ষ বাদে) এখনও সমুদয় বর্ষের ২০।২৫ খণ্ড করিয়া পাওয়া যায়, (২য় বর্ষের কিন্তু ২।৫ খণ্ড পাওয়া যায়)। প্রত্যেক বর্ষের মূল্য পূর্ব্ববৎ। বঙ্গের সমুদয় মাসিক-পত্র, পুরাতন খণ্ড চেষ্টা করিলে হকারের বাড়ী ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মহাজন-বন্ধু হকারের বাড়ী আদৌ যায় না।

নূতন নিয়ম।—যিনি এই পত্রের তিনটি অসমর্থ পক্ষে গ্রাহক করিয়া ৩৲ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহাকে এক বর্ষ পত্রিকা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে।

গত বর্ষের মহাজন-বন্ধুর মূল্যপ্রাপ্তিস্বীকার স্থানাভাব বশতঃ করা হয় নাই, যাঁহাদের নিকট মূল্য বাকী ছিল, তাঁহারা সমুদয় চুকাইয়া দিয়াছেন। এ বর্ষ হইতে পুনরায় প্রাপ্তিস্বীকার যাইবে। যাঁহারা লইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নে জানাইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট ভিঃ পিঃ আর যাইবে না। নতুবা ভিঃ পিঃতে মূল্য গ্রহণ যেমন করিয়া থাকি, সেইরূপ তাঁহাদের নামে ভিঃ পিঃ যাইবে। এই পত্র সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনাদি মূল্যের বিল সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হয়। বিজ্ঞাপনের নিয়ম পত্রাদি দ্বারা স্থির করিতে হয়।—ম্যানেজার শ্রীসত্যচরণ পাল।

কেশরঞ্জনই প্রথম পথ-প্রদর্শক।

কারণ কি বলুন দেখি? যখন বাজারে কেশরঞ্জনের ন্যায় কোন সুগন্ধি ভেষজ-গুণান্বিত কেশতৈল ছিল না, তখন ইহা আবির্ভূত হইয়া বিশ বৎসরের উপর ধরিয়া নরনারীর সেবা করিয়া আসিতেছে। এখন হইয়াছে অনেক, হইবেও অনেক—কিন্তু গুণের জন্য আজও ইহার সমাদর যথেষ্ট বর্দ্ধিত।

কারণ কি বলুন দেখি? মস্তিষ্কের উষ্ণতা নিবারণ করিতে—বাত-পিত্ত প্রকোপ জন্য হাত পা জ্বালা নিবারণ করিতে, ক্লান্ত মস্তিষ্ককে সবল ও কর্ম্ম-ক্ষম করিতে, সুনিদ্রা আনয়ন করিতে, কেশরাশি মসৃণ, কোমল ও সুচিক্ক করিতে ইহা একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসভোগ। কারণ ত শুনলেন, এখন ব্যব-হার করিয়া দেখুন।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।
তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ॥৶০ এগার আনা।
ডজন ৯৲ নয় টাকা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন?

ভ্রমে পড়িয়া মানুষ কি না করে? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাতই ভাবিতে হইবে! দিনরাতই রোগ চিন্তায় নিস্তেজ হইতে হইবে! প্রতিকারের সহজ পথ যখন রহিয়াছে, তখন আর ভাবনা কেন? সত্য বটে, উপদংশ অতি লজ্জা-স্কর ব্যাধি। ইহা অতিশয় স্পর্শাক্রামক ও ইহার যন্ত্রণাও অবর্ণনীয়। কি ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অদ্ভুত। আমাদের **অমৃতবল্লী-কষায়** নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক সালসা সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপ-দংশের একমাত্র প্রতিষেধক—অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জ্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অত বড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি? অপরন্তু ইহা ব্যবহারে পারদ সেবনজনিত সর্ব্ববিধ ক্ষত, মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

এক শিশির মুল্য	১॥০	দেড় টাকা,
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	॥৶০	এগার আনা।
একত্রে তিন শিশির মূল্য	৩৲০	তিন টাকা বার আনা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	১৲০	এক টাকা বার আনা।
এক ডজন (১২ শিশি)	১৫৲	পনর টাকা।

ডাকমাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের,

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মহাজনবন্ধু-মাসিক পত্র।

১১শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা; আষাঢ়, ১৩১৮।

চিনির বাজার।

আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় লালীজাভা চিনির দর ৫॥৶০ আনা মণ ছিল, সহসা ৬।০ আনা, ৬।৶০ আনা মণ হইয়া উঠিল। ইহার কারণ কি? দালালেরা বলিল, ভূমিকম্পে বিটের ক্রপ্ খারাপ হইয়াছে, তাই চিনির দর চড়িয়া গেল। কলিকাতার মহাজনেরা বরাবর যেমন ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ কথায় আস্থা স্থাপন করেন, এক্ষেত্রেও তাই মনে করিলেন, 'হবেও বা।" এদিকে কিন্তু ভারতগবর্ণমেণ্ট বাহাদুর সংবাদ দিলেন, বিলাতে ১ টন চিনির দরের উপর ২ পাউণ্ড মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। অর্থাৎ ২৭ মণ চিনিতে ৩০৲ টাকা দাম বৃদ্ধি। তাহা হইলে মণকরা প্রায় ১৶০ আনা চিনির বাজার বিলাতে তেজ হইয়াছে। কলিকাতার অফিসে ঐ গরম থাকিলেও বঙ্গের বাজারে উক্ত গরম তাদৃশ ভাবে জানা যায় নাই। তাহার কারণ গতবর্ষের লালীজাভা প্রচুর পরিমাণে সহরে মজুত ছিল। অতএব উক্ত তেজ এদেশী চিনির মহাজনেরা গ্রাহ্য করেন নাই। তবু মণ করা ॥৶০ আনা এখানে উঠিয়াছিল।

যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বিলাতে চিনির বাজার মণ করা ১৶০ আনা বৃদ্ধির সংবাদ দিয়াই তৎসঙ্গে উহার কারণে বলেন যে, "বিলাতের চিনি-ব্যবসায়ীরা গুজব তুলিয়াছেন যে, এবর্ষে পৃথিবীতে ইক্ষু ও বিট চিনি যাহা জন্মিবে অনুমান করা হইয়াছিল, তদাপেক্ষা অনেক কম চিনি জন্মিয়াছে। গতবর্ষে কিউবাতে ১৮ লক্ষ টন ইক্ষু চিনি জন্মে, এবর্ষে অনুমান করা হইয়াছিল উহাপেক্ষা আরও অধিক চিনি তথায় জন্মিবে, কিন্তু ঝড় এবং অন্যান্য দুর্ঘটনায় ইক্ষু চাসে কিউবাতে ক্ষতি হইয়াছে; অতএব এবর্ষে কিউবাতে খুব কম চিনি জন্মিয়াছে। ১৮ লক্ষের স্থলে অধিক হওয়া দূরের কথা, ১৪ লক্ষ টন হইবে কি না সন্দেহ। পরন্তু এই সন্দেহের একটি প্রত্যক্ষ ভ্রমপূর্ণ কারণও তখন এই দাঁড়াইল যে, চিনির মরসুমের শেষ গত বর্ষের কিউবার চিনি মজুত নিঃশেষ; তাই

ইয়োরোপ এই চিনির আমদানী বন্ধ হয়। ইহা দেখিয়া অনেকে মনে করিলেন, "এইবার বুঝি চিনি দুর্ম্মূল্য হইবে, কারণ কিউবার চিনিই ইয়োরোপের লোকেরা ভক্ষণ করেন, (কিউবা আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত)। ফলে, এই সকল সন্দেহে চিনির বাজার আষাঢ় মাসে হঠাৎ চড়িয়াউঠিয়াছিল।

কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ঝড়ের জন্য কিউবার ইক্ষু চাসে তত অধিক ক্ষতি হয় নাই। সম্ভবতঃ তথায় ১৬ লক্ষ টন চিনি জন্মিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, "এবর্ষে চিনির দর বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।" তবে স্পেকুলেসনের জন্য অসম্ভব কম এবং কিছু কিছু তেজী ও মন্দা দর হইতে পারে, নতুবা পৃথিবীতে চিনির ফলন দৃষ্টে বলা যাইতে পারে যে, কিছুতেই চিনির দর বৃদ্ধি হইবে না। কারণ, (১) রুষিয়াতে গতবর্ষের বিটচিনি ১০ লক্ষ টন মজুত, (২) জাভাতে গতবর্ষাপেক্ষা এবর্ষে ২ লক্ষ টন চিনি বেশী জন্মিয়াছে, (৩) ফর্ম্মোজা দ্বীপে জাপানীরা গতবর্ষে চিনি কারখানা অনেকগুলি খুলিয়াছে। এই নূতন দেশের চিনি এবর্ষ হইতে পৃথিবীর লোকেরা পাইবে। এবার তথায় ৬০ হাজার টন চিনি জন্মিবে অনুমান করা হইয়াছে কিন্তু আগামী বর্ষ হইতে এই দ্বীপের চিনি জাভাচিনির ন্যায় জন্মিতে থাকিবে, আশা করা যায়। ফর্ম্মোজার চিনি চীন দেশেই যাইবার কথা, কারণ চীন উহাদের নিকটবর্ত্তী স্থান। কিন্তু এসিয়াপেক্ষা সমুদয় দ্রব্যের দর বিলাতে অর্থাৎ ইরোরোপে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, এই হিসাবে উহা বিলাতে যাইতে পারে। ফলে যথায় যাউক, যে কোন দেশের অভাব মিটিলেও পৃথিবীর হিসাবে উৎপন্ন বৃদ্ধি হইল বলিতে হইবে। অতএব চিনির বাজার জগতের উপর তেজ হইবার পক্ষে ইহাও একটী অন্তরায় জানিতে হইবে।

এবর্ষে পৃথিবীতে ২১ লক্ষ ২৯ হাজার ৪ শত ৪৩ টন চিনি গতবর্ষাপেক্ষা অধিক জন্মিয়াছে। সমগ্র জগতে যে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার ৩ ভাগ হইল ইংরাজ রাজ্যের চিনি। পরন্তু জগতে যত চিনি জন্মে, তাহার অর্দ্ধেক বিট চিনি। কিন্তু ক্রমশঃ পৃথিবীর উপর ইক্ষু চিনির উৎপন্ন বৃদ্ধি হইতেছে, বিট চিনি কমিয়া যাইতেছে। তাহার কারণ, বিট চাসাপেক্ষা ইক্ষু চাসে খরচ কম।

উইলেট-গ্রের কৃত পৃথিবীতে চিনি উৎপন্নের তালিকাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। গত বর্ষেও আমরা এই তালিকা প্রকাশ করিয়া চিনি সম্বন্ধে যে মন্তব্য দিয়াছিলাম, তাহা অকাট্য হইয়াছিল। ইয়োরোপের চিনির মহাজনেরা উইলেট গ্রে কোম্পানীর তালিকা পাইবার জন্য আশাপথ প্রতীক্ষা করেন। এই তালিকা দৃষ্টে চিনির বাজারে লক্ষ্য করেন, ভবিষ্যতে চিনির কাজের জন্য প্রস্তুত হয়েন।

পৃথিবীতে চিনি উৎপন্ন।

নিম্নে যে তালিকাটি দেওয়া গেল, তাহা প্রথমে ইক্ষু চিনির হিসাব এবং তালিকার শেষে বিট চিনির হিসাবটি দিয়া ইহাকে "পৃথিবীর চিনি উৎপন্ন" প্রবন্ধ করা হইল। এই তালিকায় ১৯০৯-১০ সালের হিসাবটি সঠিক এবং ১৯১০-১১ সালের হিসাবটি আনুমাণিক বুঝিতে হইবে। ১৩১৬ সালের মাঘ মাসের মহাজনবন্ধুতে এই তালিকার পূর্ব্বের হিসাব লিখিত হইয়াছে। ইহা প্রতিবর্ষেই প্রকাশিত হয়।

দেশের নাম।	১৯১০-১১ সাল। টন।	১৯০৯-১০ সাল। টন।
আমেরিকা, ইউনাইটেডষ্টেটস্।—		
লুইসিয়ানা	৩০০০০০	৩২৫০০০
টেক্সয়াস্	১১০০০	১০০০০
পোর্টরিকা	৩০০০০০	৩০৪০০০
হাওয়াই	৪৮৫০০০	৪৬২৬১৩
কিউবা	১৬০০০০০	১৮০৪৩৪৯
বৃটিশ ওয়েষ্ট-ইণ্ডিস্।—		
ট্রিনিডাড্	৪৫০০০	৪৪১৩৯
বার্ব্বোডোজ	৩৫০০০	৩৬৩৮৯
জ্যামেকা	১২০০০	১২০০০
আণ্টিগুয়ার	২০০০০	২০০০০

দেশের নাম	১৯১০-১১ সাল টন।	১৯০৯-১০ সাল টন।
ফরাসি ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্।—		
মারটিনিক্	৩৯০০০	৩৯৯৫০
গোয়াডেলুপ	৪০০০০	৪৮০০০
দিনেমার ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্।—		
সেণ্টক্রোয়া	১৫০০০	১৫০০০
সেণ্টডমিংগো এণ্ড হেইটি	১০০০০০	৯৩০০৩
লেসার য়্যানটিলিস্	৪০০০	৪০০০
মেক্সিকো	১৫০০০০	১৪৭৯০৫
মধ্য আমেরিকা।—		
গোয়াটে মালা	৭৫০০	৭৫০০
সেনসালভেডার	৬৫০০	৬৫০০
নিকারে গুয়া	৪৫০০	৪৫০০
কষ্টারিকা	২৫০০	২৫০০
সাউথ আমেরিকা।—		
ডিমারারা	১০০০০০	১০১৮৪৩
সুরিনাম	১৩০০০	১২০৫৫
ভেনে জুয়ালা	৩০০০	৩০০০
পেরু	১৫০০০০	১৫০০০০
সাউথ আমেরিকা।—		
আর্জেণ্টিনা	১৪০০০	১২৫০০০
ব্রেজিল	২১০০০০	২৫৩০০
আমেরিকায় মোট	৩৮৯৭০০০	৪০৪০২৪৬
ভারতবর্ষ (বৃটিশ)—	২২২৬৪০০	২১২৭১০০
জাভা	১২২৯১০০	১২০০৬১৬
ফর্ম্মোজা এবং জাপান	২৬৭০০০	২০৫০০০
ফিলিপাইনপুঞ্জ	১৭০০০০	১২৬৮৫৪
এসিয়া মোট	৩৮৯২৫০০০	৩৬৫৯৫৭০

দেশের নাম।	১৯১০-১১সাল টন।	১৯০৯-১০ সাল টন।
অষ্ট্রেলিয়া।—		
কুইন্সল্যাণ্ড	২০৭০০০	১৩৪৫৮৪
নিউ সাউথ ওয়েলস্	১৮০০০	১৪৭৫১
ফিজি	৬৯০০০	৬৮০০০
অষ্ট্রেলিয়া মোট	২৯৪০০০	২১৭৩৩৫
আফ্রিকা।—		
মিসর বা ইজিপ্ট	৪৫০০০	৪৫০০০
মরিশস্	২০০০০০	১৪৪৫৯৭
রিউনিয়ন্	৩৬০০০	৩৬০০০
নেটাল	৭৬০০০	৬২০০০
আফ্রিকা মোট	৩,৫৭,০০০০	৩,৮৭,৫৯৭
ইয়োরোপ।—		
স্পেন	২৫০০০	২৩০৬৩
মোট ইক্ষুচিনি	৮৩,২৮,৬৮২	৮৪,৬৪৫,০০
তৎপরে বিট চিনির উৎপন্ন।—		
ইউনাইটেডষ্টেটস্	৪৫০৫০৫	৪৫৫২২০
ইয়োরোপ	৬১৩৮০০০	৮১২৭০০০
মোট পৃথিবীতে চিনি উৎপন্ন	১,৪৯,১৭,১৮৭	১,৭০,৪৬,৭২০

গতবর্ষাপেক্ষা আনুমাণিক এবর্ষে পৃথিবীতে চিনির বৃদ্ধি হইবে ২১,২৯,৪৪৩ টন। দুই বৎসর হইতে দেখিতেছি. এই তালিকায় ঠিক ভুল থাকে। কোন কোন চিনি ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, ইয়োরোপের বিট চিনি কমিয়া আসিতেছে, অতএব চিনির দর তেজ হইবে, কিন্তু সেই স্থলে ইক্ষু চিনি বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাঁহারা বুঝিয়া দেখিবেন। মোটের উপর পৃথিবীতে চিনি বৃদ্ধি হইতেছে।

ভারত ও ইংলণ্ডের চিনি।

ইংলণ্ডে গতবর্ষ হইতে বিট চিনির চাস আরম্ভ হইয়াছে। এ প্রবন্ধে তথাকার বিট চাসের কথা বলা হইতেছে না, ইংলণ্ডের চিনির বাণিজ্যের কথা বলা হইতেছে।

জে, ডব্লু, ডিসিল্‌ভা কোম্পানীর ফারম হইতে এবার পৃথিবীতে চিনি উৎপন্নের একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত তালিকার সহিত উইলেট গ্রে কোম্পানীর তালিকার অবিকল মিল রহিয়াছে দেখিয়া আমরা ডিসিল্‌ভার তালিকা আর এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না। কিন্তু ডিসিল্‌ভার তালিকার মন্তব্য অংশে ইংলণ্ডের এবং ভারতের চিনির কাজের নূতন তথ্য যাহা পাইলাম, তাহার সারাংশ নিম্নে লিখিত হইল।—

ডিসিল্‌ভা বলিয়াছেন, "জগতের মধ্যে ২৯টি দেশ চিনিতে প্রধান, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ ১টি, ভারতের নিম্নে জাভা, তন্নিম্নে বৃটিশওয়েষ্ট ইণ্ডিস্।" ইনি আরও বলিয়াছেন, "জগতের সমুদয় দেশে এক সময়ে ইক্ষু জন্মে না, সেই জন্য প্রতি মাসে চিনি উৎপন্নের হিসাব করা সহজ কথা নহে। ইংলণ্ডে প্রতি বর্ষে গড়ে শত করা ১২৷৷০ অংশ ইক্ষু চিনি এবং ৮৪ অংশ বিট চিনি ও ২ অংশ অন্যান্য চিনি সংগৃহীত হয়। গতবর্ষে প্রায় ৩৪৪৫২০০০ হন্দর চিনি ইংলণ্ড ভিন্ন দেশ হইতে স্বদেশে লইয়া যায়।

শত করা হিসাবে দেখা যায়, ইংলণ্ড গতবর্ষে নিম্নলিখিত দেশ হইতে ইক্ষু চিনি ক্রয় করিয়াছেন।

জাভা	৩১.৩
ওয়েষ্ট ইণ্ডিডিস্	২৩.৭
পেরু	১৭.৪
মরিশস্	৯.৬
ব্রেজিল	৯.১
ভারতবর্ষ	২.৪
অন্যান্য দেশ	৬.৫
শত করা হিসাবে	১০০.

এই সকল দেশে ডিসেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত চিনি পাওয়া যায়। শীতকালে চিনি জন্মে এবং গ্রীষ্মকালেই উহার বিক্রয়ের সময়। ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বর্ষে ২০ লক্ষ ৪৪ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয়। এত চিনি সত্ত্বেও ভারতবর্ষে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে গতবর্ষে প্রায় ৬ লক্ষ টন, এবর্ষে প্রায় ৭ লক্ষ টন চিনি আমদানী করা হইয়াছে। ইহার কারণ কি? এ সম্বন্ধে ডিসিল্‌ভার কিছুই বলেন নাই।

তিনি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে ক্রমেই চিনি অধিক হইতেছে, এই কারণ বশতঃই এবর্ষে ভারতে বিদেশ হইতে আনীত প্রচুর চিনি মজুত রহিয়াছে। এইবার ভারতবর্ষের স্বদেশে চিনি যোগাইবার ক্ষমতা হইয়াছে। কিন্তু রপ্তানী দিবার ক্ষমতা হইবার পক্ষে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। ভারতের চিনি অন্যদেশে রপ্তানী না হইবার পক্ষে প্রধান বিঘ্ন বিট চিনি। তাহার পর ভারতের চিনি উৎপন্ন হইতে না হইতে অন্যান্য দেশে চিনি উৎপন্ন হইয়া যায়। ইহাও ভারতের চিনি রপ্তানীর পক্ষে অন্যতম বিঘ্ন জানিতে হইবে।" ইংলণ্ডের শতাংশেও ভারতের চিনি দ্বিতীয়াংশ প্রবেশ লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

রেড়ির তৈল।

ইহার ল্যাটিন নাম রিসিনি ওলিয়ম্, ইংরাজী নাম কাষ্টর অয়েল, বাঙ্গালা নাম এরণ্ড বা রেড়ির তৈল ইত্যাদি। রেড়ির বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া সেই তৈলকে জলের সহিত ফুটাইয়া ফ্ল্যানেন অথবা ব্লটিন কাগজ দিয়া ছাঁকিয়া লইলে "রিফাইন ক্যাষ্টর" অয়েল তৈয়ারী হয়। ডাক্তারখানায় রিফাইন ক্যাষ্টর অয়েল পাওয়া যায়। কলিকাতায় অনেকে রিফাইন ক্যাষ্টর অয়েল ঐ প্রকারে তৈয়ারী করিয়া চীনাবাজারে ঔষধ-বিক্রেতাদিগের দোকানে বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া আসেন।

যাহা হউক, এরণ্ড বীজকে জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া তৎপরে তৈল বাহির করিলেও পরিষ্কৃত ক্যাষ্টর অয়েল তৈয়ারী হয়। কিন্তু জর্ম্মন দেশের ডাক্তারদিগের মত—রেড়ির বীজ হইতে শীতলাবস্থায় তৈল নিষ্কাষিত

হওয়া প্রার্থনীয়, কারণ শীতলাবস্থার তৈলই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়। ঔষধের মধ্যে জোলাপের জন্যই এই তৈল অধিক ব্যবহৃত হয়। এমন কি, এই তৈল পেটে মালিশ করিলেও বাহ্যে হয়। বিবিধ ক্ষত নরম রাখিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। রক্তাধিক্য বশতঃ অজীর্ণ রোগে অল্প মাত্রায় এই তৈল নিয়মিত ব্যবহার করাইলে ক্ষুধা পুনঃ স্থাপিত হয়। চক্ষে বাহ্য পদার্থ পড়িয়া উগ্রতা হইলে এই তৈল এক বিন্দু দেওয়া হয়। পাঁকুই রোগে ইহা ব্যবহারের কথা শুনা যায়, কিন্তু আমি তাহাতে ভাল ফল পাই নাই। পাকুই রোগে আইডোফর্ম্ম অব্যর্থ মহৌষধি। ফলে, এই তৈলের ন্যায় মিঠা জোলাপ আর নাই। গর্ভবতীকেও এই জোলাপ নিরাপদে দেওয়া যায়। অনেক জোলাপের ঔষধ এমন দেখা যায় যে, জোলাপের বাহ্যে হইয়া তৎপরে ২।১ দিন কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে অর্থাৎ বাহ্যে হয় না, কিন্তু এই তৈলের সে দোষ নাই। বালক এবং বৃদ্ধ যাহাকেই হউক এবং যে মাত্রায় হউক, নিরাপদে ইহা দেওয়া চলে। খুব প্রাতে এই তৈলের জোলাপ দেওয়া উচিত, কেন না, বেলা হইলে বাহ্যে খুলিতে বিলম্ব হয়, প্রাতেঃ এই তৈল খাইলে ৩ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই বাহ্যে হয়। মাত্রা ১ হইতে ৮ ড্রাম।

এই উপকারী তৈল বাহ্যের জন্য সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, অথচ ইহা দুর্গন্ধ বশতঃ অনেকে খাইতে নারাজ, জোর করিয়া দিলে বমি হইয়া যায়। কাজেই ডাক্তারেরা ইহার দুর্গন্ধ ঢাকিবার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাদের গন্ধ বোধ হয় নাই, এমন ছোট ছোট শিশুদের দুধের সঙ্গে দেওয়া চলে, অথবা মধুর সঙ্গে দিলে শিশুরা খাইতে আপত্তি করে না। মধুও সর্দ্দি এবং বাহ্যের ঔষধ। এরণ্ড তৈলে মধু যোগ করিয়া দিলে, ইহার বাহ্যে করাইবার তেজ বাড়ে ভিন্ন কমে না। ম্যাগনেসিয়া সল্‌ট, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, কিংবা সোডা ইত্যাদিও মৃদু-বিরেচক। তৈলের সঙ্গে সোডা কিংবা কার্ব্বনেট মিশ্রিত করিলে তৈল গলিয়া গিয়া জলের মত হয়; অথচ ঐ জলে তৈল, সোডা কি বা কার্ব্বনেটের অণু পরমাণু থাকে।

বলা বাহুল্য, উহার বিরেচকের অণু পরমাণুর সহিত অর্থাৎ ক্ষার ও তৈল মিশাইয়া ডাক্তারেরা উহার সঙ্গে নেবুর তৈল, লবঙ্গ তৈল, চিনির রস,

ছোট এলাচের আরক দিয়া বেশ সুগন্ধ ও সুমিষ্ট আরক তৈয়ারী করেন। এই আরকের নাম ডাক্তার যদু বাবু "বড় মানুষী জোলাপ" রাখিয়া গিয়াছেন। ঔষধ তৈয়ারী করিবার পুস্তকে রেড়ির তৈল ঐরূপ সুগন্ধ সুমিষ্ট করিবার অনেক ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়। তৈল মাত্রেই বিরেচক ঔষধ, ইহা যেন সকলের মনে থাকে; তন্মধ্যে রেড়ির তৈল মিঠে জোলাপ।

আমাদের দেশে এরণ্ড তৈলের দুর্গন্ধ ঢাকিবার জন্য ঐ সকল ব্যবস্থা হইয়াছে। কেহ কেহ ডাবের জল দিয়াও এই তৈল খাইতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। কারণ ডাবের জল ক্ষার পদার্থ এবং উক্ত ক্ষারজলে এই তৈলত্ব নষ্ট হইবে, তাই ডাবের জলের সঙ্গে ইহার ব্যবস্থা করা হয়। সোডাওয়াটার এবং লেমনেডের সঙ্গেও ইহা দেওয়া চলে। জার্ম্মণ দেশের ডাক্তারেরা এই তৈল দ্বারা নানাবিধ কঠিন পদার্থ তৈয়ারী করিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া থাকেন। সেই সকল খাদ্যদ্রব্যে এরণ্ড তৈলের গন্ধ থাকে না। তদ্ভিন্ন উহাঁরা এই তৈলের গন্ধ নাশের জন্য একপ্রকার গুঁড়া তৈয়ারী করিয়াছেন, তাহা এখনও পেটেণ্ট অবস্থায় রহিয়াছে। অতএব উহা কিসের গুঁড়া তাহা বাজারে প্রকাশ নাই। এই গুঁড়াতে রেড়ির তৈল মিশান থাকে, ইহা দুধে ফেলিয়া জ্বাল দিলে দুধ গাঢ় হইয়া যায়, শীতল হইলে উক্ত গাঢ় দুগ্ধ চূর্ণাবস্থায় পরিণত হয়। এই চূর্ণ বিরেচকের জন্য ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্য খণ্ডে এই তৈল ব্যবহারের আর একটি প্রথা এই যে, কেসিনসল্টের সঙ্গে সুগার অফ মিল্ক মিশাইয়া তাহাতে ক্যাষ্টর অয়েল দিয়া ব্যবহার করা হয়। ইহা ভিন্ন আর্বি গঁদ, ম্যাগনেসিয়া লেসিথিন প্রভৃতি ঔষধের সঙ্গে রেড়ির তৈলের ইমল্‌সন অর্থাৎ চাট্‌নি তৈয়ারী করিয়া রোগীকে দেওয়া হয়।

রেড়ির তৈলাপেক্ষা রেড়ির বীচি ২।৩টা ছাড়াইয়া খাইলে বিরেচকের কাজ হয়। চিনে বাদাম বা মাট কড়াই বীজও তৈলাক্ত ফল, রেড়ির বীজও তৈলাক্ত ফল, নারিকেলও তৈলাক্ত ফল, এইরূপ তৈলাক্ত ফল মাত্রেই বাহ্যে করাইবার ঔষধ। চিনে বাদাম ভাজিয়া চিনির গরম রসে ফেলিয়া যেমন "নকল দানা" করা হয়, সেইরূপ রেড়ির বীচির খোসা ফেলিয়া ভাজিয়া গরম চিনির রসে ফেলিয়া নকল দানা করিয়া তাহা রোগীকে দিলে জোলাপ হয়? ভাজিবার জন্য ইহার "অতি" বিরেচকত্ব

নষ্ট হয় কি না, এবং গন্ধ দূর হয় কি না, এ সকল পরীক্ষা সাপেক্ষ। রেড়ির পাতা গরম জলে ভিজাইয়া স্তনে বাঁধিয়া দিলে দুগ্ধ নিঃসরণ অধিক হয়। যাহা হউক, আমরা এখন এই তৈলের শিল্প সম্বন্ধে কথা বলিব।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রেড়ির তৈল গাড়ীর চাকায় এবং কলের চাকায় চর্ব্বির পরিবর্ত্তে দেওয়া চলে। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে ইহা হয় না। চামড়ার কাজে এই তৈল যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। য়্যালকানি রুট এই তৈলে মিশাইয়া রং করিয়া আমরা অনায়াসে ঘরে ঘরে জুতায় দিয়া ব্রঙ্কোর কাজ সারিতে পারি। এই তৈলে রং করিলে তাহাকে "টার্কি-রেড" অয়েল বলে। টার্কিরেড অয়েলে য়্যালকানি রুট দেওয়া হয় না, উহা নিম্নলিখিত প্রথায় তৈয়ারী হয়।

৩৫ ডিগ্রি অপেক্ষা কম উত্তাপে এই তৈলে সালফিউরিক এসিড মিশাইয়া তৎপরে উহাতে এমোনিয়া কিংবা সোডার জল এমন ভাবে অল্পে অল্পে মিশাইতে হয়, যেন জল এবং তৈল এক হইয়া যায়, এবং ঘোর লালবর্ণ হয়। বার্ণিশের সঙ্গে এই টার্কিরেড অয়েল মিশ্রিত করিয়া কাষ্ঠের দ্রব্যে মাখাইলে তাহার বর্ণের উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে ইহা দ্বারা কাষ্ঠের বাক্স বার্ণিশ করা হয়।

শীতপ্রধান দেশে চর্ব্বি মহার্ঘ, এজন্য এই তৈলকে ৩০০ ডিগ্রি উত্তাপে কেরোসিন তৈলের সহিত মিশাইয়া গাড়ীর চাকায়, কলের হুইলে দিবার মত করা হয়।

কৃত্রিম রবার করিবার জন্য ক্যাষ্টর অয়েল আবশ্যক হয়। এই তৈলকে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে গন্ধক মিশ্রিত করা হয়। অথবা শীতলাবস্থায় ইহাতে সালফার-ক্লোরাইড মিশাইয়া কৃত্রিম রবার করা হয়।

স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুতের জন্য ইহা উপযুক্ত। এই তৈলের একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহা সাধারণ বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া পচিয়া গিয়া ফ্যাটি এসিডে অর্থাৎ চর্ব্বিযুক্ত অম্ল হইয়া পড়ে। ইহার এই অবস্থা সাবানের কাজে সুবিধা-জনক। বিদেশী সাবানওয়ালারা রেড়ির তৈলের এই অবস্থা নিম্নলিখিত প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়াছেন।

রেড়ির বীচিগুলির খোসা ছাড়াইয়া, প্রস্তরের পাত্রে রাখিয়া জল দিয়া ঐগুলি ক্রমাগত পাথরের পাত্রে ঘসিতে হয়। তৎপরে পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা

নিংড়াইয়া লইলে শ্বেতবর্ণ পদার্থ পাওয়া যায়। উহা উক্ত পাত্রে বাহিরের বাতাসে রাখিয়া পচান হয়।

যখন উহার উপর সর মত পড়ে, তখন উহা পচিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। ঐ সরে ৩৮ অংশ চর্ব্বি তৈল, ৫৮ অংশ জল এবং ৪ অংশ এলবুমিনয়েড নামক পদার্থ পাওয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, ঐ সর তুলিয়া অন্য পরিষ্কার জলে ফেলিয়া উক্ত জলকে ৮০ বা ৮৫ ডিগ্রি তাপ দিয়া উহাতে সলফিউরিক এসিড যোগ করা হয়। তৎপরে এই পদার্থকে স্থির ভাবে রাখিলে দেখা যায়, তিনটি স্তর পড়িয়াছে। ১ম স্তরে চর্ব্বিযুক্ত এসিড; ২য় স্তরে তৈল, গ্লিসিরিণ, জল ও এলবুমিন মিশ্রিত পদার্থ; ৩য় স্তরে জল ও গ্লিসিরিণ।

উক্ত উপায়ে চর্ব্বিযুক্ত এসিড বাহির করিয়া তাহাতে ক্ষার যোগে বিদেশী সাবানওয়ালারা প্রচুর সাবান প্রস্তুত করিতেছেন। বঙ্গে বৈজ্ঞানিকের অভাব নাই এবং রেড়ির বীজও যথেষ্ট পাওয়া যায়, পরন্তু সাবান মাখিবার গ্রাহকও অনেক, সাবানের কারখানাও হইতেছে অনেক, অতএব সাবনের জন্য ফ্যাটিএসিডের অভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে না। এই কারণেই ইহার আভাস দিলাম মাত্র। পাশ্চাত্য খণ্ডে রেড়ির খইলে জমির সার হয় এবং অল্প মূল্যের জুতার তলার চামড়ার মধ্যে কুচা চামড়ার পরিবর্ত্তে ইহার খইল ব্যবহারে করা হয়। আমাদের দেশে রেড়ির খইল দুঃখী লোকেরা জ্বালাইয়া থাকে। আমরা সব বিষয় জ্বালাইতেই মজবুত।

কেরসিন তৈলের ইষ্টক।

শ্রীমান্ জে, টারবটন আর্ম্মনস্টন সাহেব "ক্যানন ষ্ট্রীট হোটেলে" পেট্রোলিয়ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পেট্রোলিয়মের অন্য নাম কেরসিন তৈল। আমরা উক্ত বক্তৃতা হইতে এই প্রবন্ধ সংকলিত করিয়া দিলাম।

"নরককুণ্ড"—এই কুণ্ড বা গর্ত্ত অর্থাৎ নরকের গর্ত্ত একথা জগতের

লোকেরা কল্পনা করিয়াছে, কি স্বভাবে পাইয়াছে, তাহার মীমাংসা করিতে গেলে দেখা যায় যে, ঈশ্বররাজ্যে কেরসিন তৈল যেরূপ দুর্গন্ধ, তাহার জন্মস্থানও ঐরূপ দুর্গন্ধযুক্ত নরককুণ্ড! কেরসিন তৈলের খনিগুলির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে প্রায় দেখা যায় যে, চতুর্দ্দিকে বড় বড় পর্ব্বতে ঘেরা, মধ্যস্থলে ইহার খনি। পাহারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে এই স্থানকে কুণ্ডরূপেই দেখা যায়। এই সকল কুণ্ড হইতে কেরসিন উত্তোলন পূর্ব্বক পাহারের পথ দিয়া আনিয়া তৎপরে নদীতীরে জাহাজে তৈল বোঝাই দেওয়াতে অত্যন্ত খরচা পড়িয়া যায়; যদি কেরসিন তৈল উত্তোলন ও বহনের এই অত্যন্ত ব্যয় না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় এক পয়সায় ⁄৫ সের কেরসিন তৈল গৃহস্থেরা পাইত। পরন্তু এই খরচা বাঁচাইবার জন্য বহুদিন যাবৎ এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করা হইতেছে। সম্প্রতি সেই চেষ্টার ফলে কেরসিন তৈলকে গাঢ় করিবার উপায় আবিষ্কার হইয়াছে।

এই উপায়ে কেরসিন তৈলকে ইষ্টকের ন্যায় কঠিন এবং চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট আকৃতি করা হইয়াছে। ইহা করিতে খরচা খুব কম লাগে। একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহনের পক্ষেও যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। শ্রীমান্ জে, টারবটন সাহেব নিম্নলিখিত সুবিধার কথা বলিয়াছেন।

ইহার উত্তাপশক্তি সন্তোষজনক, খুব আস্তে আস্তে দগ্ধ হয়, খোলা বাতাসে পুড়াইলে অল্প ধূম বাহির হয়, আবদ্ধস্থানে পুড়াইলে আদৌ ধূম বাহির হয় না। ফল কথা, কেরসিন তৈলের ন্যায় তত ধূম হইবে না। জাহাজে পাথুরে কয়লার পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করিলে, উক্ত কয়লায় যে খরচ পড়ে, ইহাতে তাহার অর্দ্ধেক ব্যয় পড়িবে। অর্থাৎ জাহাজে যথায় ১ টন কয়লা লাগে, ইহা সেই স্থলে অর্দ্ধটনে কাজ হইবে। এ সম্বন্ধে মরেটানিয়া নামক জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারকে ইহার পরীক্ষার জন্য বলা হইয়াছিল। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান সময়ে জাহাজ যাতায়াত জন্য যে মূল্যের পাথুরে কয়লা ক্রয় করিতে হয়, ইহা ব্যবহার করিলে ঐ একবার যাতায়াতে ১১৯৯৫ পাউণ্ড মুদ্রা ব্যয় কম লাগিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, তিন বর্ষের মধ্যেই ইহা প্রতি টন ২৭ শিলিং দরে বাজারে বিক্রয় হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে।" কিন্তু টারবটন সাহেব বলিতেছেন, "অত সময়ও লাগিবে না, শীঘ্রই উহা বাহির হইবে, এজন্য ইহার পেটেণ্ট হইয়া গিয়াছে।"

কঠিন কেরসিনের আরও সুবিধা এই যে, পাথুরে কয়লা ১⁄ মণ যে স্থান অধিকার করিয়া থাকে, ইহা ঐ স্থানে ২⁄ মণ রাখা চলিবে। পরন্তু ইহা কয়লা অপেক্ষা কঠিন, শীঘ্র ভাঙ্গে না, শীতলস্থানে, জলময়স্থানে, এমন কি উষ্ণস্থানে যথায় ইচ্ছা ইহাকে ফেলিয়া রাখা চলিবে। গরম জলেও ইহার কোন ক্ষতি হইবে না। কেরসিন তৈলে গ্যাস আছে, ইহাতে তাহা নাই। এ কারণ যে স্থানে রাখা যায়, সে স্থান গরম হয় না।

কেরসিন তৈল আগুন হইতে যেমন সতর্কভাবে রাখিতে হয়, ইহার জন্য সে সকল কিছুই আবশ্যক হয় না। ইহা দগ্ধ হইবার সময় ফাটে না, ছিট্‌কায় না এবং ভস্মও হয় না। জল বাতাসে ইহার কিছুই হয় না। সাধারণ গৃহস্থেরাও তাঁহাদের উনানে নিরাপদে ইহা ব্যবহার করিতে পারিবেন; এজন্য উনান বদলাইবার আবশ্যক হইবে না, তাঁহারা পাথুরে কয়লায় যে ব্যয় করেন, ইহা ব্যবহার করিলে তাহার অর্দ্ধেক ব্যয় হইবে।

ইহাকে গুদামে নিরাপদে রাখা যাইবে, গুদাম বীমা করিতে হইবে না। পরন্তু ইহা গুদামে থাকিলে মালে কমিবে না, যে সে গুদামে রাখা চলিবে, বাহিরে ফেলিয়া রাখাও চলিবে, কেরসিন তৈলের খনির তৈলও নষ্ট হইবে না, খনির সমুদয় তৈলে ইহা প্রস্তুত করা চলিবে।

অনেকদিন হইতে জাহাজে পাথুরে কয়লার পরিবর্ত্তে কেরসিন তৈল ব্যবহার করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। জাহাজের কল কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ইহা ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে "অয়েল ইঞ্জিন" বাহির হইয়াছে। কিন্তু এবার শুনিতেছি, কল ইত্যাদি বদল না করিয়াই কেরসিন তৈল পাথুরে কয়লার ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। এই দ্রব্য কি পদার্থের সংযোগে করা হইয়াছে, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু সময়ে ইহা অপ্রকাশ থাকিবে না। যদি সত্য সত্যই জাহাজের খরচা কমে, তাহা হইলে বিদেশে যাইবার টিকিটের মূল্যও কমিবে নিশ্চিত। পরন্তু কঠিন কেরসিনের বাতি করা হইতেছে, উহা দ্বারাও দরিদ্রের ঘর এখন যেমন টেমির তৈলে আলোকিত হইতেছে, তখন তেমনি উহার বাতিতে আলোকিত হইবে। বঙ্গের ঘরে ঘরে, বঙ্গ বলি কেন, ভারতের ঘরে ঘরে আমাদের আমলেই পাথুরে কয়লা ও কেরসিনের চলন হইল, ইহা আমরা দেখিলাম; এইবার "কঠিন কেরসিনের ইট্" আসিতেছে, এই উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধে পূর্ব্বাহ্নে জানান হইতেছে যে, বঙ্গের ঘরে ঘরে,

ভারতের ঘরে ঘরে, জগতের ঘরে ঘরে আর একটা জিনিষ আসিতেছে, সেটী "কেরসিন তৈলের ইষ্টক।"

বঙ্গবাসী কেরসিন তৈলের ইষ্টক আবিষ্কারের এই মুখে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ কিছু করিতে পারিবেন কি? আমাদের মেয়েরা দুবেলা উনান ধরাইবার সময় কাষ্ঠের কুচাতে কিংবা ঘুটেতে কেরসিন তৈল, ঢালিয়া থাকেন, উহার প্রতিবিধানেই এই আবিষ্কার। আমাদের গোময় এবং কাষ্ঠের গুঁড়ার সহিত কেরসিন তৈল মিশাইয়া, কেরসিন তৈলের ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করা হউক না কেন? ইহার আবিষ্কারে টিন শিল্পের কিছু ক্ষতি হইবে।

পল্লীবাসীর কথা।

পল্লীবাসী নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রর মহাজনবন্ধু উপর হঠাৎ গরম হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে—সত্য কথা বলা।

আমরা বলিয়াছি, "বর্ত্তমান সমাজে বৈশ্যযুগ চলিতেছে, পল্লিবাসী বলেন, এখন এদেশে বৈশ্য কোথায়? এখন যাঁহারা বৈশ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বিদেশী বণিক্‌গণের ভারবাহী বলিবর্দ্দ। বৈশ্যের অবস্থা দেখিয়া চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভট্ট রঘুনন্দন উহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগকে বৈশ্যযুগ বলিবার উপাদান কৈ?"

উত্তরে, যুগ বলিলে কেবল বঙ্গদেশ অথবা কাল্‌নাকে বুঝায় কিংবা পৃথিবীকে বুঝায়, প্রথমে ইহার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। আমরা জাগতিক সমাজের কার্য্যাবলীর পরিবর্ত্তনকে যুগ নামে উক্ত প্রবন্ধে অভিহিত করিয়াছি। ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বায়ের কাপড়ের কলওয়ালারা, পার্শী ধনবানেরা, কলিকাতার কারতারক কোম্পানী, চুচুড়ার রক্ষিত মহাশয়েরা ঠনঠনিয়ার লাহাবাবুরা, গ্রেহাম কোম্পানীর অফিসের শ্রীযুক্ত বাবু নরনাথ মুখোপাধ্যায়, ওয়াকার গাওয়ার্ড কোম্পানীর হিন্দুস্থানী ধনীরা, রেলির দ্বারকাদাস বাবু প্রভৃতি ধনবান মহাত্মারা যে বিদেশী বণিকগণের ভারবাহী বলিবর্দ্দ এটা কল্পনায় আনিতে আমাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠে! জাহাজে করিয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে গেলে "জাতি" নষ্ট হয়, এই ব্যবস্থা বলিবর্দ্দের নহে, কোন্ "মহাপুরুষেরা" করিয়াছিল, তাহা সহযোগীর মনে নাই বুঝি! পরন্তু ঐ ব্যবস্থার জন্যই ভারত এখনও গা খুলিয়া বাণিজ্যার্থ বিদেশে যাইতে পারিতেছে না; দুর্দ্দান্ত জীবন-সংগ্রাম করিতেছে। এই জীবন সঙ্কটাপন্নাবস্থার পরিণামে ভারতের ব্যবসায়ী মাত্রেই চালানীওয়ালার ন্যায় বিলাতে এক সময় যাইবেই যাইবে। রঘুনন্দন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বৈশ্যের অস্তিত্ব না দেখিয়া থাকিবেন কিন্তু তাহা ভারতে কিংবা বঙ্গে? হিন্দুস্থানীরা অদ্যাপিও বৈশ্যাচার পরিত্যাগ করেন নাই, বরং উহাকে জাতিগত করিয়া বসিয়াছেন। সহযোগী লিখিয়াছেন, "শ্রীচৈঃ ৪২৬"। ইহা চারিশত বৎসর পূর্ব্বে না থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতের হিন্দুত্বের মধ্যে বৈশ্যত্ব পৃথিবী সৃষ্টির সময় হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে।

তাহার পর, পল্লিবাসী জানিতে চাহিয়াছেন, কাগজ, কাগজের মণ্ড, বাঁশের কাগজ, এই যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য—আমাদের দেশের লোকেরা হাঁড়ী, কলসী, বাঁশ বাখারী ও দড়ি লইয়া কলকব্জার সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্র, লবণ, তৈল, চিনি যাহা কিছু শিল্পকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, এখনও সে অভ্যাস ইহাঁদের যায় নাই, অতএব তাঁহাদের সম্মুখে নূতন দৃষ্টান্ত দেখান, যদি ঐ শ্রেণীর কলকব্জা নাও করিতে পারেন, যদি কাহারও এরূপ মতিগতি হয় যে, হাঁড়ী দড়ির যন্ত্রে উহা প্রস্তুত করিয়া দেশীকে কিংবা দেশী কাগজের কলে উহা বিক্রয় করিব, তাহাতেও আমাদের লাভ আছে। অদ্যাপিও ছেঁড়া ন্যাকড়া-কানি দিয়া বঙ্গের বহুস্থানে কাগজ প্রস্তুত হয়, তাঁহারা যদি বাঁশ ইত্যাদির সাহায্যে কাগজ তৈয়ারী করিয়া শস্তা করিতে পারেন ভাল।

সহযোগী বলিয়াছেন, "লেখার বড়াই করিতে গেলে, বঙ্গলক্ষ্মী ও কমলার সঙ্গে মহাজনবন্ধুর লেখার তুলনা হয় কি?" আমরা কোথায় লেখার বড়াই করিলাম? সহযোগীর কথার অনুসরণ করিয়া আমরাও বাধ্য হইয়া বলিতেছি যে, বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী, সঞ্জীবনীর নিকট পল্লিবাসীর লেখার তুলনা করা যায় কি? সহযোগী আমাদের বিরুদ্ধে যে উদ্দেশ্যে কোমর বাঁধিতেছেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রচারের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধুন, তিনি শ্রীচৈতন্য কেমন দেখাইয়া দিবেন! আমরা চৈতন্যহীন মূর্খ মহাজন! আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি, কেন সেটা নষ্ট করিতেছেন।

বাস্তবিক বলিতেছি, তিনি যাহা সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেই সংখ্যা এবং তৎপরে ২।৪ সংখ্যা পল্লিবাসী পাইয়াছি এবং মাঝে মাঝে ২।৪ মাস অন্তর এক একখানি পল্লিবাসী পাইয়া থাকি। ভেজালে কথার যুক্তিগুলির বিষয়ে পল্লিবাসী বলিয়াছেন, "ব্যবসায়ীর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া অশ্ব-যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।" সহযোগীর জানা কর্ত্তব্য, উক্ত যুক্তির অধিকাংশ বিষয় মাননীয় ডাক্তার চুনীলাল বসুর। উহাই আমাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মানুসারে সত্যকথা। আমরা ব্যবসায়ীর পক্ষে যাহা সত্য তাহাই বলিয়াছি কিন্তু পক্ষসমর্থন করি নাই, উহাতেই বলা হইয়াছে; নোট জাল করিলে তাহার যন্ত্রাদি ধরিয়া তৎপরে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া গুরুতর দণ্ড বিধান করা হয়। ইহা সুন্দর প্রথা। ঐরূপ খাদ্যদ্রব্য জালকারির ভেজাল দিবার যন্ত্রাদি ধরা হউক, তৎপরে তাহাকে গুরু দণ্ড বিধান করা হউক। নোট জাল এবং খাদ্যদ্রব্য ভেজাল একই শ্রেণীর অপরাধ। ইহাতে তিনি পক্ষ সমর্থন দেখিলেন কোথা হইতে? ত্রিশূলের টীকাকারের মন্তব্য আমাদের মনে ছেলেমী বোধ হয়। পল্লিবাসীর নিকট উহা কাশীর মেওয়া লাগিতে পারে। কিন্তু দিন কতক পরে তাহা দেখা যাইবে।

গত ৩রা শ্রাবণ বুধবার "মালদহ সমাচার" মহাজনবন্ধু সম্বন্ধে এই সমালোচনা করিয়াছেন,—"একাদশবর্ষের ভূমিকা, এটি সমাজ শরীরের সুন্দর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। পাঠক জানিয়া রাখুন যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর গড়ে চল্লিশ হাজার টন কাগজ খরচ হয়, পৃথিবীতে গড়ে প্রতি বৎসর ৮০ লক্ষ টন কাগজ লাগে। বাঁশের কাগজ, জাভায় ইক্ষুচাষ ও চিনির কাজে ডিউটি এই তিনটি প্রবন্ধে শিক্ষার বিষয় আছে।"

পল্লিবাসীর সমালোচনাও উক্ত ৩রা শ্রাবণের (১৩১৮ সাল) কাগজে হইয়াছে। মালদহ সমাচার ঐ সকল প্রবন্ধে শিক্ষার সন্ধান পাইয়াছেন, পল্লিবাসীও তাই পাইতেন, কিন্তু তাঁহার মস্তিষ্কে চণ্ডালের (রাগের) আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য বুঝেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট প্রার্থনা করি,তিনি প্রকৃতস্থ হউন। গত ২৯ আষাঢ়ের এডুকেশন গেজেট মহাজনবন্ধু হইতে বাঁশের কাগজের মণ্ড প্রভৃতি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। এডুকেশন গেজেটের যাহা পছন্দ হইয়াছে, পল্লিবাসীর তাহা হয় নাই। ইহার কারণ উপরে বলা হইয়াছে অতএব এইখানেই ক্ষান্ত।

বায়বীয় তৈল।

পৃথিবীর মধ্যে তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার আতর, য়্যালচুরিয়া ও রিউনিয়ন প্রভৃতি ফরাসী উপনিবেশ সমূহের গোলাপী তৈল, ইংলণ্ডের ল্যাভেণ্ডার, ইটালির নেবুর তৈল এবং ভারতের নানাজাতীয় ফুলেল তৈল সুপ্রসিদ্ধ। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটে এবং জাপানে পিপারমেণ্ট-তৈল প্রচুর উৎপন্ন হয়। যাহা হউক, ঐ সকল স্থানের মধ্যে কতকগুলি স্থানে বিদেশী গুল্ম হইতে, কোথাও দেশী গাছ গাছড়া হইতে ঐ সকল সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। ফ্রান্স ও জর্ম্মণি গত কয়েক বৎসর হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বায়বীয় তৈল প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীময় রপ্তানী দিয়াছে। কেবল ফ্রান্স ও জর্ম্মণি নহে, পৃথিবীর সকল দেশেই এই শিল্পের অল্প বিস্তর উন্নতি হইয়াছে।

প্রাচীনকালে কেবল বক-যন্ত্রের সাহায্যে পুষ্প হইতে বায়বীয় তৈল বাহির করা হইত, এক্ষণে রাসায়নিক বিদ্যার গবেষণায় ইহার অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার হইয়াছে এবং এইজন্যই ইহা বাণিজ্যের পণ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ত্রিবিধ উপায়ে বায়বীয় তৈল পুষ্প হইতে নিষ্কাষিত হইতেছে। (১) বায়বীয় পদার্থ যোগে। (২) তরলচর্ব্বি সংযোগে। (৩) গাঢ় চর্ব্বি সংযোগে বায়বীয় তৈল বাহির হইতেছে। আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু চর্ব্বির পরিবর্ত্তে জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে তিল তৈল ব্যবহারের কথা শুনিয়াছি। যাহা হউক, হিন্দুরা চর্ব্বির উপর বীতশ্রদ্ধ বলিয়াই বোধ হয় বিলাতী পমেটম ইত্যাদি বিশুদ্ধ চর্ব্বি মস্তকে লেপন পূর্ব্বক উহার সৌগন্ধের মহিমা প্রচার করিয়া নিজে নিজেরা ধন্য হইতেছেন!

(১) উজ্জ্বমান বায়বীয় পদার্থ, যথা—ইথার, ক্লোরাফর্ম্ম, বেনজিন, প্রোট্রোলিয়ম-ইথার, এসেটোন প্রভৃতি পদার্থই প্রধান। সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্পে ঐ সকল পদার্থের যে কোন একটি পদার্থ ঢালিয়া দিয়া ঐ পদার্থে ভিজাইয়া, উক্ত পদার্থকে নিংড়াইয়া কিংবা কৌশলে এইরূপ ক্রমাগত

৩।৪ শত টাট্‌কা সুগন্ধি পুষ্পের উপর দিয়া ঐ শ্রেণীর যে কোন একটী পদার্থকে মাখিয়া লইতে পারিলেই সেই ফুলের আতর বাহির হইল বলা গিয়া থাকে। এই উপায়ে কিন্তু সুগন্ধি গাছের পাতা হইতে আতর বাহির করা যায় না। কারণ পাতার ভিতর অন্যান্য পদার্থ অধিক থাকে, সুগন্ধি পদার্থ কম থাকে। কিন্তু বেনা ও খস্‌খসে প্রভৃতি তৃণ-জাতীয় গাছের কথা স্বতন্ত্র। এই শ্রেণীর গাছ হইতে কিন্তু এই উপায়ে সুগন্ধি বাহির করা দুষ্কর। যদিও খস্‌ঘাসের সুগন্ধি পদার্থ এই উপায়ে বাহির করা হয় বটে, কিন্তু তাহার গন্ধ ভাল পাওয়া যায় না, এ কারণ ঐ শ্রেণীর গন্ধতৈল উহাতে মিশ্রিত করা হয়। যাহা হউক, এই প্রথাকে বাণিজ্যের ভাষায় "কনটিনিউয়াস এক্সট্রাক্‌সন" বলা হয়। উক্ত বায়বীয় তৈল পুষ্প-স্তরের উপর ঢালিয়া দিলে, উহা পুষ্পতর ভেদ করিবার সময় পুষ্পের বিশিষ্ট উপাদান সকল গ্রহণ পূর্ব্বক পুষ্পপাত্রের নিম্নে পতিত হয়, এবং সেই তৈল অগ্নি সংযোগে অল্প উত্তপ্ত করা হয়। এই উত্তাপে বায়বীয় তৈল বায়ুর আকার ধারণ করে, অতএব ইহাকে রিটর্ডে কিংবা বক যন্ত্রের মধ্যে পুরিয়া তাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে ইহা শীতল হইলে এই তৈল লইয়া পুনরায় পুষ্পস্তরে ঢালা হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথামত ইহাকে পুনরায় রিটর্ডে চোলাই করা হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করা হয়, যতক্ষণ না মনোমত সুগন্ধি পাওয়া যায়। এই প্রথায় সুবিধা এই যে, অল্প তৈলে অধিক সুগন্ধি সংগ্রহ হয়।

(২) তরল চর্ব্বির সাহায্যে পুষ্পসার সংগ্রহ। এই কাজে জলপাই তৈল, তিল তৈল ও শূকরের চর্ব্বি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কলাই করা পাত্রে ঐ শ্রেণীর তৈলকে ৩০ হইতে ৬০ ডিগ্রিতাপে উত্তপ্ত করিয়া লইয়া পুষ্পস্তরের উপর ঢালিয়া দিতে হয়। কেহ কেহ সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্প কাপড়ে বাঁধিয়া এই শ্রেণীর তৈল দিয়া ৬ হইতে ১২ ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখে এবং উক্ত বস্ত্র হইতে পুষ্পের ভিতর দিয়া যাহা চুয়াইয়া পড়ে, তাহা ধরা হয়, এবং নিংড়াইয়া লওয়া হয়। এই প্রথাও পূর্ব্বোক্তভাবে পুনঃ পুনঃ করা হয়। জলপাই তৈল, তিল তৈল কিংবা চর্ব্বির গ্রহণ করিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষমতা দেখা যায়। পরন্তু এই শ্রেণীর তৈল পুষ্পসার গ্রহণ করিয়াও নিজেদের গন্ধ ছাড়ে না। এজন্য মাঝে মাঝে ইহাদের সঙ্গে এলকোহল শিশিতে বা বোতলে পুরিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করা হয়, তাহাতে পুষ্পসার উহাদের

গাত্র হইতে এলকোহলে আসিয়া মিশিয়া পড়ে এবং পূর্ব্বোক্ত তৈল যেমন তেমনি থাকিয়া যায়। এইবার এলকোহল তৈল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া সেই তৈলকে পুনরায় পুষ্পস্তরের কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়। ইহাতে সুবিধা এই যে, সুগন্ধ দ্রব্যের কারখানায় একবার এই তৈল ক্রয় করিলে তাহাতে বহুদিন কার্য্য চালান যায়। কারণ পুষ্পস্তরে বারম্বার ছাঁকিয়া লইয়া শেষে এলকোহল দিয়া পুষ্পসার এই তৈল হইতে গ্রহণ করা হয়, কাজেই তৈল নষ্ট হয় না। এক তৈলে বহুদিন কার্য্য করা যায়। ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ এবং জর্ম্মণীতে এই প্রথায় শস্তায় পুষ্পসার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে উত্তাপের আবশ্যক হয় না।

(৩) গাঢ় চর্ব্বির সাহায্যে পুষ্পসার বাহির করা নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়। চর্ব্বির একটা প্রধান গুণ এই যে, সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত চর্ব্বি রাখিলে উক্ত গন্ধকে চর্ব্বি আকর্ষণ করে। যদি আমরা সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কোমল পুষ্পে হস্ত দিই, তাহা হইলে সহজেই ফুলের গন্ধ নষ্ট হয়, অথবা একবার শুঁকিলেই গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়। এমন সকল পুষ্প হইতে গাঢ়চর্ব্বির সাহায্যে উহার গন্ধ ধরা হইয়া থাকে।

কোন কাচপাত্রে শীতল তরল চর্ব্বি রাখিয়া তাহার উপর টাট্‌কা ফুল রাখিতে হয়, অনেকক্ষণ রাখিলে উক্ত ফুলের গন্ধ চর্ব্বিতে আকৃষ্ট হয়। পুনরায় তালফুল রাখা হয়, এইভাবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত চর্ব্বি সুগন্ধি না হয়, ততক্ষণ নূতন নূতন টাট্‌কা ফুল দিতে হয়। যখন উক্ত ফুলের গন্ধ সদ্যজাত সুগন্ধি পুষ্পের ন্যায় হয়, তখন উক্ত প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়। ভাল পমেটম্ এই চর্ব্বি ভিন্ন আর কিছুই নহে। চর্ব্বি যদিও গন্ধ আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু ইহার সহিত গন্ধবিশিষ্ট উপাদানগুলি একেবারে মিশ্রিত হয় না। যদি চর্ব্বি হইতে সৌগন্ধ স্বতন্ত্র করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ইহাকে বিশুদ্ধ এলকোহলে মিশাইয়া আলোড়ন করিলেই পুষ্পসার চর্ব্বি ত্যাগ করিয়া এলকোহলে আসিয়া থাকে। পরন্তু এলকোহল হইতে যদি সুগন্ধি স্বতন্ত্র করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ইহাকে বকযন্ত্রের সাহায্যে পরিশ্রুত করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা এলকোহল উপিয়া যায় এবং গন্ধদ্রব্য তরলাকারে রিটর্ডের নিম্নে পড়িয়া থাকে। যাহা পড়িয়া থাকে তাহা অত্যন্ত তীব্র গন্ধবিশিষ্ট, একারণ ইহাকে নানাবিধ সৌগন্ধিতে মিশাইয়া পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

বকযন্ত্রে চোলাই করা প্রথা বর্ত্তমান সময়ে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখন ষ্টীমের সাহায্যে উক্ত কার্য্য সাধিত হয়। একবার পরিশ্রুত করিতে হয়। বারবার পরিশ্রুত করিলে, রিটর্ডের তলায় চট্‌চটে তীব্র গন্ধবিশিষ্ট এক প্রকার গাদ পাওয়া যায়। ইহাকেই আজকাল "শুরতি" বলিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়। অবশ্য এই শুরতির সঙ্গে দোক্তা তামাক ইত্যাদিও থাকে। যাহা হউক, পরিশ্রুত করার পর উক্ত সুগন্ধি দ্রব্যকে ফিল্‌টার করা হয়। কাচের পাত্রে (ফোনেলে) পরিষ্কার সাদা সুতা রাখিয়া তাহাতে পুষ্পসার ঢালিয়া দিলে সুতা বহিয়া ফোঁটা ফোঁটা যাহা পড়ে, তাহাই বিশুদ্ধ সুগন্ধি পদার্থ। পরিশ্রুতের সময় যাহা জলের অংশ থাকে, তাহা এই সুতার উপর দিয়া ফিল্‌টার করিলে উক্ত জলীয় অংশ সুতা আকর্ষণ করিয়া লয়, এই জন্যই পরিশ্রুতের পর ফিল্‌টার করা আবশ্যক হয়।

সুগন্ধি দ্রব্য রাখাই হইল শক্ত কাজ। ইহা রাখা শিক্ষা করিতে হয়। আলো ও বায়ুবিহীন পাত্রে রাখিতে হয়, নতুবা ইহার ওজন কমিয়া যায় অর্থাৎ উপিয়া যায়। রাখার জন্যই ইহার মূল্য কম বৃদ্ধি হয়, ভালভাবে রাখিতে না পারিলে ইহার দর কম হইয়া যায়, কারণ তাহা চট্‌চটে পদার্থ। ভাল ষ্টপার্ড বোতলে সুগন্ধি রাখিতে হয়, কালবর্ণের শিশি বোতলই এ কাজের পক্ষে উৎকৃষ্ট। শীতলস্থানে রাখা উচিত। যাহাতে সুগন্ধির বর্ণ নষ্ট না হয়, সে পক্ষে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ববঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্প।

বিশ্ববার্ত্তা বলেন,—ক্ষুদ্র আয়তনে অল্পসংখ্যক লোকদ্বারা যে সকল শিল্পকার্য্য পরিচালত হয়, তাহার অবস্থা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে কিরূপ তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

শঙ্খবলয়।

শঙ্খবলয় নির্ম্মাণ একটি প্রাচীন শিল্প। ইহার প্রধান কেন্দ্রস্থল ঢাকা। ঢাকায় শাখারি বাজার নামক স্থানে অনেক পরিবার শঙ্খের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে এবং ফরিদাবাদেও কয়েক ঘর আছে। শিশু সমেত ৫০০

বা ততোধিক লোকের জীবিকানির্ব্বাহ এই ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা আজকাল শঙ্খনির্ম্মিত দ্রব্যের কাট্‌তি কতকটা বাড়িয়াছে। কিন্তু শাঁখারিদিগের কথা এই যে, শঙ্খের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে মোটের উপর তাহাদের আয় বর্দ্ধিত হয় নাই। শাঁখার বালা এক জোড়া ।৵০ হইতে ২৲ পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হয়। ফরমাইস দিলে অতি উৎকৃষ্ট নমুনার শাঁখার বালা ও চেইন পাওয়া যায়। গড়ে এক একজন শিল্পী মাসে ৮।১০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। প্রত্যেকে নিজের মূল্যধন খাটাইয়া কাজ করে, এই মূলধন ক্বচিৎ ১০০৲ টাকার উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। শঙ্খ সকল কলিকাতা হইতে আনীত হয়। শাঁখারীদিগকে যেরূপ সহিষ্ণুভাবে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, তত্তুলনায় তাহাদিগের উপার্জ্জন অতি সামান্য অকিঞ্চিৎকর। শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রামেও এই শিল্পের কতক প্রচলন আছে।

হাতীর দাঁতের বস্তুনির্ম্মাণ।

আসামে জোরহাট বরপেটা শ্রীহট্ট এবং পূর্ব্ববঙ্গে রঙ্গপুর, এই প্রদেশের এই কয় স্থানেই হাতীর দাঁত খোদাই করিয়া নানাবিধ বস্তুনির্ম্মাণ হয়। জোরহাটে ফিজনুর মুসলমান নামক কেবল একটী বৃদ্ধলোকের নাম শুনা গিয়াছে, সে এই শিল্পে অভিজ্ঞ। উহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দুরাজাগণ কর্ত্তৃক আসামে আনীত হইয়াছিল এবং ইহাদের প্রতি এই আদেশ ছিল যে, এই শিল্প অপর কাহাকেও শিক্ষা দিবে না। এই ব্যক্তিও সেই আদেশ সর্ব্বথা মান্য করিয়াছে, অর্থাৎ নিজের কাজ কেবল নিজেই করিয়াছে। বরপেটাতেও কেবল একটি লোকের নাম শুনা গিয়াছে, সে হাতীর দাঁত খোদাই করিয়া বস্তু নির্ম্মাণ করিতে অভ্যস্ত। তাঁহার নাম রাধানাথ দাস। এই ব্যক্তি চিরুণি পাশা ছড়ি প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু হাতীর দাঁতে প্রস্তুত করে। তাহার প্রস্তুত দ্রব্য কলিকাতাতেও বিক্রীত হয়। শ্রীহট্টে একটী পরিবারভুক্ত লোক আছে, তাহারা হাতীর দাঁতের পাখা ও শীতলপাটী নির্ম্মাণ করে। রঙ্গপুরে পাঙ্গা ও লালমণির হাটে কয়েকটি পারিবারিক বিগ্রহ ঠাকুর রাখিবার জন্য অতি উৎকৃষ্ট হাতীর দাঁতের সিংহাসন প্রস্তুত করে। আজকাল হাতীর দাঁতের বস্তু প্রতি লোকের তাদৃশ আগ্রহ নাই সুতরাং এই শিল্পও সমৃদ্ধিশালী হইতেছে না। এমন

কি, যে মুরশিদাবাদে ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাতীর দাঁতের বস্তু নির্ম্মিত হইত, এবং যাহা দিল্লীর দোকান সমূহেও সাদরে রক্ষিত হইত, সেই মুর্শিদাবাদের শিল্পগণের অবস্থাও এখন ভাল নহে।

বরিশালে কয়েকটি দোকান আছে, তথায় মহিষের শিংদ্বারা বোতাম চিরুণি ও বালা প্রস্তুত হয়। শিংগুলি স্থানীয় লোক হইতেই প্রতিমণ ১০৲ টাকা হারে ক্রীত হয়। যে অল্পসংখ্যক লোক এই কার্য্যে লিপ্ত আছে, তাহারা প্রত্যেকে প্রতিদিন ।০ হইতে ।৵০ উপার্জ্জন করে। ঢাকাতে আমলিগোলা এবং নবাবগঞ্জ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রায় ১৫০ ঘর মুসলমান এই শিল্প দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। এই শিল্প ঢাকার একটি অতি প্রাচীন শিল্প। চামড়ার ব্যাপারিগণ হইতে ১২৲ মণদরে শিং ক্রীত হয় শুনা যায়। শিল্পীদিগের এক একজনের মাসিক আয় প্রায় ১০৲। ধুবড়ীতে যথেষ্ট পরিমাণে শিং পাওয়া যায়। তথায় একটি ছোট রকমের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিলে তদ্দ্বারা বিস্তর লাভ হইবার সম্ভবনা।

কাচের চূড়ী।

ঢাকাতে কাচের চূড়ী নির্ম্মাণের ব্যবসায় প্রচলিত আছে, কিন্তু উহা ফিরোজাবাদের চূড়ীর সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। উৎকৃষ্ট রকমের চূড়ী হাজার ৫৲ টাকায় বিক্রীত হয় এবং সাধারণগুলি হাজার ১৲ টাকায় বিক্রীত হয়। শিল্পীগণ বলে যে, তাহাদের এক একজনের উপার্জ্জন মাসিক ৫৲ টাকার অধিক হয় না।

ঝিনুকের বোতাম নির্ম্মাণ।

ইহা ঢাকায় একটী নূতন প্রবর্ত্তিত শিল্প। ঝিনুক সকল স্থানীয় লোক হইতে হাজার ৸০ দরে ক্রীত হয়। অনেক ভদ্রলোক আজকাল এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। ছোট ছোট বোতাম ২ গ্রোস (প্রত্যেক গ্রোস ১৪৪টী) এবং বড় বোতাম অর্দ্ধ গ্রোস প্রতিদিন নির্ম্মিত হয়। এক জনের আয় গড়ে মাসিক ৫৲ টাকা হয়। কিন্তু প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি হওয়াতে লাভ ক্রমশঃ কমিতেছে। একজন সম্ভ্রান্ত উকীলের পুত্র, এই ব্যবসায় লিপ্ত, তাঁহার কাজ বেশ চলিতেছে, তাঁহার নির্ম্মিত বোতাম কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই সহরে প্রেরিত হইয়া থাকে।

মহাজনবন্ধুর বিজ্ঞাপন।

মহাজনবন্ধুর সুখ্যাতি-পত্র সময়ে সময়ে অনেক পাওয়া যায়, তাহা প্রকাশ করিয়া নিজেদের গৌরব, নিজেরা বাড়াইতে চাহি না। কিন্তু কাল বড় খারাপ। এক শ্রেণীর লোকেরা আমাদিগকে উত্তেজিত করে। তাহারা বলে, "তোমাদের সুখ্যাতিপত্র থাকিলে ত ছাপিবে?" কাজেই বাধ্য হইয়া মাত্র একখানি পত্র সাধারণের গোচরার্থে মুদ্রিত করিলাম।

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠের (১৩১৮) বর্দ্ধমান জেলার মুখপত্র "পল্লীবাসী" আমাদের সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন,—

মহাজন-বন্ধু—মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১৭। বাণিজ্য বিষয়ে মহাজন-বন্ধুই একমাত্র বাঙ্গালা মাসিক। অন্যান্য কাগজেও বাণিজ্যের প্রসঙ্গ থাকে, সে সকল কথার কথা। সম্পাদক ব্যবসায় ব্যাপারে সবিশেষ অভিজ্ঞ। সুতরাং তিনি কাজের কথা লইয়াই থাকেন। চিনির কারবারের অনেক গুহ্য খবর ইহাতে পাওয়া যায়। আকাশকুসুমিকা কল্পনা থাকে না বলিয়া আমরা সহযোগীকে ভালবাসি। স্থানাভাব বশতঃ অন্যান্য সার্টিফিকেট উদ্ধৃত হইল না। এই পত্র ১১শ বৎসর জীবিত আছে, ইহাই মহাজন-বন্ধুর উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন। ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা। পুরাতন মহাজন-বন্ধু (১ম বর্ষ বাদে) এখনও সমুদয় বর্ষের ২০।২৫ খণ্ড করিয়া পাওয়া যায়, ২য় বর্ষের কিন্তু ২।৫ খণ্ড পাওয়া যায়। প্রত্যেক বর্ষের মূল্য পূর্ব্ববৎ। বঙ্গের সমুদয় মাসিক-পত্র, পুরাতন খণ্ড চেষ্টা করিলে হকারের বাড়ী ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মহাজন-বন্ধু হকারের বাড়ী আদৌ যায় না।

নূতন নিয়ম।—যিনি এই পত্রের তিনটি অসমর্থ পক্ষে গ্রাহক করিয়া ৩৲ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহাকে এক বর্ষ পত্রিকা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে।

গত বর্ষের মহাজন-বন্ধুর মূল্যপ্রাপ্তিস্বীকার স্থানাভাব বশতঃ করা হয় নাই, যাঁহাদের নিকট মূল্য বাকী ছিল, তাঁহারা সমুদয় চুকাইয়া দিয়াছেন। এ বর্ষ হইতে পুনরায় প্রাপ্তিস্বীকার যাইবে। যাঁহারা লইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নে জানাইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট ভিঃ পিঃ আর যাইবে না। নতুবা ভিঃ পিতে মূল্য গ্রহণ যেমন করিয়া থাকি, সেইরূপ তাঁহাদের নামে ভিঃ পিঃ যাইবে। এই পত্র সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনাদি মূল্যের বিল সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হয়। বিজ্ঞাপনের নিয়ম পত্রাদি দ্বারা স্থির করিতে হয়।

ম্যানেজার শ্রীসত্যচরণ পাল।

কেশরঞ্জনই প্রথম পথ-প্রদর্শক।

কারণ কি বলুন দেখি ? যখন বাজারে কেশরঞ্জনের ন্যায় কোন সুগন্ধি ভেষজ-গুণান্বিত কেশতৈল ছিল না, তখন ইহা আবির্ভূত হইয়া বিশ বৎসরের উপর ধরিয়া নরনারীর সেবা করিয়া আসিতেছে। এখন হইয়াছে অনেক, হইবেও অনেক—কিন্তু গুণের জন্য আজও ইহার সমাদর যথেষ্ট বর্দ্ধিত।

কারণ কি বলুন দেখি ? মস্তিষ্কের উষ্ণতা নিবারণ করিতে, বাত পিত্ত প্রকোপ জন্য হাত পা জ্বালা নিবারণ করিতে, ক্লান্ত মস্তিষ্ককে সবল ও কর্ম্মক্ষম করিতে, সুনিদ্রা আনয়ন করিতে, কেশরাশি মসৃণ, কোমল ও সুচিক্কণ করিতে ইহা একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসভোগ। কারণ ত শুনিলেন, এখন ব্যবহার করিয়া দেখুন।

এক শিশি ১৲ এক টাকা ; মাশুলাদি ।৴০ পাঁচ আনা।
তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা ; মাশুলাদি ॥৵০ এগার আনা।
ডজন ৯৲ নয় টাকা ; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন ?

ভ্রমে পড়িয়া মানুষ কি না করে ? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাতই ভাবিতে হইবে ! দিনরাতই রোগ চিন্তায় নিস্তেজ হইতে হইবে ? প্রতিকারের সহজ পথ যখন রহিয়াছে, তখন আর ভাবনা কেন ? সত্য বটে, উপদংশ অতি লজ্জাকর ব্যাধি। ইহা অতিশয় স্পর্শাক্রামক ও ইহার যন্ত্রণাও অবর্ণনীয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অদ্ভুত। আমাদের **অমৃতবল্লী-কষায়** নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক সালসা সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপদংশের একমাত্র প্রতিষেধক—অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জ্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অত বড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি ? অপরন্তু ইহা ব্যবহারে পারদসেবনজনিত সর্ব্ববিধ ক্ষত, মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

এক শিশির মূল্য	১॥০	দেড় টাকা,
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	॥৴০	এগার আনা।
একত্রে তিন শিশির মূল্য	৩৸০	তিন টাকা বার আনা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	১৸০	এক টাকা বার আনা।
এক ডজন (১২ শিশি)	১৫৲	পনর টাকা।

ডাকমাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

মহাজনবন্ধু-মাসিকপত্র।

১১শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ; আশ্বিন, ১৩১৮।

মৃগনাভি।

মৃগমদ কস্তূরী জান্তব পদার্থ। এক প্রকার হরিণ আছে, তাহাদের পুরুষ জাতির নাভির স্থানে একটী কোষ হয়, সেই কোষে কস্তূরী জন্মে। ঐ জাতীয় হরিণকে কস্তূরীমৃগ বলে।

হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে, সাইবিরিয়াতে, চীনে এবং টঙ্কিনে ইহাদের বাস। হরিণ জাতির স্বভাব—তাহারা দল বাঁধিয়া একসঙ্গে অনেকে মিলিয়া চরিয়া বেড়ায়, কিন্তু মৃগমদ হরিণের স্বভাব সে রকম নহে ; তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা শশকের মত ; তাহারা একস্থানে একাকীই থাকে।

এই হরিণ অধিক বড় হয় না। লেজের গোড়া হইতে মাথা পর্য্যন্ত প্রায় দুই হাত লম্বা। আমাদের বাঙ্গালাদেশে সচরাচর ছাগল যত বড় দেখা যায়, কস্তূরীমৃগও প্রায় তত বড়। ইহাদের শিং নাই। উজ্জ্বল চঞ্চল চক্ষুতারা ও দুই কোন মিস্‌মিসে কাল ; লম্বা কর্ণ এবং চক্ষু দেখিলেই যেন বুঝা যায়, এই হরিণ অতিশয় ভীরু। অল্প শব্দ পাইলেই কাণ খাড়া করিয়া চকিতচিত্তে, চঞ্চল নেত্রে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ছুটিয়া পলায়। ইহাদের ঘাড় হইতে পিঠের অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘন ঘন লম্বা লম্বা লোমে ঢাকা। লোমগুলি মিহি নয়, খুব মোটা মোটা। কিন্তু মোটা হইলেও কর্কশ নয়—বেশ নরম, ছুঁইলে যেন মনে হয়, শশকের গায়ে হাত পড়িয়াছে।

সর্ব্বাঙ্গের লোমের বর্ণ এক রকম নয় ; ঘাড়ের এবং পিঠের লোমও এক রকম নয়.—শাদা, কাল ও পাটকিলে রঙ্গের। শিকারীরা বলে, ঋতুভেদে বর্ণের পরিবর্ত্তন ঘটে। গ্রীষ্মকাল আসিলে অধিকাংশ লোম কাল হইয়া পড়ে। শীতে শাদা হয়, আর অন্য অন্য ঋতুতে কাল, শাদা ও পাটকিলে মিশিয়া থাকে। বুড়া হইলে কস্তূরীমৃগেরও অধিকাংশ লোম শাদা হয়।

ঘাড়ে পিঠে এবং গায়ে লোমগুলি খুব ঘন করিয়া সাজানো। এইরূপ নিবিড় লোম সমাবেশে বুঝা যায়, এই পশু গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের নয়।

যেখানে হিমের প্রভাবে মহিষের শিং কাঁপিয়া উঠে, সেই চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতের গায়ে ইহারা চড়িয়া বেড়ায়।

কস্তূরীমৃগের লেজ খুব ছোট। অন্য কোন হরিণের গজদন্ত নাই; কিন্তু কস্তূরীমৃগের মুখের দুইপাশে দুইটী গজদন্ত আছে। উপর পাটির কস্ হইতে সরু লম্বা দাঁত দুইটী বাহির হইয়া নিম্নপাটির ঠোঁটের উপর বক্র হইয়া আসিয়া চাপিয়া পড়িয়াছে। খুব পশ্চাৎদিক হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া আসিয়া সম্মুখে তীরের ফলার মত সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। ক্ষুরের দুই পাশ এবং অগ্রভাগ অত্যন্ত ধারাল। ডগা ঠিক যেন নরুণের মত সূচল।

ঈদৃশ ক্ষুর এবং দাঁত এই হরিণদের প্রাণরক্ষার উপায়। পর্ব্বতের খুব উচ্চ ঢালু প্রদেশে, যেখানে মনুষ্যের বা হিংস্র পশুর গতিবিধি নাই, সেই দুর্গম নিভৃত স্থানে কস্তূরীমৃগ চড়িয়া বেড়ায়। একটু শব্দ পাইলেই আরও উচ্চতর শিখরদেশে গিয়া উঠিয়া পড়ে। সেখানে অন্য জন্তু কিছুতেই যাইতে পারে না। তেমন দুরারোহ স্থান দিয়াও উহারা অক্লেশে ছুটিয়া পলায়। ক্ষুর খুব তীক্ষ্ণ ও সূচল, কাজেই নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্থানে সহজেই পা পাতিয়া রাখিতে পারে এবং গজদন্ত দুটী নিম্নদিকে বক্র, সে কারণ ক্ষুরে ভর দিয়া এবং পর্ব্বতের গায়ে দাঁত চাপিয়া ধরিয়া সুস্থিরভাবে দাঁড়াইতে বেশ সুবিধা হয়। অনেকে শিক্ষিত রামছাগলের খেলা দেখিয়াছেন। একটা বৃহদাকার ছাগল সামান্য একটী লাঠির ডগায় চারি পা যুড়িয়া রাখিয়া অনায়াসে দাঁড়াইয়া থাকে, নড়ে না, চড়ে না, হেলে না, দোলে না। পাহাড়ের গায়েও যাতায়াত করিতে ছাগলদের সাধা পা, তাহাদের ক্ষমতা অদ্ভুত। সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া দৌড়িয়া যাইতে উহাদের কষ্ট হয় না। যেখানে অন্য জন্তুর পা স্থির থাকে না, অন্য জন্তু যেখানে যাইতে পারে না, যাইতে গেলেও পড়িয়া যায়, ছাগলেরা সেখানে মাথা গুঁজিয়া—পা বাঁকাইয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটাছুটি করে। তাই পাহাড়ীরা পর্ব্বতের বোঝা বহাইবার নিমিত্ত ছাগল পোষে, অনেক প্রকার হরিণও পর্ব্বতের দুরারোহ স্থানে স্বচ্ছন্দে চরিয়া বেড়ায়। দুরারোহ স্থানে দৌড়াদৌড়ি করিতে কস্তূরী মৃগের ক্ষমতা সকলের অপেক্ষা বেশী। সোজা পাহাড়ের ঢালু গায়ে দুই অঙ্গুলি স্থান পাইলেই তাহাকে আশ্রয় করিয়া ইহারা অনায়াসে দাঁড়াইয়া থাকে। সেই কারণে ইহাদিগকে শিকার করা বড়ই কঠিন। তাই ক্বচিৎ তাহারা তরাইয়ের নিম্নে চরিতে আসে। পাহাড়ের গায়ে শেওলা এবং ছোট

ছোট তৃণাদিই ইহাদের খাদ্য এবং নির্ঝরের জল পানীয়। তবে একেবারেই তাহারা তরাইয়ের নিম্নে আসে না এমত নহে, নির্জ্জন স্থান পাইলে চারিদিকে চাহিয়া অনেক দেখিয়া শুনিয়া কখন কখন নিম্নভূমিতে নামিয়া আসে।

এই মৃগের পুরুষ জাতির নাভির উপরে একটী কোষ জন্মে, তাহাই কস্তূরীর আধার। কস্তূরী নাভির সম্মুখদিক কিছু মোটা, পশ্চাদ্দিক অপেক্ষাকৃত সরু, উপরিভাগ চেপ্‌টা। হরিণের পেট হইতে কাটিয়া লয় বলিয়া এইদিকে কাটার দাগ থাকে। নিম্নভাগ কুব্জকার, মধ্যস্থল হইতে দুই পাশ গোলাভাবে ঢালু হইয়া গিয়াছে। বড় নাভি প্রায় দুই ইঞ্চ লম্বা, আড়ে ন্যূনাধিক দেড় ইঞ্চ এবং পৌনে এক ইঞ্চ স্থূল। ছোট নাভিতে প্রায় ত্রিশ গ্রেণ কস্তূরী থাকে; ইংরাজী পুস্তকের মতে বড় নাভিতে ছয় ড্রাম পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।

শিশু হরিণের কস্তূরী কোষ থাকে না। পুরা যৌবনে উহা পরিপুষ্ট হইয়া পড়ে। কোষের ভিতরে খুব পাতলা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আছে। ঐ ঝিল্লী কোষের ভিতর দিকে গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকে। পাতলা, কটাসে কৃষ্ণবর্ণ, অভ্যন্তরের কস্তূরী এবং উপরের চর্ম্ম হইতে এই ঝিল্লীকে পৃথক করিয়া ফেলা যায়। কস্তূরীকোষের ভিতরে যে ঝিল্লী আছে, তাহা হইতে রস নিঃসৃত হয়। ঐ রসই মৃগমদ কস্তূরী।

জীবিত হরিণের কোষের ভিতরের কস্তূরী পাতলা ও চট্‌চটে; বাতাস লাগিলে জমিয়া যায়; কিন্তু বাতাস না লাগিলে গাঢ় হয় না।

যৌবনের প্রারম্ভে কোষ বাহির হইলেও প্রথম প্রথম তাহাতে অধিক কস্তূরী থাকে না। কস্তূরী সঞ্চয় হওয়া পূর্ণ পুরুষত্বের লক্ষণ। তাই বৃদ্ধ হরিণদের কোষে কস্তূরীর পরিমাণ খুব কম! পূর্ণ যৌবনকালেই কস্তূরীরসে নাভি ঠেলিয়া উঠে; শ্রাবণ ভাদ্র মাসেই হরিণীরা ঋতুমতী হয়। মৃগেরা যতই তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া বেড়ায়, কোষ ততই যেন কস্তূরী নিঃস্রাবে ফাটিয়া পড়ে। কোষের মধ্যে অধিক কস্তূরী জমিলে তাহার গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলে।

কস্তূরীকোষ দেখিতে কতকটা অণ্ডের মত। তবে কিছু চেপ্‌টা, নিম্নের লোমগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক মধ্যস্থলে আসিয়া ফুরাইয়াছে। অনেক মানুষের মাথার সম্মুখের চুল ঘুরাণ। লোকে তাহাকে মরাই বলে। অনেক ছাগলের ও গোরুর পেটের ও পিঠের এক এক জায়গার লোম পাক দেওয়া

থাকে। কস্তূরীকোষের নিম্নভাগের লোমগুলি মরাইয়ের মত পাক দিয়া সাজানো,—ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধ্যস্থলে আসিয়া লোমের মুড়া মরিয়াছে; এইখানেই লোমের শেষভাগ। এই অগুভাগের মধ্যস্থলে বাহির হইতে ভিতর পর্য্যন্ত একটি ছিদ্র আছে। হরিণ, কস্তূরীভারে সুস্থির হইতে না পারিলে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া শেষে পাহাড়ের গায়ে গিয়া ঘর্ষণ করে। তখন ঐ ছিদ্র দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া কস্তূরীরস গলিয়া পড়ে। পরে বাহিরের বাতাসে জমিয়া যায়। চিকিৎসা-শাস্ত্রের মতে এইরূপ ক্ষরিত কস্তূরিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মহোপকারী। সঙ্গমকাল অতীত হইয়া গেলে নাভির ভিতরে আর অধিক কস্তূরী থাকে না। আবার বৎসর ঘুরিয়া আসিলে, আষাঢ় ফুরাইয়া শ্রাবণ মাস পড়িলে হরিণদের নাভি পুনর্ব্বার কস্তূরীরসে ফুলিয়া উঠে।

দুগ্ধবতী ছাগলকে মারিয়া ফেলিলে মৃত্যুর পর আর তাহার বাঁটে দুগ্ধ থাকে না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পালান ও বাঁট দুগ্ধশূন্য হইয়া যায়। কস্তূরী-মৃগেরও জীবিতাবস্থায় নাভি কস্তূরীতে পরিপূর্ণ থাকিলেও, শিকারীরা যদি একেবারে তাহাকে মারিয়া ফেলে, তবে নাভিতে কিছুই কস্তূরী থাকে না,—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্তটুকু গায়ে চড়িয়া যায়। সে কারণ বন্দুক দিয়া কস্তূরী মৃগকে শিকার করা চলে না। গুলি লাগিলে তখনি মৃগের প্রাণ-বিয়োগ হয়। তাই শিকারীরা তীর দিয়া বিঁধিয়া আগে হরিণকে জখম করিয়া ফেলে। আহত মৃগ পলাইতে পারে না, ভূমিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করে, উলটি পালটি খায়,—সেই অবসরে শিকারীরা ছুটিয়া গিয়া প্রথমে নাভির উপরিভাগ দড়ী দ্বারা খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া পেট হইতে সমস্ত কোষটী কাটিয়া লয়। পরে শীঘ্র শীঘ্র নাভির নিম্নের ছিদ্রে একটী নল পরাইয়া দেয়। ঐ নলের ছিদ্র দিয়া ভিতরে বায়ু প্রবেশ করে, তদ্দ্বারা তরল কস্তূরী গাঢ় হইয়া যায়। নল পরাইতে বিলম্ব হইলে ভিতরে কিছুই কস্তূরী থাকে না। টাট্‌কা কস্তূরীর গন্ধ অতিশয় তীব্র, সকলে সহ্য করিতে পারে না। উহার উগ্র আঘ্রাণে রক্তবমনও হইয়া থাকে, তাই নাভি কাটীতে যাওয়া কতকটা ভয়ের কথা। নাভি কাটিবার সময়ে শিকারীরা নাকে পুরু কাপড় জড়াইয়া রাখে।

সেকালে ঘরাও মজলিসে একটা খোস-গল্প চলিত ছিল,—কস্তূরীমৃগের হাঁটুর জোড়ে না কি খিল নাই;—তাহারা হাঁটু দোম্‌ড়াইতে পারে না,

হাঁটু ভাঁজিতে পারে না। সমস্ত পা একখানা সোজা শক্ত কাঠের মত, কাজেই হরিণগুলা শুধুই দাঁড়াইয়া থাকে; বিধাতা তাহাদের কপালে শুইবার সুখ লেখেন নাই। যাহাদের পাগুলা এমন আড়ষ্ট, তাহারা মাটীতে পড়িয়া গেলে উঠিবার সামর্থ্য থাকে না। তাই মৃগয়া করিতে গিয়া শিকারীরা নাকি তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া হরিণকে মাটীতে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করে। প্রাণভয়ে ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ মৃগটা মাটীতে পড়িয়া গেলেই অমনি সকলে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

এখন রাত্রি পোহাইয়াছে; কাকেরা দুই চক্ষুতেই দেখিতেছে,—মৃগমদ হরিণরাও এখন হাঁটু নোয়াইতে পারিতেছে।

কস্তূরীমৃগের শিশুকে ধরা বড়ই কঠিন। যেবার মহারাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র, আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট এদেশে আসিয়াছিলেন, তিনি একটী বাচ্ছা মৃগনাভি হরিণ উপঢৌকন পাইয়াছিলেন।

খাঁটি কস্তুরী খুবই কম মিলে; কিন্তু গ্রাহক অনেক। যে জিনিষ কম জন্মে, কাট্‌তি বেশী, তাহাতেই অধিক ভেল। কলিকাতায় সুস্বাদু খাঁটি ঘৃত আর নাই। ঘৃতের ভিতরে সাপ বেঙের চর্ব্বি ইহা অনেকেই বলেন। আমাদের দেশের স্কুলের ছেলেরা কস্মিন্‌কালে আমেরিকার আমেজন নদ দেখেন নাই। শিক্ষকেরা মানচিত্রে একটা লম্বা কাল সুতার মত দাগ দেখাইয়া আমেজন নদ বুঝাইয়া দেন। খাঁটি দুধ কেমন, কলিকাতার লোককে সে কথা বুঝাইতে হইলে চক্ষের কাছে বকের একটী পালক ধরিতে হয়। খাঁটি কস্তূরী কেমন, এ কথা বুঝাইতে হইলে ছুঁচো শুঁকিতে পরামর্শ দিতে হয়। ছুঁচো শোঁকা ভিন্ন অন্য সহজ উপায় আর কিছুই দেখি না। শিকারীরা খাঁটি কস্তূরী দেয় না, দিলে তাহাদের ব্যবসায় চলে না।

শিকারীরা অনেক প্রকারে জিনিষ ভেল করে, পাহাড়ের দুর্জ্জয় শীতে মাংস প্রভৃতি পচে না, দীর্ঘকাল থাকিলে শুকাইয়া যায়, তাই শিকারীরা হরিণের পেটের চর্ম্ম কাটিয়া লইয়া তাহার মধ্যে টাট্‌কা রক্ত পূরিয়া দেয়। পরে এমন কৌশলে সমস্তটুকু কোঁচকাইয়া আঁটিয়া বাঁধে যে, ঠিক প্রকৃত নাভির মত লোম পাক দেওয়া দেখায়; উপরে চেপটা কাটার দাগ, ফলকথা, নাভিটা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম তাহা বুঝিয়া লইতে কিছু কষ্ট হয়।

এই গেল নাভির কথা। কস্তুরী ভেল করিবারও কৌশল অনেক।

আসল কস্তরী কাল ও কটাসে। কটাসে কস্তরীই ভাল, দানা ছোট ছোট; চট্‌চটে ও চেপ্‌টা চেপ্‌টা। চিবাইলে অল্প তিক্ত লাগে ও দাঁতে জড়াইয়া যায়। অধিক নাড়িয়া চাড়িয়া আঘ্রাণ লইলে এবং অধিক পরিমাণে খাইলে গা বমি বমি করে। এই সকল গুণের অনুকরণ করিবার নিমিত্ত শিকারীরা পূর্ব্বাহ্নে কস্তরীমৃগের রক্ত মাংস ও বিষ্ঠা একত্র কুটিয়া, তাহাতে গাছের আটা ও তিক্তপাতার রস মিলাইয়া, পুনঃ পুনঃ ছাগমূত্র দিয়া শুকাইয়া রাখে। টাট্‌কা নাভির ছিদ্রে নল পরাইয়া দিলে ভিতরে কস্তরী গাঢ় হইয়া যায়। তখন নলটী খুলিয়া আসল কস্তরী বাহির করিয়া লইয়া ভিতরে মৃগটার টাট্‌কা রক্ত, সীসা, বালি ও মাংসের টুক্‌রা প্রভৃতি পুরিয়া দেয়। কাজেই নাভিটার বাহিরের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভিতরের প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার যো নাই। অতএব ভিতরে খাঁটি জিনিস আছে কি না, তাহা বুঝিতে হইলে নাভিটী কাটিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু কেবল চোখের দেখায় জিনিসের ভালমন্দ বিচার হয় না। চাকিলেও নয়, নাড়িলে চাড়িলেও নয়, আঘ্রাণেও নয়। রাসায়নিক পরীক্ষাই বিশুদ্ধ কস্তরী চিনিবার একমাত্র উপায়। কি প্রকারে বিশুদ্ধ কস্তরী চিনিতে হয়, তাহার উল্লেখ করিব।

উৎকৃষ্ট কস্তরী চিনিবার নিমিত্ত চক্রদত্তে যে উপায় লিখিত হইয়াছে, তাহা এই ভয়ানক কৃত্রিমতার দিনে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

"ঈষৎ ক্ষারানুগন্ধা তু দগ্ধা যাতি ন ভস্মতাম্।
পীতা কেতকগন্ধা চ লঘুস্নিগ্ধা মৃগোত্তমা।"

যে মৃগমদ ঈষৎ ক্ষারগন্ধযুক্ত, পোড়াইলে ভস্ম হয় না, পীতবর্ণ, এবং যাহাতে কেয়া ফুলের মত অল্প অল্প ঠাণ্ডা গন্ধ আছে, তাহাই উৎকৃষ্ট।

কস্তরী পরীক্ষার প্রশস্ত উপায় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। কস্তরীতে বালি মিশ্রিত থাকিলে চিবাইলে কির্‌কির করে।

২। রক্তমিশ্রিত থাকিলে ছুরীর ফলাতে কস্তরী রাখিয়া অগ্নিশিখার উপরে ধরিলে পুড়িবার সময়ে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। তদ্ভিন্ন উহার ফাণ্টা পারক্লোরাইড্‌ অব্‌ মার্করির দ্রব দিলে রক্তের আলব্যুমেনের তলানী পড়ে।

৩। সীসা থাকিলে ছুরীর ফলাতে কস্তরী রাখিয়া অগ্নিশিখার উপরে ধরিলে সীসা গলিয়া বাহির হইয়া যায়।

৪। খাঁটি কস্তরী পোড়াইলে অগ্নির শিখা শাদা রঙের হয়; এবং পুড়িয়া গেলে খুব হালকা ও স্পঞ্জের মত ফাঁপা কয়লা পড়ে।

৫। চা ভিজাইবার মত খুব ফুটিত উষ্ণ জলে ফাণ্টা প্রস্তুত করিলে বিশুদ্ধ কস্তরীর শতকরা আশী ভাগ দ্রব হইয়া যায়। কস্তরী ভেল হইলে অনেকটা পড়িয়া থাকে; খারাপ জিনিসের কিছুই দ্রব হয় না। বিশুদ্ধ কস্তরীর ফাণ্টা কটা ও লালের আভাযুক্ত পীতবর্ণ।

৬। বিশুদ্ধ সুরাতে কস্তরী ভিজাইলে প্রায় অর্দ্ধাংশ গলিয়া যায়। অরিষ্টের বর্ণ রক্তপীত। তাহাতে জল মিশ্রিত করিলে দুগ্ধবৎ হয়।

৭। ইথরে ভিজাইলে খাঁটি কস্তরীর প্রায় কিছুই থাকে না।

৮। বিশুদ্ধ কস্তরীর ফাণ্টে লিট্‌মস্‌ দ্রব দিলে রক্তবর্ণ হয়। কৃত্রিম জিনিসে সেরূপ হয় না।

৯। খাঁটি কস্তরীর ফাণ্টে পারক্লোরাইড্‌ অব্‌ মার্করি দ্রব মিশাইলে কিছুই তলানী পড়ে না।

১০। খাঁটি জিনিসের ফাণ্টে হীরাকস, য়্যাসিটেট্‌ অব্‌ লেড্‌ কিম্বা মাজুফলের ফাণ্ট মিশ্রিত করিলে তলানী পড়ে। কৃত্রিম জিনিস হইলে ঐ সকল দ্রব্যের সহযোগে তলানী পড়ে না।

১১। ঐ ফাণ্টের সঙ্গে নাইট্রেট্‌ অব্‌ সিলভার দ্রব মিশাইলে শ্বেতবর্ণ তলানী পড়ে। পরে উহা আলোতে রাখিলে ফিকে নীলবর্ণ হইয়া যায়।

১২। নাইট্রেট্‌ অব্‌ মার্করির সঙ্গে ঐ ফাণ্ট মিশ্রিত করিলে কটাবর্ণ তলানী পড়ে।

১৩। ইথরের অরিষ্ট জলের উপরে রাখিয়া বাষ্পস্বেদ দ্বারা উড়াইয়া দিলে নিম্নে কটাবর্ণ, চট্‌চটে আটার মত দ্রব জমিয়া যায়, উহাতে জল মিশাইলে দুগ্ধবৎ হয়।

মৃগমদ কস্তরীর রাসায়নিক পরীক্ষার কথা ইহাই যথেষ্ট। মৃগমদ কিনিতে হইলে আগে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। মুখে চাকিয়া এবং নাকে আঘ্রাণ লইয়া কিনিলেও ঠকিতে হয়।

তারপুরে চিনির কল।

বঙ্গে বিদেশী দ্রব্য আসিবার ফলে বঙ্গদেশে অনেক বিষয়ে ক্ষতি হইয়াছে, তন্মধ্যে যশোহর জেলার চিনির কলগুলি উঠিয়া যাওয়া একটী মহাক্ষতি। পূর্ব্বে তারপুরের কলের অধিকারী ছিলেন একজন হিন্দুস্থানী। প্রথমে আমরা

এ বিষয়ে কোন কথাই বলি নাই, পরে যখন শুনিলাম, ৪ লক্ষ টাকা মূলধনে ঐ কলটী বাঙ্গালীরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে, তখন ইহাঁদের ব্যবসায়ী-বুদ্ধি হইয়াছে কি না জানিবার জন্য ৪টী প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সেই ৪টি প্রশ্ন এই,—

(১) তারপুরের কলে অবশ্য কাঁচা চিনি পরিষ্কৃত হইবে, কিন্তু তাহা সংগ্রহ হইবে কোথা হইতে? কোঁটচাঁদপুরের কাঁচা চিনি লওয়া হইবে কি?

(২) ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী আরও ২টি চিনির কল অচলাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, যে সকল সাহেব ঐ স্থানে চিনি সংগ্রহ করিতে গিয়া ঐদেশবাসী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা চিনির কল ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালীদের সহিত অংশে দেশীয় প্রথায় ৮টি চিনির কারখানা করিয়া বসিয়াছেন কেন? তাঁহারা ঐ স্থানে কল চালাইতে পারিলেন না কেন?

(৩) ঐ স্থানে কত মণ চিনি প্রতিবর্ষে পাওয়া যাইবে? তাহা দ্বারা কল চলিবে ত? পরন্তু ইক্ষুচাস করিয়া চিনি করা হইবে কি? কলটি আধুনিক উন্নত প্রথায় পরিবর্ত্তন করা হইবে কি? অথবা কলিকাতা হইতে লালী জাভা চিনি লইয়া গিয়া কল চালান হইবে?

(৪) এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝিয়া উত্তর দিবেন, হঠকারিতা দেখাইয়া কোন কর্ম্ম করিবেন না, এ দেশের উন্নতির প্রথম মুখে জাতীয় ধন নষ্ট হইলে এই জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। আমাদের কথা শ্রবণ করিবেন, গরিবদের কথা বাসী হইলে খাটিবে।

ইহার উত্তরে বঙ্গবাসী অংশ খরিদের বিজ্ঞাপন দেখাইয়াছিলেন। বসুমতী বলিয়াছিলেন, "সারদাবাবু যখন রায়ধনপৎ সিংহের উকিল ছিলেন, তখন তিনি উক্ত কলের যাবতীয় বিষয় অবগত আছেন।" হিতবাদী উক্ত কলের অংশ খরিদের জন্য অনুরোধ করেন এবং বলেন, কোঁটচাঁদপুরে কাঁচা চিনি কত পাওয়া যায়, তাহা কেহই জানে না, তথায় লক্ষ লক্ষ মণ চিনি পাওয়া যাইবে। কুমার রাজেন্দ্র বাবু বলিয়াছিলেন, "ঐ সকল কথার উত্তর অন্যান্য ডিরেক্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলিব, আপনার যদি আর কিছু জানিবার আবশ্যক থাকে, তাহা বলিবেন, সব কথার উত্তর একেবারে দিব।" ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া রাজেন্দ্র বাবুকে পুনরায় লিখি, "মহাশয়! ভারতবর্ষে ২০ লক্ষ টন চিনি হয় এবং জাভায় ১২ লক্ষ টন চিনি হয়, তবু কেন আমরা জাভা হইতে চিনি আমদানী করিয়া থাকি, দয়া করিয়া এই বিষয়টির উত্তর দিবেন। ফলে কেহই কিছু উত্তর দেন নাই।

মহাজন বন্ধুর জন্ম হইতে কোঁটচাঁদপুরের চিনির কারখানাগুলিতে প্রতিবর্ষে কত গুড় খরিদ হয়, তাহার হিসাব আমরা রাখিতেছি, তাহাতে দেখা যায়, গড়ে ৪লক্ষ মণ গুড় তথায় প্রতিবর্ষে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা ৬০ সিক্কা মণের কাঁচি ওজন ৪ লক্ষ মণ। অতএব উহার সিকি বাদ গিয়া ৩ লক্ষ মণ পাকি গুড় হইবে (৮০ সিক্কায়)। এই ৩ লক্ষ মণ গুড় হইতে Raw Sugar হইবে, প্রতিমণে ৸০ সের (এত হয় না) ধরিলে ২।০ লক্ষ বা ২ লক্ষ মণ কাঁচা চিনি হইবে। হিতবাদী বলিয়াছিলেন, উক্ত কলে প্রত্যহ ৫০০ মণ চিনি পরিষ্কৃত হইবে, কিন্তু যে কলের মূলধন ৪ লক্ষ টাকা, তাহার সুদ, কয়লা খরচ, লোকের বেতন, চিনি পরিষ্কারের সরঞ্জম ইত্যাদি ধরিলে প্রত্যহ ১০০৲ টাকা খরচ হইবে নিশ্চিতই, কিন্তু লাভ হইবে ৫০০ মণে কত? মণ করা ৵০ আনা হউক, তাহা হইলে ৭৫৲ টাকা দৈনিক আয়, কিন্তু খরচ ১০০৲ টাকা। অতএব লোকসান ২৫৲ টাকা প্রত্যহ। অবশ্য ইহা আমাদের কল্পিত হিসাব, ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।

এখন আমরা ধরিব, উক্ত কলে রিফাইন জন্য দলুয়া গোঁড় কত দরে ক্রয় হইবে এবং উহা পরিষ্কৃত করিতে কত ব্যয় পড়িবে? তৎপরে তাহা কলিকাতায় আনিতে রেল ভাড়া, গো-শকট ভাড়া, কুলি এবং কমিস্যানী খরচ কত হইবে? তাহার পর তথায় এখনও ২৫টি দেশীয় প্রথায় চিনির কারখানা রহিয়াছে, এই হেতু তথাকার সমুদয় চিনি সংগ্রহ হইবে কি না? ঐ ৩৫টি কারখানা দুধ মারিয়া ক্ষীর হইয়া রহিয়াছে, কারণ যে স্থানে একদিন ২০০।৩০০ শত চিনির কারখানা ছিল, সেই স্থলে আজ ৩৫টি হইল কেন? উত্তরে আমরা বলিব, দেশী দোবরা ১২।১৪৲ টাকা মণের জন্যই উহারা জীবিত আছে। এত দরে কলের চিনি বিক্রয় হইবে না। উহা স্বদেশের সংস্কারে বশীভূত বশতঃ অধিক দরে লোকে ক্রয় করে। নতুবা দেশী দোবরাপেক্ষা অনেক ভাল চিনি ৭৷৷০ টাকা ৮৲ টাকা মণ পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক হিন্দুরা তাহা না লইয়া ১৪৲ মণ দোবরা লয় কেন? এই কারণে ঐ ৩৫টি কারখানা এখনও জীবিত, অতএব উহাদের মুখ হইতে চিনি সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার হইবে।

এখন কথা হইতেছে, চাঁদপুরের কারখানা-ওয়ালারা যদি শ্রীমান্ হাদী সাহেবের প্রথায় কল চালান, তাহা হইলেও উহাতে গুড়

হইতে একেবারে চিনি হইতে পারে, কিন্তু হাদীর প্রথায় এ কলে অধিক চিনি হইবে না, উহার সাহায্যে ৩০।৪০ মণ চিনি প্রত্যহ হইতে পারে। কিন্তু উহা করিতে গেলে কলের চিনি নাম হইয়া যাইবে, তখন জাভা ও মারিশ চিনির অনুপাতে উহাকে বিক্রয় করিতে হইবে, তাহাতে পড়্তায় কুলাইবে না, ক্ষতি হইবে। তাই স্থানীয় ঐ ৩৫টি কারখানা হাদী সাহেবের প্রথায় চালাইবার উপযুক্ত হইলেও কলের চিনি নাম হইয়া গেলে উহা কম দরে বিক্রয় হইবে, এবং দেশী দোবরা একবরা লোপ পাইবে, এই কারণে হাদী সাহেবের কল বঙ্গের পক্ষে উপযুক্ত হইলেও তাহা এদেশে চলিল না। পরন্তু অল্প চিনি প্রত্যহ হইবে বলিয়া অধিক মূলধনের কারখানাও এ কলের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই। এই কারণেই প্রয়াগের চিনির কলের অধ্যক্ষেরা প্রথম বলিয়াছিলেন, হাদী সাহেবের কতকগুলি কল একত্রে চালাইয়া তথায় চিনির কল হইবে, কিন্তু শেষে তাঁহারা দেখিলেন, উহা কতকগুলি একত্রে বসাইতে গেলেও খরচা ও ঐ ভাবে কতকগুলি টাকা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়া যায়, কাজেই তাঁহারা এ সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যদেশ হইতে উন্নতশীল কল আনাইয়াছেন।

টর্ণার মরিসেন কোম্পানীরা জাভা হইতে চিনি আনিয়া কলিকাতায় চিনির কল চালাইতেছেন। দেখা যাউক, তারপুরের কলে তাহা হইতে পারে কি না? পারে না। কারণ তাঁহারা কলিকাতা হইতে জাভা চিনি লইয়া যাইতে শিবনিবাস পর্য্যন্ত রেল ভাড়া, তৎপরে শিবনিবাস হইতে তারপুর পর্য্যন্ত গরুর গাড়ী ভাড়া, কলিকাতার গরুর গাড়ীভাড়া, কুলী ইত্যাদিতে বোধ হয় মণ করা ॥০ আনা খরচা চাপিবে এবং উহা পরিষ্কৃত করিয়া পুনরায় ঐ চিনিকে কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করিতে হইলে, তাহাতে কমিস্যানী ইত্যাদি ধরিলে মণ করা ৷৶০ আনা খরচা পড়িবে। তাহা হইলে ধরুন, কলিকাতার নিকটস্থ কাশীপুরের চিনির সঙ্গে উক্ত কলের চিনি মণ করা ১৶০ আনা অধিক দর থাকিবে, অতএব এই প্রতিদ্বন্দ্বীতে তারপুরের চিনি টিকিবে না।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, তারপুর চিনির কল চালাইবার পক্ষে ৩টি অন্তরায় উপস্থিত। (১) কাঁচা চিনি সংগ্রহ অসম্ভব। (২) বিদেশী চিনির সঙ্গে পড়্তা হইবে না। (৩) উহা প্রাচীন প্রথার কল।

যাহা হউক, কি করিলে উহা চলিতে পারে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। প্রথমতঃ—চিনি সংগ্রহের উপায় করা, এজন্য দুই লক্ষ টাকা কৃষকদিগকে আমেরিকা অথবা জাভার প্রথায় দাদন দেওয়া। জাভা গবর্ণমেণ্টের চিনির আইনে আছে;—"প্রত্যেক জেলার ইক্ষু-কৃষকেরা সেই জেলার চিনির কলে ইক্ষু বিক্রয় করিতে বাধ্য।" এই আইনটি আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে বলিয়া কহিয়া যশোহর জেলায় চালান কর্ত্তব্য। পরন্তু ইক্ষু ও খেজুর গাছের চাস করান কর্ত্তব্য। কলটিতে একেবারে রস বা গুড় হইতে যাহাতে চিনি হয়, সেই প্রথায় পরিবর্ত্তন করা উচিত, এবং উহাকে সহরের ধারে আনা হউক কিংবা মধ্যভারত প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য লইয়া উহাকে চালান হউক। প্রয়াগের চিনির কলে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছেন। ৩০ লক্ষ টন শস্তার চিনি ভারতবাসী প্রতিবর্ষে ভক্ষণ করে; যদি আরো চিনি শস্তা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ প্রতিবর্ষে ৬০ লক্ষ টন চিনি খাইতে প্রস্তুত। শস্তা হইলে এখন যাহা খাইতেছে, তাহার দ্বিগুণ খাইবে নিশ্চিত। ভারতের ২০ লক্ষ টন চিনি যাহা হয়, তাহা গুড়েই অর্থাৎ শস্তাবস্থায় ভক্ষণ করিয়া বসে, এবং জাভা ও অন্যান্য দেশ হইতে শস্তার চিনি ১০ লক্ষ টন আমদানী করিয়া ভারতের উদরে কিংবা গুদামে পতিত হয়। আমাদের দেশের লোক অংশ খরিদ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে লাভ চাহে; সবুর কর, কিছুদিন ভাবিতে দাও। কোন কাজে হুটকারিতা দেখান উচিত নহে।

অতএব মহাজনবন্ধুর ভবিষ্যৎ বাণীর ফল ফলিতে অনেক বিলম্ব আছে। তোমরা যত ব্যবসার কথা মস্তকে তুলিবে, ততই মহাজনবন্ধুর ভবিষ্যৎ বাণীর ফল ফলিবে। এখনও এদেশের সংবাদপত্রের মস্তিষ্কে ব্যবসার কথা ঢুকে নাই, ঢুকিতে বহু বিলম্ব ঘটিবে। কিন্তু এদিকে লালী জাভাচিনির বাজার যেরূপ তেজ হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, তারপুরের কল চালাইবার সুযোগ সম্মুখে উপস্থিত। কারণ লালীজাভা ৮॥০ টাকা মণ প্রায় ২ মাস স্থায়ী হইয়াছে। আর কিছুদিন এই দরে জাভাচিনি থাকিলে ভারতবর্ষ-জাত সমুদয় চিনিই উন্নতির পথ পাইবে। জাভাচিনির দর বৃদ্ধিই হইল উহার পতন। অবশ্য যদি ঐ উচ্চ দর স্থায়ী হয়।

নারিকেলের কোপ্‌ড়া।

বিলাতে নারিকেল তৈলের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, বিশেষতঃ কোপ্‌ড়ার ব্যবসা। নারিকেলের শাঁস শুকাইয়া যে কোপ্‌ড়া প্রস্তুত হয়, তাহা বঙ্গবাসীদিগকে বুঝাইতে হইবে না। বিলাতে কোপ্‌ড়ার ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হইবার কারণে দেখা যায়, নারিকেল তৈল হইতে কৃত্রিম মাখম প্রস্তুত হইতেছে। এই মাখমকে মার্গাইন বলা হয়। এই মার্গাইনের জন্যই ইয়োরোপখণ্ডে নারিকেল তৈলের ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। নতুবা পূর্ব্বে ভারতীয় নারিকেল তৈল ইয়োরোপ খণ্ডে যাহা রপ্তানী হইত, তদ্দ্বারা সাবান, বাতি প্রস্তুত হইত এবং স্থানে স্থানে জ্বালাইবার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে ইয়োরোপ খণ্ডে ইহা একটি খাদ্যোপযোগী তৈলের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ইয়োরোপে কোপ্‌ড়া আমদানীর কয়েক বর্ষের তালিকা নিম্নে লিখিত হইল।

১৯০৬ সন	২,৪০,০০০	টন
১৯০৭ ”	২,৮৮,০০০	”
১৯০৮ ”	৪,৪০,৭০০	”
১৯০৯ ”	৪,২৬,০০০	”
১৯১০ ”	৫,৪০,০০০	”

ইহাতে দেখা যাইতেছে, ক্রমেই প্রতিবর্ষে বিলাতে কোপ্‌ড়া আমদানী বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার দরও তথায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯০৯ সালে ১টন কোপ্‌ড়ার মূল্য ১৭ পাউণ্ড ১০ শিলিং হইতে ২৫ পাউণ্ড ১০শিলিং পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

১৯১০ সালে ২৪ পাউণ্ড হইতে ২৯ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ১টন কোপ্‌ড়ার মূল্য হইয়াছিল। ঐ সকল কোপ্‌ড়া হইতে বিলাতে ১৯০৬ সালে ১৬,৭৭৫ টন, ১৯০৭ সালে ১৭,৮৯০ টন, ১৯০৮ সালে ২৭,৭৬৭ টন, ১৯০৯ সালে ২৫,১২০ টন, ১৯১০ সালে ২৬,৬৮৪ টন নারিকেল তৈল বাহির হইয়াছিল।

৪০টি নারিকেল হইতে গড়ে ১ গ্যালন নারিকেল তৈল হয়। ১২॥০ গ্যালনে ১ হন্দর হয়। ৪৫ পাউণ্ড ওজনের কোপ্‌ড়া হইতে ৩ গ্যালন তৈল পাওয়া যায়। এই তিন গ্যালন তৈলের ওজন ২৭॥০ পাউণ্ড। এই হিসাবে

সাহেবরা স্থির করিয়াছেন, প্রত্যেক কোপড়ায় শতকরা গড়ে ৬১.৮ অংশ তৈল পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা বলি, নারিকেলের অবস্থা এবং কোপড়ার অবস্থাবিশেষে উক্ত হিসাবের তারতম্য হওয়াই সম্ভব।

আজকাল ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে নারিকেল লইয়া যাওয়া হইতেছে এবং নারিকেলের খোসা ছাড়ান, নারিকেল ভাঙ্গিয়া উহার খোলা ও শাঁস স্বতন্ত্র করিবার সুন্দর সুন্দর কলও তথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। একজন লোক একটি কলের সাহায্যে ১০০০ হাজার নারিকেলের খোসা ছাড়াইতে পারে এমন কলও ঐ সকল দেশে আবিষ্কার হইয়াছে এবং শাঁস শুকাইবার কলও বাহির হইয়াছে। কারণ সাহেবরা নারিকেল-শাঁস রৌদ্রে শুকান পছন্দ করেন না। তাঁহারা বলেন, খোলা বাতাসে সূর্য্যকিরণে কোপ্‌ড়া শুকাইলে উহাতে ধূলা লাগে, এবং অন্যান্য পদার্থও লাগে। অতএব কোপ্‌ড়া রৌদ্রে শুকান উচিত নহে। ফলে, সাহেবদের কলকারখানা অল্প কোপ্‌ড়ায় চলে না, রাশি রাশি কোপ্‌ড়া রৌদ্রে দেওয়া এবং তাহা গুদামজাত করা সহজ কথা নহে এবং কম খরচে তাহা হইবার নহে, পরন্তু আমাদের দেশের মত রৌদ্রও তাঁহাদের দেশে অভাব, কাজেই “কাজ আট্‌কাইলেই বুদ্ধি যোগায়।” অতএব কোপ্‌ড়া শুকাইবার কল আবিষ্কার হওয়া বিচিত্র নহে এবং হইয়াছেও তাই।

কোপ্‌ড়া শুকান কল।

বিলাতে কাপড় কাচিবার সুবৃহৎ কলঘরে ছোট ছোট ঘর থাকে, ঐ সকল ঘরে সেনট্রিফিউগাল মেসিন থাকে, তাহা চাকাওয়ালা বড় বড় ঘূর্ণায়মান্ পাত্রবিশেষ। কোপ্‌ড়া শুকান কলও তাই। ঐ সেনট্রিফিউগাল মেসিনে কোপ্‌ড়া রাখিয়া উহাতে ষ্টীমের গরম বাষ্প ছাড়িয়া কোপ্‌ড়া শুকাইয়া লওয়া হয়। প্রত্যেক সেনট্রিফিউগাল পাত্রে ২০০।৪০০ শত মণ কোপড়া একবারে শুকান হয়। ইহা ভিন্ন কেহ কেহ মেজের উপর কোপ্‌ড়া রাখিয়া উক্ত ঘরে ষ্টিম পাইপ যোগ করিয়া তদ্দ্বারা ষ্টীম ছাড়িয়া তাহার সাহায্যে কোপ্‌ড়া শুকাইতেছে। টাট্‌কা নারিকেল তৈল ভিন্ন মার্গাইন হয় না। তাই এই হাঙ্গামা বিলাতে গিয়া পড়িয়াছে, নতুবা উহাঁরা বরাবর ভারতীয় নারিকেল তৈল লইয়া যাইতেন।

হাইড্রলিক প্রেস।

কোপ্‌ড়া অধিক দিন রাখিয়া তৈল বাহির করিলে ভাল তৈল হয় না এবং ফলনেও সুবিধা হয় না। কোপ্‌ড়া ক্রয় করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তৈল বাহির করিলেই খরচাটা কম হয়। বিলাতী ঘানী আমাদের দেশের মত নহে। উহাকে হাইড্রলিক প্রেস বলা হয়। তৈলাক্ত বীজ উহাতে রাখিয়া প্রেসটি গরম করিয়া, একটি চাপ দিলেই উক্ত বীজের প্রায় সমুদায় তৈল নিংড়াইয়া বাহির হইয়া আইসে, মাত্র খইলে কিছু থাকিয়া যায়। কিন্তু কোপ্‌ড়া, চিনে বাদাম, রেড়ির বীজ এইরূপ কতকগুলি তৈলাক্ত বীজ আছে, উহা-দিগকে এক চাপ দিয়া সমুদয় তৈল বাহির করা যায় না, এজন্য উহাদের জন্য দুই চাপ আবশ্যক হয়।

কোপ্‌ড়া হইতে শতকরা ৫০ হইতে ৭০ অংশ নারিকেল তৈল পাওয়া যায়, অর্থাৎ ১০০ শত মণ কোপ্‌ড়া হইতে গড়ে ৬৫ মণ তৈল নিশ্চিত পাওয়া যায়। কিন্তু এমনও অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ৭৫ মণ তৈলও পাওয়া গিয়াছে। হাইড্রলিক মেসিনে কোপ্‌ড়া রাখিয়া প্রথম চাপটি তত জোরে দেওয়া হয় না, এই অল্প 'বলে'র সাহায্যে যে তৈল হয়, তাহাকে "ঠাণ্ডা তৈল" বলা হয়। ইহার উৎপন্ন কম, গন্ধ ভাল, খাইতে সুস্বাদু কিন্তু দ্বিতীয়বার চাপ দিয়া উহা হইতে যে তৈল বাহির করা হয়, তাহা প্রথম বারের তৈলের ন্যায় নহে। হাইড্রলিক প্রেস উত্তপ্ত করিয়া অতিশয় "বলের" সাহায্যে এই দ্বিতীয়বার তৈল বাহির করা হয়। সচরাচর এই দ্বিতীয়বার তৈল বাহির হইলে কোপ্‌ড়াতে তখনও ৫ পারসেণ্ট তৈল থাকে, কিন্তু কোপ্‌ড়ায় ৫ পারসেণ্ট তৈল থাকিলে তখন তাহাকে আর কোপ্‌ড়া বলা হয় না, তখন উহাকে খইল বলা হয়, ইহা জমিতে সার এবং পশু-খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বিলাতী নূতন ঘানী।

প্রথমতঃ কলের সাহায্যে কোপ্‌ড়াগুলিকে কুচি কুচি করিয়া কাটা হয়, পরে উহাকে গুঁড়া করা হয়। ঘণ্টায় ৪।৫ হন্দর পর্য্যন্ত কোপ্‌ড়া খণ্ড খণ্ড করা হয়। তৎপরে জোড়ারোলার কলে ফেলিয়া উহাকে গুঁড়া করা হয়। প্রতিদিন এই কলে ১২ হইতে ৪০ টন পর্য্যন্ত কোপ্‌ড়া গুঁড়া হয়।

তাহার পর ঐ গুঁড়া একটা কলে ফেলিয়া ইষ্টকের ন্যায় আকৃতি করা হয়। তৎপরে উক্ত ইষ্টকবিশিষ্ট কোপ্‌ড়া প্রেসকলে সাজাইয়া চাপ দিয়া তৈল নিষ্কাসিত করা হয়। তৈল বাহির হইলে, উক্ত খইলগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ঘণ্টায় ১টন হইতে ৬টন খইল গুঁড়াইবার কল বাহির হইয়াছে। এই খইলগুলিকে একটি পাত্রে ফেলিয়া জলীয় বাষ্পের সাহায্যে নরম করিয়া উত্তাপ দেওয়া হয় এবং পুনরায় ইষ্টকের ন্যায় করা হয় এবং উক্ত ইষ্টককে দ্বিতীয়বার চাপ দিয়া তৈল বাহির করা হয়।

যে কলে কোপ্‌ড়ার ইষ্টক সাজান হয়, উহা ছিদ্রযুক্ত। এই ছিদ্রযুক্ত প্রেসের নিম্নে তৈলাধার থাকে, তাহাতে তৈল ধরা হয়। যাহা হউক, তৈলাধার হইতে তৈলকে চৌবাচ্ছায় লইয়া যাওয়া হয় এবং খইলগুলি শীতল করিয়া রাখা হয়। যে খইল গরু বাছুরে খায়, তাহাতে ৫ অংশ তৈল থাকে এবং যাহা সারের জন্য ব্যবহৃত হয়, সে খইলে ১ অংশ তৈল থাকে মাত্র। আবশ্যক মত এই কল ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ পাওয়া যায়। ১১ ঘণ্টা খাটিয়া প্রত্যহ ১০ হন্দর কোপড়া হইতে তৈল বাহির হয়, এমন কল আছে এবং প্রত্যহ ১০০ হন্দর কোপড়া হইতে তৈল বাহির হয়, এমন কলও আছে। বড় কলেই খাইবার তৈল প্রস্তুত হয়।

প্রথম চাপে যে তৈল বাহির হয়, তাহাতে অগ্নির উত্তাপ দিতে হয় না। ইহাতে ১২ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত চাপের আবশ্যক হয়। ইহার প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ২টন ওজনের চাপ থাকে এবং সমগ্র প্রেসে ২২৬ টন চাপ থাকে। ইহাতে প্রতিবারে ১৪ হইতে ১৬খানি খইলের ইষ্টক দিতে হয়। প্রত্যেক ইষ্টক ৩০ হইতে ৩২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১২ হইতে ১৪ ইঞ্চি চওড়া। দ্বিতীয় চাপের ব্যাস ১৮॥০ ইঞ্চি হইতে ১৯ ইঞ্চি। ইহার প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩ টন চাপ থাকে। সমগ্র কলের চাপশক্তি ৮০০ হইতে ৮৫০ টন। এই চাপের সময় ১৬ হইতে ১৮ খানি খইল বা কোপড়ার ইষ্টক ব্যবহৃত হয়। এই সকল কল উৎকৃষ্ট ইস্পাত এবং কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত। উপরে যে চাপের কথা বলা হইল, তাহাপেক্ষা অধিক চাপ আবশ্যক হইলেও এই কলেই পাওয়া যায়।

পরন্তু যে সকল কারখানায় রৌদ্রে শুকান কোপড়া ব্যবহৃত হয়, সেই সকল কারখানায় এমন একটি কল রাখা হয় যে, তাহা চম্বুক-ধর্ম্মাক্রান্ত। ইহার সাহায্যে কোপড়াস্থ লৌহ স্বতন্ত্র করা হয় এবং এই সকল কারখানায় ১খানি অতি সূক্ষ্ম চালুনী রাখা হয়, তাহার সাহায্যে কোপড়ার ধূলা, বালী,

কাষ্ঠের কুচা ইত্যাদি স্বতন্ত্র করা হয়। ইহা না করিলে প্রেস নষ্ট হয়, তৈল মন্দ হয়, তাহাতে মার্গাইন হয় না!

ভারতবাসীরা হস্ত-নির্ম্মিত কাষ্ঠ, বাঁখারি, গামলা, ভাঁড়, সরা, খুরি, দড়ি দ্বারা কল-কব্জাদি করিয়া তদ্দ্বারা লবণ, চিনি, অন্ন, বস্ত্র পর্য্যন্ত শিল্প কাজ করিতেন এবং কিছু বড় কারখানায় ভারতবাসী বড় জোর পশুবল অর্থাৎ গরু, মহিষের সাহায্য লইতেন, কিন্তু জগৎ হইতে ঐ শ্রেণীর কল-বল উঠিয়া যাইতেছে। ভারতীয় ঘানী আর বেশী দিন চলিবে না, সেই জন্যই এই সকল প্রবন্ধের অবতারণা। বিশেষতঃ তৈলের কল কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে অনেক হইয়াছে, কলওয়ালাদেরও বুঝিবার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

পূর্ব্ববঙ্গের মৎস্য-ব্যবসায়।

পূর্ব্ববঙ্গের দেশীয় ব্যবসায়ের মধ্যে মৎস্যের কারবার একটি প্রধান ব্যবসায় বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ইহা এখনও প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারেই প্রচলিত হইতেছে। এই প্রদেশের বহু লোকের উপজীবিকা মাছের কারবার। অনেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে কারবার করে, আবার কোন কোন স্থানে বহু লোক একত্র মিলিত হইয়া কারবার করে। এই কারবার চালাইবার সাধারণতঃ প্রচলিত প্রথা এই যে, এক একজন মধ্যবর্ত্তী লোক জমিদার হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট খাজনায় বিশেষ বিশেষ নদী খাল প্রভৃতির ইজারা বন্দোবস্ত গ্রহণ করে এবং তাহারা প্রয়োজনীয় নৌকা ও জাল জেলে-দিগকে দেয়। জেলেরা রীতিমত পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়া মাছ ধরিয়া মধ্যবর্ত্তীদিগকে দেয় এবং তাহারা মাছ বিক্রয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা বিধান করে। সাধারণ জেলের বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ মাছ মারিবার উপযুক্ত ঋতু বুঝিয়া মাছের কারবার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যও করে অর্থাৎ তাহারা মৎস্যজীবী এবং কৃষিজীবী উভয়ই। যাহারা মাছ ধরে, তাহাদের এক একজন সাধারণতঃ ৪ টাকা হইতে ১০ টাকা, সময় সময়, ১২ টাকা পর্য্যন্ত, মাসিক উপার্জ্জন করে। যাহারা মৎস্যবিক্রেতা অর্থাৎ যাহারা জেলের নিকট হইতে মাছ কিনিয়া বাজারে যাইয়া বিক্রয় করে, তাহাদের এক একজনের মাসিক

আয় ৮ টাকা হইতে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত হয়। যাহারা ইজারা লয় ও মূলধন খাটাইয়া বিস্তৃতভাবে ব্যবসায় করে, তাহাদের আয় সকল বৎসর সমান হয় না। যে বৎসর যে পরিমাণে মাছ ধরা পড়ে, আয় সেই বৎসর সেই অনুপাতে হয়। ইহাদের ব্যবসায় মন্দ লাভজনক নয়, সাধারণতঃ বৎসরে ৫০০ টাকা হইতে ১২০০ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হয়।

গোয়ালন্দ ও সারাঘাট হইতে ই, বি, এস রেলওয়ে যোগে কলিকাতায় বাজারে টাট্‌কা ও লোনা মাছ (প্রধানতঃ ইলিশ মাছ) রপ্তানি পূর্ব্ববঙ্গের মৎস্য ব্যবসায়ের এক প্রধান অঙ্গ। শুধু ইলিশ মাছই লোনা করা হয়। আজকাল অনেক মাছ বরফে রাখিয়া বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হয়। কলিকাতা ও ঢাকাতে এই প্রকারে বহু মাছ আমদানী হয়। বরফে-রক্ষিত মাছ কতকটা নষ্ট হয় এবং অনেকে বলেন, ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষেও কিছু অনিষ্টকর।

যে স্থানে খুব প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়, সেখানকার লোকেরা এই মাছ আস্ত চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া লবণাক্ত করিয়া মৃৎপাত্রে ভরিয়া যেখানে ইলিশমাছ দুর্লভ সে স্থানে পাঠাইয়া থাকে। এক একটি বড় ইলিশাতে আধসের লবণ লাগে। পূর্ব্ববঙ্গের মৎস্য ব্যবসায়ের আর যে সকল অঙ্গ আছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি উল্লেখযোগ্য—(১) শুকনো মাছ তৈয়ার করা, (২) মাছের তৈল প্রস্তুত করা, (৩) মৎস্য সার বিক্রয় করা। এই প্রদেশে শুকনো মাছের কারবার বলিতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণভাবে শ্রীহট্ট জেলাতেই বর্ত্তমান সময় এই জেলাতে মাছের আমদানী ভূরি পরিমাণে হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমা মাছের কারবারের কেন্দ্র-স্থল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার সরকারী বিবরণীতে দেখা গিয়াছে, এই স্থান হইতে প্রতি বৎসর ৫০০,০০০ মন শুক্‌নো মাছ বিক্রয়ার্থ অন্যত্র রপ্তানি হয়। ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ এবং বরিশালেও শুক্‌নো মাছের কারবার কতক পরিমাণে প্রচলিত আছে। শুট্‌কি মাছ তৈয়ার করিবার সময় মাছের নাড়ী ইত্যাদি অভ্যন্তরস্থ অংশগুলি বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু ইহাও কার্য্যে লাগে। মৎস্য-তৈল অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহাকে আঁইস-তৈল বলে, তাহা প্রস্তুত করিবার সময় এইগুলির ব্যবহার করা হয়। আঁইস তৈল দুই প্রকারের পাওয়া যায়। (১) মাছের মাথাগুলি মৃৎপাত্রে জলে সিদ্ধ করিয়া এবং (২) টিনের কেনেস্তারায় মাছের নাড়ীভূড়ি গরম করিয়া

শেষোক্ত উপায়ে নাড়ীভূড়ির চর্ব্বি গলিয়া যায় এবং উহা হইতে তৈল নির্গত হয়। একমণ টাট্‌কা মাছের মাথা ও নাড়ীভূড়িতে দুই কিম্বা আড়াই সের তৈল পাওয়া যায়।

কাৎলা মাছ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ তৈল পাওয়া যায়। মাছের তৈল বাতি জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহা জ্বালাইলে মৃদু আলো হয়। সরিষার তৈল হইতে মাছের তৈল অধিকতর ঘন এবং বেশীক্ষণ জ্বলে। ইহার গন্ধ অপ্রীতিকর; রন্ধনাদি কার্য্যে ইহা কখনও ব্যবহৃত হয় না। কলকব্জা পিচ্ছিল করিবার জন্য যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাতে মাছের তৈল ব্যবহার করা হয়। কেরসিন তৈলের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার পর হইতে বাতি জ্বালাইবার জন্য মাছের তৈলের মূল্য কমিয়া গিয়াছে, প্রতিমণ ১৬।১৭ টাকা ছিল, ৫।৬ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্বে শুটকি মাছের উৎপত্তিস্থল হইতে রীতিমত মাছের তৈল কলিকাতাতে রপ্তানি হইত। পাইকারগণ এই তৈল ক্রয় করিয়া অন্যত্র চালান করিত। মাছের তৈল বিক্রয়ও জেলেদের নিকট একটা বেশ পয়সা উপার্জ্জনের উপায় ছিল কিন্তু এখন এই কারবার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও হয়।

শুট্‌কি মাছ যখন গুঁড়া গুঁড়া হয়, তখন দুই প্রকার গুবড়ে পোকা শুট্‌কি মাছের ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহা খাইয়া গুঁড়া করিয়া ফেলে। যে যে স্থানে শুটকি মাছ প্রস্তুত হয়, সেই সেই স্থলে প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণে মাছের গুঁড়া পাওয়া যায়। এই গুঁড়া রঙপুরে খুব বিক্রী হয়। তথায় তামাকের চাষের জন্য এবং অন্যান্য প্রকার উদ্যানজাত গাছ-গাছড়ার জন্য ইহা সাররূপে ব্যবহৃত হয়। কৃষিক্ষেত্রে সাররূপে মাছের ব্যবহার আর কোথাও বড় শুনা যায় না।

চীনে পাথুরে কয়লার খনি।

চীন দেশে বিস্তর পাথুরে কয়লার খনি আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত খনিগুলি বিখ্যাত।

(১) পিনিং সিণ্ডিকেট খনি।—হোনাঙ্ প্রদেশে চিঙ্‌হুয়াচেন নামক

স্থানে এই খনি আছে। প্রত্যহ এই খনি হইতে ২০০ টন কয়লা উঠে। ১৯০৮ সালে ১২,৬৪৮ টন, ১৯০৯ সালে ২,৩১,৭৩১ টন, ১৯১০ সালে ৩,৫৭,২০৫ টন কয়লা এই খনি হইতে উঠিয়াছিল। এই খনির কয়লা ষ্টীমের এবং গৃহে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে উত্তম। ইংরাজদের মূলধনে এই খনি স্থাপিত।

(২) চিঙ্‌চিন খনি।—সানহাই প্রদেশে চিংসিংসিঙ্ নামক স্থানে ইহা অবস্থিত। প্রত্যহ ১০০০ টন কয়লা উঠে। ১৯১০ সালে দেড়লক্ষ টন কয়লা উঠিয়াছিল। ইহা জার্ম্মানদিগের মূলধনে স্থাপিত।

(৩) পাওচিঙ্ খনি।—সাঁসি প্রদেশের পূর্ব্বদিকে পিঙ্‌টিঙ্‌চাউ নামক স্থানে অবস্থিত। কিন্তু ইহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। চীনের মূলধনে ইহা স্থাপিত।

(৪) লেঙটিকু-খনি।—চিলহি প্রদেশে পিকিঙের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সত্ত্বাধিকারীদের গোলযোগে এবং বন্যার জন্য এবর্ষে ইহার কাজ বন্ধ রহিয়াছে। ইহাও চীনের মূলধনে স্থাপিত।

(৫) লি-খনি।—পিকিঙের ১৫ মাইল দক্ষিণে এই খনি অবস্থিত। এই খনির কাজ এখনও শেষ হয় নাই। ইহার কার্য্য চলিলে প্রত্যহ ১০০০ টন কয়লা উঠিবে। ইহাও চীনের মূলধনে স্থাপিত।

(৬) লিঙসেঙ খনি।—ইয়াকুইঙ নামক স্থানে পিকিনের ১১ মাইল দূরে হংকাউ রেল ষ্টেষণের ধারে এই খনি অবস্থিত। ইহাতে প্রত্যহ ৫০০ টন কয়লা উঠিতেছে। আধুনিক উন্নতশীল কল-কব্জা ইহাতে ব্যবহৃত হইতেছে। খনির কাজ শেষ হইলে প্রত্যহ ৮০০ টন উঠিবার আশা আছে। ইহা ফরাসীদের মূলধনে স্থাপিত। এই খনির কয়লা উৎকৃষ্ট।

(৭) কেইপিং খনি।—টিন্‌সিন হইতে ৮০ মাইল দূরে চিল্লি প্রদেশে এই খনি অবস্থিত। ইহার সত্ত্বাধিকারী "চাইনিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী" অর্থাৎ ইহা ইংরাজদের। ইহাদের হেড অফিশ টিন্‌সিনে এবং লণ্ডনে। ইহা হইতে গড়ে প্রত্যহ ৬ হাজার টন কয়লা উঠে। ১৯০৯ সালে ১৩,২১,৭৩০ টন, ১৯১০ সালে ১১,৭৪,৩১২ টন কয়লা উঠিয়াছিল। এই খনির কয়লা রেল, জাহাজ, মিল ও লোহার কারখানার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

(৮) চাঙচৌ খনি।—এই খনি টিন্‌সিন হইতে ৮০ মাইল দূরে। ইহা জার্ম্মানীদের। প্রত্যহ ১০০০ টন কয়লা উঠে, কিন্তু ৪০০০ টন প্রত্যহ উঠিতে পারে ইহার কলবল এমন ভাবে প্রস্তুত। এই খনির কয়লা বড় গুঁড়া, ইহা রন্ধনের পক্ষেই উপযুক্ত।

(৯) লিউহোকু খনি।—ইহা চিল্লি প্রদেশে অবস্থিত। ২০০।২৫০ টন কয়লা প্রত্যহ উঠে। এই খনির কয়লা অতিশয় কোমল, এ কারণ সহজেই গুঁড়া হইয়া যায়।

(১০) ফুসুন খনি।—ম্যানচুরিয়া এবং মুকডেনের নিকট এই খনি অবস্থিত। প্রত্যহ ৩০০০ টন কয়লা উঠে। ১৯০৮ সালে ৩,৮৩,৮১২ টন, ১৯০৯ সালে ৫,৯৩,৬৩০ টন, ১৯১০ সালে ৮,৩০,৩২৮ টন কয়লা উঠিয়াছিল। চীনদেশের মধ্যে এই খনির কয়লা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জাহাজের কাজে এই কয়লা ব্যবহৃত হয়।

(১১) সিন্‌ সিয়াঙ খনি।—এই খনি কিয়াঙসি প্রদেশে অবস্থিত। প্রত্যহ গড়ে ১৫০০ হইতে ২০০০ টন কয়লা উঠে। এই খনির কয়লা বিলাতী ডরহম্‌ কোকের ন্যায়। ইহার কাট্‌তি প্রচুর।

(১২) সেনকু মাইনিং কোম্পানীর খনি।—ইহা হুয়িঙ্‌সিংয়াঙ জেলায় ফাঁঙস নামক স্থানে অবস্থিত। ১৯০৯ সালে ২,৭২,০০০ টন, ১৯১০ সালে ২,৮৩,০৬৪ টন কয়লা উঠে। ইহা উৎকৃষ্ট ষ্টিম কোক। কাডিফের কয়লার সঙ্গে তুলনীয়। এই খনিতে ৫,৮০০ শত চীনেম্যান এবং ৭৭ জন ইংরাজ কাজ করে।

(১২) চুংহিঙ খনি।—সিয়েঙ্‌ জেলায় সাচুয়াঙ নামক স্থানে অবস্থিত। ইহা জার্ম্মানদিগের। ইহা হইতে প্রত্যহ ৩০০ টন কয়লা উঠে।

(১৪) লুঙউয়াঙটুঙ খনি।—শুচুয়াঙ প্রদেশে চুঙকিঙ নামক স্থানে অবস্থিত। প্রথমে ইহা ইংরাজদের ছিল, এক্ষণে চীনেরা লইয়াছেন। এই খনিতে দেশীয় প্রথায় কাজ হয়। কয়লা ভাল।

(১৫) কুইচাউ খনি।—সিয়াঙকি নামক স্থানে এই খনি আছে। এই খনিতে চীন দেশীয় প্রথায় কাজ হয়। প্রত্যহ ৪০০ টন কয়লা উঠে। এই খনির কয়লা ওয়েলস দেশের কয়লার ন্যায়।

(১৬) এই সকল ভিন্ন চীন গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি খনি আছে। সে সকল খনিতে জার্ম্মানদেশের কল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য বিবরণ জানা যায় না।

হিন্দু ও মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চলিয়াছে। শিক্ষিত হইয়া লোকেদের অন্নচিন্তা আরও শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তখন সকলকেই অন্যদেশে কাজের জন্য যাইতে হইবে! তাই এই শ্রেণীর প্রবন্ধ মহাজন-বন্ধুতে লিখিত হয়। আমরা আশা করি, চাকুরি কিংবা কয়লার খাদ লইবার জন্য বাঙ্গালীরা চীনে পদার্পণ করিবেন।

চীনের রেল।

গত ১০ বৎসর হইতে চীনদেশে নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। চীন-বাসীরা প্রতীচ্য সভ্যদেশ সমূহ হইতে বহুবিধ কল-কব্জাদি আনাইয়া তাহার ব্যবহার শিক্ষা করিতেছে, নিজেরা ঐ সমুদয় যন্ত্রের অনুরূপ যন্ত্র আবিষ্কার করিতেছে, বর্ত্তমান যুগের বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিতেছে, কিন্তু জাপানীদের ন্যায় চীনবাসীরা "ফাঁকির" জিনিষ নয়নরঞ্জন দ্রব্য করিতেই মজবুত হইতেছে। "চীনের ফাঁকি" একটা প্রবাদ বচন যাহা ছিল, সেই বিদ্যায় উহারা আরও পরিপক্কতা লাভ করিতেছে! ভারতবর্ষের ন্যায় চীনদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তার হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ, উহাদের অদ্যাপিও জাতীয় সম্রাট রহিয়াছে। এদেশের উন্নতির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক—ইহাঁরা বিদেশীর তত্ত্বাবধানে কোন কল-কারখানা করিতে চাহে না। উহাদের দেশের লোকেরা যাঁহারা বিদেশ হইতে কল-কারখানার কাজ শিখিয়া আসিয়াছে, তাহারাই স্বদেশে ঐ সকল কাজ করিতেছে,কিন্তু বিদেশী যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেলে আর উহারা তাহার মেরামত করিতে পারে না। লোহার কারখানা প্রভৃতি যে কোন বড় বড় কাজ এখনও উহাঁরা সমবায় কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত করিতে শিক্ষা করেন নাই। চীনদেশের কোন কাজের তত্ত্বাবধান উৎকৃষ্ট প্রণালীতে হয় না। এজন্য উহাঁরা কোন কাজ সুশৃঙ্খলারূপে করিতে পারেন না। এই দোষটি ভারতবাসীর বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু এক্ষণে চীনদেশের উচ্চ-রাজকর্ম্মচারী এবং চীনের মহাজনেরা বুঝিতেছেন যে, শিল্প ও ব্যবসার উন্নতি করিতে হইলে, কেবল মূলধন, উৎকৃষ্ট কল

এবং পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে না; ঐ সকল ব্যতীত আরও কিছু আবশ্যক—তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধান। চীনদেশে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির প্রতিকূলে আর একটি অন্তরায় এই দেখা যায় যে, সভ্যজগতে যেরূপ ব্যবসায় সম্বন্ধে আইন লিপিবদ্ধ আছে, এদেশে তাহা এখনও হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে সম্রাটের নিকট অনুমতি লইয়া ব্যবসায় কাজ করিতে হয়।

ভারতবর্ষ ও চীন অতি প্রাচীন সভ্যদেশ। চীনবাসীর পাশ্চাত্য বণিকেরা যতই কেন উহাদের অসভ্য বলুন না কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্য দেশের যে কোন শিল্প বা কলকারখানা চীন বা ভারত হইতে আবিষ্কৃত। হইতে পারে, ঐ সকল কলবল আধুনিক উন্নত প্রথার নহে। ইহার একমাত্র কারণ, ইহাঁরা দেশীয় প্রথায় অত্যন্ত আস্থাবান্, নতুবা চীনদেশে কি রেল ছিল না? নিশ্চিত ছিল।

টংকোয়ান ফোনাংফু রেল, কিউকিয়াং নানংচাঙ য়্যাময় লাইন, চাঙচৌফু রেল লাইন, সুনিং রেল লাইন, উহু-কোয়াঙ চেচু প্রভৃতি রেল লাইন বহুদিন যাবৎ চীনদেশে ছিল এবং এখনও আছে। তবে মূলধনের অভাবে এই সকল লাইন উন্নত প্রথায় পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ক্যানটন হইতে হংনকাউ লাইনটি উহাঁরা ১৯১০ সালে ৫ মাইল মাত্র বৃদ্ধি করিয়াছে এবং এই রেলের হুনান শাখায় অপর একটি ৩০ মাইল দীর্ঘশাখা লাইন খুলিয়াছে এবং উহাদের চাঙসা হইতে চুচৌ পর্য্যন্ত অর্থাভাবে রেলের কাজ বন্ধ আছে। হ্যান্‌চৌ নিম্পো শাখাটিও ঐ কারণে দুর্দ্দশাপন্ন। ইচাং ওয়ান সিং লাইনটি ১৯০৯ সালে চীন সম্রাট কাজ আরম্ভ করাইয়াছেন, এখনও কাজ হইতেছে। এই সকল লাইন হইল খাস চীনের রেল। তাহার পর জাপানীরা তথায় গিয়া রেল পাতিয়াছে।

জাপানী রেল।—জাপানীরা যুদ্ধের সময় য়্যানটুন হইতে মুকডেন পর্য্যন্ত যে রেল লাইনটি অস্থায়ী ভাবে পাতিয়াছিল, তাহা স্থায়ীভাবে পুনঃ গঠন করিতেছে। এই বর্ষে তাহার কার্য্য শেষ হইবে। তৎপরে চাংচু হইতে কিরিন্ন পর্য্যন্ত একটি রেল লাইন ১৯১০ সালে ডিসেম্বর হইতে জাপানী মূলধনে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। ১৯১১ সালের মে মাসে মাটীর কাজ শেষ হইয়াছে। ডিসেম্বর হইতে এই লাইনটি খোলা হইবে।

ফরাসি রেল।—ফরাসীরাও গত (১৯১১ সালের) জানুয়ারী মাসে চীনদেশে ২৯১ মাইল একটি রেল পথ খুলিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

ইংরাজের রেল।—চীন সম্রাটের নিকট ১৯০৯ সালের ফ্রেরুয়ারী মাসে ইংরাজেরা একটি রেল লাইন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, ইহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায়, ১৯১২ সাল হইতে এই রেল খোলা হইবে।

জার্ম্মাণ রেল।—সকলের অপেক্ষা জার্ম্মাণ রেল চীনমার্গে খুব দৌড়িয়াছে। ১৯১০ সালে ইঁহারা দুইটি লাইন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১মটি, টিংসিন হইতে পুকো পর্য্যন্ত। ২য়টি ক্যানটন হইতে কৌলুন পর্য্যন্ত। টিংসিন-পুকোর রেল ১৯১০ সালের জুন মাসেই টিংসিন হইতে টেসৌ পর্য্যন্ত ১৪০ মাইল খোলা হয়। তৎপরে অক্টোবর মাসে আরও অগ্রসর হইয়া সিনান ফু পর্য্যন্ত এবং ডিসেম্বর মাসে টিয়ান ফু পর্য্যন্ত খোলা হয়। এই পথে হোয়াংহে নামক নদী পড়িয়াছে। এখনও ব্রিজের কাজ শেষ হয় নাই, পারাপার নৌকাযোগে হইতেছে অর্থাৎ এ-পার হইতে প্যাসেঞ্জার ও-পারে গিয়া পুনরায় রেলে উঠিতেছে। এই লাইনটি ৩৯০ মাইল দীর্ঘ হইবে। বসন্তকালে এই লাইনের কাজ শেষ হইবে আশা করা যায়।

এই লাইনটি সিনংসিন ষ্টেষণে চীন সম্রাটের রেলের সঙ্গে যোগ হইয়াছে। অল্পদিন মধ্যে এই লাইন সাঙহাই-নানকিন্ রেলের সঙ্গে যোগ হইয়া যাইবে। ইহার সংযাগে চীনের সাংহাই হইতে ফ্রান্সের ক্যালে নামক স্থান পর্য্যন্ত যাওয়া যাইবে। তৎপরেই ফ্রান্সের রেল দিয়া একেবারে লণ্ডনে যাওয়া চলিবে। কি মজাই হইবে, কলিকাতার সিয়ালদহ হইতে রেলে উঠিয়া স্থলপথে বরাবর হিমালয় পর্ব্বত পার হইয়া চীনদেশে গিয়া তৎপরে ফ্রান্সে এবং ফ্রান্স হইতে বিলাত যাত্রা করা যাইবে। বিলাতী মাল আসিবার কত সুবিধা হইবে! আর একটি সুবিধা হইবে, বাঙ্গালীদের জাতি যাইবে না, কেন না, সমুদ্র-পথে জাহাজে করিয়া বিলাতে গেলে বাঙ্গালীর জাতি কাচের বাসনের মতন টুন্ করিয়া পড়িয়া টুন করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইত। এবার স্থলপথে তাহা হইবে না? হিন্দুশাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রায় নিষেধ আছে, কিন্তু স্থলপথ যাত্রায় নিষেধ আছে কি? যদি থাকে কিংবা না থাকে, এই সময় হইতে তাহা তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করা হউক। শীঘ্র শীঘ্র শাস্ত্র বাহির করা হউক। কেন না, জার্ম্মানী বড়ই উন্নতিশীল জাতি, উহারা চীন রেল পাতিয়া

ক্যালেতে লাগাইয়া দিল বলিয়া। বেশী দেরী হইবে না। তাহার পর জার্ম্মানীরা দ্বিতীয় রেল পথটি যথা,—

ক্যানটন—কৌলুন লাইনটির প্রায় সমস্তই মাটির কাজ শেষ করিয়াছে। এই লাইনে বড় বড় তিনটি পুল হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে ক্যানটন হইতে সামসুন পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে সামসুন হইতে কৌলুন পর্য্যন্ত জার্ম্মানরেল খোলা হইবে।

সমগ্র চীনদেশে ১৯০৮ সালে ৩৯০ মাইল, ১৯০৯ সালে ৪৫০০ মাইল এবং ১৯১০ সালে ৫২১৭ মাইল রেল হইয়াছে। অনেক ভারতবাসী চীনদেশের রেলের কল্যাণে চাকুরী পাইয়াছেন। ভারতবাসীরাও স্বদেশী রেল ২।১ স্থানে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখনও ইহাঁদের ঘরের বাহির হইতে বিলম্ব আছে। সময়ে হইবে বলিয়াই এ সকল আমরা পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া রাখিতেছি।

বাবুনা পুষ্প।

এই পুষ্প ইয়োরোপ ও পারস্যদেশে জন্মে, এদেশেও রোপিত হইয়াছে। পুষ্প দেখিতে চন্দ্রমল্লিকার মত, উগ্র সদ্গন্ধযুক্ত। এলোপ্যাথিক ঔষধে ইহা ব্যবহৃত হয়, ইহার ইংরাজী নাম ক্যামোমাইল। ইহার ক্রিয়া তিক্ত বলকারক, উত্তেজক ও বায়ুনাশক। দৌর্ব্বল্য ও অজীর্ণ রোগে ইহার ফাণ্ট্ ১ হইতে ২ ঔন্স মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেব্য। উদরাধ্মানে ইহার তৈল ১ বিন্দু মাত্রায় সেবন বিধি। পালাজ্বরে ইহার চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। চর্ব্বি বা ঘৃতের সহিত এই ফুলের রস পাঁচড়ায় দিলে আরোগ্য হয়। শিশুদের দন্ত উঠিবার সময় সবুজবর্ণ মলসংযুক্ত উদরাময়ে এই পুষ্পের রস ৫ ফোঁটা খাওয়াইলে, ভাল হয়। হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ স্ত্রী-লোকদিগের উদরশূলে ইহা দ্বারা উপকার হয়। সকল ডাক্তারখানায় এই ঔষধ এক্সট্রাক্ট অব্ ক্যামোমাইল্ বলিয়া চাহিলে পাওয়া যায়। পুরা মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেণ। আশা করি, যাঁহাদের বাগান আছে, তাঁহারা নার্শরি হইতে বীজ ক্রয় করিয়া স্ব স্ব বাগানে রোপণ করিবেন।

মহাজনবন্ধু-মাসিকপত্র।
১১শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা ; কার্ত্তিক, ১৩১৮।

কলা-শুকান-কারখানা।

বোম্বাই প্রদেশে বেসিনতালুকে আগাসী নামক একটি গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামে কলা শুকাইবার একটি কারখানা আছে, ঐ কারখানায় কিরূপ ভাবে কার্য্য হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

এই কারখানার কার্য্য অক্টোবর হইতে আরম্ভ হইয়া ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত চলে। ঐ তিন মাসে ঐ দেশের উত্তাপ যথাক্রমে অক্টোবরে উর্দ্ধতম ৯০ ডিগ্রি, নিম্নতম ৭৬ ডিগ্রি ; নভেম্বরে উর্দ্ধতম ৮৯ ডিগ্রি, নিম্নতম ৭০ ডিগ্রি। ডিসেম্বরে উর্দ্ধতম ৮৩ হইতে ৬৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত থাকে।

এই দেশে চারি প্রকারের কলা পাওয়া যায়। যথা—(১) বসরাই, (২) মোথেলি, (৩) বেলচী, (৪) রাজেলী। পরন্তু রাজেলী জাতীয় কলাই শুষ্ক করা হইয়া থাকে। রাজেলী কলাগাছগুলি ১৩ ফুট উচ্চ হয় এবং উক্ত কলাগুলি ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত স্থূল হয়। এই গাছের কলার গাত্রে লম্বা দিকে তিনটা শিরা দেখা যায় এবং উহার শাঁসের গায়ে ছয়টা দাগ আছে। পরন্তু শাঁস দৃঢ় হয়।

অক্টোবর মাসে উক্ত দেশবাসীরা রাজেলী কলার গাছ ৬ ফুট অন্তর রোপণ করে এবং সপ্তাহে গোড়ায় দুইবার জলসেচন করে। প্রতি গাছে রেড়ির খইল /১৷৷০ সের হিসাবে দেয়। এই গাছের ফল হইতে একবৎসর সময় লাগে, অর্থাৎ পর বৎসর অক্টোবর মাসে ফল পাওয়া যায়। কলা পুষ্ট হইলে কাঁদিগুলি কাটিয়া নামায়। তৎপরে ছড়া ছড়া করিয়া কাটিয়া গুদামজাত করে। এই গুদামে বায়ু যাতায়াত করিতে পারে না। গুদামের মেজেয় বিচালী বিছাইয়া তদুপরি কলা রাখিয়া তাহাতে কলাপাতা চাপা দিয়া রাখে। প্রত্যেক গুদামে ১২ হইতে ১৫ হাজার কলা রাখা হয়। তিন দিন ঐ ভাবে গুদামে কলা থাকিলেই পাকিয়া হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে, তখন তাহাকে গুদাম হইতে বাহির করা হয়।

যেস্থানে কলা বাহির করিয়া রাখা হয়, সে স্থানটি দুর্ম্মুস দিয়া পিটিয়া গোময় দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। এই স্থানে কলার খোসা ছাড়ান হয়, এবং মাদুরের উপর ঐ খোসা ছাড়ান কলা রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। ঐ ভাবে পর পর তিনদিন উহাকে রৌদ্রে শুকান হয়। কলা শুষ্ক হইলে যদিও ওজনে কমিয়া যায় বটে, কিন্তু মিষ্টতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে সকল কলা ভালভাবে শুষ্ক হয়, তাহা ছয় মাস পর্য্যন্ত ভাল অবস্থায় থাকে, নষ্ট হয় না।

কলা শুষ্ক হইলে কতকগুলা কলা একত্র করিয়া শুষ্ক কলাপাতা দ্বারা বাণ্ডিল বাঁধিয়া রাখা হয়। এই শুষ্ক কলার খুচরা দর ১ সের ।।০ আট আনা এবং পাইকারী দর ৵১ সের ।৵০ আনা মাত্র।

প্রতি বর্ষে ১৬০ টন শুষ্ক কলা এই কারখানায় প্রস্তুত হয়। উহার মূল্য ২৭ হাজার টাকা। পূর্ব্বে আগাসী দেশে শুষ্ক কলার কারখানা অনেক ছিল, কিন্তু কি কারণে যে সে সকল কারখানা বন্ধ হইল, তাহা বুঝা যায় না। এখন এই ১টি কারখানায় ঠেকিয়াছে।

পূর্ব্বে ঐ সকল প্রদেশে শুষ্ক মৎস্যের ন্যায় গ্রামবাসীরা এই শুষ্ককলা সাদরে ব্যবহার করিতেন। বঙ্গদেশে শুষ্ককলা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বৈদ্যবাটী অঞ্চলে কলা অনেক পাওয়া যায়। আমরা আশা করি, এই পুষ্টিকর খাদ্য বঙ্গসমাজে চালান হইবে। কারণ বঙ্গদেশে কলার অভাব হইবে না। আমরা ঝোলে ঝালে অম্বলে প্রায় সকল তরকারীতেই কলা ব্যবহার করি, এই শুষ্ক কলা ছয় মাস ঘরে রাখিয়া ব্যবহার করা চলিবে। ইহাকে ভাতে দিয়াও খাওয়া চলিবে, দুধে দিলে টাট্‌কা কলার ন্যায় ইহার আস্বাদন পাওয়া যাইবে। ইয়োরোপ "কলার ময়দা" করিয়া তাহা ব্যবহৃত হয়। এই অনুকরণে আমাদের দেশের কৃষিবিৎ পণ্ডিতেরা কলার ময়দা করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন কিন্তু কলার ময়দায় একটা দোষ এই যে, উহাতে পোকা লাগিয়া শীঘ্র নষ্ট হয়, কিন্তু ভারতবাসীর এই মোটামুটি প্রথায় তজ্জন্য কোন ভয় নাই। পরন্তু এই ব্যবসায় বঙ্গে চলিলে ইহা দ্বারা অনেক লোক প্রতিপালিতও হইতে পারিবে।

নীল।

প্রায় ১০ বৎসর হইল বঙ্গদেশ হইতে নীলের চাস উঠিয়া গিয়াছে। গত শতাব্দীতে অনেক দরিদ্র ইংরাজ এই নীলের চাস উপলক্ষে ভারতে আসিয়া কোটিপতি হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। ইহা দেখিয়া ওলন্দাজ বণিকেরাও ভারতীয় নীল চাসে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে সময় ভারতের এই একচেটিয়া ব্যবসাটির উপর তাঁহারাও প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের নীল চাস তাহাতে নষ্ট হয় নাই। নষ্ট হইলে জার্ম্মাণ রাসায়ণিকদিগের বুদ্ধিমত্ততার জন্য, তাঁহারাই এ কাজের সর্ব্বনাশের মূল কারণ।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল যে পাথুরে কয়লার গ্যাস বাহির করিবার পর উহা হইতে যে সকল আনুসঙ্গিক দ্রব্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কৃত্রিম নীল একটি কিন্তু ঐ সময় কৃত্রিম নীলের ব্যবসা পরিলক্ষিত হয় নাই।

ঐ আবিষ্কারের পরেই ভারতীয় নীলকরেরা হতাশ হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা নীলের উন্নতির জন্য কিছুমাত্র মনোযোগী হইলেন না, কাজেই জার্ম্মাণীর রসায়নিকের অতুলনীয় উদ্যমে কৃত্রিম নীলকে দিন দিন উন্নতির পথে লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ উহাকে বাণিজ্যোপযোগী করিয়া তুলিলেন। ঠিক আজ ১০ বৎসরের কথা, অধ্যাপক মেলডোলা সাহেব "সোসাইটী অব আর্টস্" নামক সভাতে সর্ব্ব প্রথম সমধর্ম্মী নীলের বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতের নীলকরেরা প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন, কাজেই জার্ম্মাণ রাসায়নবিৎ পণ্ডিতদিগকে উহাঁরা ২০ বৎসরের সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আজ জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকেরা নীলের সমধর্ম্মী পদার্থ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন আর ভারতীয় নীলের ব্যবসাকে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না, সকল চেষ্টাই বৃথা হইবে।"

পূর্ব্বে ভারত হইতে প্রায় দেড়কোটি টাকার নীল বিদেশে রপ্তানী হইত, বর্ত্তমান সময়ে উহার অর্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছে, আর কিছুদিন পরে ইহাও

থাকিবে কি না সন্দেহ, হয় ত ছায়া মাত্র পড়িয়া থাকিবে। ভারত গবর্ণমেণ্টও নীল চাস বজায় রাখিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এখনও করিতেছেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথম জাভা ও নেটাল হইতে নীলের বীজ আনাইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, জাভার নীল গাছ অল্প খরচে অধিক নীল হইয়াছিল, বটে কিন্তু উক্ত গাছে ভারতের অদৃষ্টক্রমে পোকা লাগিয়া গেল, তজ্জন্য সুবিধা হইল না।

এখন অল্প খরচে অধিক নীল বাহির করিবার উপায় উদ্ভাবন ভিন্ন অন্য কিছুতেই স্বাভাবিক নীলকে রক্ষা করিবার উপায় দেখা যায় না।

ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে "লীডস্" বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পপুলওয়েল ব্লকসাম সাহেব সুলভে নীল তৈয়ারী বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন।

স্বাভাবিক কতটা নীলে কতটা রং হইবে, তাহা ঠিক করা যায় না, কিন্তু কৃত্রিম নীলে তাহা যায়। ব্লকসাম সাহেব এমন একটি উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তাহাতে স্বাভাবিক নীলেও বর্ণের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, নীলকরেরা বর্ত্তমান সময়েও পৃথিবীতে যে সকল উন্নতিশীল কল-বল আবিষ্কার হইতেছে, সে সকল কলের প্রতি তত মনোযোগী হইতেছেন না।

সোরা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে সোরা পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু পৃথিবীতে যত সোরার আবশ্যক হয়, তাহার তুলনায় ভারতবর্ষে অল্পই জন্মে। তাহা হইলেও ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারত হইতে ৩০ হাজার টন সোরা প্রতিবর্ষে গড়ে রপ্তানী হইত। আজকাল প্রতিবর্ষে গড়ে ভারত হইতে ২০ হাজার টন সোরা রপ্তানী হইতেছে। অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের ন্যায় ভারতে সোরার দর তেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। জার্ম্মাণীতে চিলি দেশ উৎপন্ন সোরার সহিত পোটাসিয়ম ক্লোরাইড মিশ্রিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে পোটাসিয়ম্ নাইট্রেট প্রস্তুত করা হইতেছে।

ভারতবর্ষে যাহারা সোরা তৈয়ারী করে, তাহাদের "নুনিয়া" কিংবা "লোনিয়া" কহে। ইহারা একটি গরীব জাতি। যে সকল স্থানে সোরা জন্মে, সেই সকল স্থানের মাটি হইতে ইহারা সোরা বাহির করে। মল মূত্র এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জের আবর্জ্জনা হইতেই সোরার উৎপত্তি, কিন্তু কি কারণে বিশেষ বিশেষ স্থানে সোরা জন্মে এবং অনেক দেশে ইহা কেন হয় না, তাহার তথ্য এখনও নিরূপিত হয় নাই। নুনিয়ারা যে সোরার কারখানা করে, তাহা হইতে Raw সোরা বাহির হয়। তৎপরে উহাকে পরিষ্কৃত করিবার কারখানায় লইয়া যাওয়া হয়। নুনিয়ারা সোরা পরিষ্কার করে না।

যে সকল স্থানে সোরা উৎপন্ন হয়, সেই সকল স্থানের মৃত্তিকাতে অল্প পরিমাণে নাইট্রেট্ পাওয়া যায়। শ্রীমান্ হুপার সাহেব নানা স্থানের মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, শত করা ১ অংশ হইতে ২৯ অংশ নাইট্রেট্ অনেক মৃত্তিকাতেই বর্ত্তমান আছে। সাধারণতঃ মৃত্তিকায় ৩ হইতে ৫ অংশ নাইট্রেট্ থাকে। উহা ভিন্ন ক্লোরাইড ও সল্‌ফেট ইত্যাদি সাধারণ মৃত্তিকাতেও পাওয়া গিয়া থাকে।

নুনিয়ারা মাটির দেওয়াল বিশিষ্ট ছোট ছোট চৌবাচ্ছা করে। ইহাকে তাহারা কুড়িয়া বলে। এই কুড়িয়ার মেজেগুলি একদিকে ঢালু করিয়া জল বাহির করিবার জন্য একটি নর্দ্দামা করে। পরন্তু মেজের উপর বাঁশের কিংবা অন্য কোন দ্রব্যের মাচান তৈয়ারী করিয়া, মাঝে মাঝে মাচানের উপর ঘাস দেয়। তৎপরে যে মাটীতে সোরা হইবে, তাহা অন্য স্থান হইতে চাঁচিয়া আনিয়া মাচানের উপর রাখিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দেয়। মাচানের উপর মাটি বিছাইবার কায়দা আছে এবং শিক্ষা আছে। ইহা বিছাইতে দোষ হইলে, জল একস্থানে ছিদ্রযুক্ত হইয়া বাহির হইয়া যায়। প্রথমে অল্প মাটি ফেলিয়া, তাহা পা দিয়া তৎপরে আবার মাটি দিয়া, পদদ্বারা চাপিয়া এইরূপ ভাবে ৬ হইতে ৮ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইলে, তৎপরে তাহাতে জল দ্বারা সিক্ত করে। কেহ কেহ ইহার সঙ্গে কাষ্ঠের গুঁড়া মিশাইয়া দেয়। কেহ কেহ ঐ মৃত্তিকা ঢিপির উপর কাষ্ঠ পাতিয়া জল ঢালে; উদ্দেশ্য, তাহা হইলে মাটিতে গর্ত্ত হইয়া জল বাহির হইবে না। ইহার উপর ১ ইঞ্চি পরিমাণ জল থিতাইয়া থাকে, কমিয়া গেলে পুনরায় জল দিয়া ঐ ১ ইঞ্চি পরি-

মাণ জল সমান রাখা হয়। ঐ জল মাটির ভিতর দিয়া চোয়াইয়া মাচানের নিম্নে পড়ে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মাচানের নিম্নের মেজে গোড়েন; অতএব জল গড়াইয়া নর্দ্দামা দিয়া বাহির হইয়া আইসে। নর্দ্দামার মুখে গামলা ইত্যাদি পাত্র রাখা হয়। এই জল সেই পাত্রে গিয়া পড়ে। তৎপরে ঐ পাত্রস্থ জল কড়াতে ফেলিয়া অগ্নিতাপ দেওয়া হয়, তাহাতে জল ফুটিয়া ঘন হয়। এই অবস্থায় শীতল হইলে পাত্রের নিম্নে সোরা জমিয়া থাকে। ইহাই Raw সোরা।

মুনিয়ারা যে প্রথায় মূল সোরা তৈয়ারী করে, তাহা দোষজনক হইলেও উহার পরিবর্ত্তন করা অবিধেয়। কারণ উহারা অতি অল্প ব্যয়ে সোরা বাহির করে। কল-কব্জার সাহায্যে ঐরূপ কম খরচে কিছুতেই সোরা বাহির করা যাইতে পারে না। কিন্তু যে শ্রেণীর কারখানায় হাজার হাজার মন সোরা প্রত্যহ পরিষ্কৃত হয়, তাঁহারা অবশ্যই উন্নত প্রথায় উৎকৃষ্ট কল ইত্যাদির সাহায্যে কম খরচে উহা করিতে পারেন।

সোরা পরিষ্কার করিবার নিয়ম বহু প্রকারের, তন্মধ্যে যাহা সাধারণ নিয়ম তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

এই শ্রেণীর কারখানায় একটি বৃহৎপাত্রে Raw সোরা রাখিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই পাত্র উহাদের কারখানার উনানের সহিত সংলগ্ন থাকে। এই সোরার জলে, সোডিয়ম সালফাইড এবং সাধারণ লবণ পাওয়া যায় কিন্তু উহাতে পোটাশ নাইট্রেট্ এবং ক্লোরেট অব পোটাসিয়ম্ অতি অল্প পরিমাণে থাকে। যখন সোরা ঐ পাত্রে দেওয়া হয়, তখন সোডী ক্লোরাইড, সাল্‌ফেট এবং ময়লা না গলিয়া নিম্নে অবস্থিতি করে, গরম তরল পদার্থ যাহা জলের সঙ্গে পাওয়া যায়, তাহা তুলিয়া শীতল করিবার জন্য একটি কাষ্ঠের পাত্রে রাখা হয়। এই পাত্রেই সোরা জমিয়া দানা বাঁধে। পরন্তু বৃহৎ পাত্রের নিম্নে যাহা পড়িয়া থাকে, তাহাকে "সিটা" বলে। কেহ কেহ এই প্রথায় লোহার পাত্রেও ঢালিয়া সোরা জমাইয়া লয়। ইহাদের উদ্দেশ্য, পূর্ব্বোক্ত লবণ ইত্যাদি সোরায় কম থাকিবে কিন্তু ইহাতেও লবণ ইত্যাদি থাকিয়া যায়।

এ সম্বন্ধে পুষার কৃষি-বিদ্যালয়ে যে নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে অতি অল্পব্যয়ে সোরা পরিষ্কৃত হয়। ঐ উপায়টি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অপরিষ্কার সোরা অগ্নির উত্তাপে গালাইয়া ফেলা হয়। উহাতে পোটাসিয়ম নাইট্রেট্ সম্পূর্ণ ভাবে গলিয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য লবণ গলে না। ঐ তরল পদার্থ এবং যাহা গলে নাই এমন গাঢ় লবণ উত্তপ্তাবস্থায় ফিল্‌টার করা হয়। ফিল্‌টার বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে বায়ু পম্প করা হয়। এই উপায়ে উক্ত গরম তরল পদার্থকে অগলিত পদার্থ হইতে বিভিন্ন করা হয়। শেষোক্ত পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে তরল পদার্থে থাকিয়া যায়। সোরাকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কার করা অসম্ভব। উক্ত ফিল্‌টার হইতে তরল জলাকার সোরাকে অন্য পাত্রে শীতল করা হয়। শীতল হইলে ইহাতে দানা বাঁধিতে থাকে। উহাই পরিস্কৃত সোরা।

তৎপরে এই পদার্থকে সেনট্রিভিগাল মেসিনে অর্থাৎ ঘূর্ণিয়মান কলের দ্বারা উহার দানা বড় করা হয় এবং এই প্রক্রিয়াতে জলীয় অংশকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে পিচকারী দ্বারা উহাতে অল্প জল দেওয়া হয়।

এই জলের সাহায্যে অন্যান্য ক্লোরাইড বাহির হইয়া যায়।

প্রত্যহ ৩০ মণ করিয়া সোরা পরিষ্কৃত হয় এমন একটি কলের মূল্য ৩ হাজার টাকা। কল ব্যবহার করিবার জন্য যাহা নষ্ট হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ ৭৫০৲ টাকা এবং বর্ষে ৩০০ দিন কল চালাইলে ৯ হাজার মণ সোরা এই কলে পরিস্কৃত হইতে পারে। এই কলে মণ করা /১০ আনা সোরা পরিষ্কারের জন্য খরচা পড়ে।

পৃথিবীতে চিনির দর।

ইংরাজেরা বলেন, দেশ যত সভ্য হয়, চিনির খরচ ততই বৃদ্ধি হয়। সেইজন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে চিনির কাট্‌তি বেশী। কিন্তু আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা বলেন, যে দেশের লোকেরা অধিক মাংসাশী, সেই দেশে চিনির কাট্‌তি অধিক; কারণ মাংসকে চিনি হজম করাইয়া দেয়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার লোকেরা অধিক মাংস খায়, কাজেই ঐ সকল মহাদেশে চিনির কাট্‌তি বেশী। যাহা হউক, আমরা এই প্রবন্ধে পৃথিবীর

বিখ্যাত বিখ্যাত দেশগুলিতে বিভিন্ন সময়ে চিনির দর কিরূপ ছিল, তাহা দেখাইব।

১৯০৩ সালে ইয়োরোপে এক চিনির কমিটি বসিয়াছিল। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট ভারতের জন্য তাহা বসাইয়াছিলেন। সেই কমিটিতে ফ্রান্স, অষ্ট্র-হাঙ্গেরি, বেলজিয়ম, জর্ম্মণী প্রভৃতি চিনি-উৎপন্নকারী দেশগুলি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া বলেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব দেশ হইতে চিনির বাউণ্টি এবং উহার আংশিক ডিউটি তুলিয়া দিবেন। এই প্রতিজ্ঞা এগ্রিমেণ্টের ন্যায় লেখাপড়া হয়, কাজেই তাঁহাদের কথা কার্য্যকারী হইয়া পড়ে।

জর্ম্মণ দেশ হইতে যে বিট্ চিনি ভারতে আসিত, তাহার উপর জর্ম্মণ সম্রাট ডিউটি লইতেন না, কিন্তু ঐ চিনি যাহা জর্ম্মণ দেশে ব্যবহৃত হইত, তাহার উপর প্রতি পাউণ্ডে (অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধসেরে) ডিউটি ছিল ২.১৬ সেণ্ট, উহা কমাইয়া করা হয় ১.৫১ সেণ্ট। পরন্তু জর্ম্মণ দেশে সেই সময় বিদেশী চিনি যাহা আমদানী হইত, তাহার উপর প্রতি পাউণ্ডে ডিউটি ছিল ৪.৩২ সেণ্ট, উহা কমাইয়া ১.৯৯ সেণ্ট করা হয়। ইহার ফলে উক্ত দেশে (Raw Sugar) কাঁচা চিনি অর্থাৎ অপরিষ্কার চিনির মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ১৯০২ সালে যাহা ১.৪২ সেণ্ট ছিল, তাহা বৃদ্ধি হইয়া ১৯০৪ সালে ২.১৩ সেণ্ট, ১৯০৫ সালে ২.৫৩ সেণ্ট, ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত ২.২৫ সেণ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ চিনির বাজার উক্ত ডিউটির জন্য বৃদ্ধি হইয়া যায়। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, সে সময় ঐ সকল দেশের চিনির দর বৃদ্ধি হইলেই ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে, সেই প্রার্থনাতেই উক্ত কমিটি বসান হয় অর্থাৎ এই সময় ভারতে জর্ম্মণ বিট চিনি ৫৷৷০, ৬৲ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছিল, এজন্য চীন, মারিশ দ্বীপের চিনি ভারতে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না, চীন মারিশ চিনি ভারতে আমদানী বন্ধ হইয়াছিল। এজন্য ভারতীয় চিনি-ব্যবসায়ী সাহেবরা তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমাদের ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে ইহার প্রতিকারে মনোযোগী হইতে হইয়াছিল, কাজেই ভারত-গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় হস্তক্ষেপ করেন, তাহার ফলেই ১৯০৩ সালে চিনি কমিটির সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য উহারা এগ্রিমেণ্ট সত্ত্বে বাধ্য হইয়া সুচতুর জর্ম্মণসম্রাট উহা করিয়া দিয়া স্বদেশে চিনির দর তেজ করিয়া দিলেও উহাদের দেশের যে পরিষ্কার চিনি ভারতে আমদানী হইত, সেদিকে কিন্তু ঠিক রাখিয়াছিলেন। কেন না, উহাঁদের স্বদেশে কাঁচা

চিনির মূল্য বৃদ্ধি হইলেও ঐ ডিউটির কল্যাণে সাদা চিনির (পরিষ্কৃত চিনি) মূল্য জর্ম্মণ দেশে উল্টা হইয়া গেল, অর্থাৎ ১৯০২ সালে জর্ম্মণ দেশে যে সাদা চিনির মূল্য ছিল প্রতি পাউণ্ডে ৬.১০ সেণ্ট, তাহাই ১৯০৪ সালে হইয়া গেল ৪.৩০ সেণ্ট, ১৯০৫ সালে হইল ৪.৬৪ সেণ্ট, ১৯০৬ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত গড়ে উহার দর ৪.৪২সেণ্ট হইয়া রহিল ; অর্থাৎ তথায় সাদা চিনির দর কমিয়া গেল, কাজেই ভারতবাসীরা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, উক্ত চিনির দর বৃদ্ধি হইলে চীন মারিশ চিনি ভারতে আসিবার পথ পাইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া উহার উল্টা হইল। আমাদের ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরও এই চালাকী যে সময় বুঝিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, জর্ম্মণের অনুপাতে অষ্ট্র-হাঙ্গির বিট্ চিনি সেই পন্থা পাইল, ইঁহাদের স্বদেশে কাঁচা চিনির দর বেশী এবং পরিষ্কার চিনির দর কম হইয়া ভারতে তাঁহাদের চিনির শুভাগমনের পথ প্রশস্তই রহিল। অষ্ট্র-হাঙ্গিরী যদিও বাউণ্টি তুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা চিনি সম্বন্ধে অন্যান্য ডিউটি তুলিয়া দেন নাই।

ফ্রান্সের অবস্থাও ঠিক জর্ম্মণীর ন্যায় হইল। ১৯০২ সালে ফ্রান্স দেশে যে কাঁচা চিনির দর ১.৫৯ সেণ্ট (প্রতি পাউণ্ডে) ছিল, ১৯০৪ সালে সেই স্থলে ২.৩০ সেণ্ট, ১৯০৫ সালে ২.৫০ সেণ্ট হইল, কিন্তু সাদা চিনি ১৯০২ সালে তথায় ৮.৩০ সেণ্ট ছিল, সেই স্থলে ১৯০৪ সালে হইল ৫.৪১ সেণ্ট, ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত গড়পড়্তায় হইয়া রহিল ৫.৪৫ সেণ্ট ; অর্থাৎ কাঁচা চিনির দর বৃদ্ধি, সাদা চিনির দর কম।

যাহা হউক, ঐরূপভাবে ইটালী, স্পেন, এমন কি, রুষিয়া গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত উহাঁদের দেশে খাইবার চিনির দর বৃদ্ধি এবং বিদেশে বিক্রয় জন্য চিনির দর কম করিয়া বসিল। রুষিয়া-গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে চিনির দর বাঁধিয়া দেন, তিনি স্বদেশে ব্যবহৃত চিনির ডিউটি প্রতি পাউণ্ডে ২.৫ সেণ্ট করিয়া দিলেন, কিন্তু বিদেশে বিক্রয় জন্য চিনির উপর আদৌ ডিউটি করিলেন না। ইহা দ্বারা আমরা দেখিতেছি, ইয়োরোপের প্রধান প্রধান স্থানগুলি ১৯০৩ সালের চিনি কমিটির কৃপায় চিনির বাণিজ্যের পথ প্রশস্তই করিয়া লইলেন।

যাহা হউক, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিল। শুভক্ষণে বঙ্গদেশ হইতে ভারতব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন উঠিল, তাহাতে ভারতবাসীরা সাদা চিনি মাত্রকেই "বিদেশী চিনি" বলিয়া পরিত্যাগ করিল, কাজেই জর্ম্মণ বিট্ চিনি

ভারতবর্ষ হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া দাঁড়াইল। ভারতবাসীরা এস্থলে একটা এই ভুল করিল যে, অপরিষ্কার কাল চিনিকে স্বদেশী গোঁড় দলুয়া বলিয়া ভাবিল, এজন্য জাভা হইতে গোঁড় দলুয়ার ন্যায় তথাকার কাঁচা চিনি ভারতে আমদানী হইল। ভারতবাসীও এক শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দ্বিতীয় শত্রু (জাভা চিনির) হস্তে নিপতিত হইল। চীন ও মারিশ চিনির অদৃষ্ট আর ফিরিল না। কিন্তু ইহাতে ঠকিল কাহারা ?

ঠকিল ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড এবং নিউইয়ার্ক প্রভৃতি দেশ। কেন না, ইঁহারা ভারতের কল্যাণ জন্য উহাঁদের জানাইয়া চিনি কমিটি বসাইয়াছিলেন, নিজেদের দুঃখ বলিতে গিয়াছিলেন, কাজেই দয়াময়েরা ভারতের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কথা হইতেছে, তজ্জন্য ইংলণ্ড, নিউইয়ার্ক ঠকিল কেন ? ইংলণ্ড নিউইয়ার্কও ভারতের ন্যায় উহাদের চিনির গ্রাহক, কারণ ইংলণ্ডে বিট্ চাস হয় না, তবে শুনিতেছি, গত বৎসর সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। পরন্তু ইংলণ্ড ও নিউইয়ার্কের ঠকিবার আর একটি কারণ, দুঃখী ভারতকে সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, কাজেই দরিদ্রের সাহায্য করিতে গেলে নিজেদের ক্ষতি না করিলে হয় না। আমরা ইংলণ্ডের প্রজা, কাজেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের সাহায্য করিতে গিয়া ১৯০২ সালে ইংলণ্ডে যে কাঁচা চিনি ১.৫৬ সেণ্ট এবং যে সাদা চিনি ২.২৪ সেণ্ট হিসাবে প্রতি পাউণ্ডের মূল্য ছিল, ঐ সকল চিনি গড়ে ১৯১০ সালে ২০.৩০ সেণ্ট দর স্থায়ীভাবে তেজ হইয়া গেল। ভারতে কিন্তু উহার উল্টা হইয়া রহিল। ইয়োরোপের সাদা চিনি তথায় যেমন শস্তা হইল, ভারতও সেই শস্তা উপভোগ করিতে লাগিল, ইহার ফলে ভারতীয় চিনির কাজ নষ্ট হইলেও বিদেশী শস্তার চিনি ভারত খাইতে লাগিল! মোটের উপর, পৃথিবীর সকল স্থানের চিনির বাজার একই রূপ অর্থাৎ চড়ার দিকে। কিন্তু ভারতে ঐ সকল স্থানের চিনির দর পড়ার দিকে বরাবর ছিল, আজ ২।৩ মাস দেখা যাইতেছে—চড়ার দিকে। ইহার কারণ স্পেকুলেসন কাজের কতকগুলি ধনবান মহাজন গত বৎসর কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে দেউলিয়া হইয়াছেন। এজন্য গত বৎসর হইতে স্পেকুলেসনের কাজ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছে। কাজেই চিনির বাজার ইয়োরোপের অনুপাতে এখানে দাঁড়াইতেছে। স্পেকুলেসন কাজের ধনী মহাজন দুই শ্রেণীর। ১ম শ্রেণীরা টাকায় ধনী, ইঁহাদের দোকান আছে। ২য় শ্রেণী দালাল ধনী, ইঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির দোকান নাই, জলের

খেলার ন্যায় ইঁহারা চিনির বাজারে খেলা করেন। পরন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ী অধিক। ইঁহাদের জন্য অসামঞ্জস্য চিনি ভারতে আসিয়া পড়ে, কাজেই ভারতে বিদেশী চিনির দর পড়িয়া যায়। এখনও শেষোক্ত দলের খেলা শেষ হয় নাই, এখনও ইঁহারা খেলিতেছেন, ইহাতে সন্দেহ হয়, চিনির বাজার স্থায়ীভাবে তেজ থাকিতে পারিবে না। ফলে ভারতবর্ষে যদি স্থায়ীভাবে চিনির বাজার তেজ থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় চিনির কাজ উঠিবার পথ পাইবে। কারণ এখনও আমাদের ইয়োরোপ ও আমেরিকার অনুপাতে পরিশ্রম শস্তা আছে। এ বর্ষে চিনির বাজার তেজ থাকিবার প্রধান কারণ, ট্যান্‌সিপ্ অর্থাৎ জাভা হইতে কলিকাতায় চিনি আসিয়া সেই চিনি লণ্ডনে চালান যাইতেছে। কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিলাতে চিনির বাজার বরাবর চড়া দর থাকে। কলিকাতায় স্পেকুলেসনের জন্যই দর কম থাকে। যাহা হউক, আমরা নিম্নে কয়েকটি দেশের চিনির দর দশবর্ষে কিরূপ ছিল, তাহার তালিকা দিতেছি।

জর্ম্মণ।

সল	কাঁচা চিনি পাইকারী	খুচরা ১ পাউণ্ড	সাদা চিনি পাইকারী	খুচরা ১ পাউণ্ড
১৯১০	২৪.৫৯	২.৬৫	৪৭.৩৬	৫.১১
১৯০৯	২১.২০	২.২৯	৪১.৭০	৪.৫০
১৯০৮	২০.৬০	২.২২	৪০.৮০	৪.৪০
১৯০৭	১৬.৮০	১.৮১	৩৮.৩০	৪.১৩
১৯০৬	১৬.৭০	১.৮০	৩৬.৮০	৩.৯৭
১৯০৫	২২.৪০	২.৪২	৪৩.০০	৪.৬৪
১৯০৪	১৯.৯০	২.১৫	৩৯.৮০	৪.৩০
১৯০৩	১৮.০০	১.৯৪	৫৩.৩০	৫.৭৫
১৯০২	১৫.৩০	১.৬৫	৫৬.৫০	৬.১০
১৯০১	১৯.১০	২.৯৬	৫৭.৯০	৬.২৫

মন্তব্য।—এই দর উচ্চহারে, ১০০ কিলগ্রামের উপর। ১ কিলগ্রাম বাঙ্গালার /১ সের। তাহা হইলে ১০০ কিলগ্রামে ২॥০ মণ হইবে অর্থাৎ উহা ২॥০ মণ চিনির মূল্য জানিবেন। তাহার পর, দরের অঙ্ক "মার্ক"

ফ্রান্স।*

১৯১০	৩৫.৮৯	৩.১৪	৩৯.৯৮	৩.৫০
১৯০৯	২৮.৬০	২.৫০	৩১.৮২	২.৭৯
১৯০৮	২৭.২১	২.৩৮	৩০.২১	২.৬৪
১৯০৭	২৩.৯৭	২.১০	২৬.৬৮	৩.৩৪
১৯০৬	২২.৬২	১.৯৮	২৫.৭৮	২.২৬
১৯০৫	২৮.৫৩	২.৫০	৩২.৪৪	২.৮৪
১৯০৪	২৬.২৪	২.৩০	২৯.৪৭	২.৫৮
১৯০৩	২২.২১	১.৯৪	২৫.৪৭	২.২৩
১৯০২	১৮.১১	১.৫৯	২২.১৮	১.৯৪
১৯০১	২২.৫২	১.৯৭	২৬.০৮	২.২৮

নামক মুদ্রার হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। প্রতি মার্ক ইংরাজী প্রায় ১ শিলিং, বাঙ্গালা প্রায় বার আনা। দশমীকের পর যে অঙ্কগুলি আছে, উহা ১ মার্কের ১০০ ভাগের এক ভাগ জানিবেন অর্থাৎ প্রথমে আছে ২৪.৫৯ ইহার উচ্চারণ চব্বিশ দশমীর ঊনষাট্ অর্থাৎ ২৪ মার্ক (বা শিলিং) এবং ৫৯টি ১ মার্কের এক শত ভাগের ৫৯ ভাগ, এ স্থলে ঐরূপ সমুদয় অঙ্ক জানিবেন এবং বাঙ্গালায় কষিয়া লইবেন। বিলাতে রৌপ্যমুদ্রা শিলিং প্রভৃতির দাম স্থায়ী নহে। শিলিং দেখিতে আমাদের আধুলীর ন্যায় কিন্তু আমাদের আধুলী বরাবর আট আনাই থাকে, উহাদের আধুলি বা শিলিং তাহা থাকে না, উহার দাম কম বেশী হয়। এইজন্য বিলাতী দ্রব্যের দর ঠিক করিবার জন্য এক্সচেঞ্জ কষিতে হয়। এখন এক্সচেঞ্জ অনেকটা বাঁধাদাম হইয়াছে। যাঁহারা বাণিজ্যের কাজ করিবেন, তাঁহারা বাজার দর জানিয়া এক্সচেঞ্জ কষিবেন। এ প্রবন্ধে মোটামুটি বার আনায় শিলিং ধরিয়া কষিয়া দেখুন। খুচরাগুলি ১ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধসের, এই ঘরে যে অঙ্ক দেখিতেছেন তাহা সেণ্টের দর। প্রতি সেণ্ট ১ মার্ক বা ১ শিলিঙ্গের ১০০ ভাগের ১ ভাগ।

*এ দেশেও পাইকারী চিনির দর ১০০ কিলোর হিসাবে ফ্রাঁ নামক মূল্যে দেওয়া হইল। ১ ফ্রাঁ প্রায় দশ আনা। খুচরা দর প্রায় অর্দ্ধসের দামের অঙ্ক সেণ্টের হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড (United Kingdom)।

ইক্ষুচিনি।

সন	কাঁচা চিনি পাইকারী	খুচরা ১ পাউণ্ড	সাদা চিনি পাইকারী	খুচরা ১ পাউণ্ড
১৯০৬	১৩.৭৯	৩.০০	১২.৬৫	২.৭৫
১৯০১	১৩.৪৩	২.৯২	১১.৯৭	২.৬০
১৯০২	১১.৯৪	২.৫৯	১০.২৯	২.২৪
১৯০৩	১২.১১	২.৬৩	১০.৪৮	২.২৮
১৯০৪	১৩.২৩	২.৮৭	১২.০৮	২.৬২
১৯০৫	১৬.৩১	৩.৫৪	১৪.৫৮	৩.১৭
১৯০৬	১২.৫৪	২.৭২	১১.৩৮	২.৪৭
১৯০৭	১৩.০২	২.৮৩	১১.৮১	২.৫৭
১৯০৮	১৪.০২	৩.০৫	১২.৭৬	২.৭৭
১৯০৯	১৪.৫৩	৩.১৬	১৩.১৫	২.৮৬

বিট চিনি

সন	কাঁচা চিনি পাইকারী	খুচরা ১ পাউণ্ড	সাদা চিনি পাইকারী	খুচরা ১ পাউণ্ড
১৯০০	১০.০০	২.১৭	১২.০০	২.৬১
১৯০১	৯.০৬	১.৯৭	১০.৯২	২.৩৭
১৯০২	৭.১৬	১.৫৬	৮.৭৭	১.৯১
১৯০৩	৮.৪৪	১.৮৩	৯.২৭	২.০১
১৯০৪	১০.০৭	২.১৯	১০.৩০	২.২৪
১৯০৫	১০.৬৮	২.৩২	১২.৯৪	২.৮১
১৯০৬	৮.৮১	২.৯১	৯.৩৮	২.০৩
১৯০৭	৯.৬১	২.০৯	১০.১৪	২.২০
১৯০৮	১০.৩৫	২.২৯	১০.৮৯	২.৩৭
১৯০৯	১১.১৬	২.৪২	১১.০০	২.৩৯

মন্তব্য।—পাইকারী দরের ওজন হন্দরে। মূল্য শিলিং পেন্স। খুচরা দর সেণ্ট।

ইটালী।

এই দেশে ১৯০৮ সাল হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত গড়ে ওজন কিলোগ্রাম, মুদ্রার নাম (Lire) লির। কাঁচা চিনি পাইকারী দর ১৩১.২৭ খুচরা ১ পাউণ্ড ১১.৪৯ সেণ্ট, সাদা চিনি ১৩২.৪৫, খুচরা ১১.৬০ সেণ্ট দর ছিল।

স্পেন।

বিট্ চিনি।

সন	কাঁচা চিনি পাইকারী	খুচরা ১ পাউণ্ড	সাদা চিনি পাইকারী	খুচরা ১ পাউণ্ড
১৯০৯	১১৫.৩৬	৬.১৬	১২০.৪৫	৯.৫৬
১৯০৮	১১৪.৯৪	৮.৯১	১১৮.৯৪	৯.২২
১৯০৭	১০২.৯০	৮.০৭	১০৭.৮০	৮.৪৬
১৯০৬	৯৭.২৭	৭.৫৪	১০০.৮০	৭.৮২
১৯০৫	১০৩.০৫	৬.৮৭	১০৬.৩৮	৭.০৯
১৯০৪	১০৩.০৫	৬.৫৪	১১১.৪৫	৭.০৮
১৯০৩	১০০.৫৮	৬.৫২	১০৯.৯৩	৭.১৩
১৯০২	৯৪.৫৯	৬.০৯	১০৬.৭০	৬.৮৭

মন্তব্য।—ওজন কিলোগ্রাম। দর স্পেসিটাস্, খুচরার মূল্য সেণ্টের হিসাবে। এই সকল উচ্চহারের দর। ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানের দর লিখিব ইচ্ছা রহিল।

সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারের দোকান।

Old and famous Jeweller Late Seetal Prosad Shaha & Sons.

হাল্কী ওজন, ভড়ক সহি উত্তম গঠন, বিবাহাদির সর্ব্ববিধ সেটমত স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কার সকল সময়ে প্রস্তুত থাকে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ পার্শেলে অলঙ্কার প্রেরিত হয়। অলঙ্কার নির্ম্মাণার্থ যতটুকু পাইন প্রয়োজন, তদতিরিক্ত পাইন ব্যবহার করা হয় না। পুরাতন স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কার খরিদ করা হয়। সোণারূপা দাদন করিলে যথাসময়ে অলঙ্কার গঠন করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীরামশরণ সাহা।

মেদিনীপুর, কোতবাজার (বি, এন, আর)।

মহাজন-সখা।

ব্যবসা শিখিবার চূড়ান্ত পুস্তক। আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের পুস্তক বাহির হয় নাই। ব্যবসা করিতে হইলে যে যে বিষয়ের শিখিবার ও বুঝিবার দরকার, তাহা এই পুস্তকে আছে। ব্যবসায়ের কূটতত্ত্ব বা ঘাঁত কেহ প্রাণ খুলিয়া বলে না বা শিক্ষা দেয় না। আমরা সেই সকল বিষয় ইহাতে খুলিয়া লিখিলাম। আমরা ব্যবসা-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া যাহা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই এই পুস্তকে লিখিয়াছি। নূতন ও পুরাতন ব্যবসায়ীদের পঞ্জিকার ন্যায় একখানি করিয়া রাখা উচিত। যাঁহারা মূলধন অভাবে চাকরি করিতেছেন,—তাঁহাদের এই পুস্তকখানি খরিদ করা খুব কর্ত্তব্য। ইহাতে এমন অনেক বিষয় লেখা আছে যাহাতে সামান্য মূলধনে ৩০ দিনে ৩০৲ ত্রিশ টাকা রোজকার হইবে। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে ঃ—

প্রথম বিভাগ।—(১) ব্যবসার কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়। (২) দোকান-দারী ও মালিকের কর্ত্তব্য বিষয়। (৩) খরিদ্দারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়। (৪) মহাজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়। (৫) বাজারে ক্রেডিট কিরূপে রাখিতে হয়। (৬) হুণ্ডী কি? (৭) দোকানের মালিকের প্রত্যহ কর্ত্তব্যকর্ম্ম। (৮) মোকামী গোমস্তাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। দ্বিতীয় বিভাগ—ব্যবসায়ে প্রকার ভেদ, যথা ঃ—(১) মুদিখানা দোকান। (২) গোলদারী দোকান। (৩) বাঁদী কারবার। (৪) আড়তদারী কারবার। (৫) পাইকারী ও চালানী কাজ। (৬) রোকড়ের কাজ ও সুদি কাজ। (৭) আউতি সওদার কাজ। (৮) দালালী কার্য্য। (৯) শিল্পকার্য্য ও কল-কারখানা। (১০) পেটেণ্ট জিনিসের কার্য্য। (১১) কৃষিকার্য্য। (১২) পানের ব্যবসা। (১৩) লোহার দোকান। (১৪) মনিহারী দোকান। তৃতীয় বিভাগ—(১) রেলের মালের বিবরণ। (২) নিয়মাবলী। (৩) কোন্ মাল কি ক্লাসে যায়। (৫) Special class goods. (৬) মাইল-এজ রেট। (৭) পূরা গাড়ির রেট। চতুর্থ বিভাগ—১ কাটরা মাল। ২ ঘৃত, তৈল, গুড়, চিনি প্রভৃতি। ৩ মসলা। ৪ পিতল কাঁসার জিনিস। ৫ পশমী জিনিস। ৬ সুগন্ধি জিনিস। ৭ সর্ব্বরকম জিনিসের মোটামুটী বিবরণ। পঞ্চম বিভাগ—মোকামের বিবরণ, তথায় যাইবার ভাড়া, ওজন, নওয়ালী এবং আড়তদারী-দিগের নাম ও ঠিকানা প্রভৃতি। আমরা প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে একখানি খরিদ করিতে অনুরোধ করি। কারণ পুস্তকের কাট্‌তি যেরূপ, তাহাতে শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ, পোষ্ট লক্ষ্মীসরাই, জেলা মুঙ্গের।

কেশরঞ্জনই প্রথম পথপ্রদর্শক।

কারণ কি বলুন দেখি? যখন বাজারে কেশরঞ্জনের ন্যায় কোন সুগন্ধি ও ভেষজ-গুণান্বিত কেশতৈল ছিল না, তখন ইহা আবির্ভূত হইয়া বিশ বৎসরের উপর ধরিয়া নরনারীর সেবা করিয়া আসিতেছে। এখন হইয়াছে অনেক, হইবেও অনেক, কিন্তু গুণের জন্য আজও ইহার সমাদর যথেষ্ট বর্দ্ধিত।

কারণ কি বলুন দেখি? মস্তিষ্কের উষ্ণতা নিবারণ করিতে—বাতপিত্ত প্রকোপ জন্য হাত পা জ্বালা নিবারণ করিতে, ক্লান্ত মস্তিষ্ককে সবল ও কর্ম্মক্ষম করিতে, সুনিদ্রা আনয়ন করিতে, কেশরাশি মসৃণ, কোমল ও সুচিক্কণ করিতে, ইহা একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসভোগ।

কারণ কি বলুন দেখি? ভারতের রমণীগণ লক্ষ্মীরূপিণী। তাঁহারা যাহাকে তাঁহাদের অঙ্গবিলাস, কেশরাগ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন—এ দীর্ঘকাল ধরিয়া যাঁহারা কেশরঞ্জনের পক্ষপাতী, তাঁহাদের কৃপানেত্রে পড়িয়াই কেশরঞ্জন এত মহিমান্বিত, এত গৌরব-গর্ব্ব-স্ফীত। কারণ ত শুনিলেন। এখন ব্যবহার করিয়া দেখুন।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।
তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ॥৶০ এগার আনা।
ডজন ৯৲ নয় টাকা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

শ্বাসারিষ্ট।

ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্বাস, কাস এবং তজ্জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্র তা বক্ষোমধ্যে ভার ও আকর্ষণবোধ, মুখমণ্ডল ফিকা ও ধূম্রবর্ণ, সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম হস্তপদাদির শীতলতা, শ্লেষ্মসহ রক্ত দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রব সকল নিশ্চয়রূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। শ্বাসের প্রবল বেগকালে ইহা একবার মাত্র সেবন করিলেই তৎক্ষণাৎ সকল যন্ত্রণার উপশম হয়।

এক শিশি ঔষধ ও এক কৌটা বটিকার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।৶০ সাত আনা।

ক্ষতারি তৈল।

এই মহৌষধ ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, ঘুরঘুরে, অর্শঃ ও ভগন্দর-ক্ষত, পারাজনিত ক্ষত ও শোথ প্রভৃতি অন্যান্য দুঃসাধ্য ক্ষত এবং বালকদিগের ঘোষ, পাঁচড়া প্রভৃতি সত্বর আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ৸০ বার আনা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং ... ।/০ পাঁচ আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

মহাজনবন্ধু-মাসিকপত্র।
১১শ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

সরিষা চাষ।

(কৃষিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার-লিখিত)

"আশ্বিনের সাত কার্ত্তিকের সাত,
সরিষা বোন্ চাষা ভাই সারা রাত।"

জাতিভেদ।—শ্বেত ও ধূমলবর্ণ-ভেদে সরিষা দুই জাতি, কিন্তু বঙ্গদেশে নানা প্রকার সরিষার চাষ। রাই, মাধিতারি এবং সারু। সরিষার গাছ দুই হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ দেখা যায়। ইহার বীজ ক্ষুদ্রাকৃতি এবং গোলাকার। ধূমল অপেক্ষা শ্বেতবর্ণের গাছ কিছু বৃহৎ এবং শুঁটি অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া থাকে। সরিষার তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ, উভয় জাতীয় সরিষার আবাদ ঠিক একরূপ—কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

ক্ষেত্র নির্ব্বাচন।—দোয়াস ও কারিল উভয় প্রকার মাটিতেই ইহার চাষ হইয়া থাকে। তবে দোয়াস মাটিতে কিছু ভাল হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ভিটা ভূমিতে উৎকৃষ্ট সরিষা জন্মে। বিলান ক্ষেত্রের আড়কান্দিতে ও সর বা পলিপড়া মাটিতে উত্তম সরিষা জন্মে।

সময় নির্দ্দেশ।—আশ্বিন মাসের ৭ই তারিখ হইতে কার্ত্তিকের ৭ই পর্য্যন্ত সরিষা বুনানের প্রশস্ত সময়। সরিষা একটু অগ্রে বুনান আবশ্যক, কারণ অতিরিক্ত নামালে সরিষায় প্রায়ই জাব (এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট) লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায়। যত শীত ও শিশির বেশী পড়ে, ততই সরিষার গাছ তেজী ও ফুল-ফলে সুশোভিত হইয়া উঠে। হিমের আধিক্যে কোন কীট লাগিতে পারে না।

চাষ বা বপন-প্রণালী।—পলি-পড়া জমিতে জল সরিয়া গেলে বিঘা প্রতি দশ ছটাক ॥৶০ বীজ ছিটা বুনিতে হয়। এই সকল জমিতে লাঙ্গল গরুর প্রয়োজন হয় না। উচ্চ ভিটা প্রভৃতি স্থানে ৪।৫ বার আধ ফুট গভীর করিয়া চষিয়া বিঘা প্রতি একসের /১ সরিষা তিলের ন্যায় বপন করিয়া একবার মাত্র মই দিতে হয়। সরিষা বপনের পর কোন আবাদ নাই, কিন্তু খল্‌খলে ও শেয়াল কাঁটা প্রভৃতি নিড়াইয়া দিতে হয়।

সার কথন।—সরিষা-ক্ষেত্রে গোবর সার, পচা সার, ভরাট মাটি ও ছাই দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বিঘা বা সর পড়া (পলি জমি) জমিতে কোনও প্রকার সারের প্রয়োজন হয় না।

সরিষার রোগ নিবারণ।—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে, শীত কম হইলে এবং পূবে বাতাস বহিলে "লাহি" বলিয়া এক প্রকার পোকায় সরিষা নষ্ট করিয়া ফেলে। নামি সরিষার বসন্ত-সমাগমে 'জাব' ধরিয়া থাকে। আগতি অর্থাৎ (অগ্রে) আশ্বিনের সাতে বুনিলে জাব ধরে না এবং বিঘা প্রতি ৵২৷৷০ সের সোরা জলে ভিজাইয়া বপনের ২০ দিন পূর্ব্বে ক্ষেত্রে দিলে "লাহি" পোকা নিবারণ হয়।

সরিষায় বৃষ্টি।—হস্তা নক্ষত্রে (ভাদ্র আশ্বিন মাসে) বৃষ্টি হইয়া রৌদ্র হইলে, সরিষার পক্ষে বড় সুবিধা। ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইবার পর বৃষ্টি হইয়া রৌদ্র হইলেও সরিষা গাছ খুব তেজে উঠে। ফুলিবার সময় বৃষ্টি হইলে সমূহ ক্ষতি। ফুল ঝরিয়া ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে বৃষ্টিতে কোন ক্ষতি নাই। কাটিবার পর ও ঝাড়িবার পূর্ব্বে বৃষ্টি হইলে বড়ই ক্ষতি হয়। ফুল অবস্থায়ই সরিষার গাছ অধিক বাড়িতে থাকে। "সরিষা বাড়ে ফুলি" সরিষা তুলিবার সময়।

ফাল্গুন চৈত্রে ফসল তুলিয়া বাড়ীতে আনিতে হয়। সুপক্ক সরিষা কাটাই ও মলাই করিয়া উড়াইলে পরিষ্কার হয়। পরে রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করিয়া বস্তাবন্দি করিয়া রাখিতে হয়।

উৎপন্ন।—বিঘা প্রতি ৪৷৷০ মণ পর্য্যন্ত ফসল হইতে পারে।

রাই।—রাই অবিকল ধূমলবর্ণ সরিষার তুল্য। ধূমলবর্ণ সরিষার গাছে একটী নাভিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাইএর গায়ে কোন চিহ্ন নাই। ইহার গাছ, পত্র, পুষ্প, শুঁটী বা ফল অপেক্ষাকৃত চিক্কণ ও লম্বাকৃতি! সরিষার সহিত রাই আবাদের কিছুমাত্র বিশেষ নাই। সরিষাও যে ক্ষেত্রে যে ভাবে হয়, ইহাও সেই সেই ক্ষেত্রে সেই ভাবে হয়। অধিকন্তু ইহা বিলান ক্ষেত্রে খেসারী ও মটর কলাইর সহিত বপন করা যায়। তদ্ভিন্ন গম, যব, ছোলা, কলাই, মুসুর সহিতও বুনান চলে। বিলের চাতাল, নদীর চরের উপর প্রচুর পরিমাণে রাই জন্মে। আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুই মাসেই বুনান যাইতে পারে। সরিষা অপেক্ষা রাই পাক নামাল, রাই মাঘ মাসের শেষ হইতে ফাল্গুন মাসে পাকিয়া

উঠে। সরিষার ন্যায় রাইএ পোকার উৎপাত আছে। ইহার তৈল গাঢ় ও ঈষৎ আটাবিশিষ্ট এবং কটু। বিশুদ্ধ টাট্‌কা রাইএর তৈলে পাকক্রিয়া উত্তম হইয়া থাকে। রাইগুঁড়া অতি সুস্বাদু বোধে তরকারীর সহিত ব্যবহৃত হয় এবং গরম জল সংযোগে গাত্রে লাগাইলে বেলে-ষ্টারের কার্য্য করে। এক জাতীয় রাইএর নাম তোড়া। দার্জিলিং প্রদেশে অপর এক জাতীয় রাই দেখা যায়, তাহার পত্র সকল কপির পাতার ন্যায় বৃহদাকার এবং শাখা-প্রশাখায় শোভিত, গাছ প্রায় ৪।৫ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। রাই-শাক প্রায় অনেকেই ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তৈল সম্বন্ধে রাইএর গলন কম, অর্থাৎ সরিষা অপেক্ষা তৈল কম হয়, এই কারণ সরিষা অপেক্ষা রাই মণ প্রতি ১৲ এক টাকা কমে বিক্রয় হয়।

রাজসাহী বিভাগের শিল্প।

কতকগুলি জেলার উপর একজন বিভাগীয় কমিসনর থাকেন। রাজসাহী বিভাগের কমিসনর সাহেব তাঁহার অধীনস্থ জেলাগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের যে হিসাব গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে দিয়াছেন, তৎদৃষ্টে ইহা লিখিত হইল।

রেশম।—এ বর্ষে রাজসাহী বিভাগে ৪৩,২৫১ পাউণ্ড ওজনের (এক পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধসের) রেশম তৈয়ারী হইয়াছিল, গতবর্ষে ৩৩,৮৮২ পাউণ্ড ওজনের রেশম উৎপন্ন হয়। মালদহ ও বারঘরিয়াতে রেশমী-বস্ত্র পাওয়া যায়, পরন্তু মালদহ ও বারঘরিয়াতে মিষ্টার লায়েল মার্শেল সাহেবের রেশমের কুঠি আছে, উঁহাদের উক্ত উভয় স্থানের কুঠি হইতে ১০,৮৮০ পাউণ্ড ওজনের রেশম এই বর্ষে উৎপন্ন হয়, উহার মূল্য ৮১০০ হাজার টাকা, গতবর্ষে উহাঁদের কারখানাদ্বয় হইতে ১১,৯৫৪ পাউণ্ড ওজনের রেশম জন্মিয়াছিল, তাহার মূল্য হইয়াছিল ৬৯,৯৫৭ টাকা। ভোলাঘাটে পাইন কোম্পানীর একটি রেশমের কারখানা বা কুঠি আছে, এই কোম্পানী আলোচ্য বর্ষে ৯,১১০ পাউণ্ড ওজনের রেশম তৈয়ারী করেন, উহার মূল্য ৭৮,৬০৩ টাকা। গত বর্ষে ইহাঁরা ৮৩৭০ পাউণ্ড ওজনের রেশম ৬৫,৩০৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, পাইন কোম্পানীরা এ দেশীয়, পরন্তু উহা ভিন্ন দেশীয়দিগের আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা আছে, সে সকল কারখানার

উৎপন্ন রেশমের হিসাব রাখা দুরূহ ব্যাপার। সম্ভবতঃ, এই শ্রেণীর কারখানার রেশম যুক্তপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং সিলোনে বিক্রয় হইয়া থাকে।

গাঁজা।—নওগাঁও প্রদেশে এ বর্ষে ৭,০১৯ মণ গাঁজা হইয়াছিল, গত বর্ষে ঐ স্থানে ৯,৪৫৪ মণ গাঁজা হয়। ইহার চাস কমিয়াছে বলিয়াই এ বর্ষে গাঁজার ফলন কম হইয়াছে।

চা।—এই বিভাগের মধ্যে কেবল জলপাইগুড়িতে চা উৎপন্ন হয়, এবর্ষে ৮৮,০১৯ একারে চার চাস হইয়াছিল, গতবর্ষে ৮৫,৪৯৬ একার ভূমিতে চার আবাদ হয়। এবর্ষে ৪,৭২,৬৮,৫৮৩ এবং গতবর্ষে ৪,৬৯,৩৬,৫৬০ পাউণ্ড ওজনের চা জন্মিয়াছিল। বৃদ্ধির কারণ চাসের জমিতেই জানা যাইতেছে।

তামাক।—এই বিভাগে রংপুর জেলায় "টোবাকু কোম্পানী" নামক তামাকের কারখানার জন্য এক যৌথ কোম্পানী হইয়াছে। উহাঁদের মূলধন আড়াই লক্ষ টাকা। এই কারখানায় ৯০ জন লোক খাটে। রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিয়াছেন, ইহাঁরা কার্য্যে বিশেষ উন্নতি করিতে পারিতেছেন না। কারণ ইহাঁরা ডিভিডেণ্ট দিতে পারিতেছেন না। দেশের লোকেরা চেষ্টা করিলে ইহাঁদের উন্নতিলাভ হইতে পারে। আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগ হইতে ১,৪৬,২০৪ মণ তৈয়ারী তামাক এবং ৩,২২,৪৫৬ মণ দোক্তাপাতা রপ্তানী হইয়াছে।

বস্ত্র।—এই বিভাগে পাবনা, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে দেশীয়দিগের ব্যবহারোপযুক্ত মোটা কাপড় তৈয়ারী হয়, কিন্তু এই বিভাগের তাঁতিরা বিদেশী সরু ও মোটা সূতা ক্রয় করিয়া বস্ত্র বয়ন করে। পাবনাতে সঞ্জীবনী-শিল্পসমিতি এবং শ্রান্ত-শিল্পসমিতি নামক দুইটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সঞ্জীবনী কোম্পানী এই বর্ষে ১৮৮ জোড়া সাইকেল চড়িবার মোজা, ২,২৩৯ জোড়া সাধারণ মোজা, ৫,৭২০টা গেঞ্জি, ১৩৬টা ট্রাউজার, ৩০,৬৯০টা আণ্ডার ভেস্ (অর্থাৎ খেলো গেঞ্জি অল্প মূল্যের), ১১৩টা টুপি ও কন্ফর্টার, ১৭০টা সেমিজ তাঁহাদের কল হইতে তৈয়ারী করিয়াছিলেন। এই কোম্পানী দ্বারা কলের যথেষ্ট উন্নতিসাধন হইয়াছে এবং এবর্ষে ইহাঁরা সুইন মেসিন ২টা, শ্লিপ মেসিন ১টা, অটোমেটিক স্মল সিলিণ্ডারস্ ১টা নূতন আনাইয়াছেন।

শ্রান্তসমিতিও এবর্ষে একটা সোয়েটার (গেঞ্জিবুনা) কল আনাইয়াছেন।

এই কোম্পানীও বিভিন্ন প্রকারে ৪২,৬৪৮টা গেঞ্জি, ৮,৭৯৬ জোড়া মোজা প্রভৃতি তাঁহাদের কলে বয়ন করিয়াছেন।

এই উভয় কোম্পানী ভিন্ন "ভিতরবাঁধাতে" মোজা গেঞ্জি বয়নের আর একটী কল হইয়াছিল। কিন্তু ঐ স্থানে কলটি ভাল ভাবে চলিল না বলিয়া কাজেই এই কলটিকে কুড়িগ্রামে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এখন উহা বেশ চলিতেছে।

চামড়া।—এই বিভাগে ২০ হাজার টাকার মূলধনে চামড়া ট্যান করিবার একটি যৌথ কোম্পানী হইয়াছে. তাঁহাদের কার্য্যাবলী এখনও জানা যায় নাই।

চাউল।—গত বৎসর এই বিভাগ হইতে ১০,০৪,১৯৯ মণ ধান্য এবং ১০,৩৩,০২৩ মণ চাউল রপ্তানী হইয়াছিল, উহার মধ্যে অধিক ধান চাউল দিনাজপুর হইতেই রপ্তানী হইয়াছে।

পাট।—এই বিভাগে পাট এ বর্ষে কম হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৮৬,২৬,৯১৪ মণ এবং গত বর্ষে ৮৭,১৯,৯৫৬ মণ পাট জন্মিয়াছিল।

চিনি।—এই বিভাগে চিনি প্রায় হয় না বলিলেই চলে। গত বর্ষাপেক্ষা এবার এই বিভাগে কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে তিন গুণ চিনি আমদানী বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু এই বিভাগে যে চিনি আমদানী হয়, তাহা হইতে ৭১,৫৫৮ মণ চিনি অন্যান্য প্রদেশে বিক্রয় হইয়াছে, উহার মধ্যে রংপুর হইতে ১৪,৪২৮ মণ এবং বগুড়া হইতে ৪০,০২৫ মণ রপ্তানী গিয়াছে।

বিবিধ।—এই বিভাগে পিত্তল কাঁসার বাসন, এড়ি রেশম, চট, মাদুর ও শীতলপাটি প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। কুড়িগ্রাম মহাকুমার অন্তর্গত পাঙ্গাগ্রামে হস্তিদন্তের শিল্পকার্য্য খুব সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে। এ কাজটির ক্রমেই মন্দাবস্থা হইবার কারণ দেশীয়দিগের তাচ্ছিল্যতা।

আলু, ছোলা, চাউল মুর্শিদাবাদ হইতে গরুর গাড়ী যোগে পদ্মার ধার পর্য্যন্ত আইসে, তথা হইতে এই বিভাগের জন্য উক্ত পণ্যক্রয় করা হইয়া থাকে। পরন্তু এই বিভাগের অনেক দ্রব্য বিশেষতঃ চাউল ইত্যাদি গরুর গাড়ী দ্বারা ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। যাহা হউক, গরুরগাড়ী এবং নৌকা দ্বারা গমনাগমনের বাণিজ্য-পণ্যের তথ্য এই রিপোর্টে রাখা হইল না, কারণ তাহার হিসাব রাখা দুরূহ ব্যাপার।

মন্তব্য।—ময়দা, লবণ, ঘৃত, মৎস্য, মশলা প্রভৃতি বহুবিধ পণ্যের তথ্য আমরা কোন বিভাগের কমিসনর সাহেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই না, অতএব রাজসাহী বিভাগের কমিসনর সাহেবের নিকট হইতে তাহা পাইলাম না। আশা করি, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বিভাগীয় পণ্য তথ্য সংগ্রহের সময় ঐ সকল দ্রব্যের তালিকা আগামী বর্ষ হইতে স্থির করিয়া দিবেন। পরন্তু এই সকল বিভাগে স্বদেশী ও বয়কট "বাহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াঃ" গোছের হইয়াও গেঞ্জি ও মোজা বুনিবার ৩টি কল, টোবাকু কোম্পানী এবং চামড়ার কারখানা ১টি অদ্যাপিও যাহা জীবিত আছে, তাহা শুনিয়াও আমরা সুখী হইলাম। অধিকন্তু যাঁহারা চালানী কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া এই বিভাগে বিক্রয় করিতে পারেন, তাহাও আভাসে বুঝা গেল।

বর্দ্ধমান বিভাগের শিল্প।

তসর, রেসম, পাট, তুলা, গুড়, গালা, শাঁখ, দড়ী, লোহা, পিতল ও কাঁসার দ্রব্য, ছুরি, কাঁচি, কাগজ, মৃণ্ময়দ্রব্য, অস্থিচূর্ণ, রাসায়নিক দ্রব্য, মাদুর, তামাক, ময়দা, তৈল, কাষ্ঠখোদাই, ইট, টালি, কম্বল ও চূণ বর্দ্ধমান বিভাগের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। বরাকরের "বেঙ্গল আয়রণ ও ষ্টিল ওয়ার্কস", রাণীগঞ্জের বারণ কোম্পানির "পটারী", অণ্ডালের "লাইম ওয়ার্কস", দুর্গাপুরের "ব্রিক ও টাইল ওয়ার্কস", রাণীগঞ্জের "পেপার মিল্‌স", হুগলি ও হাওড়ার "পাট ও সুতার কল", হাওড়ার "দড়ীর কল", হওড়ার "ময়দা ও তৈলের কল", বালির "অস্থিচূর্ণের কল", বীরভূমের "তসর" এবং হুগলীর "রাসায়নিক কারখানা" সুবিখ্যাত।

তসর ও রেসম।—বর্দ্ধমানের সুদূর উপরিভাগের অন্তর্গত মেমারি, জগদাবাদ, খানা ও পাঁচকোনা, কাটোয়ার অন্তর্গত বাগটিকরা, সুস্থানী, কুয়েরা ও ঘোড়নাশ তসর রেশমের জন্য বিখ্যাত। মেমারি ও বাগটিকরায় অতি উৎকৃষ্ট রেশম তৈয়ার হয় এবং তাহা বোম্বাই ও মান্দ্রাজে বিক্রয় হইয়া থাকে। গত বৎসর বর্দ্ধমান জেলায় ১,৭৬,১২৫ টাকা মূল্যের ১,৮৪,৭০০ পাউণ্ড ওজনের রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব বৎসর ৮৯,১২৫ টাকা মূল্যের ১,১৫,৩০০ পাউণ্ড ওজনের রেশম উৎপন্ন হয়।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামপুরহাট মহকুমায় রেশমের ৩টা কারখানা আছে। বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী তাহার স্বত্বাধিকারী। এই ৩ কারখানার মধ্যে গনটিয়ার কারখানা একজন ইউরোপীয়ের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। গত বৎসর ঐ সকল কারখানায় ৪৫৩ মণ রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ৭৮০ জন কারখানায় কর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব বৎসর এ সকল কারখানায় ৩১৯ মণ রেশম হইয়াছিল এবং ৭৬৩ জন কারখানায় কর্ম্ম করিত।

গবর্ণমেণ্ট নলহাটীর নিকটবর্ত্তী কোলিমা নামক স্থানে রেশমের বীজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বীরভূমের সদর মহকুমার অনেক গ্রামের অধিবাসীরা সাঁওতাল পরগণা ও সিংভূম হইতে গুটি আনিয়া তসরের সূতা তৈয়ার করিয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে তসর ও বাপ্তা প্রস্তুত হয়, তাহা বীরভূম ও কলিকাতায় বিক্রয় হইয়া থাকে। গত বৎসর ৯০ মণ তসর প্রস্তুত হইয়াছিল এবং এই কার্য্যে ১২৭২ লোক খাটিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, এত স্বদেশী করিয়াও তসরের কাট্‌তি কমিয়া গিয়াছে। নতুবা তাহার পূর্ব্ব বৎসর ১৩০ মণ তসর হইয়াছিল এবং ১৮২৫ জন ঐ ব্যবসায় করিয়া জীবনধারণ করিয়াছিল।

পাট ও তুলা।—হুগলী ও হাবড়া জেলায় বহু সংখ্যক পাটের কল আছে। গত মার্চ মাসে কল্যাণজী কটন মিল নামক এক কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কল্যাণজী কটন মিল এবং এই বিভাগে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল দেশীয় লোকের সম্পত্তি।

গালার খেলানা।—বীরভূমের অন্তর্গত ইলাম বাজার ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান ও হেতমপুরে গালার খেলানা প্রস্তুত হয়। এই খেলানার অনেক উন্নতি হইতে পারে কিন্তু শিল্পিগণ কৃষিকার্য্যেই বেশী মনোযোগী, সুতরাং এই খেলানার উন্নতির দিকে তাহাদের মনোযোগ নাই।

বাঁকুড়া জেলায় গালা নির্ম্মাণের জন্য ৩৩টা কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত বৎসর এই সকল কারখানা হইতে ৩৭০৯ মণ সেললাক ও ১০০০ মণ বোটান-লাক তৈয়ার হইয়াছিল। সেললাক ৩২৲ টাকা হইতে ৪৭৲ টাকা এবং বোটানলাক ২৫৲ হইতে ২৭৲ টাকা মণ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল।

দড়ী।—হাওড়া ও হুগলীতে প্রচুর দড়ী তৈয়ার হয়। হাওড়াতে দুইটা দড়ীর কল আছে।

ভাগলপুর বিভাগের শিল্প।

নীলের ব্যবসায়ের আর আশা নাই। দিন দিন এই ব্যবসায়ের লোপ হইতেছে বটে কিন্তু নীলকরেরা গুড় তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভাগলপুরে অনেক গুড় তৈয়ার হয় এবং সেই গুড় বাঙ্গালা দেশে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। ভাগলপুর বিভাগের প্রত্যেক জেলাতেই মোটা কাপড় তৈয়ার হয়। ভাগলপুরের বাপ্তা কাপড়ের আদর সর্ব্বত্র হইতেছে। আমেরিকার পেনিনসুলার টোবাকো কোম্পানী মুঙ্গেরে এক সিগারেটের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ১৬০০ লোক এই ব্যবসায়ে খাটিতেছে। আমেরিকার কতিপয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ দেশে আসিয়া তামাক শুকাইবার উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা দিতেছেন। ঝাঝাতে বিড়ি তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের সর্ব্বত্র বিড়ির কাট্‌তি ক্রমে বাড়িতেছে।

কাঁঠাল।

কাঁঠাল বা পনস বৃক্ষ ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বঙ্গের এমন পল্লী নাই যেখানে আম কাঁঠালের বাগান দেখিতে পাওয়া যায় না। এত বড় ফলও আর কোন গাছে ফলে না। আর, কাঁঠাল বিক্রয়ে লাভও যথেষ্ট। অথচ কেবল বীজ বপন করিলেই গাছ হয়, আবাদ করিবার বা বিশেষ কোন পরিশ্রম করিবার আবশ্যক হয় না।

বীজ সংগ্রহ ও বপন প্রণালী।—কাঁঠাল, গাছে সুপক্ক হইলে তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। সুপক্ক হইলে অধিকাংশ স্থলে কাঁঠালের মধ্যেই বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, প্রায় সকল শ্রেণীর বীজ উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তবে কৃষিক্ষেত্রে রোপণ উপযোগী হয়, কিন্তু কাঁঠাল বীজের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। কাঁঠাল বীজ শুষ্ক হইলে, উহা একেবারে অযোগ্য হইয়া যায়। একটী কাঁঠালের মধ্যে যতগুলি বীজ থাকে, তাহার সকলগুলিই ফলদায়ক হয় না। কাঁঠালের বোঁটার নিকটের কোয়াতে যে বিচিগুলি থাকে তাহাই বীজের জন্য সংগ্রহ করিতে হয়। এই বীচির মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষ প্রভেদ আছে। যে সকল বিচি একটু চেপটাকৃত, সেইগুলিই স্ত্রীজাতীয়

এবং উহাই উত্তম বীজ। এতদ্ব্যতীত অপর সকল বীজ নির্ব্বাচনের ত্রুটীতে বৃক্ষে ফল ফলিতে বিলম্ব হয় এবং ফলের আকারেরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। উদ্যানের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া উহাতে সার মাটী দিয়া এই বীজ একবার যেখানে রোপণ করা হয়, তথা হইতে উহার অঙ্কুর স্থানান্তরিত বা প্রতি-রোপিত করিতে নাই। কাঁঠালবীজ সংগ্রহ ও বপন করিবার আর একটি প্রণালী আছে। একটি গাছ-পাকা কাঁঠাল লইয়া তাহার মাঝ্ বা শাঁস টানিয়া ফেলিয়া, আস্ত কাঁঠালটী মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিতে হয়। তাহা হইলে একেবারে অনেকগুলি অঙ্কুর একত্র জড়িতভাবে বাহির হয়। দুই একটী অঙ্কুর স্বতন্ত্রভাবে উঠিলেও সেগুলিকে অপরগুলির সহিত জড়িত করিয়া দিতে হয়। এইরূপ গাছে অনেক পরিমাণে ফল হয় এবং এই গাছকেই হাজারী গাছ বলে। কাঁঠাল গাছের কলম করিলে তাহাতে ভাল ফল হয় না।

শিল্প ব্যবহার।

১। গঁদ বা আঠা।—কাঁঠাল হইতে চট্‌চটে ঘন কৃষ্ণবর্ণ গঁদ পাওয়া যায়। এটকিনসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইহার রস, "বার্ড-লাইম" ও সিমেণ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারিষ্ট" পত্রিকায় একবার লিখিত হইয়াছিল যে, কাঁঠালের আঠায় রবারের গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ঘর্ষণে পেন্সিলের দাগ উঠিয়া যায়। কিন্তু এই আঠায়, কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া যোগে ব্যবহারোপযোগী রবার তৈয়ারী হইতে পারে কি না তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

২। রং।—কাঁঠালকাষ্ঠের গুঁড়া ও ফল হইতেও বিভিন্ন স্থানে নানা-বিধ উদ্ভিজ্জ রং তৈয়ারী হইয়া থাকে। তন্মধ্যে হরিদ্রা নীল ও লাল এই ত্রিবিধ রং দেশীয় শিল্পকর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কাঁঠাল কাষ্ঠের গুঁড়া, জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইলে, যে হরিদ্রাভ তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাতে ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ পুরোহিত বা "ফুঙ্গ"দিগের বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে এবং যবদ্বীপে এই রঙ্গের সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা ও ফট্‌কিরী মিশাইয়া পাকা "হলদে রং" তৈয়ার করা হয়। রেশম প্রভৃতিও এই রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের মালদহ জেলায়, কাঁঠাল কাঁষ্ঠের গুঁড়ার সহিত নীল সিদ্ধ করিয়া বস্ত্ররঞ্জনোপযোগী নীল রং তৈয়ারী হইত। ওয়াট সাহেবের গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, মেদিনীপুর জেলার কোন

কোন স্থানে বস্ত্র রঞ্জনার্থে ব্যবসায়ীরা, কাঁচা কাঁঠালের রসের সহিত অচ বৃক্ষের শিকড় সিদ্ধ করিয়া লাল রং তৈয়ারী করে। এই লোহিত বর্ণে পাটও রঞ্জিত হয়। লিয়োটার্ড সাহেবের পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অযোধ্যা প্রদেশে কাঁঠাল বৃক্ষের ছাল সিদ্ধ করিয়া বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা হরিদ্রা রং প্রস্তুত করে।

৩। আঁশ।—এই বৃক্ষের ছাল হইতে এক প্রকার আঁশ পাওয়া যায়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "দড়ী-প্রস্তুত উপযোগী কাঁঠাল-আঁশ একবার ভারতবর্ষ হইতে প্যারিস্ শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল।"

৪। ঔষধ।—চারাগাছের রস—স্ফীতি, বিস্ফোটক প্রভৃতিতে প্রলেপ দিবার রীতি প্রচলিত আছে। কচি পাতার রস, চর্ম্মরোগের ঔষধ; উদরাময় রোগে ইহার শিকড়ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

৫। পালো বা ময়দা।—কাঁঠাল যে পরিমাণে এদেশের লোকে উদরস্থ করেন, তাহার আর পরিচয় দিতে হইবে না। সাহেবেরা এই ফল আস্বাদন করেন না। কিন্তু দেশীয় লোকে এচোড়, সুপক্ক কাঁঠাল ও কাঁঠালবীজ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এই কাঁঠাল বীজ হইতে পালো বা ময়দা বাহির করিতে পারা যায়। বীজ শুষ্ক হইলে উহা কুটিয়া বা গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই কাঁঠালের ময়দা বা পালো প্রস্তুত হইল। "ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারিষ্ট" পত্রে প্রকাশ—ইহাতে অধিক পরিমাণে শ্বেতসার বর্ত্তমান আছে, সুতরাং ইহা বলকারক খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। কুড়িখানি বড় কাঁঠালের বীজ হইতে প্রায় আধমণ পালো বা ময়দা প্রস্তুত হইতে পারে। অম্ল, অজীর্ণ বা স্বাস্থ্যহীন দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ইহা সুপথ্য নহে।

বায়ুযন্ত্র। (WIND MILL)

"বায়ুযন্ত্র" যে কি, তাহা বোধ হয়, অনেকের ধারণা নাই;- কারণ, ইহার ব্যবহার আমাদের দেশে অতি বিরল, এমন কি, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই আজ ইহার বিষয় দু-একটী কথা বলিতে ইচ্ছুক হইলাম।

বায়ুযন্ত্রটী দেখিতে একটী চক্রের ন্যায়—অনেকটা প্রায় ষ্টীমারের চাকার মত, অথবা বৈদ্যুতিক পাখার অনুরূপ। ইহার পাখাগুলি লৌহ-

পাতে প্রস্তুত, এবং ঈষৎ বক্রভাবে স্থাপিত। এই চক্র একটী লৌহ-শলাকার (axle) উপর লম্বমান থাকে, এবং শলাকাটী অপর একটী খর্ব্ব দণ্ডে সমভাবে সংলগ্ন হইয়া একটী সুবৃহৎ লৌহদণ্ডের উপরিভাগে সকেটের (Socket) ভিতর অবস্থিত থাকে, সুতরাং সকলদিকে ঘুরিতে পারে। পাছে কোনদিকে হেলিয়া গিয়া চক্রটী ঘুরিতে বাধা পায়, সেই আশঙ্কায় ঐ দণ্ডটী ওলন দ্বারা একটী ইষ্টকনির্ম্মিত বেদির উপর ঠিক সরলভাবে স্থাপিত করা হয় এবং ইহার অগ্রভাগ হইতে চারিদিকে লৌহের বাঁধন দ্বারা দৃঢ়রূপে জমির উপর আবদ্ধ থাকে। এই চক্রের সহিত শৃঙ্খল দ্বারা একটী নলের ভিতর লৌহদণ্ডের সংযোগ আছে, এবং ইহা এরূপ ভাবে গঠিত যে, যখন বায়ুবেগে এই চক্রটী ঘুরিতে থাকে, তৎসঙ্গে উক্ত লৌহদণ্ডটী সেই নলের ভিতর উঠিতে ও নামিতে থাকে, অর্থাৎ ইহা পম্পের (pump) ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে; এবং এই নলটী যদি কূপের ভিতর নিমজ্জিত থাকে, তাহা হইলে এই চক্রের সাহায্যে আমরা কূপ হইতে অনায়াসেই জল উঠাইতে সক্ষম হই। বায়ুর বেগ যতই প্রবল হইবে এবং ঐ নলের ব্যাসের পরিমাণ যতই অল্প হইবে, এই যন্ত্র দ্বারা জল ততই ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে। যথা—বায়ুর "সাধারণ গতি" (average wind) ধরিলে—অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় বায়ু যদি ১৫।১৬ মাইল করিয়া ধাবিত হয়, তাহা হইলে একটী ৮ ফিট ব্যাস পরিমিত বায়ুযন্ত্রের সাহায্যে ৮ ইঞ্চি নলের দ্বারা জল ৫ ফিট মাত্র উপরে উত্থিত হইবে। কিন্তু যদি নলের ব্যাস সওয়া দু-ইঞ্চি পরিমাণ হয়, তাহা হইলে সেই যন্ত্র দ্বারা প্রায় ১০০ ফুট ঊর্দ্ধে জল উত্থিত করিতে পারা যায়।

ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হইতে পারে যে, যখন বায়ুর বেগ সাধারণ গতি অপেক্ষা অধিক হয়, তখন যন্ত্রটীও অধিক বেগে ঘুরিতে এবং নলের ভিতর লৌহদণ্ডটীও অধিক দ্রুত চলিতে থাকে সুতরাং অধিক-পরিমাণে জলও উঠিতে থাকে, এবং আমরা এই যন্ত্রের সাহায্যে অধিক "কার্য্য" পাইয়া থাকি। এইরূপ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (the maximum amount of work) যাহা ঐ যন্ত্রটী দ্বারা সাধিত হয়, তাহা হইলে বায়ুবেগের তৃতীয় বর্গের অনুপাতে (wind velocity)^3 বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ বায়ুবেগ ১ হইলে কার্য্যকারী ক্ষমতা যদি ১ হয়, তাহা হইলে বায়ুবেগ ২ হইলে ইহার কার্য্যকারী ক্ষমতা ২^3 অথবা ৮ গুণ হইবে। কিন্তু

প্রত্যুতপক্ষে যন্ত্রটী যখন জল উত্তোলন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার কার্য্যকারী ক্ষমতা কেবল বায়ুবেগের উপরই নির্ভর করে। এই বিষয়ে মিঃ মোর্‌ল্যাণ্ড (Mr. H. Moreland I. C. S. the Director of the Department of Land Records and Agriculture in the United Provinces) এবং অন্যান্য বিচক্ষণ ব্যক্তিগণও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বায়ুবেগ অল্প হইলেও যদি চক্রটী ঘুরিতে থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট কার্য্য পাইতে পারি এবং বায়ুবেগ ততোধিক হইলে আমরা উহার সমস্ত ক্ষমতাটুকু কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হই না। সুতরাং বায়ুর কার্য্যকারী ক্ষমতার অধিকাংশ ভাগ অর্থাৎ (বায়ুবেগ) ২ ভাগ বৃথা নষ্ট হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, বায়ুবেগ অধিক হইলে আমরা যদি কোন প্রকার কৌশল করিয়া যন্ত্রের চক্রের সহিত আর একটী পম্প (pump) সংলগ্ন করিয়া দিই, তাহা হইলে এক বায়ুযন্ত্রে এক খরচে দুইটী পম্প চালাইতে পারি, কিম্বা অন্যান্য উপায়ে আমরা ইহার বেগ অপর কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারি। যেমন সানযন্ত্র চালাইতে পারা যায়, গোলাকার করাতের দ্বারা কাষ্ঠ চিরিতে পারা যায়, মাখন তোলা যন্ত্র চালাইতে এবং গো-মহিষাদির জন্য বিচালি প্রভৃতি ইহার সাহায্যে কাটিতে পারা যায়।

এখন দেখা যাউক, ভারতে সকল স্থানে এবং সকল সময়ে এই যন্ত্র চালাইতে পারা যায় কি না? এবং ইহার উপকারিতা কি? প্রথমতঃ ইহা চালাইতে হইলে সাধারণ বায়ুবেগের আবশ্যক, এবং যদিও ভারতের কোন কোন স্থানে—যথা উত্তর ভারতে—বায়ুবেগ এতই অল্প যে, তাহাতে ভালরূপে এই যন্ত্রটী চলে না, তথাপি সমুদ্রের উপকূলে—করাচি হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত এবং ডায়মণ্ড হারবার হইতে নিগাপত্তম পর্য্যন্ত ও দক্ষিণাত্যের প্রায় সকল স্থানে, মহীসূর অধিত্যকায় এবং অপরাপর পার্ব্বতীয় প্রদেশে এই কল জল তুলিবার জন্য সুচারুরূপে ও অতি অল্প ব্যয়ে ব্যবহৃত করিতে পারা যায়। কিন্তু অনেকে বলিতে পারেন, "ঐ সকল উক্ত স্থানেই কি সংবৎসর যাবৎ এক ভাবে বায়ু প্রধাবিত হয়?" তাহার উত্তরে এই বলা যায় যে, বৎসরের প্রায় সকল সময়েই যেরূপ বায়ুবেগ থাকে, তাহাতেই এই যন্ত্রটী বেশ চলিতে পারে, কেবল বর্ষাকালে বায়ুর স্বল্পতা হেতু কলটী ভাল চলে না; এবং গ্রীষ্মকালে ও অন্যান্য সময়ে বায়ু প্রায় এক ভাবেই বহিতে

থাকে। তাহা হইলেই দেখুন, বর্ষাকালে যখন আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রচুর পরিমাণে বিনা ব্যয়ে বৃষ্টিরূপে জল প্রাপ্ত হই, তখন এই কলটীরও চলিবার আবশ্যক করে না এবং গ্রীষ্মকালে যখন আবাদের জন্য অধিক পরিমাণে জলের আবশ্যক, পরম পিতা পরমেশ্বরও সেই সময়ে এই যন্ত্রটী চালাইবার জন্য প্রবল বায়ু দিয়াছেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইতেছে যে, যদি মান্দ্রাজ, দাক্ষিণাত্য, মধ্যপ্রদেশ ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে কৃষিকার্য্যের জন্য বায়ুযন্ত্র ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে বেশ লাভ হইতে পারে। যদিও এই যন্ত্র স্থাপিত করিতে গেলে প্রথমে কিছু অধিক ব্যয় হয়, কিন্তু পরিণামে অবশ্যই আশাতীত ফল লাভ হইয়া থাকে। ইহা স্থাপিত করিতে কি খরচ হয় এবং পরেই বা ইহাতে কি লাভের আশা করা যায়, তাহা নিম্নের তালিকাটী দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

একটী ১৬ ফিট ব্যাস পরিমিত বায়ুযন্ত্র ৪০ ফিট্ উচ্চ দণ্ডে ৮ ইঞ্চি পম্প সহিত কূপের উপর স্থাপিত করিতে হইলে প্রায় ১৫০০ দেড় হাজার টাকা খরচ পড়ে এবং ইহা ভালরূপ চালাইতে হইলে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া তৈল লাগাইতে হয়, তাহার জন্য একটী লোকের আবশ্যক—উহার বেতন মাসে ৫৲ টাকা। ঐ ১৫০০৲ টাকা যদি সুদে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে খাটান যাইত, তাহা হইলে বৎসরে শত করা ৬৲ টাকা হারে সুদ আসিতে পারে। তাহা হইলে বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ৯০৲ টাকা পাওয়া যাইতে পারা যায়—অর্থাৎ প্রতিমাসে ৭৷৷০ + ৫ অর্থাৎ ১২৷৷০ টাকা খরচ পড়ে, এবং অন্যান্য খরচ যদি ধরা যায়, তাহাতে অত্যধিক মাসে ২০৲ টাকা খরচ হইতে পারে। কিন্তু একটী বায়ুযন্ত্রে যে জল তুলিতে পারে, তাহা বলদের সাহায্যে তুলিতে হইলে অন্ততঃ ৩ যোড়া বলদের আবশ্যক হয় এবং তাহাতে মাসে প্রায় ৬০৲ টাকা খরচ পড়ে। তাহা হইলেই দেখুন, একটী বায়ুযন্ত্রে কৃষকের প্রায় মাসে ৪০৲ টাকা খরচ বাঁচিয়া যায়, আর এই কল চালাইবার জন্য কোনরূপ বিশেষ তত্ত্বাবধারণের আবশ্যক করে না, এবং ইহার সাহায্যে কৃষকের অপরাপর কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলরূপে সাধিত হইতে পারে—যথা, বিচালি কাটা, খইল পিষণ ইত্যাদি। এইরূপ ভারতের নানা স্থানে এই কল চালাইলে কৃষকেরা যে আশাতীত উপকৃত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু এক কথা, প্রথমেই বলিয়াছি, এই যন্ত্র স্থাপন করিতে হইলে প্রথমেই অত্যধিক যে ব্যয় হয়, তাহার ভার আমাদের দেশের সংস্থানহীন দুঃখী কৃষকবৃন্দ বহন করিতে যে সমর্থ হইবে, এরূপ আশা কোনক্রমেই করা যাইতে পারে না। তাই বলি, আমাদের সহৃদয় মহানুভব গভর্ণমেণ্ট যদি দেশের দরিদ্র কৃষকগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া স্থানে স্থানে কূপ খনন ও এই প্রকার বায়ুযন্ত্র স্থাপন করিয়া দেন এবং পরে লাভ হইলে সেই খরচের টাকা প্রতিগ্রহণ করিয়া লইতে পারেন কিম্বা আমাদের দেশের ধনকুবের জমীদার, রাজা, মহারাজগণ যদি পদাশ্রিত কৃষি-কার্য্যোপজীবী দীন-হীন প্রজাদের উন্নতি এবং অনাবৃষ্টি হেতু দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের আয়ত্তাধীন দেশসমূহে স্থানে স্থানে এই যন্ত্র স্থাপন করিয়া দেন, তাহা হইলে বড় ভাল কাজ করা হয়।

কলিকাতার ঘৃত সমিতি।

গত ২৫শে নভেম্বর (১৯১১ সাল) The Statesman সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে,—

Lard from Snakes used for adulterating Ghee.

A remarkable revelation was recently made in the course of hearing of a civil suit in the court of the Subordinate Judge of Hooghly. One of the parties, a Mahomedan Tallow merchant of Tiretta Bazar, produced his Khata book which among other things contained an item that Rs. 500 had been paid for the purchase of Snakes from the Nepal frontier. It was ascertained on enquiry that the snakes were purchased for the purpose of Lard, being extracted from them by boiling, to be used in adulterating Ghee used for human consumption.

ইহার বাঙ্গালা অর্থ নানাবিধ মন্তব্যের সহিত সম্পাদক মহাশয়েরা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

বঙ্গবাসী—(১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল, ২রা ডিসেম্বর, ১৯১১) লিখিয়াছেন,—

ভয়ঙ্কর সংবাদ।—হুগলীর সব জজ আদালতে সম্প্রতি এক মোকদ্দমার একপক্ষে ছিলেন এক মুসলমান সদাগর। মামলাসূত্রে এজলাসে ইহাঁকে খাতাপত্রও পেশ করিতে হইয়াছিল। এই খাতার এক স্থানে ইনি নেপাল হইতে নানারূপ সর্প খরিদ ব্যাপারে পাঁচ শত টাকা খরচ লিখিয়াছেন। তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে, এই সব সাপ সিদ্ধ করিয়া চর্ব্বি বাহির করা হইয়াছে; ঘৃতে ভেজাল দিবার জন্যই এই চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিব! সত্যই কি ইদানীং এমনই বীভৎস কাণ্ড হইতেছে?

সঞ্জীবনী।—(১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩১৮, ইং ৩০শে নভেম্বর, ১৯১১) লিখিয়াছেন,—

ঘৃতে সাপের চর্ব্বি।—কলিকাতার টিরেটীবাজারে একজন মুসলমান চর্ব্বির ব্যবসায় করে। তাহার বাড়ী হুগলী জেলায়। কোন মোকদ্দমায় তাহার খাতা-পত্র আদালতে দাখিল করিতে হইয়াছিল। সেই খাতায় লেখা আছে যে, সে ৫০০৲ টাকার সাপ নেপাল হইতে আনিয়াছিল। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, সে সেই সাপ গরমজলে ডুবাইয়া তাহা হইতে চর্ব্বি বাহির করিত এবং ঘৃতের সঙ্গে চর্ব্বি মিশাইয়া বিক্রয় করিত। অতঃপর কলিকাতার ঘি খাওয়া পরিত্যাগ করিতে সকলেরই ইচ্ছা হইবে। সাপ, ব্যাঙ, ইন্দুর কত জিনিষের চর্ব্বিই যে ঘির সঙ্গে খাইতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বসুমতী।—(১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮) লিখিয়াছেন, "খাবার ঘীয়ে সাপের চর্ব্বি।

হুগলীর দেওয়ানী আদালতে সম্প্রতি একটি অদ্ভুত রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। একবারে হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়াছে।—কোনও একটি মামলায় কলিকাতার টেরিটীবাজারের চর্ব্বীব্যবসায়ী একজন মুসলমান পক্ষভুক্ত ছিল। অত্যন্ত আবশ্যক হওয়াতে মুসলমানটি তাহার খাতাপত্র আদালতে পেশ করিতে বাধ্য হয়। হিসাবের পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা গেল, একস্থানে লেখা রহিয়াছে,—"নেপাল সীমান্তের সর্পক্রয়ের নিমিত্ত খরচ ৫০০৲ টাকা।" এই অদ্ভুত সর্পক্রয়-রহস্যের মীমাংসা করিতে গিয়া সকলে

জানিতে পারিল,—ব্যবসায়ী নেপাল-তরাই হইতে ময়াল-সাপ কিনিয়া আনিয়া তাহা হইতে চর্ব্বি বাহির করে। সেই অজগরের চর্ব্বি ঘীয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে!!—মুসলমান ব্যবসায়ী স্বীকার করিয়াছে, সাপগুলি সিদ্ধ করিয়া সে তাহা হইতে চর্ব্বি বাহির করিয়া লয়, এবং সেই ভুজঙ্গবসা ঘৃতে মিশ্রিত হয়। কি সর্ব্বনাশ! গবর্ণমেণ্ট আর কবে আইন করিবেন? মরা সাপ্ পর্য্যন্ত হিঁদুর পেটে যাইতেছে। হায় ভাগ্য!

নায়ক।—হইতে কাটোয়ার প্রস্থনে উদ্ধৃত (১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সাল)

সাপের চর্ব্বি।—দিন কতক হইল, একদিন একটা দেওয়ানী মামলায় এক ব্যবসায়ীর খাতা-পত্র আদালতে হাজির করা হয়। ঐ খাতা-পত্র হইতে জানা যায় যে, লোকটী নেপালের জঙ্গল হইতে সাপ আনাইবার জন্য ৭০০৲ টাকা খরচ করিয়াছেন। ঐ মামলাতেই প্রকাশ পায় যে, সাপগুলি সিদ্ধ করিয়া চর্ব্বি বাহির করা হয়। সাপের চর্ব্বি দেখিতে, স্বাদে ও গন্ধে ঠিক ঘীয়ের মত। এমন কি, সাপের চর্ব্বিতে খাঁটি ঘীয়ের অপেক্ষা সুন্দর দানা বাঁধে। সেইজন্য সাপের চর্ব্বি ঘীয়ে মিশাইলে সহজে ধরিবার যো নাই। এই ঘটনার কথা লইয়া নায়কে এবং অন্যান্য খবরের কাগজে দিন কতক বেশ আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু খবরের কাগজের আন্দোলনের ফল চিরদিন যাহা হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। দিন কতক পরে লোকে একথা ভুলিয়া গেল। ঘীয়ে সাপের চর্ব্বি মিশানোর কথা প্রকাশ পাওয়াতেও লোকে ঘী খাওয়া বন্ধ করে নাই এবং ঘীয়ের ব্যবসাদারেরাও যে ঘীয়ে সাপের চর্ব্বি ভেজাল মিশানো বন্ধ করিয়াছে এ কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। সুতরাং ঘী বলিয়া যাহা খাওয়া যায়, তাহা যে নেপালী সাপের চর্ব্বি নহে, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। ঘীয়ে যে সাপের চর্ব্বি মিশানো বন্ধ হয় নাই, তাহার এক প্রমাণ এই যে, সম্প্রতি আর একটি মামলায় ব্যবসাদারের খাতাপত্রে নেপালী সাপ কেনার দরুণ পাঁচশত টাকা খরচ ধরা পড়িয়াছে। এই ঘটনাটি হুগলীর সবজজ আদালতে প্রকাশ পাইয়াছে। একটি দেওয়ানী মামলার শুনানির সময় পক্ষগণের মধ্যে একজন—টিরেটা বাজারের এক মুসলমান চর্ব্বি-বিক্রেতা—আদালতে তাহার খাতাপত্র হাজির করে। উহাতে অন্যান্য হিসাবের মধ্যে লেখা আছে,

নেপালের সীমান্ত প্রদেশ হইতে নানাজাতীয় সর্প আমদানী করিবার জন্য লোকটী ৫০০৲ টাকা খরচ করিয়াছে। তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, সাপগুলি সিদ্ধ করিয়া উহা হইতে চর্ব্বি বাহির করিবার জন্য ঐগুলি কেনা হইয়াছিল। ঐ চর্ব্বি ঘীয়ে মিশান হয় এবং তাহাই মানুষের উদরস্থ হয়।

মেদিনী বান্ধব।—১৩১৮।১৮ই অগ্রহায়ণ, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯১১ সাল।

ঘৃতে সাপের চর্ব্বি ঃ—হুগলির সবজজ আদালতে কোন দেওয়ানি বিচার-কালে এই অদ্ভুত সংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার টিরাটা বাজারের জনৈক মুসলমান চর্ব্বির ব্যবসা করে। কোন মোকর্দ্দমায় উক্ত চর্ব্বি-ব্যবসায়ীর জমাখরচের খাতা দাখিল করিতে হইয়াছিল। ঐ খাতায় অন্যান্য খরচের মধ্যে নেপালিদিগের নিকট হইতে নানাপ্রকারের সর্প-ক্রয় জন্য পাঁচ শত টাকা খরচ লেখা আছে। পরে বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ঐ সকল সর্প সিদ্ধ করিয়া চর্ব্বি বাহির করা হয় এবং ঐ চর্ব্বি ঘৃতের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। আজকাল চর্ব্বি-মিশ্রিত ঘৃত দেশের সর্ব্বত্রই কম মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এইরূপ মিশ্রিত ঘৃতের সহিত আমরা যে প্রতিনিয়তই সাপ, বেঙ, কুকুর, শেয়াল ও গোরু-শোয়ারের চর্ব্বি উদরসাৎ করিতেছি এবং সুধা ভ্রমে বিষ খাইয়া শরীর, স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম নষ্ট করিতেছি, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। অতঃপর বাজারের ঘি খাওয়া পরিত্যাগ করা ব্যতীত অন্য উপায় আর কি আছে ইত্যাদি অনেক সংবাদপত্রে ঐরূপ লেখা হইয়াছে।

আমরাও প্রথম প্রথম "ঘৃতে ভেজাল" দিয়াছে শুনিলেই সমগ্র ঘৃত-ব্যবসায়ীদিগকে দোষী সাব্যস্থ করিতাম। এমন কি, তাঁহারা গঙ্গাজল ও নারায়ণ হস্তে করিয়া যদি বলিতেন, মহাশয়, আমরা দোষী নহি, তবুও সে কথায় বিশ্বাস করিতাম না। পরিশেষে এ বিষয়ের কারণ অনুসন্ধানে জানিয়াছি, বাস্তবিক ঘৃত ব্যবসায়ীদিগের প্রকৃত কোন দোষ নাই; তাহা আমরা ১৩১৭ সালের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা মহাজন-বন্ধুতে বলিয়াছি। এ স্থানে আরও কিছু বলিতেছি এবং ক্রমান্বয় এ বিষয়ে আমাদের অনেক কথা বলিতে হইবে।

সহযোগীদিগের ঐরূপ লেখার ফলে এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে এই কুসংস্কার দাঁড়াইয়া যায় যে, ঘৃত মাত্রেই চর্ব্বি-মিশ্রিত।

অপ্রকৃত ঘৃত-বিক্রেতারা "তেল ও চর্ব্বির" লাইসেন্স লইয়া কারবার করেন। তেল ও চর্ব্বি বহুবিধ শিল্পে প্রয়োজন হয়, কাজেই তেল ও চর্ব্বি ব্যবসায় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর বন্ধ করিতে পারেন না, একারণ ইহাঁদের কারখানায় কৃত্রিম ঘৃত প্রস্তুত হইলেও মিউনিসিপ্যালিটির ফুড-ইনস্পেক্টার মহাশয়েরা তাহা ধরিতে পারেন না। কারণ তাহা ধরিলে, তাঁহারা উহাকে তখন ঘৃত বলিবেন না, তেল ও চর্ব্বি বলিয়াই প্রমাণ করাইবেন। অতএব ইহাঁরা কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির বুকের উপর বসিয়া "ফুড য়্যাডলটারেসন" আইনকে রম্ভা দেখাইয়া থাকেন। পরন্তু ইহাঁদের কারখানার তেল ও চর্ব্বি মিশ্রিত ঘৃত কলিকাতার কোন মুদীর দোকানে বিক্রয় হয় না। এই সকল কারখানা ট্রেটিবাজার, মাণিকতলা প্রভৃতি স্থানে অনেক আছে তাহা ফুড্ ইন্স্পেক্টরেরা জানেন। ইহাঁদের কারখানার ঘৃত বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় প্রচুর পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। কারণ মিউনিসিপ্যালিটির "মিশ্র খাদ্য" আইনটি কেবল কলিকাতা সহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কাজেই উক্ত ঘৃত মফঃস্বলে বিক্রয় হইলে আর কাহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হয় না; তথায় নিরাপদে ঘৃতের মূল্যে উহা বিক্রয় হয়। এই কারণ "প্রকৃত ঘৃত-ব্যবসায়ী"দিগের ঘৃত বিক্রয়ও কমিয়া গিয়াছে।

আমরা যখনই ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে হুগলীর জজ আদালতে সাপের চর্ব্বির ঘৃতের কথা পড়িলাম, তৎক্ষণাৎ আমরা লোক পাঠাইয়া অনুসন্ধানে জানিলাম, তথায় কোন "প্রকৃত ঘৃত ব্যবসায়ীর" সম্বন্ধে কিছুই হয় নাই। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির খাদ্য-পরীক্ষক ডাক্তারেরা "অপ্রকৃত" ঘৃত ব্যবসায়ীর কিছুই করিতে পারেন না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা তেল চর্ব্বির লাইসেন্স ধারণ করে। হুগলীর সাপের চর্ব্বির ঘটনার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, ঐ শ্রেণীর ব্যবসায়ী-দিগেকে ফুড-ইনস্পেক্টরেরা কখনও ধরিয়াছেন কি? যদি তাঁহারা আদালতে বলিয়া থাকেন যে, সাপের চর্ব্বি দ্বারা ঘৃত হয়, তাহা হইলে সে ঘৃত কলিকাতার ফুড-ইনস্‌পেক্টারেরা ধরিতেছেন না কেন? ইহাঁরা "প্রকৃত ঘৃত ব্যবসায়ীকে" ধরিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের দণ্ড করাইয়া থাকেন। এই দণ্ডের জন্য "অনেক প্রকৃত ঘৃত ব্যবসায়ীও" স্ব স্ব দোকানে সাইন বোর্ডে লিখিয়া দিয়াছেন যে, "এই দোকানে মিশ্র ঘৃত বিক্রয় হয়।"

সম্প্রতি সুবিখ্যাত ঘৃত-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত লালচাঁদ, সিউকরণ বাবুর আড়ত হইতে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ফুড-ইনস্‌পেক্টার ঘৃত লইয়া গিয়াছিলেন। মকর্দ্দমায় মিউনিসিপ্যালিটির কেমিষ্ট্রীর ডাক্তার বলিলেন, ইহা ১১. পারসেণ্ট অডালটারেটেড ঘী। তাহা শুনিয়া শ্রীযুক্ত লালচাঁদ, সিউকরণ বাবুর ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "১১. পারসেণ্ট সেটা কি জিনিষ?"

উত্তরে—"আমি জানি না।" প্রশ্ন।—"ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোয়ালিটি কি প্রকার?"

উত্তরে—"তিনি একখানি পুস্তক * ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এই পুস্তকের মতানুসারে লণ্ডনের মাখম বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা এখানে ঘৃত বিশ্লেষণ করি এবং ঐ পুস্তকের লিখিত মাখমের ষ্ট্যাণ্ডার্ড হইল এখানকার ঘৃত পরীক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, যখন ভারতবর্ষে ১০০ ক্রোশের মধ্যে ঘৃতের ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভেদ হয়, তখন লণ্ডনের মাখমের সঙ্গে ভারতবর্ষ-জাত মাখমের কিংবা ঘৃতের কিরূপ প্রভেদ হইতে পারে তাহা সাধারণকে তাঁহারা বুঝাইয়া দিবেন কি?"

G. I. P. Railway বুণ্ডেলখণ্ডের বহু স্থানে গরু, মহিষ, ছাগল ও মেষ এই চতুর্বিধ জন্তুর দুগ্ধ একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ঘৃত উৎপন্ন হয় এবং E. I. Railwayর অনেক স্থানে ঐ চতুর্ব্বিধ জন্তুর কাঁচা দুধ একত্র করিয়া জমাইয়া (দধি) মাখম তুলিয়া ঘৃত করা হয়। এস্থলে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল ঘৃতের এনালাইজ কিরূপ ষ্ট্যাণ্ডার্ড দেখিয়া উহাতে কত পারসেণ্ট খাদ বা ফরেন ফ্যাট আছে, তাহা বাহির করা হয়? পরন্তু আমাদের দেশের সংবাদ-পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা এই ফরেনফ্যাটের বাঙ্গালা করিয়া থাকেন—চর্ব্বি। বাস্তবিক ইহা চর্ব্বি নহে। উহাকে যদি বিজাতীয় চর্ব্বি বলা হয়, তাহা হইলে ঘৃতকে জাতীয় চর্ব্বি বলা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ জাতীয় চর্ব্বিতে বিজাতীয় চর্ব্বি মিশ্রিত না বলিলে সম্পাদক মহাশয়দিগের মত "ফরেন ফ্যাটের" অর্থ বিজাতীয় চর্ব্বি হইতে পারে না। এস্থলে কিন্তু ফরেন ফ্যাটের অর্থ তাহা নহে। গব্যঘৃতে যদি মহিষের ঘৃত মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলেও কেমিষ্ট্রীর মতে তাহা ফরেন ফ্যাট হইয়া থাকে। আমাদের দেশের সংবাদ-পত্র-সম্পাদক মহাশয়েরা যুক্তিসঙ্গত কথা প্রচারে মনোযোগী হইবেন, নতুবা

* Wright and Mitchell's book on Chemical Annalysis.

ইহার বিহিত ব্যবস্থা না করিলে সর্ব্বসাধারণের মন হইতে যথার্থ ঘৃত যে চর্ব্বিমিশ্রিত নহে, এ কথা বুঝান সহজ হইবে না।

E. I. Railway and G. I. P. Railway and O. R. R. রেলওয়ের ৭০০ ক্রোশের চতুর্দ্দিকের ঘৃত কলিকাতা সহরে আমদানী হয়। ঐ সকল দেশের অবস্থানুসারে পশুরা খাদ্য পাইয়া থাকে—কোথাও শুষ্ক ঘাস, কোথাও কাঁচা ঘাস, কোথাও কার্পাসবীজ, কোথাও বাব্‌লার শুটী, কোথাও খইল ইত্যাদি। প্রকৃত ঘৃত-ব্যবসায়ী মহাজনদিগের বিশ্বাস, ঐ সকল বিভিন্ন খাদ্যের জন্যই ঘৃতে বর্ণাদিতে ইতরবিশেষ হয় এবং সেই কারণেই কলিকাতার বাজারে ৭, ৮, টাকা মণ দর কম বেশী হইয়া থাকে। এখন আমরা কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ঘৃত-বিশ্লেষণকারী ডাক্তার মহাশয়-দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, ঐ সমস্ত বিভিন্ন মোকামের ঘৃতের ষ্ট্যাণ্ডার্ড তাঁহারা কি রাখিয়াছেন?

আমরা কলিকাতার ফুড ইনস্পেক্টার মহাশয়দিগের মুখেই শুনিতে পাই, অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর, শ্রী, ভাদুয়া, কানাইলাল, পাতিরাম, নান্নুমলট্রেড বলদেববদ্রি, ছেদীলাল প্রভৃতি বহুবিধ মার্কার ঘৃত ষ্টেশণ এটোয়া, সেকোয়া-বাদ, ফির্জাবাদ, হাতরস, খুর্জা প্রভৃতি মোকাম হইতে কলিকাতায় যাহা আমদানী হয়, তাহা 'এনালিসিসে প্রায় খাঁটি হইয়া থাকে। আমরা এস্থলে কলিকাতার পত্র-সম্পাদক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই খাঁটি সংবাদটি তাঁহারা কখনও পত্রস্থ করিয়াছেন কি? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, "গোরক্ত এবং গোদুগ্ধ" একবিধ দ্রব্য। এখন ক্রমাগত ঐ কথা প্রচার করিয়া একটি সুপুষ্ট খাদ্যদ্রব্যের উপর দেশের লোকের অভক্তি জন্মান কি যুক্তিসঙ্গত? আমাদের দেশের পত্র-সম্পাদক মহাশয়েরা ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ঘৃত বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত আমাদের কথা যতদিন না তাঁহারা প্রচার করিবেন, ততদিন এ বিষয়ের ভদ্রস্থ নাই। অবশ্য অপ্রকৃত ঘৃতের সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা ইচ্ছা প্রচার করুন, কিন্তু প্রকৃত ঘৃত-ব্যবসায়ীকে রক্ষা করিয়া তাহা বলিলে ভাল হয় না কি?

আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি, G. I. P. রেলওয়ের বুণ্ডেলখণ্ডের ঝান্‌সী, সাগর, কোঁচ, বাঁধা, হরপালপুর, চরখারি, দামো প্রভৃতি মোকামের ঘৃত গরু, মহিষ, ছাগল ও মেষের দুগ্ধ একত্র মিশাইয়া তৈয়ারী হয় এবং সেই কারণেই ঐ সকল স্থানের ঘৃত কলিকাতার

বাজারে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত মার্কার ঘৃতাপেক্ষা ৭, ৮, টাকা মণ কম দরে বিক্রয় হয়, কিন্তু আমরা কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ঘৃত-পরীক্ষক ডাক্তার মহাশয়দিগকে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ইহার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের কি রাখিয়া থাকেন? এবং ঐ উভয় স্থলের ঘৃতের ট্যাণ্ডার্ডে কিরূপ প্রভেদ তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন কি?

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যাপার জ্ঞাত করান না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সংবাদ-পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা "প্রকৃত ঘৃত" ব্যবসায়ীকেও ঘৃণার চক্ষেই দেখিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল বিষয়ের যদি কেহ প্রমাণ চাহেন, কলি-কাতার ঘৃত-সমিতির মেম্বরেরা সর্ব্বদাই প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহারা আসুন, আমরা তাঁহাদের উত্তর পশ্চিম ভারতের ঘৃত উৎপন্ন স্থানে লইয়া গিয়া সমস্ত দেখাইয়া দিতেছি যে, "প্রকৃত ঘৃত" এখনো ভারতে আছে এবং যতদিন হিন্দুরা থাকিবেন, ততদিন থাকিবে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে সকল স্থানে ঘৃত উৎপন্ন হয়, সে সকল স্থানে আইন নাই। আমরা ঐ সকল স্থানে দেখিতে পাই, প্রথমে ঘৃত-উৎপন্নকারী কৃষাণের গৃহে ঘৃত তৈয়ারী হয়, তৎপরে ঐদেশীয় দ্বিতীয় ব্যক্তিরা উহাকে মোকামে আমদানী করে, ইহাঁদের নিকট কলিকাতার দোকানদার মহাজন এবং ব্যাপারীরা ঘৃত ক্রয় করেন। সে সময় কেমিষ্ট্রী এনালাইজের কোন হাঙ্গামা নাই। এ আইন কেবল কলিকাতায় সীমা-বদ্ধ। কৈ, এ বিষয় পত্র-সম্পাদক মহাশয়েরা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে এই স-সীম আইনটি সর্ব্বস্থানে চালাইবার জন্য কিছু বলিয়া থাকেন কি?

প্রকৃত ঘৃতের মহাজনেরা বলেন, উত্তর পশ্চিম ভারত হইতে বঙ্গদেশে প্রতিবর্ষে প্রায় ৪ লক্ষ মণ ঘৃত গড়ে আমদানী হয়। তজ্জন্য ঐ সকল স্থানে রাসায়নিক ডাক্তার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ঘৃত পরীক্ষা করিয়া দিউন না, তাহাতে তাঁহারা মণকরা ১৲ টাকা পরীক্ষা ফিঃ দিতে প্রস্তুত আছেন। যদি কেহ বলেন, উক্ত পরীক্ষার পর যদি মহাজনেরা ঘৃতে ভেজাল দেয়, তাহার কি হইবে? উত্তরে ঘৃত সমিতি বলেন, "তাঁহারা প্রত্যেক চালানে সেই ঘৃতের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সিলযুক্ত নমুনা গ্রহণ করিবেন এবং তদন্তকালে তাহা বাহির করিয়া প্রমাণ করিবেন। তাহাতে মন্দ হইলে দণ্ড লইবেন।

চর্ব্বির ঘৃত যাহা হয়, তাহার কারখানা কলিকাতায়। ঘৃতের মহাজনদিগের কারখানা কলিকাতায় নাই। পরন্তু চর্ব্বির কারখানার সহিত ইহাঁদের খাতা-পত্রের কোন সংস্রব নাই, তাহা আমরা জানি এবং এ বিষয় কলিকাতার ফুড-ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়েরাও অবগত আছেন।

ফলে পত্র-সম্পাদক মহাশয়দের জানা উচিত, "প্রকৃত ঘৃতের মহাজনেরা" ঘৃতে চর্ব্বি মিশান সম্বন্ধে নির্দ্দোষী, এমন কি, তাঁহাদের অনেকে উপদেশ দেন, আপনারা ঘৃতের দোকানে "মিশ্র চর্ব্বি ইত্যাদির ঘৃত" বিক্রয় হয় বলিয়া সাইনবোর্ড দিউন, তাহা হইলে আপনারা ইংরাজ আইনানুসারে নির্দ্দোষী হইবেন, দণ্ড লাগিবে না। ইহা শুনিয়া ইহাঁরা মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত বলেন, "হা ভারত! হা ধর্ম্ম! হায় ইংরাজের ঘৃত আইন! শেষে আমাদের ধর্ম্ম যাইবে, আমাদের প্রাণের কথা কেহই বুঝিল না; না মহাশয়! ঘৃতের কাজ ছাড়িব, তবু ধর্ম্ম দিব না।" আমরা জানি, এই শ্রেণীর "প্রকৃত ঘৃত" ব্যবসায়ী হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী মহাজনেরা নৈষ্ঠিক হিন্দু, ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিলে, তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। দেশের লোক এবং আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর "প্রকৃত ঘৃত ব্যবসায়ীকে" রক্ষা করুন, নতুবা ভারতবর্ষ হইতে একটি পুষ্টিকর পবিত্র খাদ্য চিরদিনের মত দেশত্যাগ করিবে, এবং আমাদের পরবর্ত্তী সামাজিকেরা আসিয়া ইহাঁদের চক্ষের জলে তখন তর্পণ করিবে নিশ্চিত। কলিকাতার ঘৃত-সমিতি এজন্য নিশ্চেষ্ট নহেন; আগামী মাসে তাহা বলিব।

সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারের দোকান।

Old and famous Jeweller Late Seetal Prosad Shaha & Sons.

হাল্কী ওজন, ভড়ক সহি উত্তম গঠন, বিবাহাদির সর্ব্ববিধ সেটমত স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কার সকল সময়ে প্রস্তুত থাকে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ পার্শেলে অলঙ্কার প্রেরিত হয়। অলঙ্কার নির্ম্মাণার্থ যতটুকু পাইন প্রয়োজন, তদতিরিক্ত পাইন ব্যবহার করা হয় না। পুরাতন স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কার খরিদ করা হয়। সোণারূপা দাদন করিলে যথাসময়ে অলঙ্কার গঠন করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীরামশরণ সাহা।

মেদিনীপুর, কোতবাজার (বি, এন, আর)।

মহাজন-সখা।

ব্যবসা শিখিবার চূড়ান্ত পুস্তক। আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের পুস্তক বাহির হয় নাই। ব্যবসা করিতে হইলে যে যে বিষয়ের শিখিবার ও বুঝিবার দরকার, তাহা এই পুস্তকে আছে। ব্যবসায়ের কূটতত্ত্ব বা ঘাঁত কেহ প্রাণ খুলিয়া বলে না বা শিক্ষা দেয় না। আমরা সেই সকল বিষয় ইহাতে খুলিয়া লিখিলাম। আমরা ব্যবসা-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া যাহা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই এই পুস্তকে লিখিয়াছি। নূতন ও পুরাতন ব্যবসায়ীদের পঞ্জিকার ন্যায় একখানি করিয়া রাখা উচিত। যাঁহারা মূলধন অভাবে চাকরি করিতেছেন,—তাঁহাদের এই পুস্তকখানি খরিদ করা খুব কর্ত্তব্য। ইহাতে এমন অনেক বিষয় লেখা আছে যাহাতে সামান্য মূলধনে ৩০ দিনে ৩০৲ ত্রিশ টাকা রোজগার হইবে। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে :—

প্রথম বিভাগ।—(১) ব্যবসার কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়। (২) দোকানদারী ও মালিকের কর্ত্তব্য বিষয়। (৩) খরিদ্দারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়। (৪) মহাজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়। (৫) বাজারে ক্রেডিট কিরূপে রাখিতে হয়। (৬) হুণ্ডী কি? (৭) দোকানের মালিকের প্রত্যহ কর্ত্তব্যকর্ম্ম। (৮) মোকামী গোমস্তাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। দ্বিতীয় বিভাগ—ব্যবসায়ে প্রকার ভেদ, যথা :—(১) মুদিখানা দোকান। (২) গোলদারী দোকান। (৩) বাঁদী কারবার। (৪) আড়তদারী কারবার। (৫) পাইকারী ও চালানী কাজ। (৬) রোকড়ের কাজ ও সুদি কাজ। (৭) আউতি সওদার কাজ। (৮) দালালী কার্য্য। (৯) শিল্প-কার্য্য ও কলকারখানা। (১০) পেটেণ্ট জিনিসের কার্য্য। (১১) কৃষি-কার্য্য। (১২) পানের ব্যবসা। (১৩) লোহার দোকান। (১৪) মনিহারী দোকান। তৃতীয় বিভাগ—(১) রেলের মালের বিবরণ। (২) নিয়মাবলি। (৩) কোন্ মাল কি ক্লাসে যায়। (৫) Special class goods. (৬) মাইল-এজ রেট। (৭) পুরা গাড়ির রেট। চতুর্থ বিভাগ—১ কাটরা মাল। ২ ঘৃত, তৈল, গুড়, চিনি প্রভৃতি। ৩ মসলা। ৪ পিতল কাঁসার জিনিস। ৫ পশমী জিনিস। ৬ সুগন্ধি জিনিস। ৭ সর্ব্বরকম জিনিসের মোটামুটী বিবরণ। পঞ্চম বিভাগ—মোকামের বিবরণ, তথায় যাইবার ভাড়া, ওজন, নওয়ালী এবং আড়তদারীদিগের নাম ও ঠিকানা প্রভৃতি। আমরা প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে একখানি খরিদ করিতে অনুরোধ করি। কারণ পুস্তকের কাট্‌তি যেরূপ, তাহাতে শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ, পোষ্ট লক্ষ্মীসরাই, জেলা মুঙ্গের।

কেশরঞ্জনই প্রথম পথপ্রদর্শক।

কারণ কি বলুন দেখি? যখন বাজারে কেশরঞ্জনের ন্যায় কোন সুগন্ধি ও ভেষজ-গুণান্বিত কেশতৈল ছিল না, তখন ইহা আবির্ভূত হইয়া, বিশ বৎসরের উপর ধরিয়া নরনারীর সেবা করিয়া আসিতেছে। এখন হইয়াছে অনেক, হইবেও অনেক, কিন্তু গুণের জন্য আজও ইহার সমাদর যথেষ্ট বর্দ্ধিত।

কারণ কি বলুন দেখি? মস্তিষ্কের উষ্ণতা নিবারণ করিতে—বাতপিত্ত প্রকোপ জন্য হাত পা জ্বালা নিবারণ করিতে, ক্লান্ত মস্তিষ্ককে সবল ও কর্ম্মক্ষম করিতে, সুনিদ্রা আনয়ন করিতে, কেশরাশি মসৃণ, কোমল ও সুচিক্কণ করিতে, ইহা একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসভোগ।

কারণ কি বলুন দেখি? ভারতের রমণীগণ লক্ষ্মীরূপিণী। তাঁহারা যাহাকে তাঁহাদের অঙ্গবিলাস, কেশরাগ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন—এ দীর্ঘকাল ধরিয়া যাঁহারা কেশরঞ্জনের পক্ষপাতী, তাঁহাদের কৃপানেত্রে পড়িয়াই কেশরঞ্জন এত মহিমান্বিত, এত গৌরব-গর্ব্ব-স্ফীত। কারণ ত শুনিলেন। এখন ব্যবহার করিয়া দেখুন।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।
তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ॥৶০ এগার আনা।
ডজন ৯৲ নয় টাকা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

শ্বাসারিষ্ট।

ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্বাস, কাস এবং তজ্জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বক্ষোমধ্যে ভার ও আকর্ষণবোধ, মুখমণ্ডল ফিকা ও ধূম্রবর্ণ, সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম, হস্তপদাদির শীতলতা, শ্লেষ্মসহ রক্ত দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রব সকল নিশ্চয়রূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। শ্বাসের প্রবল বেগকালে ইহা একবার মাত্র সেবন করিলেই তৎক্ষণাৎ সকল যন্ত্রণার উপশম হয়।

এক শিশি ঔষধ ও এক কৌটা বটিকার মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।৶০ সাত আনা।

ক্ষতারি তৈল।

এই মহৌষধ ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, ঘুরঘুরে, অর্শঃ ও ভগন্দর-ক্ষত, পারাজনিত ক্ষত ও শোথ প্রভৃতি অন্যান্য দুঃসাধ্য ক্ষত এবং বালকদিগের খোষ, পাচড়া প্রভৃতি সত্বর আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ৸০ বার আনা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং ... ।/০ পাঁচ আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যোল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

কলিকাতাস্থ ঘৃতব্যবসায়ী সমিতির মন্তব্য।

ঘৃতে সাপের চর্ব্বির কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কতকগুলি সংবাদ-পত্র সাপের চর্ব্বী ঘৃতে মিশ্রিত হয় বলিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমরা হুগলী কোর্টে তদন্তে জানিয়াছি।

এই মিথ্যা সংবাদ আমরা গত ২৫শে নভেম্বরের Statesman পত্রে সর্ব্ব প্রথম দৃষ্টি করি। উহাতে লেখা হইয়াছে, সাপের চর্ব্বী ঘীয়ে মিশান সম্বন্ধে সম্প্রতি একটা ভয়ঙ্কর জনরব হুগলীর সবজজ আদালত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার শুনানীর সময় ট্রেটী-বাজারের জনৈক মুসলমান চর্ব্বীবিক্রেতা মহাজন খাতা দাখিল করে, সেই খাতায় "নেপাল তরাই হইতে সাপ খরিদ" বাবদে ৫০০৲ টাকা খরচ লেখা ছিল। তাহাতে সাধারণ লোকের মনে এই ধারণা জন্মে যে, ঐ সাপের চর্ব্বী বাহির করিয়া, মানুষের খাবার ঘীয়ে মিশান হয়। ইহাই হইল ষ্টেটস্‌ম্যানপত্রের মোটামুটি গুজব সংবাদ। কিন্তু বঙ্গদেশে কোন সংবাদ-পত্রই উক্ত সংবাদকে A Remarkable revelation অর্থাৎ ভয়ঙ্কর গুজব বলিয়া ভাষান্তরিত করে নাই। "ঘৃত" এবং "চর্ব্বী" দুই শ্রেণীর মহাজন এই সহরে আছেন, এ কথাও বঙ্গদেশের সম্পাদকেরা প্রকাশ করেন নাই; বাঙ্গালার সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরা "ঘীয়ে সাপের চর্ব্বী" এই মিথ্যা কথা রটাইয়া সর্ব্বসাধারণের মনে কুসংস্কার জন্মাইয়া দিতেছেন। এই হেতু কলিকাতার ঘৃত মার্চ্চেণ্ট এসোসিয়েসনের সভাপতি মহাশয় স্থির করিয়া-ছেন যে, ঐ অমূলক সংবাদ যাহাতে আর প্রচার না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এই জন্যই ঘৃত-সমিতি সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন যে, আমরা উত্তর পশ্চিম ভারতজাত অবিকৃত ঘৃত কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকি, এমন কি, কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটিও আমাদের ঘৃতকে চর্ব্বীমিশ্রিত ঘৃত কস্মিনকালেও বলেন নাই। (Adulterate) য়্যাডল-

টারেট্ অথবা (Foreign fat) ফরেন ফ্যাট্ এই দুইটী শব্দ যাহা আমাদের ভারতের উত্তর-পশ্চিমজাত ঘৃত সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটির কেমেষ্ট্রীর ডাক্তার মহাশয়েরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার মানে—চর্ব্বী নহে। মহিষের দুগ্ধ এবং গো-দুগ্ধ একত্রে মিশাইয়া তাহার মাখন হইতে ঘৃত তৈয়ারী করিলে রাসায়নিক বিজ্ঞান মতে উহাকে "ফরেন ফ্যাট" বলা হয়। ইংরাজীতে মরাজন্তুর তরল চর্ব্বীকে Lard বলে এবং মরা-জন্তুর গাঢ় (বসা) চর্ব্বীকে Tallow বলে। পরন্তু জীবিত জন্তুর স্নৈহিক-পদার্থকে Fat বলে। যেমন মোটা মানুষের চামড়ার নীচের তৈল Solid animal oil. বাঙ্গালা অর্থ স্নেহ, মাটা ইত্যাদি। এখন আপনারা বুঝুন, ফ্যাট মানে কি জিনিষ। কিন্তু তাহা বলিয়া Fat মানে চর্ব্বী কিছুতেই হয় না। অধি-কন্তু ঘৃতের সহিত তৈল মিশাইলে তাহাকে adulterate বলে, য়্যাডলটারেট মানে যে চর্ব্বী নহে, এ কথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের মহা পণ্ডিত খবরের কাগজওয়ালাদের উক্ত কথা বুঝাইতে হইতেছে। কেন না, তাঁহারা ইংরাজী ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থ করেন—"চর্ব্বীর ঘৃত" এবং তাঁহাদের ঐ পাণ্ডিত্যের কল্যাণে এ দেশের সর্ব্বসাধারণের মনে একটি কুসংস্কার দাঁড় করাইয়া প্রকৃত ঘৃতের পক্ষে অপলাপ ঘটান হইতেছে মাত্র।

উত্তর পশ্চিম ভারতে গো, মহিষ, ছাগল ও মেষ এই চারি জন্তুর দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত (adulterate) করিয়া তদ্দ্বারা মাখন তৈয়ারী পূর্ব্বক উহা হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যে সকল মোকামে "কেবল মহিষের" দুধে ঘৃত তৈয়ারী হয়, তাহা কলিকাতার বাজারে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ঘৃত অপেক্ষা ৪৲ ৫৲ টাকা মণ চড়া দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম ভারতের এইরূপ চারিটী জন্তুর দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন adulterated ঘী যুগযুগান্তর হইতে প্রচলিত, উহা যে কতদিনের পুরাতন প্রথা তাহা বলা যায় না। মুনি ঋষিরা ঐ মিশ্রিত ঘৃতকে মোটের উপর "মহিষের ঘৃত" বলিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ মহিষের ঘৃত বা "ভয়সা ঘী" মানেই উত্তর পশ্চিম ভারতজাত অবিকৃত চতুর্বিধ জন্তুর দুধ হইতে উৎপন্ন ঘৃত।

মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তারেরা গব্য ঘৃতকে অদ্যাপিও ধরেন নাই, কারণ উহা বাঙ্গালাদেশে কেবল গরুর দুধে তৈয়ারী হয়, কাজেই উহার মধ্যে মিশ্র স্নৈহিক পদার্থ (Foreign fat) প্রাপ্ত হন না। যাহা হউক,

উত্তর পশ্চিম ভারতজাত মিশ্র দুধে উৎপন্ন ভয়সা ঘৃতের ভিতর যে ফরেন ফ্যাট বা স্নৈহিক পদার্থ বাহির হয়, সেই ফ্যাট মানে চর্ব্বী বুঝিয়া এবং ঘৃত-ব্যবসায়ী আর ভারতে নাই স্থির করিয়া, বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরা এমন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে, The Statesmanএর লিখিত গুজব কথা চর্ব্বীওয়ালাকে ঘৃতওয়ালা মনে করিয়াছেন। ঘীবিক্রেতারা এক শ্রেণীর দোকানদার এবং চর্ব্বী-বিক্রেতারা অন্য শ্রেণীর দোকানদার। চর্ব্বী-বিক্রেতারা চর্ব্বীর সঙ্গে ঘৃত মিশাই বলিলে দোষের নয় কি? কিন্তু উহাতে এরূপ বুঝায় না যে, ঘৃতওয়ালারা ঘৃতে চর্ব্বী মিশায় বরং চর্ব্বীওয়ালা ঘৃত করিলে ঘীর মহাজনদের ক্ষতি, আমাদের ঘৃত বিক্রয় কমিয়া যায় এবং দেশের লোক প্রতারিত হয়। এই হিসাবে ষ্টেটস্‌ম্যান চর্ব্বীওয়ালাদের কথা লিখিয়াছিল। কতকগুলি বাঙ্গালা সংবাদপত্র "ধান" শুনিতে "কান" শুনিয়া উহা হইতে ঘৃত-বিক্রেতাদিগকেও জড়াইয়াছেন। কেহ কেহ স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "ঘীয়ের ব্যবসাদারেরাও যে ঘীয়ে সাপের চর্ব্বী ভেজাল মিশান বন্ধ করিয়াছেন, একথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

এই ভ্রমের কারণ—

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির মিশ্র খাদ্য আইনের মতানুসারে আমাদের অবিকৃত উত্তর পশ্চিম ভারত-জাত মিশ্রিত-দুগ্ধে উৎপন্ন পবিত্র ভয়সা ঘৃত বিক্রয় জন্য অর্থদণ্ড করা হয় এবং ঐ দণ্ডের রায়ে য়্যাডলটারেটেড বা ফরেন ফ্যাট মিশ্রিত ঘৃত লেখা হয়। কিন্তু তাঁহারা ঐ ফ্যাট অর্থ স্নৈহিক পদার্থ না ভাবিয়া, চারি প্রকার দুধে উৎপন্ন ঘী না ভাবিয়া, "চর্ব্বী" মানে করিয়া থাকেন, কাজেই চর্ব্বীওয়ালা মহাজন কে এবং ঘৃতের মহাজন কে, তাহা আদৌ বুঝা যায় না। ইহার ফলে, দেশের লোকেরা এই বুঝিয়াছেন যে, ঘৃত মাত্রেই চর্ব্বী-মিশ্রিত। খাঁটি ঘী আর ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে নাই। সকলেই চর্ব্বী-বিক্রেতা হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ আমাদের সম্মুখে এমন কথাও বলিয়াছেন যে, "কি বলেন মহাশয়! আপনারা আসুন, এই সন্ধ্যার সময় আপনাদের বিডনষ্ট্রীটে পাঁঠার দোকানে লইয়া যাই চলুন, দেখাইয়া দিতেছি, কত লোকে কানেস্ত্রা পুরিয়া চর্ব্বী লইয়া গিয়া ঘৃতের সঙ্গে মিশাইতেছে।"

উত্তরে আমরা বলি, সত্যই উহারা পাঁঠার দোকান হইতে চর্ব্বী ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া চর্ব্বীওয়ালাদের বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ চর্ব্বী ঘৃতে মিশায় কে বলিল? আপনারা ঐ চর্ব্বী ঘৃতে মিশাইতে দেখিয়াছেন কি? আপনারা কি মনে করেন যে, চর্ব্বীর দোকানগুলি, উঠিয়া যাউক, চর্ব্বী কি অন্য কোন কার্য্যে ব্যবহার হয় না? আপনারা জানেন না, তাই একথা বলিতেছেন। ঘৃতে চর্ব্বী মিশাইলে তাহার আস্বাদন স্বতন্ত্র হয়, এবং তাহা সহজে ধরা পড়ে। চর্ব্বীর ঘৃতে স্নৈহিক পদার্থ আদৌ নাই, উহা ১০।১২ দিন ঘরে থাকিলে পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং উহাতে পোকা জন্মে, আপনারা কিছুতেই তাহা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। ঘৃতের কেঁড়ে (ভাঁড়) সহিত তাহা টানিয়া দূর করিয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কখনও ঐরূপ ঘৃতের কেঁড়ে দুর্গন্ধের চোটে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন কি? এরূপ ঘটনা কলিকাতার সহরে কখন কাহারও বাড়ীতে হইয়াছে কি? চর্ব্বীর কারখানা কলিকাতায় আছে, উহাদের লাইসেন্স চর্ব্বী-বিক্রেতা বলিয়াই আছে। আমাদের লাইসেন্স ঘী-বিক্রেতা বলিয়া আছে। আমাদের ঘৃতের কারখানা এখানে নাই, আমরা উত্তর পশ্চিম ভারতজাত ঘৃত আমদানী করিয়া এখানে পুরুষানুক্রমে বিক্রয় করিতেছি। *

পরিশেষে আমাদের সবিনয় অনুরোধ যে, বঙ্গদেশের চারিজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমাদের মোকামে গিয়া ঘৃত প্রস্তুত স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া সাধারণের উৎকণ্ঠা দূর করুন, নচেৎ একটী হিন্দুর প্রধান খাদ্য লোপ পাইতে চলিল। মোকামে যাইবার ও তথায় থাকিবার সমস্ত ব্যয় আমরা বহন করিব।

ঘৃতব্যবসায়ী সমিতির সদস্যগণ।
১৫৪ নং কটনষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

---

* এই সকল বিষয়ের সবিশেষ তথ্য যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতাস্থ ঘী মার্চ্চেণ্ট এসোসিয়েসনের মুখপত্র স্বরূপ এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক "মহাজন-বন্ধু" নামক মাসিক পত্র যাহা ২৫ নং গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা হইতে প্রকাশিত হয়, তাহাতে ঘৃত সম্বন্ধে বৃত্তান্তগুলি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

মহাজনবন্ধু-মাসিকপত্র।
১১শ বর্ষ, ৯ম, ১০ম সংখ্যা; পৌষ ও মাঘ ১৩১৮।

বঙ্গদেশের শিল্প।

অদ্য প্রেসিডেন্সি বিভাগের শিল্পের কথা বলিতেছি। এই বিভাগ বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলা লইয়া গঠিত। চট্, থোলে, তুলার সূতা ও কাপড় এবং তাঁতের কাপড় (হাণ্ডলুম), রেশমী বস্ত্র ও রেশম, কাগজ, চিনি, গুড়, সোরা, গালা, গালার রং, পিত্তল কাঁসার বাসন, ষ্টীলট্রাঙ্ক ও বাক্স, লোহার সিন্দুক, ছুরী, কাঁচি, সাবান, দেশালাই, পেষ্টবোর্ড, তামাক, তেল, সিগারেট, জুতা, কম্বল, বরফ, সোডা-লিমনেড, ইট্, টালি, মাটীর দ্রব্য, গরুর গাড়ীর চাকা, কৃষিকার্য্যের উপযোগী লাঙ্গলাদি এই বিভাগের শিল্পকার্য্য।

এই বিভাগে,—যশোহরে নৌকা, ২৪ পরগণাস্থ গোপালপুর, নাটাগড়, কাঁদিহাটি ও বারাকপুরে চাবিতালা বা কুলুপ; খড়দহ পেনিটিতে বুরুস্, ডায়মন হার্ব্বারের নিকটস্থ গ্রাম সকলে মাদুর তৈয়ারী হয়; বারাসত মহকুমার অন্তর্গত নানাস্থানে চিকনের কাজ হয়, নদীয়া কৃষ্ণনগরে মাটীর পুতুল, খুলনা জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জে চিরুণী, বাক্স, ছড়ি, সুপারি কাটা জাঁতি এবং সিঙ্গের বহুবিধ দ্রব্য তৈয়ারী হয়, পরন্তু মুর্শিদাবাদে হস্তিদন্ত ও চেঁচাড়ীর কাজ সুন্দর হয়।

এই বিভাগে,—এ বর্ষে ১২০টি কারখানায় কাজ চলিতেছে। ইহার মধ্যে ৭০টি খুব বৃহৎ, ৪৮টি উহাপেক্ষা ছোট, অবশিষ্টগুলিতে সপ্তাহে ৩।৪ দিন কাজ হয় মাত্র। পরন্তু ঐ সকল কারখানা ২৪ পরগণায় প্রতিষ্ঠিত এবং এই ১২০টি কারখানাই বঙ্গদেশে "কারখানা আইনের" অন্তর্গত, নতুবা ছোট ছোট কারখানা এই বিভাগে গ্রামে গ্রামে অনেক আছে, তাহা ধর্ত্তব্য নহে।

যাহা হউক, উক্ত ১২০টী কারখানা বা সুবৃহৎ কলগুলি কলিকাতার সন্নিকট ২৪ পরগণার মধ্যেই অবস্থিত। ঐ সকল কলে আলোচ্য বর্ষে ৭১,২৭২ জন শ্রমজীবী কাজ করিয়াছিল। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সমভাবে আছে বলিয়া উহাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করা হয় নাই। কতকগুলি কলের সত্বাধিকারীরা শ্রমজীবীদিগকে থাকিবার জন্য ভাল বাটী ও চিকিৎসার ব্যয়

দিয়া থাকেন। চট্‌কলগুলি সপ্তাহে ৫ দিন চলিলেও শ্রমজীবীরা উহা হইতে যথেষ্ট উপায় করে।

তুলা।—গত বৎসর (১৯১১ সাল) বঙ্গে তুলার টান ছিল। কাজেই দর তেজ ছিল। এই বিভাগে সুতা ভাল হয় না অর্থাৎ প্রায়ই মোটা সুতা হয়। যাহা হউক, তুলার দর বৃদ্ধি বশতঃ অনেক কলে লাভ হয় নাই। আমেরিকায় তুলা কম জন্মে, সেই কারণ ভারত হইতে এ বর্ষে তুলা রপ্তানী হয়। অতএব বঙ্গে তুলার দর তেজ। বাঙ্গালার তুলা ৩৩৲ এবং মধ্য-ভারতের তুলা ৩৮৲ টাকা মণ গড়ে গতবর্ষে বঙ্গে বিক্রয় হইয়াছিল।

পাট।—এবার পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে পাট কম জন্মে, কাজেই বঙ্গে পাটের টান গিয়াছে; কিন্তু ২৪ পরগণায় এ বর্ষে পাট ভাল হয়। বর্ষের প্রথমে বঙ্গদেশে ৫৷৷০ টাকা মণ পাট ছিল, ক্রমে ক্রমে ৯৲ টাকা মণ হয়। বঙ্গদেশে পাটের দর এ বর্ষে বরাবর তেজ ছিল। গবর্ণমেণ্টের ফোরকাষ্ট মতে এ বর্ষে পাট জন্মে নাই। নূতন পাট যত দিন না জন্মিবে, ততদিন পাটের দর তেজ থাকা সম্ভব। কলিকাতার এবং ডাণ্ডির চট্‌কলগুলিতে প্রতি বর্ষে যেরূপ পাটের আবশ্যক হইতেছে, তাহাতে আগামী বর্ষে পাট জোগান যাইবে কি না, সন্দেহ।

কাগজ।—এই বিভাগে ২৪ পরগণা জেলায় ২টি কাগজের কল আছে, একটি কাকনাড়ায়, অপরটি টিটেগড়ে। উক্ত উভয় কলে ছাপিবার কাগজ, বাদামের রঙ্গের কাগজ, রঙ্গিন কাগজ, কার্টিজ, ব্লটিংপেপার, ফুলস্‌ক্যাপ ও অন্যান্য বহুবিধ কাগজ তৈয়ারী হয়। ১৯১০ সালে ৩,৪৬,০৩,৫২০ পাউণ্ড পরিমাণ কাগজ (যাহার মূল্য ৪৭,৯৫০০০৲ টাকা) উভয় কলে প্রস্তুত হইয়াছিল।

তৈল।—এই বিভাগে তেলের কল কম। কাশিমবাজারের মহারাজ মুর্শিদাবাদের "শম্ভু অয়েল মিল" ক্রয় করিয়া উহার নাম "মুনিন্দ্র অয়েল মিল" পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীযুক্ত বি, ডি, পাল চৌধুরী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাখেন। এক্ষণে ঐ কল বেশ চলিতেছে। উহাতে কিরূপ তৈল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সংবাদ আমরা এখনও পাই নাই।

ছোট ছোট কল-কারখানা।—কুষ্টিয়ার "মোহিনী মিল" তাঁতের কল এবর্ষে ভালভাবে চলিয়াছে। এই কলে গড়ে প্রত্যহ ৯৭ জন লোক সম্বৎসর কাজ করিয়াছে। উহা ভিন্ন রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, বাগের হাট, বেলেঘাটা প্রভৃতি

স্থানে এ বর্ষে মোজা ও গেঞ্জির কলও বেশ ভালভাবে চলিয়াছিল। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত বি, ডি পাল চৌধুরী মহাশয়ের মহেশগঞ্জস্থিত ময়দার কল ও জুতার কারখানা এবার ভালই চলিয়াছে।

নীল।—শিকারপুরের নীলের কারখানা এবং মেদিনীপুর জমিদার কোম্পানী এবার নীল বুনিয়াছিলেন কিন্তু কাজ সন্তোষজনক হয় নাই।

রেশম।—২৪ পরগণা ও মুর্শিদাবাদে রেশমের কাজও সন্তোষজনক নহে।

তাঁতের কাপড়।—এই বিভাগে গ্রামে গ্রামে, পল্লিতে পল্লিতে, নগরে নগরে হাতের তাঁত আছে। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে এই বিভাগে ফ্লাইসটল তাঁত অনেক স্থানে চলিয়াছে। কুষ্ঠিয়ার তাঁতের কাপড় অধিকাংশ পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে রপ্তানী গিয়াছে। উৎকৃষ্ট বস্ত্রবয়নের কেন্দ্রস্থল শান্তিপুর কিন্তু ভাল বস্ত্র বয়নে পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ নাই।

চিনি।—এই বিভাগে যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণা ও নদীয়া এই চারি জেলাতে ইক্ষু ও খেঁজুর রসেই অধিকাংশ গুড় হয়। ২৪ পরগণা বসিরহাটে ২২টি চিনির কারখানা আছে। যশোহর কোঁটচাঁদপুরে ৩৫টি এবং নদীয়া শান্তিপুরে ৮টি চিনির কারখানা আছে। গতবর্ষে (১৯১১ সালে) ২৪ পরগণাস্থ কারখানাগুলি হইতে ৭৯১২ মণ এবং কোটচাঁদপুর প্রভৃতি স্থানের কারখানা হইতে ৩১৬৬৫ মণ কাঁচা চিনি চুয়াডাঙ্গা হইতে কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়াছিল। চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশণ হইতে আমদানী চিনির মূল্য ১৫৮,৩২৫৲ টাকা হইয়াছিল। নদীয়া জেলায় শান্তিপুর, চাকদহ, কৃষ্ণগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, দামুরহুদা, জীবননগর ও আলমডাঙ্গায় চিনি ও গুড় উৎপন্ন হয়। কুষ্ঠিয়াতে রেণউইক্ কোম্পানীর ৮টি ইক্ষুমাড়া কল আছে। উহাতে ৪৫ জন লোক গড়ে প্রত্যহ কাজ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইক্ষু-মাড়া কল এই বিভাগে অনেক আছে। যশোহর জেলায় চিনির কাজ ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হইতেছে; খুলনাতে এখনও তত অধিক নষ্ট হয় নাই। এই সকল চিনি খেঁজুরে। এই জেলার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিশেষতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে চিনির কাজ প্রায় প্রত্যেক পরিবারে শীতকালে করিয়া থাকে। গত বৎসর খুলনা জেলায় ১৫০৪৮ মণ চিনি, মূল্য ১,২৬,৮৩১৲ টাকা এবং ৮০৯৭০ মণ গুড় মূল্য ২,৪২,৫৯০৲ টাকার উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা এ বর্ষে এ জেলায় দেশী গুড় ও চিনির কাজ অধিক হইয়াছে এবং

বিদেশী চিনি অপেক্ষা গুড়ের দর বেশী ছিল। চাঁদপুরের কাঁচা চিনি গড়ে ৮৲ টাকা মণ এ বর্ষে বিক্রয় হইয়াছে।

পিত্তল কাঁসার বাসন।—২৪ পরগণা, বসিরহাট, নদীয়া, নবদ্বীপ, দামুর-হুদা, মেটিয়ারী, মেহেরপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় নানা স্থানে এই কাজ আছে, কিন্তু উহার হিসাব দেশী লোকদিগের নিকট হইতে পাওয়া বড়ই দুষ্কর।

হাতির দাঁতের কাজ।—মুর্শিদাবাদে যদিও এখন আছে কিন্তু তাহা তত সুবিধা নহে।

সমগ্র বঙ্গদেশে গতবর্ষে ৫টি শিল্পপ্রদর্শিনী হইয়াছিল। ২৪ পরগণা বসিরহাটে ১টি, বারাসতে ১টি, যশোহরে ১টি, খুলনায় ১টি এবং মুর্শিদাবাদে ১টি; এই পঞ্চমেলার দ্রব্যাদি দেখিয়া সকলেই সুখ্যাতি করিয়াছেন। এই বিভাগে কোন খনি নাই।

ধান, চাউল, ময়দা, পাট, তিসি, সরিষা, চিনি, তামাক, বিলাতীবস্ত্র, লবণ, কেরসিন, কয়লা, ঘী ও তেল প্রভৃতির বাণিজ্য গতবর্ষে এই বিভাগে ভাল চলিয়াছিল। ছোলা, দাউল, খোলে, তুলা, রেশম, তৈয়ারী তামাক, নীল, দেশীবস্ত্র, সূতা (দেশী ও বিলাতী), গালার কাজ গতবর্ষে নরম গিয়াছিল। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার দাউল, রেশম, তিসি ও সরিষা ২৪ পরগণার পাট ও খোলে কলিকাতায় আমদানী হয়।

উড়িষ্যার শিল্প ও বাণিজ্য।

উড়িষ্যার কটক, বালেশ্বর, পুরী প্রভৃতি স্থান সমুদ্রতীরে অবস্থিত, কাজেই এই সকল দেশে সামুদ্রিক বাণিজ্য হইয়া থাকে। গত বৎসর আমদানী ও রপ্তানী উভয় সমষ্টিতে ৯৮,৯৩,০৪৫৲ টাকার এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর ৯২,৩৬,৭৫৬৲ টাকার; অতএব গতবৎসর উড়িষ্যায় ৬৫৬,২৮৯৲ টাকার বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু বালেশ্বরে ষ্টীমার কোম্পানীর ভাড়া বৃদ্ধির জন্য আমদানী ও রপ্তানী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে। কটকের বাণিজ্যও এ বর্ষে ১০,১৪৫৲ টাকা কমিয়াছে, কারণ বর্ম্মার চাউল উহারা এ বর্ষে তত অধিক লয় নাই। যাহা হউক, মোটের উপর উড়িষ্যার বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি।

আঙ্গুল।—ইহা করদরাজ্য, অতএব এ স্থানের বাণিজ্যের তথ্য পাওয়া দুরূহ। এই স্থান হইতে চাউল প্রভৃতি শস্য, গুড়, চামড়া, সিং, কাষ্ঠ, তসর, গুটিখয়ের, বাঁশ, মাদুর ও ঝুড়ি প্রভৃতি দ্রব্য অন্য স্থানে রপ্তানি হয় এবং এদেশবাসীরা কাপড়, মশলা, ঘী, লবণ, চিনি, ময়দা নারিকেল এবং নারিকেল তেল, স্বর্ণ, রৌপ্য, আলু ও পেঁয়াজ প্রভৃতি আমদানী করে। এই প্রদেশের মধ্যে খণ্ডমহল নামক স্থানে হলুদ, মৌয়া, নানাবিধ শস্য, চামড়া, সিং, মোম, মধু ও গালা পাওয়া যায়।

উড়িষ্যার অর্থকরী শিল্পের উন্নতি হওয়া ত দূরের কথা, ক্রমেই তাহার অবনতি বলিতে হইবে। ইহাঁদের তাঁতের বস্ত্র যদিও আছে, কিন্তু তাহা পরিষ্কার নহে এবং দামেও শস্তা নহে, কিন্তু মজবুৎ বলিয়া কেহ কেহ অদ্যাপিও ব্যবহার করিতেছেন। মসলিন ও তসর আছে কিন্তু তাহাও উৎকৃষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত নহে। সম্বলপুরে "কুস্তাজ" নামক এক শ্রেণী তাঁতি আছে, তাহাদের বয়নবস্ত্র বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে রপ্তানী হয়। ১৯০৯ সালে সম্বলপুরে ১টি বয়ন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কটক জেলায় ১টি বয়ন-বিদ্যালয় খুলা হইয়াছে। জোবড়া নামক স্থানে উৎকল টেনারীর জুতা প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। উড়িষ্যাতে চাউলছাটা কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্বলপুরে তেল ও ময়দার কল বসিয়াছে। উড়িষ্যাতে যদিও কোন খনি ছিল না, কিন্তু এক্ষণে ক্রমেই তাহা বাহির হইতেছে। এই প্রদেশে চুণে ও বেলে পাথর ইত্যাদি পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর ষ্টেশনের নিকট ওয়ালটারের ডাক্তার হ্যারিসন সাহেব সীসার কারখানা খুলিয়াছেন, কিন্তু উক্ত কারখানার কার্য্যাবলী এখনও অজ্ঞাত। সম্বলপুরে জুনান নামক স্থানে "জব্বলপুর প্রস্‌স্পেক্‌টিং সিণ্ডিকেট" নামক যৌথ কোম্পানী হইয়াছে। এই কোম্পানী স্বর্ণ ও সীসা বাহির করিবার জন্য ৫০ একার জমি লইয়াছেন। পরন্তু সম্বলপুরের নিকট রামপুর ও কোদাবাগা নামক স্থানে কয়লার খনি বাহির হইয়াছে। ঐ খনি হইতে ৮৬০ টন কয়লা গত বৎসর উঠিয়াছিল। উহার মূল্য ৪১১০৲ টাকা। বালেশ্বরের পাথরের বাসন বিখ্যাত।

উড়িষ্যার পিত্তল কাঁসার বাসন, বঙ্গের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। পুরী জেলার বালকাটি, রথিগমা এবং বালেশ্বরের রেমুনা ও কটকের নানা স্থানে ঐ সকল পিত্তল কাসার বাসন তৈয়ারী হয়।

ছোটনাগপুর বিভাগের শিল্প।

এই বিভাগের প্রায় সর্ব্বত্রই "লা" পাওয়া যায়। রাঁচী, পালামৌ, মানভূম এবং সিংভূম, এই চারি জেলায় গালার কারখানা অনেক আছে। হাজারিবাগ জেলায় চাতরাতে গালার কারখানা ছোট ছোট অনেক আছে। রাঁচী জেলা হইতে এবর্ষে ৫০ হাজার মণ, পালামৌ হইতে ৪৫ হাজার মণ গালা কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল। মানভূমের গালা কলিকাতায় যাহা আমদানী হইয়াছিল, তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। সিংভূম জেলায় চাইবাসা ও চক্রধরপুরে গালার কারখানা অনেক আছে। চাইবাসাতে এ বর্ষে ৯৮৫৬ মণ গালা ৩,৪৩,৭৮১৲ টাকার উৎপন্ন হইয়াছিল। 'লা এবার ভাল না জন্মানতেই গালার কাজের অবস্থা ভাল হয় নাই।

তসর।—মানভূম জেলায় রঘুনাথপুরে ও গোপালনগরে এবং সিংভূম জেলায় চাইবাসায় তসর বস্ত্র বয়ন হয়। মানভূমে এ কাজের জন্য ৬০টি তাঁত চলে। গতবর্ষে ঐ সকল তাঁতে ২০ সহস্র গজ তসর বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। রঘুনাথপুরের তসরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাহার আদর সর্ব্বত্র। বিশেষতঃ বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই রঘুনাথপুরের তসর বস্ত্র দেখা যায়, কলিকাতা ও ঢাকাতে উহা আমদানী হয়। হাজারিবাগ জেলায় জঙ্গল হইতে তসর গুটি সংগৃহীত হয়, কিন্তু উহারা সুতা বাহির করে না। একারণ হাজারিবাগে তসর সূতা পাওয়া যায় না।

চা।—হাজারিবাগ জেলায় পরেশনাথ পাহাড়ে একটি চা-বাগিচা আছে। আলোচ্য বর্ষে ঐ বাগিচা হইতে ৩০৬৪ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। রাঁচীতে ২১টি চা-বাগিচা আছে। আলোচ্য বর্ষে ঐ সকল বাগিচা হইতে ২৭১৮২৩ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিবিধ।—ঝালদা, পুরুলিয়া, বেগুণকুদার, তানাসি প্রভৃতি স্থানে বন্দুক, তলোয়ার, ছুরী, কোদাল, কুঠার, বর্ষা, কাঁচি এবং জাঁতি প্রভৃতি লৌহ ও ইস্পাতনির্ম্মিত যন্ত্রাদি তৈয়ারী হয়। মানভূম জেলায় ঝালদা এবং তানাসিতে অর্থকরী শিল্প শিক্ষার জন্য এক একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। নীচজাতীয় বালকেরা ঐ বিদ্যালয়দ্বয়ে কামারের কাজ শিক্ষা করে। গবর্ণমেণ্ট এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ঐ বিদ্যালয় দুইটির ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। রাঁচী জেলায় বন্দু নামক স্থানে কামার ও ছুতারের কাজ শিক্ষার ঐরূপ ১টি বিদ্যালয় আছে, তাহার ব্যয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বহন করেন। পিত্তল কাঁসার বাসন ও অলঙ্কার ইত্যাদি হাজারিবাগে, রাঁচিতে, মানভূম ও সিংভূমে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভেজাল আইন।

Bengal Act III of 1899 (Calcutta Municipal Act) 495.

(1)No person shall sell to the prejudice of the purchaser any article of food or drink which is not of the nature, substance or quality of the article demanded by such purchaser; And no person shall manufacture for sale any article of human food or drink which is not of the nature, substance or quality which it purports to be.

ভবার্থ,—ক্রেতা যে জিনিষ চাহে, তাহা দিতে হইবে। ক্রেতা যাহা চাহিল, বিক্রেতা তাহা না দিয়া সেই স্থলে অন্য উপাদানভূত অথচ ঠিক সেই প্রকার অন্য একটি কৃত্রিম বা অভিন্ন জিনিষ দিয়া ক্রেতাকে ঠকাইয়া দিল; ক্রেতার মনে এইরূপ মন্দ সংস্কার জন্মাইয়া কেহ ভিন্ন প্রকারের অথবা বিভিন্ন উপাদানের কৃত্রিম খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবেন না। অথবা যে নামের দ্রব্য যে প্রকারের গুণবিশিষ্ট, যে উপাদানে প্রস্তুত, তাহা হইতে বিভিন্ন প্রকারের গুণবিশিষ্ট ও বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত এমন কোন দ্রব্যকে ঐ নাম দিয়া বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করিবে না।

(2) Provided that an offence shall not be deemed to be committed under this section in the following cases, that is to say,—

(a) Where any matter or ingredient not injurious to health has been added to any article of food or drink, because the same is required for the production or preparation there-

of as an article of commerce in a state fit for carriage or consumption, and not fraudulently to increase the bulk, weight or measure of the article, or conceal the inferior quality thereof; or—

(b) Where any article of food or drink is unavoidably mixed with some extraneous matter in the process of collection or preparation.

ইহার ভাবার্থ এই যে, নিম্নলিখিত স্থলে উক্ত আইনে কেহ দোষী বলিয়া বিবেচিত হইবে না। (ক) যে সকল দ্রব্য স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর নয়, সেই সকল দ্রব্য নিম্নলিখিত কারণে খাদ্যদ্রব্যে মিশাইতে পারা যায়। মানুষের খাদ্যোপযোগী অথবা স্থানান্তরে বহনোপযোগী এমন সকল পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে যে সকল ভিন্ন পদার্থ মিশান আবশ্যক, তাহা যদি অস্বাস্থ্যকর না হয়, তবে তাহা মিশান যায়। অসদুপায়ে ওজন বা পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে অথবা দ্রব্যের নিকৃষ্টতা গোপন করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন পদার্থ যদি মিশান না যায়, তাহা হইলে তাহাতে দোষ নাই। (খ) যে জিনিষ প্রস্তুত ও সংগ্রহ করিবার সময় অনিবার্য্যভাবে খাদ্য কিংবা পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে, তাহাতে বিক্রেতা দোষী নহে।

(3) In any prosecution under this section it shall be no defence to allege that the vendor or manufacturer was ignorant of the nature, substance or quality of the article sold or manufactured by him, or that the purchaser, having bought only, for analysis, was not prejudiced by the sale.

ভাবার্থ—যদি কোন মিশ্রিত দ্রব্য-বিক্রেতা অথবা শিল্পী বিক্রিত দ্রব্যের উপাদান অথবা প্রকার বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করে, অর্থাৎ উহাতে কি আছে, তাহা জানি না বলে, তাহা গ্রাহ্য নহে। পরন্তু মোকর্দ্দমার সময় বিক্রেতা উনি খাইবার জন্য ক্রয় করেন নাই, রাসায়নিক পরীক্ষায় জন্য লইয়া গিয়াছেন, ইহাও বলিতে পারিবেন না।

(4) In a prosecution under this section the Court may presume that any article of food or drink found in the possession of a person who is in the habit of manufacturing like articles has been manufactured for sale.

ভাবার্থ—আদালত যখন দোষী সাব্যস্ত করিবে, তখন আদালত ইহা দেখিবে যে, ঐ ব্যক্তি কারখানায় উহা করিয়াছে কি না?

(4) No proceedings shall be instituted under this section withont the written order or consent of the Chairman.

ভাবার্থ—চেয়ারম্যানের অনুমতি লইয়া মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা এই মোকর্দ্দমার ফরিয়াদী হইয়া থাকেন।

ভেজাল আইনের ফলাফল।

মিশ্র-মহাজন।

এই প্রবন্ধে আমরা ভেজাল আইনটিকে অধিকাংশ স্থলে ঘৃতের মধ্য দিয়া দেখাইব। আইনে আছে, "ক্রেতা সে জিনিষ চাহে, তাহা দিতে হইবে।" ইহার ফলে কলিকাতা সহরে ঘৃত-বিক্রেতা মহাজন এবং চর্ব্বি-বিক্রেতা মহাজনের মাঝামাঝি অন্য এক শ্রেণীর মহাজন জন্মিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কিসের মহাজন বলিব? "মিশ্র ঘী অথবা মিশ্র তেল প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রেতা" মহাজন বলি। ইহাঁদের নিকট অনেক জাহাজ কোম্পানী, এমন কি, কমিসেরিয়েট্ পর্য্যন্ত ৩নং আডলটারেড ঘী ক্রয় করিতে চাহেন। শুনিতে পাই, কমিসেরিয়েট এক্ষণে কমদরের ঘী লয়েন না কিন্তু পূর্ব্বে লইতেন। ঘীর মহাজনদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন, ঐ কমদরের ঘীর কন্‌ট্রাক্টে আডলটারেটেড বলিয়া লেখা আছে। শুনিতে পাই, উহা তেল চর্ব্বি, দৈ এবং পাকা কলা চট্‌কাইয়া প্রস্তুত হয়। বাজারে প্রকাশ, অনেক লাখোদা মহাজনেরা ঘৃতপূর্ণ বড় কানেস্তার ঘী ক্রয় করিয়া সেই ঘীকে না কি উহাঁরা মিশ্র ঘী করিয়া ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চালান দিয়া থাকেন। অর্থাৎ ক্রেতা যাহা চাহে, ইহাঁরা তাই দিয়া থাকেন। কাজেই ইহাঁরা উক্ত আইনে পড়েন না। গোয়ালারা দুধে জল মিশায়, এজন্য উহাদের দণ্ড হয়, কিন্তু উহারা খাঁটি দুধ ৵৮ সের টাকায় কোথা হইতে বিক্রয়

করিবে? আমার জনৈক বন্ধু ফুড ইনস্পেক্টারের নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলেন, এক গৃহস্থ স্পষ্ট আমার সম্মুখে বলিয়াছেন, আমি ৵৮ সের দরের দুধ খাই, সেই দুধ যে জল মিশ্রিত, তাহা আমি জানি, গোয়ালা বলে, ৵৪ সেরের দরে খাঁটি দুধ আমি দিব, আপনি বাড়ীতে জল মিশাইয়া লইবেন, কিন্তু মহাশয়, চাকর চাকরাণীকে আমি দুধ খাইতে দিব, তাহাদের সামনে আমি জল মিশাইতে নারাজ। তাই গোয়ালাকে বলি, তুই বাহির হইতে জল দিয়ে আন্‌বি। আপনি আমার গোয়ালাকে ধরিলে আমি যে ৵৮ সের দরে জলমিশ্রিত দুধ চাই, তাহা আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি। বন্ধু তাঁহার কথা শুনিয়া বেগতিক বুঝিয়া সে দিন উক্ত গোয়ালাকে পরিত্রাণ দিলেন।

খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা, লোকের আয় কম, এবং আইনের কৃপায় মিশ্র মহাজনের আবির্ভাব, কাজেই ৪৮৲ ৫০৲ টাকার ঘী ধনবান খাইতে পান। শুনিতে পাই, চর্ব্বীর ঘীর মণ ২৫৲ ৩০৲ টাকা, ইহা খুব দরিদ্রেরা জানিয়া শুনিয়া কেন ক্রয় করেন একথা কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সাহেব মহাশয় কি জানেন না যে সাধারণ লোকেরা দর দিলে তাহারা ভালর ভাল তস্য ভাল দ্রব্য পাইতে পারে, তাহাদের পয়সাও নাই, শস্তায় দ্রব্যও পাওয়া চাই এবং মুখে বলাও চাই, সর্ব্বনাশ হলো, ভেজালে দেশ ছাইল, দাম দিয়াও ভাল জিনিষ পাওয়া গেল না! সাধারণের হট্টগোল করা যাহা অভ্যাস তাহা ত উহারা করিবেই করিবে।

ঘীর মহাজন।

এইবার ঘীর মহাজনের কথা। আইনে আছে, যে নামের দ্রব্য যে প্রকারের গুণবিশিষ্ট, যে উপাদানে প্রস্তুত, তাহা হইতে বিভিন্ন প্রকারের গুণবিশিষ্ট ও বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত এমন কোন দ্রব্যকে ঐ নাম দিয়া বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করিবে না। কিন্তু ঘী কি দিয়া ভগবান প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা সাধারণে জানে কি? কাজেই ঘীর মহাজনেরা আইনে পড়িলে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এতদিন বলিতেন, "উহাতে

কি কি দ্রব্য আছে, তাহা তাঁহাদের জানা নাই। কাজেই ইহাঁদের দোষী সাব্যস্ত করাইতে হইলে, আইনের আর একটি ধারায় লিখিত হইল, "যদি কোন মিশ্রিত দ্রব্য-বিক্রেতা অথবা শিল্পী, বিক্রীত দ্রব্যের উপাদান অথবা প্রকার বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করে, অর্থাৎ উহাতে কি আছে জানি না বলে, তাহা গ্রাহ্য নহে। পরন্তু মকর্দ্দমার সময় ক্রেতা "উনি খাইবার জন্য ক্রয় করেন নাই, রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য লইয়া গিয়াছেন, ইহাও বলিতে পারিবেন না।" ইহার মানে—আইন দেশের লোকের জন্য, দেশের লোক ঠকিলে, দোকানদারের নামে নালিশ করিবে, অর্থাৎ আমি ঘী চাহিয়াছি, উনি চর্ব্বির ঘী দিলেন কেন? এই বলিয়া নালিশ করিবেন; কিন্তু দেশের লোকেরা এ পর্য্যন্ত তাহা করে নাই। খুচ্‌রা চর্ব্বীর ঘী বিক্রেতা দোকানদারেরা "মিশ্র মহাজনের" দোকান হইতে ঘী ক্রয় করিয়া থাকে, অতএব কে কাহার নামে নালিশ করিবে? কিন্তু সাধারণ লোকেরা যাঁহারা প্রকৃত ঘীর মূল্য দিয়া মন্দ ঘী পাইয়াছেন, বা কলিকাতা ভিন্ন মফঃস্বলমাত্রেই যে আজ কথা উঠিয়াছে, "চর্ব্বীর ঘী" অতএব মফঃস্বলের উন্নতমনা স্বদেশহিতৈষীরা একটু কষ্টস্বীকার করিয়া ঐ সকল দোকানদারদিগকে প্রকৃত ঘীর মূল্য দিয়া উহার চালান ইত্যাদি দেখিয়া, মন্দ ঘী অথচ মূল্য বেশী দেখিলে তাহাদের নামে নালিশ করুন না কেন? আইনের ইহাই মর্ম্ম বোধ হইতেছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি হয়ত দেখিলেন যে, কোন ক্রেতাই দোকানদারদিগের নামে নালিশ করে না, কাজেই তখন কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যাহা যাহা করা উচিত, তাহা তাঁহারা ছোটলাটের নিকট হইতে করিয়া লইয়া বসিয়াছেন। বঙ্গের অন্য স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি বোধ হয় এই অধিকার ইচ্ছা করিয়া লন না, কেন না, উহাতে ব্যয় আছে, যথা—কেমিষ্ট্রীর ডাক্তার ইত্যাদি রাখা, কিন্তু সম্প্রতি শুনিতেছি, হাবড়ার মিউনিসিপ্যালিটি এই অধিকার লইয়াছেন। ইংরাজরাজ্যে বিনা দোষে কাহাকেও সাজা দিবার কথা নাই। এ হেতু ঘৃত বিশ্লেষণ করিয়া তৎপরে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতি লইয়া ঘৃত-বিক্রেতাকে দণ্ড দেওয়া হয়। পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ রাখিবেন, "মিশ্র-দ্রব্য" বিক্রেতারা এই আইন হইতে ইতিপূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা আইনে পড়েন না, পড়েন প্রকৃত ঘৃতের মহাজনেরা।

ঘৃতের মহাজনেরা এই আইনে পড়িয়া ক্রমাগত দণ্ড দিয়াছেন এবং এক্ষণেও দিতেছেন। দেশের লোকেরা ইহা দেখিয়া কেহ কেহ দণ্ডের মাত্রা বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়া থাকেন, অর্থাৎ ঘী বিক্রেতারা সরল বিশ্বাসে দণ্ড দিয়াও এ কাজ ছাড়েন নাই কিংবা "মিশ্র-মহাজন" হয়েন নাই, অতএব দণ্ডের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে যাহাও ইহাঁরা আছেন, তাহাও যাইবে, প্রকৃত ঘী দুষ্প্রাপ্য হইবে, ইহা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বুঝেন। পরন্তু ঘীর মহাজনেরা দণ্ড দ্বারা বুঝিয়াছেন যে, উহাদের কেমিষ্ট্রীর এক্সজামিন ঠিক। কেন না, তাঁহারা এখন বলেন, আমাদের মার্কাযুক্ত অথবা একবিধ জন্তুর দুধে তৈয়ারী ঘীর নমুনা লইয়া গিয়া মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়িয়া দিয়া থাকেন কিন্তু যথায় উহারা চাতুর্বিধ জন্তুর দুধে উৎপন্ন ঘী ধরিয়াছেন, তাহা যে দুধের এডলটারেড জন্য উহা যে মিশ্র ঘী এবং এই মিশ্র ঘীকে উহাঁরা "ভয়েসা ঘী" বলেন, ইহা মিশ্রর জন্য হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম্মে, যাগযজ্ঞে আজও ব্যবহৃত হয় না, তৎস্থলে গব্য ঘীর ব্যবস্থা দেখা যায়। বরং গব্য ঘী ধরা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তব্য এবং গব্য ঘীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করিলেই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হয়। যাহা হউক, এই ভয়েসা ঘী যাহা ৪।৫ প্রকার জন্তুর দুধে উৎপন্ন হয়, সেই ঘী আইনের ফাঁদে নিপতিত। প্রকৃত চর্ব্বির ঘী আইনের ফাঁকে আছে। অতএব সংবাদ-পত্রে কিংবা মিউনিসিপ্যালিটির রিপোর্টে যাঁহাদের নাম ভেজাল ঘী বিক্রেতা বলিয়া বাহির হয়, উহাঁরাই প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ ঘৃত বিক্রেতা, অথচ আইনচক্রে উহাঁরাই নিষ্পেষিত হইয়া বদ্‌নামের ভাগী হইতেছেন। ইহাই এখন ইহাদের দুঃখ।

কেমিকেল এনালাইজ করিয়া বলা হইল, ইহাতে ১০ পারসেণ্ট ভেজাল আছে? কিন্তু কি দ্রব্য ভেজাল? গরু কি শূকরের চর্ব্বি তাহা খুলে বলুন অথবা উহা ভগবানদত্ত ৪।৫ প্রকার দুধের নৈহিক পদার্থের তার-তম্য কিংবা পশুদিগের ঋতুভেদে, খাদ্যভেদে উহা হইল কি না ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলুন, তাহা হইলে ঘীর মহাজনেরা বলেন, "আমরা তিসি সরিষার খাদ কষার মত মোকামে মোকামে কেমিষ্ট্রীর ডাক্তার রেখে খাদ কষে উহা ক্রয় করিব।" শুনিতে পাই, মিউনিসিপ্যালিটি ৯. পারসেণ্ট খাদ ছাড়িয়া দেন? ইহা কি সত্য? কেন তাহা ছাড়েন? এ সকল কথা দেশের লোককে গুছাইয়া বলুন। নতুবা আমরা বুঝিতেছি, চতু-

র্ব্বিধ জন্তুর দুধে মিশ্রিত ঘী ধরিয়াই দণ্ড করা হইতেছে, চর্ব্বির ঘী ধরা পড়িতেছে কি? আমরা মহাভ্রমে পড়িয়াছি, এ সময় মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের বাঁচান! যাঁহারা প্রকৃত ঘীর মহাজন, তাঁহাদের ঘী ধরিয়া ১০ পারসেণ্ট ভেজাল বলিয়া দণ্ড করিলে, তাঁহারা সেই ঘৃত ৪৮৲ টাকা মণ বিক্রয় করিয়া দণ্ড দিয়া আসিল। ম্যাজিষ্ট্রেট কেবল এনা-লাইজে ভেজালের পরিমাণ দেখিলেন, তাঁহাদের খাতা দেখিলেন না, অথচ ধরুন যে, ২০৲ ২৫৲ টাকা মণ চর্ব্বির ঘী বলিয়া বিক্রয় করিতেছে, তাহার কিছুই হইতেছে না। "ভেজাল" দরেই প্রকাশ পায়, তাহা সকলেই জানেন। আশা করি, এই সরল বিশ্বাসে এ সম্বন্ধে বিচার করা হউক। নতুবা এই আইনের ফলে প্রকৃত ঘী উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আশা করি, শীঘ্রই এই আইন পরিবর্ত্তিত হইবে। ঘৃতসমিতিও ছোটলাট বাহাদুরের নিকট শীঘ্রই এজন্য আবেদন করিবেন নিশ্চিতঃ।

সংবাদপত্রে চর্ব্বির ঘী।

মেদিনীপুর-হিতৈষী।—১৬ই পৌষ সোমবার ১৩১৮ সাল, ইংরাজী ১লা জানুয়ারী ১৯১২ সালের "মেদিনীপুর হিতৈষী" নামক সপ্তাহিক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে যে—

"আজি-কালিকার ঘৃতে মৃত গরু, শূকর, অশ্ব, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, সর্প, মনুষ্য প্রভৃতির চর্ব্বি তিনভাগেরও অধিক মিশ্রিত থাকায়, উহাতে ভাজা লুচি খাইয়া নানাস্থানে বহু অনর্থপাত হইতেছে। আমরা ঘৃতের নামে এরূপ চর্ব্বির ব্যবহার বহুদিন হইতে নিষেধ করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি হাইকোর্টে দুইটি মোকর্দ্দমায় জানা গিয়াছে যে, ব্যবসায়ীবৃন্দ নেপাল ও সুন্দরবন প্রভৃতি জঙ্গল হইতে ময়াল, বড়া প্রভৃতি সর্প আনাইয়া, তাহা-দিগকে সিদ্ধ করতঃ চর্ব্বি বাহির করে। উক্ত চর্ব্বি অবিকল ঘৃতের ন্যায় দানা বাঁধিয়া থাকে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। তৎপরে লিখিয়াছেন, ক্ষেপুত সমাজের অনেকে লুচী খাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। এই পত্রের গাত্রে মুদ্রাকর এবং প্রকাশক এম, এন, নাগ, মেদিনীপুর হিতৈষী প্রেস, মেদিনীপুর লিখিত আছে।

ঐ লেখা পাঠ করিয়া, উহার মধ্যে মৃত গরু, শূকর, অশ্ব, ছাগল হইতে মানুষের চর্ব্বি পর্য্যন্ত ঘীয়ে তিনভাগেরও অধিক মিশান হইতেছে এবং সম্প্রতি হাইকোর্টে দুইটি মোকর্দ্দমায় যখন তাহা জানা গিয়াছে, তখন এই দুইটি বিষয় আমরা ৬ই জানুয়ারী উক্ত সংবাদ-পত্রকে পত্র লিখিয়া প্রমাণ করাইতে বলিয়াছিলাম। সেই পত্রের উত্তর যাহা পাইয়াছি তাহা এই,—

মাননীয়েষু— ৭।১।১২ মেদিনীপুর।

মহাশয়ের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আমাদের পত্রে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যবসায়ীবিশেষকে কোনরূপ আক্রমণের কথা নাই। যাহা সত্য তাহা প্রচার যে না করে, প্রকৃতপক্ষে তাহার মনুষ্যত্ব নাই। (১) ঘৃতে যে নানা প্রকারের চর্ব্বি মিশ্রিত হয় না, এ কথা আপনি আমি সহস্র চীৎকার করিয়া বলিলেও লোকে শুনিবে না। লোকে চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছে, ঘৃত এক প্রকার বিকৃত পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছে। (২) জ্বালে চড়াইলে দুর্গন্ধে প্রাণ অস্থির করিয়া তুলে। মিশ্রিত ঘৃতের অপকারিতা সম্বন্ধে নানাস্থান হইতে সংবাদ পাইতেছি। লোকে বাজারে চল্‌তি ঘৃতে ভাজা লুচি আদি খাইয়া পীড়িত হইয়া পড়িতেছে, ইহাতেই লোকে শঙ্কিত হইতেছে। আমাদের সংবাদ-পত্রে লুচিবন্ধ শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই তাহার অন্যতম প্রমাণ। (৩) উপর্য্যুপরি উক্তসমাজে প্রচলিত লুচি খাইয়া যখন কলেরার ন্যায় বিশেষরূপ পীড়া দেখা দিল, তখন তাহারা বাজারে ঘৃত বন্ধ করিলেন,। ইহা তাঁহাদিগকে কাহাকেও শিখাইতে হয় নাই। ফলারে ব্রাহ্মণ বিশেষরূপ আঘাত না পাইলে কি সহজে লুচি ছাড়ে?

আপনি কি ঘৃত সমিতির কথা বলিতেছেন? আমরা জানি, পশ্চিম হইতে বা বড় বড় দোকান হইতে ভাল ঘৃত আনাইয়া পাইকার বা খুচরা দোকানদারগণ চর্ব্বি মিশাইয়া লয়। (৪) ঘৃত সমিতি কি দেশ জুড়িয়া অবস্থান করিতেছেন? ঘৃতসমিতি সাধু উদ্দেশ্যেই সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যখন মাল তাঁহাদের হাতের বাহিরে যায়, তখন তাঁহাদের কিছু করিবার ক্ষমতা থাকে কি? (৫)

মেদিনীপুরে এক কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। দুইজন মেথর একটী মৃত রমণীর স্তন কাটিয়া লয়। পরিশেষে তাহা লইয়া উভয়ের বিবাদ বাধে। পরে প্রকাশ পায় যে, উক্ত স্তন হইতে চর্ব্বি বাহির করিবার জন্য কোন

ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিয়া লয়। ইহা লইয়া এখানে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। ফলে কয়েক ব্যক্তির সাজা হয়। (৬)

দ্বিতীয়তঃ, আবাদ সম্পর্কে আমাদের কোন ব্যক্তি সুন্দর বনে থাকেন, তিনি তাঁহার কুলিদিগকে একনৌকা সর্প চালান দিতে দেখিয়া বিশেষরূপ অনুসন্ধানে অবগত হয়েন যে, উহা হইতে চর্ব্বি প্রস্তুত হয়। পরে তাহা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করা হয়। সেই অবধি তিনি ঘৃত ব্যবহার বন্ধ করিয়াছেন। (৭)

তৃতীয়তঃ, আমায় একজন মুসলমান বলিয়াছেন যে, কয়েকজন মুসলমান এইরূপ চর্ব্বির ব্যবসায় করেন। এই ত গেল ঘটনা বা বৃত্তান্ত। এই সব কথা খবরের কাগজ অপেক্ষা জনে জনে মুখে মুখে বেশীই প্রচারিত হইতেছে। (৮)

বাস্তবিক যদি ঘৃতে এই প্রকারের চর্ব্বি মিশ্রিত না হয়, তবে অচিরে আপনি বা আপনার উল্লিখিত ঘৃত সমিতি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করুন। যাহা সত্য তাহা প্রচারে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। (৯) কাহারও কোনরূপ ক্ষতি করা বা করিবার বাসনা করা নরাধমের কার্য্য। তবে একটী কথা এই যে, আপনি যে ঘৃত সমিতির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা দেশব্যাপী নহে। তাঁহাদের অধিকার সীমাবদ্ধ। নিজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন কেমন করিয়া? কে কি করিতেছে না করিতেছে, তাহা তাঁহারা জানিবেন কেমন করিয়া? (১০)

হাইকোর্টের মোকদ্দমার কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমুদায় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। (১১) সে সংবাদ আমাদের নিজস্ব নহে। উহা যদি অলীক হয় এবং সে জন্য যদি কাহারও কোন ক্ষতি হইয়া থাকে বা হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত এবং তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আপনিও দেশের লোক। মহাজনগণের হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনিও কি দুষ্টলোকের এই প্রকার অপকার্য্যে দুঃখিত নহেন? দুই চারিজন দুষ্টের জন্য অনেক সাধু মহাত্মাকেও অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। যতদিন না ভেজালের এ প্রকার দুর্দ্দমনীয়তা রোধ হয়, ততদিন লোকে কত উদ্ভট উদ্ভট কল্পনা আবিষ্কার করিয়া (১২) প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী সাধু ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করিবে, সন্দেহ নাই।

কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট সোসাইটী সমূহের রেজিষ্ট্রার যামিনী বাবু বলেন যে বিশুদ্ধ ঘৃত যথেষ্ট পাওয়া যায়। ফড়িয়াগণ তাহা ক্রয় করিয়া পথিমধ্যে (১৩) এই প্রকার মিশ্রণ ঘটায়। যাহা হউক, মিশ্রিত ঘৃত যে অনিষ্টকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর ঘৃতে যে পদার্থ মিশ্রণ দেওয়া হয়, তাহা যে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, সে পক্ষেও সন্দেহ নাই। (১৪)

অতএব কি প্রকারে এই মিশ্রণ বন্ধ হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া সাধারণকে আশ্বস্ত করুন ইহাই প্রার্থনা।

বশম্বদ,—শ্রীমন্মথনাথ নাগ।

উত্তর।—পূর্ব্বোক্ত পত্রখানির শেষের দুটি প্যারা একটিতে ধর্ম্ম এবং অন্যটিতে এক কথার পুনরুক্তি বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিকল মুদ্রিত হইল, উত্তর দিবার জন্যই উহার মধ্যে আমরা ১, ২, ইত্যাদি অঙ্ক বসাইয়াছি।

(১) সত্য কি একপক্ষের লেখায় প্রকাশ পায়? অনেক সংবাদপত্র দুই পক্ষের কথা মুদ্রিত করেন কি? ইহাতেই বুঝিবেন, মনুষ্যত্ব কাহাদের আছে এবং কাহাদের নাই। সত্য-প্রবৃত্তিতে রকম রকম হয়। আপনার পত্র যে দেশের পক্ষে ঘৃত বিষয়ে শোচনীয় ঘটনা তৎবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(২) ঘৃত এক প্রকার বিকৃত পদার্থে পরিণত হইয়াছে, সুন্দর কথা, উহাতেই বুঝিবেন, মন্দ ঘী ধরা যায়, কিন্তু ঐ বিকৃত ঘীর দর কি? জ্বালে চড়াইলে দুর্গন্ধে অস্থির হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, লোকে তা পয়সা দিয়ে ক্রয় করে কেন?

(৩) উহা ডাক্তারী বিষয়, অনেক তর্কের কথা. শুট্‌কি মাছ ও পেঁয়াজ খেয়ে কিছু হয় না, আজকাল সকল রোগ বীজাণুর উপর নির্ভর করে। ও তর্ক এখন থাক।

(৪) জানেন যখন, তাহাদের নাম ধাম দয়া করিয়া বলিবেন কি?

(৫) আজ্ঞে, তাহা থাকে না. ঘৃতসমিতি ঐরূপ চিন্তাও করেন না। ঘৃতসমিতি বলেন, আমরা উত্তর পশ্চিম ভারতের চতুর্ব্বিধ জন্তুর দুগ্ধমিশ্রিত ভয়েসা ঘী, পুরুষানুক্রমে যেমন বিক্রয় করিতেছি, এখনও তাই করি। মহিষ এবং গো-দুগ্ধের ঘী একত্র করিলে, কেমিকেল এনালিসিসে অডালটারেড হয় কি না? এবং কেমিকেল এনালিসস্ করিয়া ঐ ৪ প্রকার জন্তুর দুগ্ধোৎপন্ন ঘীর দণ্ড করা হয় কি না? যে রাজ্যে একদিকে রাসায়ন পরীক্ষা দ্বারা সূক্ষ্ম বিচার, সেই রাজ্যে দিনমানে প্রকাশ্য বাজারে "মিশ্র-দ্রব্য" বিক্রয় করি বলিলে দোষ হয় না কেন? অতএব ঘীর মহাজনেরা ঐরূপ সাইনবোর্ড দিয়া মিশ্র দ্রব্য বিক্রয় করি বলিয়া চর্ব্বির ঘী বিক্রয় করিলে আপনারা সন্তুষ্ট হইবেন বোধ হয়? তাহা হইলে আপনারা খাঁটী ঘী খাইতে পাইবেন ত?

(৬) বুঝিয়াছি, ঐ রমণীর স্তনের চর্ব্বি ভারতময় ঘৃতে মিশান হইয়াছে, তাই আপনি লিখিয়াছেন, মনুষ্যের চর্ব্বিও ঘীতে ভেজাল দেওয়া হইতেছে। আশ্চর্য্য বুদ্ধি!

(৭) বিশেষরূপ অনুসন্ধানটা খুলে বলিলে ভাল হয়, কেন না, মরা সর্প আনিয়া দেখাইলে গবর্ণমেণ্ট হইতে পারিতোষিকের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইহা শুনা কথা। যাহা হউক, উহা দ্বারা চর্ব্বি হওয়া সম্ভব এবং তাহা হইলেই বা চর্ব্বি কি জগতের কোন শিল্পে লাগে না? এসেন্স চর্ব্বিতে তৈয়ারী হয়, কলে ও গাড়ীর চাকায়, সাবানে, বহু শিল্পে উহা ব্যবহৃত হয়।

(৮) চর্ব্বির ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইবে কি? কলিকাতায় চর্ব্বির মহাজন অনেক আছেন। চর্ব্বি ও ঘৃতের মহাজন উভয়ে স্বতন্ত্র জানিবেন।

(৯) বাস্তবিক চর্ব্বি মিশ্রিত না হয়, এ কথায় আমরা যাইব কেন? ঘৃত-সমিতির সদস্যদিগের ঘী চর্ব্বিমিশ্রিত নহে, এ কথা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিব,—"উহাদের ভাল ঘী" ধরিয়া দণ্ড করা হইতেছে কেন? মিশ্রদুধের ঘী ধরিয়া খবরের কাগজওয়ালারা ফরেণ ফ্যাট মানে চর্ব্বি লিখেন কেন? নৈহিক পদার্থ মানে কি চর্ব্বি? এই সত্য কথা প্রচারে আপনি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন কি? বোধ হয় না। আমরা বলিব, চর্ব্বির ঘী দরে ধরা পড়ে এবং আপনিই লিখিয়াছেন, তাহা বিকৃত পদার্থে পরিণত হইয়াছে, অতএব ঐ বিকৃত পদার্থে ধরা পড়ে, জ্বালে চড়াইলে দুর্গন্ধে ধরা পড়ে, পরন্তু চর্ব্বির ঘীর ব্যবসায়ীরা গ্রাহকের সঙ্গে দর-দস্তুর করিয়া বিক্রয় করে, চ'খে কাপড় বাঁধিয়া তাহা দেয় কি? অতএব উহাও একটা ব্যবসা, পরন্তু আপনিও লিখিয়াছেন, কাহারও কোনরূপ ক্ষতি করা বা করিবার বাসনা করা নরাধমের কার্য্য! এখন বলুন, চর্ব্বির ঘীর ব্যবসার ক্ষতি করিতে আপনি প্রস্তুত আছেন কি? আমরা বলি, চর্ব্বির ঘী, মিশ্র ঘী, ধরিয়া দণ্ড করুন, তাহার পর ঘীবিক্রেতার ঘী ধরুন, উহাপেক্ষা মন্দ হয় দণ্ড করুন।

(১০) পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তেমনি করিয়া ?

(১১) প্রমাণ করান, এ পর্য্যন্ত উহা আমরা শুনি নাই।

(১২) উহার মধ্যে আপনিও একজন, মৃত রমণীর স্তনচ্ছেদের জন্য "মানুষের চর্ব্বি ঘীয়ে মিশান" কথা লিখিয়াছেন। ছিঃ, ইহাও কি একটা কথা!

(১৩) দুধে জল মিশান মত পথি মধ্যে ঘৃতের সহিত তেল বা চর্ব্বি মিশান সহজ নহে। শুনিয়াছি, অগ্নিতে গরম করিয়া ঘৃতে তেল, চর্ব্বি যাহা মিশায়, তাহাও ধরা পড়ে, ঠিক মিশে না; আরও শুনিয়াছি, চর্ব্বির ঘৃত ৫।৭ দিন অন্তর পুনরায় চর্ব্বির কারখানায় পাঠাইতে হয়, কারণ উহা পচিয়া উঠে এবং পোকা হয়। অতএব পথিমধ্যে লিখিলেই উহা হয় না। উহাতে যাহাই থাকুক, দাম দিয়া ক্রয় করিবার সময় নিজে নিজে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রসূন।—গত মাসে নায়ক হইতে উদ্ধৃত প্রসূন-পত্রের লেখা আমরা মহাজনবন্ধুতে উদ্ধৃত করিয়াছি। তৎপরে প্রসূন-সম্পাদক মহাশয়কে জানান হয় যে, উক্ত লেখায় তাঁহার কোন মতামত আছে কি না? এবং ঘৃতে সাপের চর্ব্বি মিশ্রন সম্বন্ধে কোন প্রমাণ রাখেন কি না? এই পত্রের উত্তরে প্রসূনের পক্ষ হইতে যে পত্র পাইয়াছি, তাহা এই,—

প্রসূন অফিস;
কাটোয়া পোঃ বর্দ্ধমান।
২।১।১৯১২

বাবু রাজকৃষ্ণ পাল,
সম্পাদক মহাজনবন্ধু—

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আমরা যাহা কিছু লিখিয়াছি, সমস্ত নায়ক হইতে। নিজের ভাষা পর্য্যন্ত ছিল না। আমাদের ন্যায় দরিদ্রের উপর নালিস করিতে নিষেধ করিবেন। যেরূপ ভাবে প্রত্যাহার করিতে হইবে, আপনি লিখিয়া পাঠাইবেন, আমি সেইরূপ ভাবেই করিব। ভরসা করি, আপনারা কুশলে আছেন। নিবেদন ইতি—

বিনীত
শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ।

ইহা গত ২৯শে পৌষ ঘৃত-সমিতিতে পাঠ করা হইয়াছিল। উত্তরে, সভাপতি মহাশয় প্রসূনকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন,—তাঁহাকে সংবাদ প্রত্যাহার করিতে হইবে না, তাঁহাকে বলা হউক, আপনি স্বাধীন ভাবে সাধারণের মতামত অথবা যে কোন সংবাদপত্রের মতামত যেমন প্রকাশ করেন, সেইরূপ ঘৃত বিষয়ে আমাদের দুঃখের কথা—আমাদেরও সাধারণ ভাবিয়া, ঘৃত-বিক্রেতা মনে না করিয়া অর্থাৎ আমাদেরও উদ্দেশ্য যাহাতে স্বদেশবাসী বিশুদ্ধ ঘৃত পায় তাহার চেষ্টা করা, তখন আমাদের কথা কেন আপনারা না প্রচার করিবেন তাহা ত বুঝা যায় না! অথচ উভয় পক্ষের কথা না শুনিলে কি করিয়া আপনারা সত্য নিরূপণ করিবেন? অতএব আমাদের বিনীত নিবেদন, আমাদের দুঃখের কথা মহাজনবন্ধু সম্পাদক মহাশয় আপনাদের যাহা লিখিয়া দিবেন, তাহাই প্রকাশ করিলে আপনাদের প্রচারিত মিথ্যা সংবাদ স্বতঃই প্রত্যাহার হইয়া যাইবে।

বঙ্গবাসী।—গত অগ্রহায়ণ মাসের মহাজনবন্ধুতে "বঙ্গবাসী" পত্রের লিখিত যে সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছিল, শুনিলাম সেই সংবাদ "বঙ্গবাসী" পত্রকে প্রত্যাহারের জন্য ঘৃত-সমিতির সদস্যেরা এক চিঠি দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ।—

"আপনারা যদি সেই সংবাদ অনুসন্ধান দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণ করাইতে পারেন, তাহা হইলে উহার প্রত্যাহার করিবার আবশ্যক নাই, নতুবা সাধারণের মনের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ উহা প্রত্যাহার করিয়া সদাশয়তার পরিচয় দিবেন।"

এই পত্রের উত্তর উক্ত পত্র-বাহকের নিকট "বঙ্গবাসী" পত্র-সম্পাদক (বিহারীবাবু)মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন যে, "ইহা মুদ্রিত করিতে বিলম্ব হইবে, কারণ আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, যদি সত্যতা না থাকে, তাহা হইলে উহা মুদ্রিত করিব।" বেশ ভাল কথা!

নায়ক।—এই পত্রই ঘীর ব্যবসায়ীদিগকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তৎপরে ইহাঁকে ঘৃত সমিতির কতিপয় সদস্য য়্যাটর্ণীর চিঠি দেন। তৎফলে "ঘীয়ে সাপের চর্ব্বি, ঘৃত সমিতির প্রতিবাদ" বলিয়া লিখিয়া গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা মহাজনবন্ধু প্রবন্ধ ১০ই ও ১২ই পৌষের নায়কে উদ্ধৃত করিলেন। তাহা দেখিয়া মহাজনবন্ধু-সম্পাদক যে প্রবন্ধ দেন, তাহা "ঘৃত

ব্যবসায়ীর কষ্ট" শীর্ষক ২৫শে ও ২৮শে পৌষের "নায়কে লেখা হইয়াছে, তাহা এই,—

১০ই পৌষ মঙ্গলবারের নায়কে পাঠ করিলাম, "ঘীয়ে সাপের চর্ব্বি," "ঘৃত-সমিতির প্রতিবাদ" এবং ঐ সম্বন্ধে মহাজনবন্ধুর কথা "অনুরুদ্ধ হইয়া" উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি বলি, "অনুরুদ্ধ হইয়া মহাজনবন্ধুর" কথা আপনি প্রকাশ করিবেন না। সরল বিশ্বাস এবং যদি মনোমত ও যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, তাহা হইলে আপনারা উহার প্রচার করিবেন, নতুবা প্রয়োজন নাই। তাহার পর কথা হইতেছে, উহা সমিতির প্রতিবাদ নহে, উহা মহাজনবন্ধুর কথা।

ঘৃত-সমিতির প্রতিবাদ পৌষের মহাজনবন্ধুতে পাইবেন, এবং হ্যাণ্ডবিল ও প্ল্যাকার্ডে দেখিবেন এবং শুনিতেছি, উহারা কয়েকখানি পত্রিকাকে এটর্ণীর চিঠি দিয়াছেন ও ক্ষতি-পূরণের মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ করিবেন।

আমি কিন্তু মামলা মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাঁহাদের পরামর্শ দিই না। দেশের লোকের সন্দেহভঞ্জন করানই তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং আমাদেরও উচিত—সত্য কথা প্রচারে যত্নশীল হওয়া। তাহাতে কোন অভাব হইলে, আমরা সকলেই একযোগে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিকট উহার প্রতীকারের জন্য কৃপা প্রার্থী হইব।

আমি অগ্রহায়ণ সংখ্যা মহাজনবন্ধুতে ষ্টেটসম্যানের পত্রখানি বাঙ্গালা করি নাই। উহা পাঠে আমি বুঝিয়াছি, "ঐ লেখা চর্ব্বি-বিক্রেতা মহাজনের পক্ষে, ঘী-বিক্রেতার মহাজনের পক্ষে নহে। কিন্তু প্রসূনের উদ্ধৃত লেখায় বুঝিয়াছি, তাহা ঘৃত-ব্যবসায়ীকে বলা হইয়াছে।

ঘৃত-সমিতি হ্যাণ্ডবিলে এবং মহাজনবন্ধুতে প্রকাশের জন্য একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "চর্ব্বিতে স্নৈহিক পদার্থ নাই এবং চর্ব্বির কোন গন্ধ নাই, উহা ঘৃতের সঙ্গে মিশাইলে সহজে ধরা যায়, ১০।১২ দিন থাকিলে চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃতে পোকা জন্মে। কাহারও বাড়ীতে ঐরূপ ঘৃতের ভাঁড়ে পোকা জন্মিয়াছে কি? অথবা ভাঁড়ে দুর্গন্ধ হইয়াছে কি? ইহাতেই বুঝিবেন, চর্ব্বির ঘৃত এখানে বিক্রীত হয় কি না? আমার ধারণা—চর্ব্বির ঘৃত সহরে বিক্রয় হয় না। তাহার পর চতুর্ব্বিধ জন্তুর মিশ্রিত দুধে যে ঘী হয়, তাহা যে মিশ্রিত দুধের ঘৃত ইহা আমাদের মুনি-ঋষিরা পর্য্যন্ত জানিতেন, সেইজন্য হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম্মে যাগযজ্ঞে গব্যঘৃতের ব্যবস্থা দেখা

যায়। বর্ত্তমান সময়ে ঐ চতুর্ব্বিধ জন্তুর দুধে প্রস্তুত ঘৃত রাসায়নিক বিজ্ঞানের নিকট যে আডলটারেটেড্ হইবেই হইবে, ইহা জানা কথা এবং এই কারণেই ঘৃতের মহাজনেরা দণ্ড দিতেছেন, যতদিন ঐ আইন থাকিবে, ততদিন ইহাদের দণ্ড দিবার পথও প্রশস্ত থাকিবেই থাকিবে, এবং সাধারণ লোকেও ঐ দণ্ডের কথা শুনিয়া ঘৃত-বিক্রেতাদিগকে দোষী করিবেই করিবে। ইহার প্রতিকারের উপায় কি?

ইহার আশু প্রতিকার না করিলে প্রকৃত ঘৃত-বিক্রেতারা উঠিয়া যাইবে। সত্যকে বাঁধান বড়ই কষ্টকর হইবে। আমরা মিউনিসিপ্যালিটির রসায়ন-বিশ্লেষণ প্রণালীকে আন্তরিক বিশ্বাস করি, কেন না, যে ঘীটি কেবল মহিষের দুধে প্রস্তুত, সেটিতে ফরেণফ্যাট (বিজাতীয় স্নৈহিক পদার্থ) বাহির হয় না, কিন্তু যেটি ছাগল, গরু, মেষ ও মহিষের মিশ্রিত দুধে প্রস্তুত, সেটিতে ফরেণ ফ্যাট বাহির হয়। কাজেই উক্ত বিজ্ঞান মিথ্যা নহে। আমাদের চারি প্রকার মিশ্রিত দুধে প্রস্তুত ঘৃত খাইতে আপত্তি আছে কি? নিশ্চিত নহে। তখন ভয়েসা ঘীর ফরেণ ফ্যাট ছাড়িয়া দিয়া উহাতে যদি চর্ব্বি বা তৈল মিশান থাকে, তাহা ধরিয়া দণ্ড দেওয়া হউক। পরন্তু কলিকাতাস্থ ঘীর কারখানাগুলির প্রতি ফুড-ইন্সপেক্টারেরা তীব্র দৃষ্টি যাহাতে সর্ব্বদা রাখিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

চর্ব্বির কারখানা হইতে যদি ঘী হয়, সেই ঘীয়ের স্বতন্ত্র রিপোর্ট দেওয়া হউক যে, "ইহা চর্ব্বির কারখানার ঘী" এবং ঘৃত মহাজনদিগের ঘী ধরিয়া স্বতন্ত্র রিপোর্ট করা হউক যে, ইহা উত্তর পশ্চিম ভারতজাত চতুর্ব্বিধ জন্তুর দুগ্ধোৎপন্ন পরন্তু উক্ত ঘৃতে যাহা যাহা ভেজাল থাকে, তাহা খুলিয়া লেখা হউক, ইহাতে "এই" "এই" জিনিস আছে।

পরিশেষে নিবেদন, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে আমি এই বুঝিয়াছি যে, সর্ব্বভূক ধর্ম্মতলার মহাপ্রভু ষ্টেটসম্যানের লিখিত "সাপের চর্ব্বিতে ঘী" কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা পরন্তু হুগলীর আদালতে ঐরূপ কিছুই হয় নাই।

কলিকাতার খাদ্য-বিশুদ্ধতা-রক্ষার আইনটি কেবল "নামের" আইন। অর্থাৎ উহার মর্ম্ম এই যে, যে খাদ্য যাহা দ্বারা প্রস্তুত, যদি সেই নামে তাহাকে বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে আইনানুসারে বিক্রেতা দোষী নহে। এখন ভগবান কি কি জিনিষ দিয়া ঘৃত সৃষ্টি বা ঘৃত তৈয়ারী করিয়াছেন, সেটা সাধারণ মানুষের অগম্য। এই কারণে উক্ত আইন হইবার পর হইতে

নীরবে প্রকৃত ঘৃতব্যবসায়ীরা দণ্ড দিতেছেন; কেন না, ঘৃত-ব্যবসায়ীরা জানেন না যে, ঘী কি কি জিনিষ দিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহাঁদের ঘীর নমুনা লইয়া কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া জানিতে পারেন, উহাতে এই এই দ্রব্য আছে। তৎপরে তাহার উপর উহারা না কি একটা বাদ দেন। ভেজাল দ্রব্য যদি হইল, তাহার আবার বাদ কেন? ইহা আমরা বা আপনারা কিংবা দেশের লোকেরা একথা মিউনিসিপ্যালিটিকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কি না? যাহা হউক, বাদ সাদ দিয়া ইহাঁদের দণ্ড করা হয়। এক্ষণে ইহাঁরা ক্রমাগত দণ্ড দিয়া এই বুঝিয়াছেন যে, উহাদের রাসায়নিক পরীক্ষায় দোষ নাই, তাহা ঠিক হয়, কেন না, ইহাঁদের মার্কাযুক্ত ঘীগুলি উত্তর পশ্চিম ভারত হইতে বা মোকাম হইতে একবিধ জন্তুর দুধে প্রস্তুত করিয়া আনিয়া থাকেন এবং কলিকাতায় উহার নমুনা লইয়া মিউনিসিপ্যালিটি পরীক্ষা করে, বিশুদ্ধ বলিয়া ছেড়ে দেন কিন্তু যে স্থলে চতুর্ব্বিধ জন্তুর দুগ্ধমিশ্রিত ঘীর নমুনা লইয়াছেন, সেই সেই স্থলেই ইহাঁরা দণ্ড দিয়াছেন! অতএব ইহাঁদের মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, রসায়ন শাস্ত্র ঠিক। এখন ইহাঁরা জানিতে চাহেন যে, ঐ যে চতুর্বিধ জন্তুর দুধ মিশ্রিত ঘী যাহার জন্য দণ্ড দিলাম, তাহাতে কি কি জিনিষের খাদ বাহির হইল, তাহা উঁহারা বলুন। তাহা হইলে ইহাঁরা বলেন, মহাজনেরা যেমন মোকাম হইতে তিসি সরিষার খাদ কষিয়া উহা ক্রয় করেন, আমরাও তদ্রূপ মোকাম হইতে কেমিষ্ট্রী ডাক্তার রাখিয়া খাদ কষিয়া ঘী ক্রয় করিব। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি তাহা বলেন না কেন? এই গেল প্রকৃত ঘী-বিক্রেতার কথা।

তাহার পর শ্রবণ করুন, উক্ত আইনের কৃপায় ঘীর কাজে কিরূপ ইহাঁরা দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন। আইনে আছে,—"যে দ্রব্য যাহা দ্বারা প্রস্তুত তাহা বলিয়া বিক্রয় করিলে দোষ নাই।" আমি যদি সাইনবোর্ড দিয়া বলে বেচি, ইহা "মিশ্র ঘী" তাহা হইলে দোষ নাই। এদিকে খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা, লোকের আয় কম, কাজেই চায় কম দরের ঘী, প্রকৃত ঘীর মণ ৪৫৲ ৪৮৲ টাকা, চর্ব্বির ঘীর মণ ১৮৲ ২০৲ টাকা এবং আদত ঘী বিক্রয় করিলে মিউনিসিপ্যালিটি ধরে, বদ্‌নাম হয়, দণ্ড লাগে, সাধারণে ইহাদের চর্ব্বিওয়ালা বলে, স্মরণ রাখিবেন, আদত ঘী বিক্রয় করিলে সে চর্ব্বিওয়ালা আখ্যা পায়, এবং উহা ১৵০ মণ বিক্রয় করিলে ১৲ টাকা লাভ হয় কি না সন্দেহ। অতএব

এই ভেজাল আইনে, সাধারণ দরিদ্র ব্যবসায়ীরা সহজে যাইতে চাহে না, তাহারা দেখে, "মিশ্র ঘী" ইহাতে তেল চর্ব্বি সব আছে, এই দেখিয়া লও, ইহার দর ৩০৲ টাকা, আদত ঘী ৪৮৲ টাকা, কাজেই কোন গ্রাহকে উহা ফেলে না, ক্রয় করে, এবং বিক্রেতাও আইনটিকে রস্তা দেখাইয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে, ইহার ফলে কৃত্রিম ঘীতে বাঙ্গালা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং ঘৃতবিক্রেতা মহাজনের ঘী বিক্রয় কমিয়া গিয়াছে।

তাহার পর ২রা মাঘের নায়কে "নায়ক-সম্পাদকের" "ঘৃতে চর্ব্বি" শীর্ষকে এই মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

ঘৃতে নানাবিধ চর্ব্বি ভেজাল দেওয়ার কথা নায়কে প্রকাশিত হওয়ার পর তাহার প্রতিবাদও যথাসময়ে নায়কে প্রকাশ করা গিয়াছে। এক্ষণে এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। আমরা কাহারও বিদ্বেষী নহি, অথবা বিদ্বেষপরবশ হইয়া কোনও কথা লিখি না। আমরা খাঁটি ঘৃত চাই। সর্প, মৃত মুষিক, কুকুর, বিড়াল, গো, গর্দ্দভাদির বিষাক্ত চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃত ব্যবহার করিতে বড়ই ভয় পাই। আমরা যে প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে দুইটি সার কথা পাইয়াছি। প্রথম—মাণিকতলা প্রভৃতি অঞ্চলের (১) ঘৃতব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন কোন খুচরা ব্যাপারী ঐ সকল কদর্য্য চর্ব্বি ঘৃতে মিশাইয়া ভেজাল ঘৃত বলিয়া বিক্রয় করে, আদত ঘৃতের মহাজনেরা তাহা মিশায় না। তাহারা মোকাম হইতে গো, মহিষ, ছাগ ও মেষ-দুগ্ধজাত ঘৃত আনাইয়া বিক্রয় করে। দ্বিতীয় কথা, ঐ সকল ভেজাল ঘৃত কলিকাতায় বিক্রয় হয় না, মফঃস্বলে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত বিষাক্ত অন্ততঃ স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর চর্ব্বি যে ঘৃতে ভেজাল দেওয়া হয়, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, এবং প্রতিবাদকারীগণও তাহা করিতেছেন না। (২) এখনও ধাপা অঞ্চলে মৎস্য ধরিতে অথবা অন্য কারণে অনেক ভদ্রলোক গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, এবং বোধ হয় যে কেহ ইচ্ছা করিলে দেখিয়া আসিতে পারেন যে, দুই তিনজন পাগড়ী মাথায় লোক বসিয়া নানাবিধ মৃত কুৎসিত জীবের অমেধ্য বসা জাল দেওয়াইতেছেন। ঐ সকল চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃত যে কলিকাতায় আদৌ বিক্রয় হয় না, এ কথা কেহ শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারেন কি? খুচরা ব্যাপারীরাও যে ঐ ঘৃত অন্য টিনে পুরিয়া রাখিয়া বিক্রয় করে না, এ কথা বলা শক্ত। মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট যে মধ্যে মধ্যে

গাড়ী গাড়ী ঘৃত ড্রেণে ফেলাইয়া দেন, তাহা কি ময়লা যাইবার পথ পিচ্ছিল করিবার জন্য মাত্র? আর যদিই বা কলিকাতায় ঐ ঘৃত ব্যবহৃত না হইয়া কেবল মফঃস্বলেই যায়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করি, যে কলিকাতাবাসী দশ লক্ষ লোকের জীবন কি এত মূল্যবান? ত্রিশকোটী ভারতবাসীর মধ্যে দশ লক্ষ লোক বাদে বক্রী লোকের জীবনের কি কিছুই মূল্য নাই? আমরা চাই যে, এরূপ ভেজাল কোনও ঘৃতেই যাহাতে মিশ্রিত না হয়, তাহার কোনওরূপ ব্যবস্থা করা হউক। যদি বৎসরে চারিকোটী মণ ঘৃত প্রস্তুত হয়, তবে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা মণ করা।০ চারি আনা ব্যয় করিলে এক লক্ষ টাকা হয়। ঐ টাকাতে ৫।৭ জন মোটা মাহিনায় রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ঘৃত ব্যবসায়ীগণ সরকার বাহাদুরের দ্বারা এমন ব্যবস্থা করাইতে পারেন না কি, যে উক্ত রাসায়নিক পরীক্ষকগণ যে সকল ঘৃত পরীক্ষা করিয়া খাঁটী বুঝিবেন, তাহা টীনে ভরাইয়া সেই টীনে তাঁহাদের অথবা সরকারী কোনও চিহ্ন দেওয়া থাকিবে। সকলে নির্ভয়ে ঐরূপ ঘৃত ব্যবহার করিতে পারিবেন। (৩) যদি ঐ সকল টিনে কোনওরূপ অন্যায় পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরীক্ষকগণ সেজন্য দায়ী থাকিবেন? ঘৃত-ব্যবসায়ীগণ মিলিয়া উক্তরূপ অন্য কোনও রূপ সুবিধাজনক এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাহাতে লোকে নির্ভয়ে খাঁটি ঘৃত কিনিয়া ব্যবহার করিতে পারে। কেহই মণ করা ।০ আনা কি ॥০ আনা অধিক মূল্য দিতে কাতর হইবে না। ভেজাল ঘৃতে দশ বার দিন পরে, যে পোকা হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? (৪) এ পর্য্যন্ত ঘৃতে কোনও রূপ পোকা ত দেখা যায় নাই। সে পোকা কত বড় এবং কিরূপ তাহাও স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে লোকে ঘৃত কিনিয়া ১৫ দিন ঘরে রাখিয়া পরীক্ষা করণান্তে ব্যবহার করিতে পারে। ফল কথা, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে ঘৃত আমরা ব্যবহার করিব, তাহা খাঁটি না হইলে বড়ই অন্যায় কথা। তাহাতে কেবল স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না, হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই ধর্ম্মের ব্যতিক্রম হয়। ঘৃত ব্যবহার করিয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করা অপেক্ষা বরং ঘৃত ব্যবহার না করা ভাল। মহাজনগণের নিকটও সানুনয় নিবেদন, তাঁহারাও এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া একটা সদ্ব্যবস্থা করুন। আর এক কথা, চরকের মতে মেষের ঘৃত বড় ভাল নয়। ঘৃতের সহিত সেটা মিশ্রিত না করিলে চলে

না কি? প্রতিবাদকারীরাই বলিতেছেন যে গো, মহিষ, মেষ ও ছাগলের ঘৃত একত্র করিলে মিশ্রিত বা ভেজাল দেওয়া ঘৃত বলিয়া গণ্য হয়। আমরাও বলি, যে খাঁটী গব্য ও মহিষ-ঘৃত অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ, তাহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। অন্ততঃ গব্য ও মহিষ-ঘৃত মিশ্রিত করিলেও সুন্দর ঘৃত হয়। মেষের ঘৃত অতি কদর্য্য এবং দুর্গন্ধ। তাহা নিশ্চয়ই অতি অল্প পরিমাণে জন্মে, কারণ এক একটী ভেড়ী অতি অল্প পরিমাণে দুগ্ধ দেয়। অথচ, খাঁটি মেষের ঘৃত মুখের ঘায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ; তাহা অনেকে অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া থাকে। এমতস্থলে সকল ঘৃতের মূল্য কমাইবার প্রয়োজন কি? যদি বলেন, মোকামে সকল ঘৃত খরিদ হয়, তাহাই মিশ্রিত। খুচরা ব্যাপারীরা সকল প্রকারের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করে, ইহা সম্ভব। কিন্তু যদি প্রকৃত আড়তদারেরা ঐরূপ ঘৃতের মূল্য বিস্তর কমাইয়া দেন, অথচ খাঁটি গব্য এবং মহিষ-ঘৃত অধিক মূল্যে ক্রয় করেন, তাহা হইলে অগত্যা গ্রামের ক্ষুদ্র ঘৃতবিক্রেতারা আর দুগ্ধ মিশাইবে না। তাহারা যখন দেখিবে যে, প্রত্যেক ঘৃত পৃথক পৃথক্ রাখিলে সকল ঘৃতেরই মূল্য অধিক পাওয়া যায়,(৫)অথচ মিশাইলেই মূল্য অত্যন্ত কমিয়া যায়, তখন আর তাহারা মিশাইবে না। অবশ্য এরূপ করিতে হইলে সকল ঘৃত-ব্যবসায়ীকে একমত হইতে হইবে। আমরা বলি, এরূপ সঙ্কটস্থলে তাঁহাদের ঐক্যমত অবলম্বন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

মন্তব্য।—(১) ঘৃত-ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন্ কোন্ খুচরা ব্যাপারী না বলিয়া চর্ব্বি-ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন্ কোন্ খুচরা কথাটা বলিলে ভাল হয় না, পরন্তু প্রতিবাদকারিরা ঘৃত-ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন্ কোন্ খুচরা এ কথা কোথাও বলেন নাই। পরন্তু এই হুজ্‌গ—চর্ব্বি-ব্যবসায়ী ঘী করিতেছে, ইহা না বলিয়া ঘৃত-ব্যবসায়ী ঘৃতে চর্ব্বি মিশাইতেছে, ইহা বলাই আপনাদের "মহৎ দোষ" হইতেছে। এই জন্যই আমরা বলি, প্রকৃত ঘীয়ে ভেজাল নাই, আপনারা উহার উল্টা বলেন, "ঘৃতে চর্ব্বি ভেজাল দেওয়া হয়।"

(২) চর্ব্বির কাজটা উঠিয়া যাইবে কি? (৩) গাড়ী গাড়ী কথা আমরা শুনি নাই, না শুনিলেও তর্কের খাতিরে ধরিলাম, উহা হইতে পারে। পরন্তু উহা মিউনিসিপ্যালিটির এক্টের ৫৫০ ধারার কথা।

মানুষের অখাদ্য পচা মাল ঐ আইনানুসারে ফেলা হয়। ঐ আইনের

মতে কেবল চর্ব্বী বলিয়া নহে, গুমো ছোলা, মটর, চাউল যাহা পচা হইবে, তাহাই ফেলা হয়। যাহা হউক, এই হুজুগে উহা তুলিয়া দিয়া আপনি আমাদের একটি সুন্দর শিক্ষা দিলেন। আমরা মিউনিসিপ্যাল এক্টের ৪৯৫ ধারার কথাই আলোচনা করিয়া থাকি। কারণ ঐ ধারাতেই কেমিকেল পরীক্ষায় আদত ঘী দোষী হয়—সংবাদ-পত্রে ফরেণফ্যাট কিংবা আডলটারেটেড মানে "চর্ব্বীর ঘী" করা হয়, বস্তুত উহার মানে স্নৈহিক পদার্থ করা হয় না। একারণ দেশের লোকেরা চর্ব্বির মহাজন ও ঘৃতের মহাজন যে উভয় শ্রেণীর মহাজন তাহা নির্ণয় করিতে পারেন না এবং ঐ উভয় শ্রেণীর মহাজনের মধ্যে কাহারা যে ঘীয়ে চর্ব্বি মিশাইয়া দুষ্কর্ম্ম করিতেছেন কিংবা না করিতেছেন, অথবা এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে অন্য একশ্রেণীর ব্যবসায়ী হইয়াছে কি না, ইহা ডিটেক্‌টিভ পুলিশের সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর অনুসন্ধান করাইবেন কি? মোটের উপর, ঘীর মহাজনদিগের বিশ্বাস, এই গোলযোগের মূল ৪৯৫ ধারার জন্যই হইতেছে, নতুবা কেবল ৫৫০ ধারাটি থাকিলে, সাধারণে এত ভ্রমে পতিত হইত না; কারণ ঐ ধারার মতে অখাদ্য পচা মাল যেমন ফেলা হয়, তদ্রূপ ৪৯৫ ধারা হইতে রাসায়নিক পরীক্ষা তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে খাদ্যদ্রব্যের দর দেখিয়া দণ্ড বিধান হউক এবং ৫৫০ ধারা মতে মন্দ খাদ্য ফেলিয়া দেওয়া হউক, ইহাই আমরা প্রার্থনা করি। আপনি প্রতিবাদের মধ্যে কোন্‌খানে খুচরা ব্যাপারীর কথা পাইয়াছেন? দোকানদারের ভাষায় ব্যাপারী কাহাকে বলে, তাহা বুঝেন কি?

(৩) উহা আমরা আন্তরিক অনুমোদন করি। ঘৃত-সমিতি গত বৎসর হইতে ঐ চেষ্টা করিতেছেন।

(৪) প্রমাণ? আপনিই লিখিয়াছেন, গাড়ী গাড়ী ঘী ড্রেণে ঢালিয়া দেয়। আমরা শুনিয়াছি, চর্ব্বির ঘী ২।৩ দিন অবিক্রেয় অবস্থায় দোকানে থাকিলে পুনরায় না কি তাহাকে চর্ব্বির কারখানায় পাঠান হয়, কারণ উহা পচিয়া উঠে, কিন্তু যতই কেন মিশ্র-ঘী কিংবা তেল-চর্ব্বি বিক্রয় করি বলিয়া ৪৯৫ ধারাকে ফাঁকি দেওয়া হউক না, ৫৫০ ধারার জন্য ফুড-ইনস্পেক্টারের গতি সর্ব্বত্র বিরাজিত, পচা মাল দেখিলেই তাঁহারা ধরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয়কে দেখাইয়া ফেলিয়া দিতে বাধ্য। কিন্তু তাহা যে আদত ঘী নহে কিংবা ঘৃতের মহাজনদিগের ঘী নহে, তাহা নিশ্চিত। কারণ ঘী

যত পুরাতন হইবে, ততই উহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়া কবিরাজ বাড়ী যাইবে, তবু ড্রেণে যাইবে না। চর্ব্বির সঙ্গে ঘী মিশাইয়া পোকা তৈয়ারী করিয়া যাহাদের মাছ ধরার বাতিক, তাহারাই উহা বলিয়াছিল। আপনি তাহা ঘরে করিয়া দেখিতে পারেন। দশ লক্ষ বাদে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর জীবনের মূল্য সম্বন্ধে কাহাদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন? বঙ্গের কয়েকটি জেলা ভিন্ন, অন্য সকল স্থানের ভারতবাসীরা কলিকাতার ঘৃতের উপর নির্ভর করেন না? কলিকাতায় যে ঘী আমদানী হয়। আপনার লেখার কোটি স্থলে লক্ষ হইবে। লিখিতেছেন চর্ব্বির ঘীর কথা, শিরনামা দিলেন "ঘৃতে চর্ব্বি।" উহাই ত আপনাদের উল্টা ধারণা। ব্যাধি ত ঐ স্থানে। (৫) হওয়া অসম্ভব, উহা বুঝাইতে হইলে সুদীর্ঘ প্রবন্ধের আবশ্যক।

যাহা হউক, ঘীয়ে চর্ব্বি মিশান সম্বন্ধে সংবাদপত্রের প্রমাণ যথা—রমণীর স্তন কাটা, হাইকোর্টের দুইটি মকর্দ্দামায় জানা, আবাদে সর্প দর্শন, হুগ্‌লীর জজকোর্টে চর্ব্বিওয়ালার খাতায় সর্প ক্রয়? জিজ্ঞাসা করি, চর্ব্বিওয়ালার খাতায় কি থাকিবে? স্বর্ণ খরিদ বিক্রী থাকিবে কি?) আর ধাপার মাঠে চর্ব্বি জ্বাল দেওয়া। অতএব ঐ সকল বস্তু ঘীতে মিশাইতেছে বলিয়া "আদত ঘীয়ের মহাজনদিগকে" দোষী করা কি অন্যায় নহে?" আপনাদের কি কর্ত্তব্য নহে "চর্ব্বিওয়ালাদের" ধরিয়া বলা? তাহার পর "চর্ব্বির মহাজনেরা" কি বলেন. তখন বুঝিবেন, এই ব্যাধির মূল কোথায়? প্রকৃত ঘীর কারখানা কলিকাতায় একটীও নাই।

বিনাজলে আলুচাষ।

বিনাজলে আলুর চাষ করা যাইতে পারে, ইহা সাধারণতঃ লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না। পুরুষানুক্রমে রায়তেরা জলসেচন করিয়া আলুর চাষ করিতেছে; এখন যদি কেহ বলে, জলসেচন না করিয়াও আলুর চাষ করা যাইতে পারে, এই সম্পূর্ণ নূতন কথা, মানুষ বিশ্বাস করিবে কেন? ইহা অতি সত্য কথা, নিতান্ত শুষ্ক জমিতে অর্থাৎ বীরভূমের কাঁকড় নীরস জমি, বর্দ্ধমানের কোন কোন স্থান, বাঁকুড়া,

মানভূম, হাজারীবাগ, রাঁচি, সিংভূম প্রভৃতি অত্যন্ত নীরস জমিতে একেবারে বিনাজলে আলুর চাষ করা সম্ভবপর নহে; কিন্তু আমরা যে প্রণালীতে রাজসাহীর গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে বিনাজলে আলুর চাষ করিয়াছি, সেই প্রণালীতে উল্লিখিত স্থান সকলে আলুর চাষ করিলে অপেক্ষাকৃত কম জলসেচন করিয়া আলুর চাষ করা যাইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জল দেওয়ার প্রধানতম উদ্দেশ্য, নীরস জমি সরস করা। জলের এক নাম—জীবন; এই জীবন বিনা জীব এবং শস্যের জীবন-ধারণ করা সম্ভাবনা কোথায়? যদ্দ্বারা জীবন বাঁচে, তাহার অপব্যবহারেই জীবনসংশয় ঘটে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। অত্যধিক জলপান করিলে মানুষ অসুস্থ হয়, ঠিক তদ্রূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্যাদিতে জল-সিঞ্চন করিলে তদ্দ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে মহা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। নতুবা কোন শস্যের পক্ষে কি পরিমাণ জলের প্রয়োজন এবং শস্যাদির কিরূপ অবস্থায় জল দিতে হয়, এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভ করিতে হয়। আমি আজ ২৫।২৬ বৎসর যাবৎ গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের কাজ করিতেছি; এই দীর্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি যে সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি। অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে প্রখর রৌদ্রোত্তাপে আলুর জমি রসবিহীন হইয়া পড়িলে তজ্জনিত গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সুতরাং রায়তেরা বাধ্য হইয়া অগ্রহায়ণ মাসে অন্ততঃ দুইবার, পৌষমাসে অন্ততঃ তিনবার ও মাঘ মাসে একবার মোট সাধারণতঃ ছয়বার জল দিয়া থাকে। স্থলবিশেষে এতদধিক জল দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অনেক স্থলেই আলুচাষের উপযুক্ত জমি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সেই সকল জমির সন্নিকটে জলাশয় না থাকাতে আলুচাষ করা সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ জলসিঞ্চনের অত্যধিক খরচ বহন ও অধিক মূল্যে বীজ আলু ও সার ক্রয় করিয়া গরীব রায়তেরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আলুর চাষ করিতে পারিতেন না। এজন্যই বাঙ্গালা দেশে আজও আশানুরূপ আলুর চাষ হইতেছে না। কোন উপায়ে যদি জলসেচনের খরচ কমাইতে ও মূল্যবান সারের পরিবর্ত্তে অনায়াসলব্ধ মূল্যের সার জমিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে গরীব রায়তদিগের পক্ষে বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা হইবে, এই আশায় নিতান্ত কার্য্যব্যস্ততা সত্ত্বেও আলুর চাষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

সার প্রয়োগ ও জমি প্রস্তুত করা।

দোয়াস জমিই আলুর চাষের পক্ষে উপযোগী। আলুর জমিতে অন্য কোন শস্যের চাষ না করিয়া প্রতি বৎসর শুধু আলুর চাষ করিলে অধিক পরিমাণে আলু জন্মে। কার্ত্তিক মাসের শেষাবস্থায় অগ্রহায়ণের প্রথমাবস্থায় আলু রোপণ করিলে ফাল্গুনের প্রথম ভাগেই জমি হইতে আলু তোলা যাইতে পারে। আলু তুলিবার পর প্রথম বৃষ্টি হইলে জমিতে দুইবার বেশ করিয়া লাঙ্গল ও মই দিয়া প্রতি বিঘাতে পাঁচ সের ধঞ্চা কিম্বা নীলের বীজ বুনিয়া দিতে হইবে। ধঞ্চা বা নীলের গাছগুলি তিন ফুট পরিমাণে বড় হইলে উত্তমরূপে জমি চাষ ও মই দিয়া উক্ত গাছ জমির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হইবে। কিছুদিন পরে গাছগুলি পচিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। ইংরাজীতে ইহাকে Green manure ও বাংলাতে সবুজ সার বলা হয়। এই Green manure দ্বারা জমি খুব উর্ব্বরা হয়। মূল্যবান রেড়ির খইলের পরিবর্ত্তে এই সবুজ সার জমিতে ব্যবহার করিলে সারের কাজ ইহা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, পক্ষান্তরে খরচ খুব কম হয়। জমিতে ঘাস জন্মিলে যখন লাঙ্গল দেওয়ার সুবিধা হইবে, তখন মধ্যে মধ্যে গভীররূপে জমি কর্ষণ করিয়া ঘাস মারিয়া দিতে হইবে। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে যখনই জমির যো হইবে অর্থাৎ জমি নিতান্ত কর্দ্দমাক্ত বা শুষ্ক হইয়া না যাইবে, সেই অবস্থাযুক্ত জমি গভীররূপে চাষ করিলে জমিতে ঢেলা বাঁধে না এবং সহজেই মাটি গুঁড়াইয়া যায়; তৎসঙ্গে জমির ঘাস মরিয়া ও পচিয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। কৃষকেরা ইহাকে পচান চাষ বা বারমাসী চাষ বলিয়া থাকে। সুবিধা হইলে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, এই তিনি মাসে অন্ততঃ ৪।৫বার জমি চাষ করিতে ও মই দিতে পারিলে ভাল হয়। কার্ত্তিক মাসের প্রথম প্রতি বিঘাতে ১০০ মণ পরিমাণ পচা গোবর সার ছড়াইয়া দিয়া উত্তমরূপে ঐ গোবর সার মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, জমিতে ঢেলা বাঁধিলে জমির রস সহজেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে; সুতরাং যত্ন পূর্ব্বক ভাল করিয়া পুনঃ পুনঃ মইএর দ্বারা মাটি গুঁড়াইতে ও মাটি বেশ করিয়া আঁটিয়া রাখিতে হইবে। জমি ফাঁপ বা আল্‌গা থাকিলে সহজেই মাটির রস নিঃশেষ

হইয়া যাইবে, এজন্যই বেশ করিয়া মইএর দ্বারা মাটি আঁটিয়া রাখিতে লিখিলাম। সচরাচর জমি গভীররূপে চাষ করা হয় না, এজন্যই সহজে জমি রসবিহীন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে অন্ততঃ ৯ ইঞ্চ হইতে ১২ ইঞ্চ গভীর করিয়া চাষ করিলে এবং মাটি বেশ করিয়া ধুলি উড়াইয়া মইএর দ্বারা জমি আঁটিয়া রাখিলে সহজে জমি রসবিহীন হইবে না। এইরূপ রসসঞ্চিত জমিতে কার্ত্তিক মাসের শেষ কিংবা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে দুইবার জমি গভীররূপে চাষ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তমরূপে মই দিয়া জমি বেশ করিয়া ৬।৭ ইঞ্চি ব্যবধান ও ৪।৫ ইঞ্চি মাটির নিম্নে অঙ্কুরযুক্ত আলু রোপণ করিতে হইবে। অঙ্কুরবিহীন আলু রোপণ করিলে একসঙ্গে গাছ বাহির হয় না, সুতরাং গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়ার পক্ষে বড়ই অসুবিধা ঘটে; এজন্য অঙ্কুরযুক্ত আলু রোপণ করা একান্ত বঞ্চনীয়।

আলুর অঙ্কুর বাহির করিবার নিয়ম।

ঘরের মেজেতে এক ইঞ্চি পুরু করিয়া বালি ছড়াইয়া দিতে হইবে, তদুপরি আলুগুলি একটির সঙ্গে আর একটি সংলগ্ন করিয়া বিছাইয়া দিতে হইবে, পরে দুই ইঞ্চি পরিমাণ বালির দ্বারা ঐ আলুগুলি ঢাকিয়া দিতে হইবে, তৎপরে বালির উপর আউস ধানের খড় দ্বারা ঢাকিয়া মাঝে মাঝে তদুপরি জল ছিটাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় সপ্তাহ কাল আলুগুলি রাখিলে সহজেই আলুগুলি অঙ্কুরিত হইবে, অঙ্কুর-যুক্ত ছোট আলুগুলি দুই খণ্ড, মধ্যম আলুগুলি তিন খণ্ড এবং বড় আলুগুলি ৪।৫ খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে, প্রত্যেক খণ্ডে ২।৩টি অঙ্কুর রাখিতে হইবে, রোপণের সময় অঙ্কুরগুলি উপরের দিকে রাখিয়া রোপণ করিতে হইবে। আলু রোপনের ২০।২৫ দিন পরে গাছগুলি যখন ৮।৯ ইঞ্চি বড় হইবে, সেই সময়ে ৪।৫ ইঞ্চি মাটি দ্বারা গাছের গোড়া ঢাকিয়া দিতে হইবে; প্রথম মাটি দেওয়ার ২০।২৫ দিন পরে দ্বিতীয় বার ৩।৪ ইঞ্চি মাটি গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। দুই লাইনের মধ্যস্থিত ফাঁকা বা খালি জায়গা হইতে মাটি তুলিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। রায়তেরা তিনবার মাটি দেয়, আমার মতে দুইবারের অধিক মাটি দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। অনভিজ্ঞ কৃষকেরা মনে করে,

বেশী পরিমাণ মাটি দ্বারা আলু গাছের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিলে আলু বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ ইহা রায়তদিগের ভ্রান্তি বই আর কিছুই নহে। গাছের গোড়ার শিকড়েই আলু উৎপন্ন হয় সুতরাং গাছের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দেওয়ার সার্থকতা কি বুঝিতে পারি না, বরং গাছের অগ্রভাগ নিয়ত ঢাকিয়া দিলে মাটির চাপে গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে সুতরাং লাভের পরিবর্ত্তে লোকসানের সম্ভাবনাই অধিক।

শ্রীহরকুমার গুহ
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রাজসাহী কৃষিক্ষেত্র।

বিলাতী মাটী।

পাশ্চাত্যখণ্ডে শতবর্ষ পূর্ব্বে যে সকল কল কারখানা ছিল, তাহা এখন বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। পুরাতন কল গিয়া এখন নূতন কল হইতেছে। একারণ বর্ত্তমান সময়ে কল-কারখানাকে বলা হইতেছে—"আধুনিক উন্নতি-শীল কল-কারখানা।" বিলাতী মাটীর প্রাচীন কল এক্ষণে বদ্‌লাইয়া "আধু-নিক উন্নতিশীল" হইয়াছে। অদ্য বিলাতী মাটী সম্বন্ধে উন্নতিশীল কলের প্রক্রিয়া বলা হইতেছে। অর্থাৎ ইহা সাবেকী প্রথায় "বিলাতী মাটী" প্রস্তুত-করণ "কলের" কথা নহে। এ কাজে প্রচুর মূলধনের আবশ্যক।

প্রাচীন প্রথায় জলের ভিতরের কাদা অর্থাৎ নদী ইত্যাদি জলাশয়ের গর্ভস্থ মৃত্তিকা অতিশয় শুষ্ক করিয়া তাহাতে চূণ মিশাইয়া বিলাতী মাটী করা হইত, কিন্তু আধুনিক উন্নতিশীল কলে চূণে পাথরকে শুষ্ক করিয়া তাহাতে ক্যাল্‌সিয়ম সাল্‌ফাইড মিশাইয়া বিলাতী মাটী করা হইতেছে। বিলাতী মাটীর কল বলিলে উহাকে "শুষ্ক কল" বুঝায়। এখনকার বিলাতী মাটীর নাম হইয়াছে,—"পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট।"

পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট তৈয়ারী করিতে দুইটী পদার্থের বিশেষ আবশ্যক হয়। যথা—(১) চূণবিশিষ্ট প্রস্তর বা চূণে পাথর, (২) কর্দ্দম। চূণে পাথর খনি অথবা পাহাড় হইতে সংগৃহীত হয়। কলিকাতার মিউ-নিসিপ্যালিটির পথে পাথরের খোয়া যেরূপ ভাবে ভাঙ্গিয়া করা হয়, ইহাকেও সেই ভাবে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করা হয়। তাহার পর ঐ পাথরের

খোয়াগুলি Rotary (রোটারি) কলে বোঝাই করা হয়। এই কল গম্বুজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, প্রায় ৬০ ফুট লম্বা এবং ৬ ফুট ব্যাসযুক্ত। ইহার নিম্নতলে তন্দুরের ন্যায় আগুন থাকে, গম্বুজের ভিতরটি নলের মত ফাঁপা; ইহা বলা বাহুল্য, সেই ফাঁপা-স্থানে পাথুরে খোয়া বোঝাই করা হয়। গম্বুজের উপর দিক্ হইতে খোয়া ঢালা হয়। গম্বুজের নিম্নের তলে পাথর অগ্নিতাপে ২।৫ দিন ধরিয়া শুষ্ক হইলে তাহাকে বাহির করিয়া গুঁড়া করা হয়।

ঠিক ঐরূপ আর একটা গম্বুজের (রোটারি) মধ্যে ইহারও নিম্নতলে তন্দুরের ন্যায় উনান থাকে। এই রোটারিতে জলীয় মৃত্তিকাপূর্ণ করিয়া অগ্নিতাপে শুষ্ক করা হয়। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত চূণে পাথর শুষ্ক গুঁড়া সমপরিমাণ এই শুষ্ক মাটির গুঁড়ার সহিত মিশান হয়। পরন্তু এই মিশান কার্য্যে কারীগর সাহেবের অতিশয় দক্ষতা হওয়া আবশ্যক। চূণে পাথর ঠিক শুষ্ক হইয়াছে কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে কারীগর মহাশয় পরীক্ষা করেন। যদি উহাতে এক অংশ জল থাকে, তাহা হইলে উহা কলের গায়ে লাগিয়া গিয়া মালে ভজে না এবং রাসায়নিক সংযোগ আদৌ ঘটে না; পরন্তু চূণে এবং পাথরে এক অংশ জল থাকিলে উহা দগ্ধ হইয়া চূণ তৈয়ারী হইয়া যায় এবং কর্দ্দমও পুড়িয়া শুরকি তৈয়ারী হয়। অতএব দক্ষ রাসায়নবিৎ পণ্ডিত না হইলে, মাল মসলা নষ্ট হইয়া, বিলাতী মাটীর কল হইতে বিলাতী মাটি না হইয়া চূণ ও শুরকীর মিশ্রণ ভাগাড় বাহির হয়। যাহা হউক, কারীগর মহাশয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া চূণে পাথরের সহিত কর্দ্দম শুষ্ক মিশাইয়া আর একটি কলে তাহাকে নিক্ষেপ করেন। এই কলটি ইস্পাত নির্ম্মিত ২২ ফুট লম্বা এবং ৫।৬ ফুট ব্যাসযুক্ত এবং ইহা নলাকৃতি। এই কলে মিশ্র চূণে পাথরের গুঁড়া পড়িয়া ইহার সাহায্যে উক্ত পদার্থের পাউডার তৈয়ারী হয়।

ঐ পাউডার অন্য একটী কলে যাহার উত্তাপ ২৭০০ হইতে ৩০০০ ডিগ্রি, ২ হইতে ৬ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়। পরন্তু ঐ পাউডার দগ্ধ হইলে তখন উহার নাম হয়,—"ত্রিক্যালসিক্ সিলিকেট অফ আইরণ এণ্ড য়্যালুমিনাম্।" ইহা দেখিতে ঈষৎ সবুজ এবং খুব শক্ত। যখন ইহা এই কলে দগ্ধ হয়, নীল চশমা দিয়া দেখিলে সাদা মত দেখায় এবং ঐ শ্বেতবর্ণ হইতেছে দেখিলেই জানা যায় যে, উহাতে রাসায়নিক ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে এবং বিশেষ-

ভাবে দেখিলে, পাঁজার উনানে অল্প অল্প সবুজ ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, এই উনান হইতে উক্ত পাউডারকে ঈষৎ সবুজবর্ণ অবস্থায় দুই হাজার ডিগ্রি উত্তাপ থাকিতে থাকিতে উহাকে অপর এক কলে ফেলিয়া শীতল করা হয়। ইহাও প্রকৃতপক্ষে শীতল করা কল নহে, এখানেও ঐ গুঁড়া শুষ্ক হয় কিন্তু এ কলে আগুনের সংশ্রব নাই।

তৎপরে ঐ পাউডার বাহির করিয়া শতকরা দুই ভাগ ক্যালসিয়ম সাল্‌ফাইড মিশাইয়া পুনরায় ইহাকে গুঁড়া করিবার কলে প্রবেশ করাইয়া অর্থাৎ ভাল করিয়া সাল্‌ফাইড মিশাইয়া উহাকে বাহির করিয়া পিপায় পুরিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করা হয়। এত করিয়াও কিন্তু উহার জল মরে না, সেই কারণ পিপের গায়ে উহা এমন কামড় খাইয়া লাগিয়া যায় যে, পিপের ভিতর শক্ত পাথরের ন্যায় হইয়া থাকে কিন্তু সব পিপেয় নহে—২।১টিতে উহা হয়, যেগুলি ঠিক শুকায় না, সেইগুলিতেই হয়। এই পাথুরে পাউডারে শতকরা ১৫ অংশ জল মিশাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত হইয়া এক আশ্চর্য্য গুণ এই প্রাপ্ত হয় যে, ঐ গুণে এই পদার্থ নানাজাতীয় প্রস্তর চূর্ণ এবং বালী ও কঙ্করকে জমাট বাঁধাইয়া দেয়—ইহাকেই বলে,—"বিলাতী মাটী।"

পাটকল সমিতি।

কলিকাতার সন্নিকট যতগুলি পাটকল আছে, সেই সকল পাটকলের পরিচালক মহাশয়দিগের একটি সমিতি আছে। তাহাকে "বঙ্গীয় জুট মিল এসোসিয়েসন" বলা হয়। সম্প্রতি ঐ সমিতির সভাপতি মহাশয়কে শ্রীমান্ মার্কাস স্কচ নামক জনৈক পাটকলের পরিচালক মহাশয় পাটের উন্নতির উপায় নিদ্ধারণ সম্বন্ধে এক পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে,—

প্রতিবর্ষে গড়ে ভারতবর্ষে ৮৫ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হয়, ইহার অধিকাংশ পাট বঙ্গের। পরন্তু উক্ত ৮৫ লক্ষ গাঁট পাটের মধ্যে এক বঙ্গদেশের পাটকলগুলিতে প্রায় ৪৫ লক্ষ গাঁট পাট ব্যবহৃত হয়, কারণ ইহা হইতে থোলে ও পাটের দড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়; পরন্তু উক্ত ৮৫ লক্ষ গাঁটের মধ্যে ৪০ লক্ষ গাঁট পাট ডাণ্ডি প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হয়। এখানে ব্যবহৃত ৪৫ লক্ষ গাঁট পাটের মূল্য ২৭০ কোটি টাকা এবং

৪০ লক্ষ গাঁট পাট যাহা বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার মূল্য গড়ে ৪৫৲ টাকা গাঁট ধরিলে ১৮০ কোটি টাকা হয়। মোট ৪৫০ কোটি টাকার পাট প্রতিবর্ষে গড়ে এদেশে উৎপন্ন হয়, অতএব বঙ্গদেশে পাটের বাণিজ্য জগতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় নিশ্চিত।

১৯০০-১ সালে এদেশে ২০ লক্ষ একার ভূমিতে পাটের আবাদ হয়। ১৯০৫-৬ সালে ৩১ লক্ষ একার ভূমে পাট চাস হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে, এই পাঁচ বর্ষে পাটের আবাদ ১১ লক্ষ একার অর্থাৎ ৫০ পারসেণ্টের উপর বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, জগতের মধ্যে পাটের আবশ্যকও সঙ্গে সঙ্গে উহাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্গদেশে ১৯০০ সালে পাটকলগুলিতে ১৫৩০০ শত তাঁত ছিল, ১৯০৫ সালে ২১৩০০০ শত তাঁত হয়, ইহাতে দেখা যাইতেছে, উক্ত পাঁচ বর্ষে ৬০০০ হাজার তাঁত বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রায় ৪০ পারসেণ্ট তাঁত বৃদ্ধি হইয়াছিল, পরন্তু ১৯০৫ সাল হইতে চলিত বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁত বৃদ্ধি হইয়াছে ৩২৭০০ শত অর্থাৎ ১৯০৫ সাল অপেক্ষা ১৯১১ সালে ১১৪০০ শত তাঁত বৃদ্ধি হইয়াছে। পরন্তু ইহাঁর সঙ্গে বিদেশী তাঁতগুলির সংখ্যা ধরিলে বর্ত্তমান সময়ে যে পাট বঙ্গে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে সংকুলান হয় না। অর্থাৎ বঙ্গদেশে যেমন ৫০ পারসেণ্ট চাস বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে এদেশেই পাটের আবশ্যক ৪০ পারসেণ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব এই শিল্প পৃথিবীময় চালাইতে গেলে পাটে কুলাইতেছে না এবং পরিণামেও কুলাইবে না; কাজেই পাটের দর বৃদ্ধি এবং কৃত্রিমতা দ্বারা এই ব্যবসায়টি পরিণামে নষ্ট হইয়া যাইবে। এ কারণ মার্কস সাহেব আশা করেন, এদেশে পাটের আবাদ বৃদ্ধি করা হউক।

তিনি বলেন, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় নিশ্চেষ্ট নহেন। ১৯০৫ সালে পাটে জল ঢালা ইত্যাদি বিষয়ে যখন এদেশে ঘোরতর আন্দোলন হয়, সেই সময় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর "পাট কমিসন" নিযুক্ত করেন। ঐ কমিসনে মিষ্টার ফিন্‌লো সাহেব নিযুক্ত হন।

মিষ্টার ফিন্‌লো মহোদয় বঙ্গীয় পাটের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি পাটের যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহার এক স্থানে লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গদেশে পাটের জমিতে প্রতি একারে ৫ টন গোবর

সার দেওয়া উচিত, তাহা হইলে এদেশে পাটের ফলন বৃদ্ধি হইবে। অতএব গোময় সারটি গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা কৃষকদিগকে দিতে বলিবেন।" যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট সে আইন করেন নাই, ভালই হইয়াছে; কেন না, ৩০ লক্ষ একার ভূমির পাট চাসে প্রতি একারে ৫ টন গোময় দিতে হইলে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন গোময়ের আবশ্যক হইত, গরুগুলিকে "ঠেঙ্গাইয়া" নিশ্চিত গোময় বাহির করা হইত না, অতএব উহা সংগ্রহ করা অসম্ভব হইত। (কিন্তু ক্রমশঃ দিলে কি হইত? মঃ বঃ সঃ) পরন্তু উহা জাহাজ ভাড়া করিয়া অন্য দেশ হইতে আনাও চলিত না। আমরা বলি," গোময়ের পরিবর্ত্তে অন্য সার দেওয়া কর্ত্তব্য। কেবল গোময় দিতে হইবে এমন কি কথা আছে?

যাহা হউক, মিষ্টার ফিন্‌লো সে সময় স্বীকার করিয়াছিলেন যে, "পাটের আবশ্যক বৃদ্ধি হইয়াছে, এ কারণ পাটে জল ঢালা হইতেছে। আবশ্যক অপেক্ষা অধিক পাট উৎপন্ন হইলে স্বতঃই তাহা নিবারিত হইবে। অতএব পাটে জল ঢালার জন্য কোন আইনের আবশ্যক নাই।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ১৯০৬ সাল অপেক্ষা এক্ষণে আরও ৫০ গুণ পাটের আবশ্যক হইয়াছে, অথচ ফলন সম্বন্ধ তাঁহারা কি যুক্তি গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছেন? আমরা দেখিতে পাই, গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল লোকের পরামর্শে রায়ৎদিগকে কেবল এই শিক্ষা দিতেছেন যে, প্রত্যেক বিঘা ভূমে যাহাতে পাটের ফলন বৃদ্ধি হয়, সে সম্বন্ধে সার এবং উৎকৃষ্ট বীজ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে কিন্তু আবাদী জমি বৃদ্ধির বিষয় গবর্ণমেণ্ট আদৌ লক্ষ্য করিতেছেন না। আমরা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কৃষি-দপ্তরের খাতা হইতে জানিতে পারি যে, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ একার ভূমির মধ্যে আবাদী জমি ৩ কোটি ৯০ লক্ষ এবং অনাবাদী জমি ৪ কোটি ৫০ লক্ষ একার। জিজ্ঞাসা করি, উক্ত ৪ কোটি ৫০ লক্ষ একার ভূমে কি "কিছুই" পাটের আবাদের জন্য বাহির করা যায় না? (পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামাঞ্চলের পর্ব্বতের মস্তকভূমেও কি মার্কাস সাহেব পাট চাস করিতে বলেন? ক্রমে হইবেও তাই। কিন্তু পাহাড়ের উপর লাঙ্গল চলিলে হয় (মঃ বঃ সঃ)। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গের পাট চাস পৃথিবীর মধ্যে মূল্যবান বাণিজ্য। এই বাণিজ্যকে রক্ষা করা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সর্ব্বোতভাবে উচিত, অতএব এ জন্য স্থায়ীভাবে

একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেই বিভাগে পাট চাসে অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়া ইহার তথ্যাদি এবং পাটে চাসের আবাদী জমির বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই বিভাগের জন্য বৈজ্ঞানিক রাখিতে হইবে না। এ কাজে বৈজ্ঞানিকের আবশ্যক নাই।

ইক্ষুচাসের মাটী।

বাঙ্গালা ভাষায় কৃষি ও শিল্প পুস্তকের বড়ই অভাব দেখা যায়। তন্মধ্যে মৃত্তিকাতত্ত্ব একটি। এ বিষয় ইংরাজীতে অনেক গ্রন্থ দেখা যায়। আমরা তাহার আভাষ ইক্ষুচাসের মাটীর দ্বারা এই প্রবন্ধে দিতেছি। শ্রীমান্ য়্যাস্‌টিন মহোদয় "মৃত্তিকাতত্ত্ব" বিষয়ক পুস্তকে বলিয়াছেন,—

জাভা ও ফিলিফাইন দ্বীপপুঞ্জ।—এই উভয় দেশের আবহাওয়া (জল বায়ু) একই প্রকার। এই সকল দেশের জমি স্যাঁৎসেঁতে এবং চূণবিশিষ্ট। কাজেই এই দুই দেশে ইক্ষুর আবাদ ভালই হইয়া থাকে। পরন্তু যে সকল দেশে বৃষ্টিপাত হয়, যে সকল দেশ নদীতীরে অবস্থিত, এবং যে সকল দেশের মৃত্তিকায় খনিজ পদার্থ আছে,সেই সকল দেশের জমি ইক্ষুচাসের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ঐ উভয় দেশের জমির মাটি পাৎলা, হাল্কা এবং খনিজ পদার্থবিশিষ্ট এবং বন্দুর। বন্দুরময় ভূমি স্বভাবতঃ চাসের পক্ষে উপযোগী। মিষ্টার নোয়েলডিয়ার মহোদয় জাভার মাটি বিশ্লেষণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, উহাতে ১.৬৫ অংশ চুণ, .০৮ অংশ পটাশ, .০৯ অংশ ফস্ফারিক এসিড এবং .০৮ অংশ নাইট্রোজেন আছে। মিষ্টার হার্ব্বার্ট মহোদয় নিগ্রোদ্বীপের মাটি বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, ঐ দ্বীপের ভূমিতে চূণ ১.৬৬ অংশ, পটাশ .২০ অংশ, ফস্ফারিক এসিড .১৫ অংশ এবং নাইট্রোজেন .১৪ অংশ আছে। অতএব এই সকল প্রদেশ ইক্ষুচাসের পক্ষে উপযুক্ত।

ভারতবর্ষ।—ভারতবর্ষে নদীর উপকূলস্থ ভূমির মৃত্তিকা দোয়াস এবং স্যাঁৎসেঁতে, কাজেই ঐ সকল জমি ইক্ষুচাসের পক্ষে উপযুক্ত। এই কারণেই যুক্তপ্রদেশস্থ গঙ্গার উপকূল ভূমিতে ইক্ষু আবাদ ভাল হয় এবং বঙ্গদেশের নদীগুলির সঙ্গমস্থলেও ভাল ইক্ষু জন্মে। মোট কথা, কর্দ্দম-

ময় দোয়াস জমিতেই ভাল ইক্ষু জন্মে এবং যে সকল দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেই সকল দেশেও ভাল ইক্ষু হয়। পাঞ্জাবের লোকেরা কূপ খনন পূর্ব্বক ইক্ষুক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে নদীতে বাণ হইয়া জমি ডুবিয়া যায়, তাহাতে পলি পড়ে, ঐ পলিপড়া মাটিকেই দোয়াস মাটী বলে, এই কারণ ঐ সকল দেশে ইক্ষুচাস ভাল হয়, কারণ ঐ মাটী খনিজ পদার্থবিশিষ্ট। সমগ্র ভারতের মাটীতেই বিবিধ প্রকারের খনিজ পদার্থ আছে। অতএব প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষই ইক্ষুচাসের পক্ষে উপযুক্ত বলিতে হইবে। কর্দ্দমবিশিষ্ট দোয়াস বালুকাময় ভূমে ইক্ষু আবাদ কদাচ হইয়া থাকে।

ডাক্তার লেদার সাহেব তাঁহার প্রণীত "নোটস্ অন্ ইণ্ডিয়ান সয়েল" নামক পুস্তকে ভারতবর্ষের সমুদয় ভূমিকে ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন, (১) সিন্ধু ও গঙ্গার উপকূলস্থিত করাচী হইতে বাঙ্গালার পশ্চিমের জমি, (২) তুলা চাসের কালবর্ণের জমি, (৩) মান্দ্রাজের লাল পার্ব্বত্য ভূমি, (৪) ল্যাটেরাইট জমি। ভারতের এই ৪ প্রকারের জমি আছে। পরন্তু প্রথমোক্ত জমি বিশ্লেষণ করিয়া জানা গিয়াছে যে, উহাতে শতকরা ১.০৪ অংশ চুণ, .৬৪ অংশ পটাশ, .৯ অংশ ফস্ফারিক এসিড এবং .০৪ অংশ নাইট্রোজেন গড়ে পাওয়া গিয়াছে, অতএব ভারতের এই জমি ইক্ষু আবাদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ব্রহ্মদেশ।—এই প্রদেশে বিলিন ও পেব্যউ নদীদ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী জমিগুলি ধূসর বর্ণের দোয়াস মাটিবিশিষ্ট এবং স্থানে স্থানে ঐ নদীদ্বয়ের জল উঠিয়া যে বালীর পলি পড়ে, সেই সকল জমি ইক্ষুচাসের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। সাধারণতঃ ব-দ্বীপস্থ জমি ও পলিপড়া জমি ইক্ষু আবাদের পক্ষে ভাল।

আমেরিকা লুসিয়ানা।—এই প্রদেশের জমি তিন প্রকারের। এখানে খুব ভাল ইক্ষু জন্মে। এই দেশের মৃত্তিকা পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, তথায় সাধারণতঃ মৃত্তিকায় চূণ শত করা .৫ অংশ, পটাশ .৪ অংশ, ফস্ফারিক এসিড .১ অংশ ও নাইট্রোজেন .১ অংশ রহিয়াছে। উত্তর লুসিয়ানা প্রদেশ বিষুব রেখার সীমা হইতে ৩৩ ডিগ্রী দূরে অবস্থিত।

যদ্যপি লুসিয়ানা, জাভা এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের জমির সহিত ভারতের জমির তুলনা করা যায়, তাহা হইলে এইরূপ দেখা যায়,—

দেশ	চূণ	পটাস	ফস্ফরিকএসিড	নাইট্রোজেন
ভারত	১.০৪	.৬৪	.০৯	.০৪
লুসিয়ানা	০.৫	.৪	.১	.১
জাভা	১.৬৫	.০৮	.৩৯	.০৮
ফিলিপাইনদ্বীপপুঞ্জ	১.৬৬	.২	.১৫	.১৪

মন্তব্য।—উপরোক্ত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, নাইট্রোজেন ব্যতীত অন্যান্য উপাদানগুলি ভারতের জমিতে যে পরিমাণে আছে, তাহা চাসের পক্ষে ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশের ন্যায় উপযোগী, পরন্তু ইক্ষুচাসেও ভারতবর্ষকে "ইক্ষু-প্রসবিনী" দেশের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যখণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা কেন যে ভারতবর্ষকে চিনির দেশ বলিয়া গণনা করেন না, ইহাই আশ্চর্য্য! মিষ্টার নোয়েল ডিয়ার মহোদয় ইক্ষু চিনির বিষয়ে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, সে পুস্তকেও দেখা যায়, তিনি বলেন, বিষুব রেখা হইতে ৩০ ডিগ্রী দূরের দেশেগুলিতেও ইক্ষুচাস হইতে পারে। ভারতবর্ষ বিষুব রেখার ১০ হইতে ৩০ ডিগ্রী উত্তরে অবস্থিত, অতএব এ স্থান ইক্ষুচাসের পক্ষে উপযোগী।

"এডুকেশনে" ঘৃতে ভেজাল।

গত ৫ই মাঘ এডুকেশন গেজেটে ঘৃত সম্বন্ধে যাহা লেখা হইতেছে তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মহিষ-ঘৃতের কথাই বলিতেছি। ঐ ঘৃত প্রাচীনেরা যেরূপ বিশুদ্ধ খাইতে পাইয়াছেন, আমরা বোধ করি সেরূপ পাই নাই, তবে ভাল ঘী আমরাও খাইয়াছি। ক্রিয়াকাণ্ডে লুচিভাজার খোসবয় আমাদেরও নাকে আছে। তবে আমাদের ছেলে-পিলেরা ভাল ঘী খাইতে পাইল না। ঘৃতে চর্ব্বি ভেজাল বলিয়া যখন প্রথম গোলমাল উঠে, তখন অনেকে ঘী ছাড়িয়াছিলেন। আমিও ছাড়িয়াছিলাম। তখন আমার কোন হিতৈষী আমাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, "একেবারেই ঘী খাইও না, ওটা পিট্‌পিটিনি; তোমার দেশের কোন বড় গোলাদার দোকানীকে যাইয়া বল যে, আমি ব্রাহ্মণসন্তান, ঘৃতে বড়ই গোলযোগের কথা শুনা যাইতেছে, সেইজন্য আমি ঘৃত ছাড়িয়াছি; কিন্তু তুমি ভাল বলিয়া সাহস করিয়া যদি আমাকে ঘৃত দিতে পার, তবে আমি খাইতে পারি। তাহাতে

ঐ গোলাদার যদি তোমাকে ঘৃত দেয়, তুমি তাহা খাইও।" আমি তদবধি সেইরূপ করিতাম। মাঝে ঘীয়ের সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য কতকটা কমিয়াছিল। লোকে মুখেই ঘীয়ের নিন্দা করিত, ব্যবহার করিতে বিরত থাকিত না, কাজে-কর্ম্মেও চলিতেছিল। কিন্তু আজকাল আবার ঘৃতের উপর লোকের বেশী বিরাগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এখন আর আমার গ্রামের কোন গোলাদার আমার কথা শুনিয়া আমাকে ঘৃত দিতে চায় না। এই পর্য্যন্ত তাহারা বলে যে, আমরা দ্বারভাঙ্গা হইতে যে ঘী আনাইতেছি, তাহা বোধ হয় খাঁটি, তবে মহাজনের ঘর দিয়া যখন আঁইসে, তখন খুব নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলিতে পারি না।" যাহাই হউক, মহিষ-ঘৃত আমরা ত আর ব্যবহার করিতেছি না, লুচির নিমন্ত্রণও এখন ঐ কারণ দেখাইয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছি।

"মেদিনীপুর হিতৈষী"তে পড়িলাম;—ঘাটাল মহকুমায় দাসপুর থানার অন্তর্গত ক্ষেপুত গ্রামে ব্রাহ্মণেরা লুচি খাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। চিঁড়ে, মুড়কী, খই, দই, সন্দেশ প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছেন, "আমরা জানি, এই মেদিনীপুর সহরে ঐ প্রকার ঘৃতপক্ক লুচি আদি খাইয়া শারদীয়া পূজার সময় অনেকেই পীড়িত হইয়াছিল। সম্রাট মহোদয়ের করোনেশন উপলক্ষে যে ছাত্রভোজ হইয়া গেল, আমরা অবগত হইয়াছি, অনেক ছাত্র লুচি খাইয়া পীড়িত হইয়াছিল। ইহা যে ঘৃতের দোষ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মেদিনীপুর সহরে এই প্রকার ঘৃতে ছানাবড়া, পান্তোয়া, লুচি, কচুরী প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।"

ঘৃতের ভেজাল সম্বন্ধে যেরূপ সমস্ত কথা শুনা যাইতেছে, তাহাতে কেবল তুমি আমি বলিয়া নয়, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেরই মধ্যে উহাতে বিঘ্ন জন্মিবার কারণ হইয়াছে। আমার বোধ হয়, ক্ষেপুত সমাজের দৃষ্টান্ত অপরাপর স্থানেও অল্প বিস্তর অবলম্বিত হইবে। আমারও এরূপ কথা অনেকদিন মনে হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে ওরূপ কথা তুলিলে হয় ত ফল হইবে না, হয় ত আমাকেই হাস্যাস্পদ ও বিদ্রূপভাজন হইতে হইবে, এইরূপ মনে করিয়াই প্রকাশ্যে ও সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। ফলে যেরূপ ভাবগতিক দেখিতেছি, তাহাতে

ঘীয়ের কাট্‌তি অনেক কাজে-কর্ম্মে কমিবে বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহাতে ঘৃতে ব্যভিচার কতকটা কমিতে পারে সত্য, কিন্তু দেশী মহাজন অনেকের অধার্ম্মিকতায় সুফলের আশা যেন কম। কথাটা শুনিতেও ভাল নয় এবং বলিতেও সঙ্কোচ হয় যে, আমাদের এখানকার পাটকলে সাহেবেরা দেশী চিনি অথবা খাঁটি ঘৃতের যদি কারবার খোলেন, তবে তাঁহাদিগের কারখানা হইতে ঐ দুই জিনিস কিনিতে প্রবৃত্তি হইবে, কিন্তু দেশী মহাজনের কারবার হইতে উহা কিনিতে যেন ততটা মনঃপূত হইবে না। খুব বেশী দাম পাইয়া খুব খাঁটী বলিয়া দিলেও যেন মনের সবটা কোঁচ্‌কা ঘুচিবে না, দেখিয়া শুনিয়া এমনিই একটা বিরাগ জন্মিয়া গিয়াছে।

শ্রীঃ—

এডুকেশনে লিখিত ঘৃত বিষয়ের প্রতিবাদ।

উক্ত লেখক মহাশয় ঘৃত বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দেশের অবস্থাজ্ঞাপক ততদূর না হইলেও উহাতে তাঁহার "নিজের" অবস্থা সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন, "ঘৃতের আর সেরূপ খোসবয় নাই" ইত্যাদি। ইহার উত্তরে আমরা এই বলি যে, তখনকার ঘী মটকিতে করিয়া নৌকযোগে কলিকাতায় আসিত এবং নৌকার মধ্যে মট্‌কি গায়ে গায়ে লাগিয়া না ভাঙ্গিয়া যায় এ কারণ কাঁচা-কুশের ঘাস দেওয়া থাকিত। এই ঘাস খস্‌জাতীয় উদ্ভিজ্জ বিশেষ, ইহাতে ঠিক আতর না হইলেও কুশের একটা গন্ধ আছে; পরন্তু ঘৃত-শ্রেণীর পদার্থগুলির সুগন্ধি আকর্ষণ করিবার একটা শক্তি দেখা যায়। কুশের সদ্‌গন্ধ ও মেটে পাত্রের জন্য তখনকার ঘৃতে সোঁদা সোঁদা এক প্রকার সুগন্ধি ছিল, কিন্তু এক্ষণে অধিকাংশ ঘী রেলযোগে এবং কানেস্ত্রা মধ্যে আনিত হয়, কাজেই পূর্ব্বের ন্যায় ঘীয়ে গন্ধ পাওয়া যায় না।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, "এখন গোলাদারেরা বলেন, মহাজনের ঘর দিয়া যখন ঘৃত আমদানী হয়, তখন তাঁহারা খুব নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলিতে পারেন না।" ঐরূপ কথায় উহাঁদের "মহাজন" কাহারা, তাহা ভাল বুঝা গেল না। যদি দ্বারভাঙ্গার মহাজন হয়,

তাহা হইলে, কথাটাতে এই বুঝাইল যে, সেই সকল স্থানের মহাজনেরা ঘীয়ে কৃত্রিমতা করিতেছেন। কিন্তু সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি। কলিকাতার ঘীর মহাজনেরা যে, কলিকাতায় ঘী তৈয়ারী করেন না এবং ইহাঁরাও যে, উত্তর পশ্চিম ভারত হইতে ঘী আমদানী করিয়া প্যাককে প্যাক্ অর্থাৎ কানেস্ত্রা কানেস্ত্রা হিসাবে বিক্রয় করেন, খুচরা /২, /৫ কিংবা ৫ ১০ পয়সার ঘী বিক্রয় করেন না, তাহা সুনিশ্চিত। অতএব ইহাঁরাও তাঁহার গোলাদারদের ন্যায় ঘৃত-আমদানীকারক। পরন্তু ইহাঁদেরও যদি তাঁহার ন্যায় নির্ভরশীল কোন লোক বলেন, "তোমরা ধর্ম্মতঃ আমাকে ঘৃত দাও, তাহা হইলে ইহাঁরাও তাঁহার গোলাদারদের ন্যায় অন্য মহাজনকে দোষী না করিয়া বড়জোর বলেন, ক্ষমা করিবেন, যে হেতু আমার পিতা প্রত্যক্ষ পিতা কি না যদি ধর্ম্মতঃ বলিতে বলেন, তাহা হইলে সে পক্ষে আমরা যেমন ঐ শ্রেণীর ধর্ম্মতঃ বলিতে পারিব না, এই ঘৃত বিষয়েও আমরা তদ্রূপ, আমাদের বিশ্বাস ইহাই আদত ঘী, কলিকাতায় তৈয়ারী নয়।"

কলিকাতার ভেজাল আইনের যেরূপ ফলাফল ঘৃত বিষয়ে দেখা যাইতেছে, তাহাতে ঘীর মহাজনেরা দুঃখ করিয়া বলেন, "মহাশয়! আমাদের মর্ম্ম কথা শুনিবার লোক বঙ্গদেশে প্রায় দেখা যায় না। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের উপর সদয় নহেন, কেন না, ভগবান-দত্ত ৯ পারসেণ্ট স্নৈহিক পদার্থ উহাঁরা ছাড়িয়া দিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ ৯ পারসেণ্টের উপর ১০ পারসেণ্ট স্নৈহিক পদার্থ হইলে ঐ ১ পারসেণ্টের জন্য আমাদের ৭৫৲ টাকা দণ্ড দিতে হয়।*

* গত ২৬শে পৌষ, ১১ই জানুয়ারির "সঞ্জীবনী" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, ৩৯ নং ময়রাহাট্টা ষ্ট্রীটের সুশীলচন্দ্র শ্রীমানী শতকরা ১০ অংশ চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃত বিক্রয় করাতে তাঁহার ৭৫৲ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাঁরা চর্ব্বির ঘী বিক্রেতা নহেন, তাহা আমরা জানি এবং দেশের ধনবান লোকেরাও জানেন; কারণ তাঁহারা ইহাঁদের দোকান হইতে ঘৃত ক্রয় করিয়া ব্যবহার করেন। সঞ্জীবনী সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, "ফরেণ ফ্যাটের" অর্থ চর্ব্বি ভিন্ন আর কিছু হয় কি না? সে পত্রের উত্তর এখনও তিনি দেন নাই। মঃ বঃ সঃ।

মহাশয়! আমরা কানেস্তরা খুলিলাম না, উহাঁরা বোমা দিয়া নমুনা লইয়া গেলেন, আমাদের ঘীয়ে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিবার কারখানা নাই, ইংরাজ রাজ্যে বামাল বাহির করিতে না পারিলে চোরেরও দণ্ড বিধান করা হয় না, আর আমরা কলিকাতার মিউনসিপ্যালিটীর নিকট চোরের অধম হইয়াছি; আমাদের বামাল বাহির করা হউক, কারখানা ধরা হউক কিন্তু তাহা আমাদের নাই, অতএব তাঁহারা ধরিবেন কেমন করিয়া? তাহার পর কথা হইতেছে, ভগবান দত্ত ৯ পারসেণ্ট খাদের উপর ঋতুভেদে, পশুর খাদ্যদ্রব্যভেদে এবং চতুর্বিধ জন্তুর মিশ্র দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃতে যে আর ১ পারসেণ্ট খাদ কম বেশী হইতে পারে না অথবা আমরা যে উহাতে ঠিক পরিমাণ করিয়া উহার উপর ১. পারসেণ্ট ফরেণ ফ্যাট ভেজাল দিয়া থাকি, ইহা কিরূপ সম্ভব? তাহার উপর ঐ সৈহিক পদার্থকে বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লেখা হয়, "চর্ব্বি।" কারণ উহাঁরা "ফরেণ ফ্যাটের" অর্থ চর্ব্বি ভিন্ন অন্য অর্থ করিতে পারেন না! এক্ষণে আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে বুঝিতেছি যে, "ফরেণ ফ্যাট" শব্দটি রাসায়ন বিজ্ঞানের একটি শব্দ, উহার অর্থ বহুবিধ দ্রব্যের উপর করা হয়, এমন কি, গো ও মহিষের দুধে মিশ্রিত ঘৃতকেও বিশ্লেষণ করিলে তাহাতেও "ফরেণ ফ্যাট" বাহির হয়। তখন আমরা যে চতুর্ব্বিধ জন্তুর দুগ্ধ উৎপন্ন ঘৃত উত্তর পশ্চিম ভারত হইতে আমদানী করিয়া বিক্রয় করি, উহাতে সৈহিক পদার্থের তারতম্যে যে "ফরেণ ফ্যাট" বাহির হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ইহা যদি চর্ব্বি হয়, তাহা হইলে ঘীয়ের কাজ তুলিয়া দেওয়া উচিত। তাহার পর আমরা যে সকল ঘৃতের জন্য দণ্ডিত হই, তাহার দর ৪৮৲ ৫০৲ টাকা মণ অথচ "মিশ্র ঘৃত" বিক্রয় বলিয়া যে পার না পাইতেছে, তাহা কেমন করিয়া বলি? নতুবা এত ভেজাল ঘী কোথা হইতে বাহির হইতেছে? হাইকোর্টেও আমাদের এই সকল কথার সুবিচার হয় কৈ? কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, ঘৃতের মহাজনেরা এ পর্য্যন্ত হাইকোর্টে মিউনিসিপ্যালিটির বিপক্ষে ১টী মাত্র মকর্দ্দামা করিয়াছিলেন। অতএব এ বিষয়ে হাইকোর্টের দোষ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, ঘৃতের মহাজনদিগের ঐ ধারণাটী ভুল। (মঃ বঃ সঃ) অপিচ ঘৃতের মহাজনেরা কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির সিল স্যাম্পল যুক্ত ঘী বে-সরকারী ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়াছেন এবং সেই

ডাক্তারে ভাল ঘী বলিয়াছেন এরূপ সার্টিফিকেটও ইহাঁদের আছে। তাহা আমরা গতবর্ষের মহাজনবন্ধুতে মুদ্রিত করিয়াছি।

যাহা হউক, কলিকাতার ঘীর মহাজনেরা বাঁচিয়া আছেন কেবল কতকগুলি ঘী খাইয়ের কল্যাণে। তাঁহারা এডুকেশন গেজেটের লেখকের মত গোলাদারের কথায় ঘী খান না, তাঁহারা যথার্থ ঘী খাইয়ে. এমন কি, যদি কখনও উহাঁদের ঘী কিছু তেলা হয়, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সে ঘী ফেরৎ দিয়া বলেন, "এ ঘী আমাদের বাড়ীতে চলিবে না, ফেরৎ দিলাম, ভাল ঘী দিবেন।" এই সকল বিষয়ে কি প্রমাণ হয় না যে, এখনও খাঁটি ঘী জীবিত আছে। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা দর বৃদ্ধি হইয়াছে। পরন্তু দেশের খাদ্যদ্রব্য যতদিন দুর্ম্মূল্য থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত যে দেশে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, একথা আমরা শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত প্রচার করিবই করিব। কারণ সকলেই এডুকেশনের লেখকের ন্যায় ধনবান লোক নহেন যে, যথার্থ দর দিতেছি, আমাকে ভাল ঘী দাও" একথা কয়টা লোকে বলিতে পারে? সম্প্রতি আমরা কাঁচড়াপাড়ায় গিয়াছিলাম। এক ময়রার দোকানে ⁄।০ পোয়া লুচী চাওয়াতে, মূল্য ⁄৫ পয়সা বলিল। সন্দেহ হইল, ⁄।০ পোয়া পাঁচ পয়সায় কিরূপে উহার পড়্তা হয়, ইহা বলায় ময়রা বলিল, আমার ভাল ঘী, আমি কলিকাতার অমুক মহাজনের দোকান হইতে ঘী আনিয়া থাকি। ইহা শুনিয়া আমি ঘৃত দেখিতে চাহিলাম। সে তাহার ঘরের মধ্যে আমায় লইয়া গিয়া ঘী দেখাইল, দেখিলাম, উহা "শ্রী" মার্কা ১টা দশসেরা কানেস্তরা, তাহা ভাল ঘী কিন্তু উহার পার্শ্বে বড় বড় কানেস্তরায় কি দ্রব্য রহিয়াছে, তাহাতে মুখ দেখা যাইতে লাগিল। উহাতে যেমন আঙ্গুল দিতে যাইব, এমন সময় দোকানী বলিল, "উহাতে হাত দিবেন না, উহা বাদামের তেল।" আমার হাসি পাইল, আমি বলিলাম, তুমি এই "শ্রী" মার্কা ঘীয়ে ⁄০ পোয়া লুচী ভাজিয়া দিবে, কয় পয়সা লইবে? তাহাতে দোকানী বার পয়সা দাম চাহিল, আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম। তবে খাঁটি ঘীর লুচী প্রাপ্ত হই। দোকানী লুচী ভাজিতে ভাজিতে বলিতে লাগিল, 'এখানে মহাশয় "লোকো" অফিশের কুলি প্রভৃতিরা "বাদাম তেলে ভাজা লুচি ⁄৫ পয়সায় পোয়া খায়, উহাই বিক্রী হয়। আপনি দেখ্ছি খাইয়ে!" প্রশ্ন—"বাদাম তেলের মণ কত?" উত্তরে—

"কুড়ি টাকা।" তৎপরে আমি বলিলাম, "মানুষের অখাদ্য কিছুই নাই, অনেক দেশে নারিকেল তেল, রেড়ির তেল ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়, মৌয়ার তেলও বাদ যায় না, কিছুই বাদ যায় না, কিন্তু অভ্যাসের প্রয়োজন। মোটের উপর, নিজের খাদ্য নিজের অভিরুচির মধ্যে আনা চাই, পরের মুখে ঝাল খাওয়া গোছের হওয়া উচিত নহে। ইংরাজ রাজ্যে কোন দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে; জগতের মধ্যে নিজে নিজে সতর্ক হওয়া দরকার, নিজে তৈয়ারী হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা পদে পদে ঠকিতে হইবে।

পরিশেষে এডুকেশনের লেখক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, "এখানকার পাট কলের সাহেবরা দেশী চিনি অথবা খাঁটি ঘৃতের যদি কারবার খোলেন, তবে তাঁহাদিগের কারখানা হইতে দুই জিনিষ কিনিতে প্রবৃত্তি হইবে, কিন্তু দেশী মহাজনের কারবার হইতে উহা কিনিতে যেন ততটা মনঃপূত হইবে না" ইত্যাদি, ইত্যাদি। কেন না, দেশী মহাজনেরা সত্যবাদী, "উহাতে কি আছে না আছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলেন নাই," অতএব দেশী মহাজন পছন্দ না হইবারই কথা! এই লেখক তবু "পাটকলের সাহেবরা ঐ দুই দ্রব্যের কারবার খোলেন" পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, কিন্তু এমন লোকও বঙ্গসমাজে দেখা গিয়াছে যে, ঐ খোলার অপেক্ষা না করিয়াও কেলনার ও উইলসনের হোটেল হইতে খাঁটি দেশী চিনি এবং বিশুদ্ধ ঘী ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন। এডুকেশনের লেখক মহাশয়ের যদি উক্ত সাহেবদিগের দোকান খোলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না সহ্য হয় অথবা যদি পাটকলের সাহেবরা "ঘী চিনির" দোকান না খুলেন, তাহা হইলে তিনি ততক্ষণ কেল্‌নারের দোকান হইতে ঘৃত চিনি ক্রয় করুন না কেন? দেশী মহাজনদিগের উপর তাঁহার এত হিংসা কেন? বিলাতী সাহেব দোকানদারেরা সকলেই কি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির? সংবাদপত্রে প্রকাশ, গ্রেটবৃটনে গতবর্ষে ৭৬৩৩ জন ব্যবসায়ীকে ভেজালের জন্য ধরা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩২৩৫ জন মাত্র অভিযুক্ত হয়, এবং ২৪০৮ জন মাত্র দণ্ডিত হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে এখনো এতদূর হইয়াছে কি? অতএব এদেশী মহাজনেরা উহাঁদের অপেক্ষা একটু কুলীনে খাট! তাই বোধ হয় এডুকেশনের লেখক মহাশয় কুলীন ঘর ধরিতে গিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন, তাঁহার প্রবৃত্তিকে

ধন্যবাদ! রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, "যে মূলা খায় তাঁহার মূলার ঢেঁকুর উঠে।" এ স্থলে এই লেখক মহাশয় যে কেমন স্বদেশী, তাঁহার সুন্দর ঢেঁকুরে গন্ধ পাইয়াই তাঁহাকে এইবার আমরা চিনিতে পারিলাম। তাঁহার জয় জয়কার হউক।

সমালোচনা।

কৃষি-সম্পদ।—(মাসিকপত্র) সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান ৪৩নং রায়সাহেবের বাজার, ঢাকা। এলাহাবাদ হইতে সাহিত্যের কাগজ "প্রবাসী" যখন প্রকাশিত হন, তখন আমরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলাম, এদেশে কবে এইরূপ ভাবে কৃষি-শিল্পের পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। আজ তাহা দশ এগার বৎসর যাইতে না যাইতে প্রবাসী পত্রের ন্যায় কৃষি-শিল্পের পত্রিকা সন্দর্শনে আমরা ধন্য হইয়াছি। সাহিত্যের কল্যাণে প্রবাসী কাগজ "সেকেলে পটের" বীজ সাহিত্য-ক্ষেত্রে ছড়াইয়া এবং মার্কা-মারা লেখক দ্বারা সাহিত্য-ক্ষেত্র চসাইয়া, তাহাতে ছাই ভস্ম লেখার সার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিয়া আজকালের প্রবাসী নিজে বেশ সতেজ গজিয়া উঠিয়াছে। উহাপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট পত্রিকা হইয়াছে "কৃষি সম্পদ।" আকারে, ছবিতে, ছাপাতে কোন অংশে ইহা প্রবাসী অপেক্ষা হীন নহে এবং এ পত্রে দেশ রক্ষা, জীবন রক্ষা করিবার কৃষি-শিল্পের কথা আলোচিত হইতেছে। ইহাতে অন্য কথা নাই। এই পত্রের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ৩৲ টাকা। বঙ্গের ঘরে ঘরে ইহাকে আমরা গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় দেখিতে চাই।

মহাজন-সখা।—শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। ইহা একখানি ব্যবসা শ্রেণীর সুন্দর পুস্তক। সুদ কষার টেবিল দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি মোকামে কি পাওয়া যায়, তথাকার আড়তদারের নাম, ওজন ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। হুন্দর পাউণ্ড কষা এবং এক্সচেঞ্জ কষা এই পুস্তকের অন্য বিভাগে দেখিতে পাইব আশা করি। মহাজনদিগের গদীতে শিক্ষা-নবীষী করিতে কেহ আসিলে তাহার হস্তে সর্ব্বাগ্রে এই পুস্তক দেওয়া কর্ত্তব্য। এই লেখক কৃষিশিল্প পুস্তক লেখার "ধরণ" বদলাইয়াছেন দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পুস্তক পাইবার ঠিকানা, পোষ্ট লক্ষ্মীসরাই, মুঙ্গের।

নূতন-গিন্না।—(গার্হস্থ্য উপন্যাস) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে-প্রণীত এবং ৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরঘুনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বাঙ্গালীর ঘরের নিখুঁৎ চিত্র। গর্ব্বময়ী, ঈর্ষাপরতন্ত্রা সহধর্ম্মিণীর সহবাসে পুরুষের কিরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, অধঃপতন ঘটে,—তাহারা কিরূপে দানব, পিশাচ প্রকৃতিতে পরিণত হয় এই পুস্তকে তাহাই সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বন্ধুত্বের আদর্শ, স্বার্থত্যাগ, প্রীতির বেদনা, প্রেমের মাদকতা, হতাশের ব্যাকুলতা, মোহের ছলনা, স্বার্থশূন্য আত্মবলিময় অপার্থিব প্রেমের উজ্জ্বল চিত্র, কুচক্রীর কুচক্র, রোষের জ্বলন্ত দীপ্তি, মহাবিপদেও ধর্ম্মানুরাগীর ধৈর্য্য ও চিরশান্তি, পিশাচ হৃদয়ের নরক-যন্ত্রণা—প্রাণের জ্বালা ও ভীষণ পরিণাম—এক কথায়, পাপ, পুণ্য, প্রেম, মিলন সবই আছে। এমন শিক্ষাদীক্ষাপূর্ণ উপন্যাস বাঙ্গালাভাষায় অতি অল্প। স্বামী স্ত্রীকে, ভ্রাতা ভগ্নীকে, পিতা কন্যাকে পড়িতে দিউন, সংসার সোনার হইবে: সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ও উন্নত হইবে। ইহা উপন্যাসজগতে এক অভিনব সৃষ্টি! আগা গোড়াই হৃদয়গ্রাহিণী, মর্ম্মস্পর্শী, অগ্নিসম সত্য—নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ।

উত্তম কাগজে সুন্দর ছাপা, ২৪০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। বিলাতী কাপড়ে চক্‌চকে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ১৲ এক টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারের দোকান।

Old and famous Jeweller Late Seetal Prosad Shaha & Sons.

হাল্কী ওজন, ভড়ক সহি উত্তম গঠন, বিবাহাদির সর্ব্ববিধ সেটমত স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কার সকল সময়ে প্রস্তুত থাকে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃতে পার্শেলে অলঙ্কার প্রেরিত হয়। অলঙ্কার নির্ম্মাণার্থ যতটুকু পাইন প্রয়োজন, তদতিরিক্ত পাইন ব্যবহার করা হয় না। স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কার খরিদ করা হয়। সোণারূপা দাদন করিলে যথাসময়ে অলঙ্কার গঠন করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীরামসরণ সাহা।

মেদিনীপুর, কোতরাজার (বি, এন, আর)।

কেশরঞ্জনই প্রথম পথপ্রদর্শক।

কারণ কি বলুন দেখি? যখন বাজারে কেশরঞ্জনের ন্যায় কোন সুগন্ধি ও ভেষজগুণান্বিত কেশতৈল ছিল না, তখন ইহা আবির্ভূত হইয়া বিশ বৎসরের উপর ধরিয়া নরনারীর সেবা করিয়া আসিতেছে। এখন হইয়াছে অনেক, হইবেও অনেক, কিন্তু গুণের জন্য আজও ইহার সমাদর যথেষ্ট বর্দ্ধিত।

কারণ কি বলুন দেখি? মস্তিষ্কের উষ্ণতা নিবারণ করিতে—বাতপিত্ত প্রকোপ জন্য হাত পা জ্বালা নিবারণ করিতে, ক্লান্ত মস্তিষ্ককে সবল ও কর্ম্মক্ষম করিতে, সুনিদ্রা আনয়ন করিতে, কেশরাশি মসৃণ কোমল ও সুচিক্কণ করিতে, ইহা একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসভোগ।

কারণ কি বলুন দেখি? ভারতের রমণীগণ লক্ষ্মীরূপিণী। তাঁহারা যাহাকে তাঁহাদের অঙ্গবিলাস, কেশরাগ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন—এ দীর্ঘকাল ধরিয়া যাঁহারা কেশরঞ্জনের পক্ষপাতী, তাঁহাদের কৃপানেত্রে পড়িয়াই কেশরঞ্জন এত মহিমান্বিত, এত গৌরব-গর্ব্ব-স্ফীত। কারণ ত শুনিলেন, এখন ব্যবহার করিয়া দেখুন।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ পাঁচ আনা।
তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ॥৶০ এগার আনা।
ডজন ৯৲ নয় টাকা; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

শ্বাসারিষ্ট।

ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্বাস-কাস এবং তজ্জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বক্ষোমধ্যে ভার ও আকর্ষণবোধ, মুখমণ্ডল ফিকা ও ধূম্রবর্ণ, সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম, হস্তপদাদির শীতলতা, শ্লেষ্মসহ রক্তদর্শন প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রব সকল নিশ্চয়রূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। শ্বাসের প্রবল বেগকালে ইহা একবার মাত্র সেবন করিলেই তৎক্ষণাৎ সকল যন্ত্রণার উপশম হয়।

এক শিশি ঔষধ ও এক কৌটা বটিকার মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।৶০ সাত আনা।

ক্ষতারি তৈল।

এই মহৌষধ ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, ঘুরঘুরে, অর্শঃ ও ভগন্দর-ক্ষত, পারাজনিত ক্ষত ও শোথ প্রভৃতি অন্যান্য দুঃসাধ্য ক্ষত এবং বালকদিগের খোষ, পাচড়া প্রভৃতি সত্বর আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য — — ৸০ বার আনা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং — — ।৵০ পাঁচ আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মহাজন-সখা।

ব্যবসা শিখিবার চূড়ান্ত পুস্তক। আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের পুস্তক বাহি হয় নাই। ব্যবসা করিতে হইলে যে যে বিষয়ের শিখিবার ও বুঝিবার দরকার তাহা এই পুস্তকে আছে। ব্যবসায়ের কূটতত্ত্ব বা ঘাঁত কেহ প্রাণ খুলিয়া ব না বা শিক্ষা দেয় না। আমরা সেই সকল বিষয় ইহাতে খুলিয়া লিখিলাম আমরা ব্যবসা-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া যাহা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই এ পুস্তকে লিখিয়াছি। নূতন ও পুরাতন ব্যবসায়ীদের পাঞ্জকার ন্যায় একখানি করিয়া রাখা উচিত। যাঁহারা মূলধন অভাবে চাকরি করিতেছেন,—তাঁহাদের এই পুস্তকখানি খরিদ করা খুব কর্ত্তব্য। ইহাতে এমন অনেক বিষয় লেখ আছে, যাহাতে সামান্য মূলধনে ৩০ দিনে ৩০৲ ত্রিশ টাকা রোজগার হইবে। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে :—

প্রথম বিভাগ।—(১) ব্যবসার কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়। (২) দোকানদারী ও মালিকের কর্ত্তব্য বিষয়। (৩) খরিদদারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়। (৪) মহাজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়। (৫) বাজারে ক্রেডিট কিরূপে রাখিতে হয়। (৬) হুণ্ডী কি? (৭) দোকানের মালিকের প্রত্যহ কর্ত্তব্যকর্ম্ম। (৮) মোকামী গোমস্তাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। দ্বিতীয় বিভাগ—ব্যবসায়ে প্রকার ভেদ, যথা :—(১) মুদিখানা দোকান। (২) গোলদারী দোকান। (৩) বাঁদী কারবার। (৪) আড়তদারী কারবার। (৫) পাইকারী ও চালানী কাজ। (৬) রোকড়ের কাজ ও সুদি কাজ। (৭) আউভি সওদার কাজ। (৮) দালালী কার্য্য। (৯) শিল্পকার্য্য ও কলকারখানা। (১০) পেটেণ্ট জিনিসের কার্য্য। (১১) কৃষিকার্য্য। (১২) পানের ব্যবসা। (১৩) লোহার দোকান। (১৪) মনিহারী দোকান। তৃতীয় বিভাগ—(১) রেলের মালের বিবরণ। (২) নিয়মাবলী। (৩) কোন্ মাল কি ক্লাসে যায়। (৫) Special Class Goods. (৬) মাইল-এজ রেট। (৭) পুরা গাড়ির রেট। চতুর্থ বিভাগ—১ কাটরা মাল। ২ ঘৃত, তৈল, গুড়, চিনি প্রভৃতি। ৩ মসলা। ৪ পিতল কাঁসার জিনিষ। ৫ পশমী জিনিস। ৬ সুগন্ধি জিনিস। ৭ সর্ব্ব রকম জিনিসের মোটামুটী বিবরণ। পঞ্চম বিভাগ—মোকামের বিবরণ, তথায় যাইবার ভাড়া, ওজন, নওয়ালী এবং আড়তদারীদিগের নাম ও ঠিকানা প্রভৃতি। আমরা প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে একখানি খরিদ করিতে অনুরোধ করি। কারণ পুস্তকের কাট্‌তি যেরূপ, তাহাতে শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ, পোষ্ট লক্ষীসরাই, জেলা মুঙ্গের।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কলিকাতাস্থ ঘৃতব্যবসায়ী সমিতির মন্তব্য।

ঘৃতে সাপের চর্ব্বির কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কতকগুলি সংবাদ-পত্র সাপের চর্ব্বী ঘৃতে মিশ্রিত হয় বলিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমরা হুগলী কোর্টে তদন্তে জানিয়াছি।

এই মিথ্যা সংবাদ আমরা গত ২৫শে নভেম্বরের Statesman পত্রে সর্ব্ব প্রথম দৃষ্টি করি। উহাতে লেখা হইয়াছে, সাপের চর্ব্বী ঘীয়ে মিশান সম্বন্ধে সম্প্রতি একটা ভয়ঙ্কর জনরব হুগলীর সবজজ আদালত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার শুনানীর সময় টেরটী-বাজারের জনৈক মুসলমান চর্ব্বীবিক্রেতা মহাজন খাতা দাখিল করে, সেই খাতায় "নেপাল তরাই হইতে সাপ খরিদ" বাবদে ৫০০৲ টাকা খরচ লেখা ছিল। তাহাতে সাধারণ লোকের মনে এই ধারণা জন্মে যে, ঐ সাপের চর্ব্বী বাহির করিয়া, মানুষের খাবার ঘীয়ে মিশান হয়। ইহাই হইল ষ্টেটস্‌ম্যানপত্রের মোটামুটি গুজব সংবাদ। কিন্তু বঙ্গদেশে কোন সংবাদ-পত্রেই উক্ত সংবাদকে A Remarkable revelation অর্থাৎ ভয়ঙ্কর গুজব লিয়া ভাষান্তরিত করে নাই। "ঘৃত" এবং "চর্ব্বী" দুই শ্রেণীর মহাজন এক সহরে আছেন, এ কথাও বঙ্গদেশের সম্পাদকেরা প্রকাশ করেন নাই; বাঙ্গালার সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরা "ঘীয়ে সাপের চর্ব্বী" এই মিথ্যা কথা রটাইয়া সর্ব্বসাধারণের মনে কুসংস্কার জন্মাইয়া দিতেছেন। এই হেতু কলিকাতার ঘৃত মার্চ্চেণ্ট এসোসিয়েসনের সভাপতি মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, ঐ অমূলক সংবাদ যাহাতে আর প্রচার না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এই জন্যই ঘৃত-সমিতি সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন যে, আমরা উত্তর পশ্চিম ভারতজাত অবিকৃত ঘৃত কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকি, এমন কি, কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটিও আমাদের ঘৃতকে চর্ব্বীমিশ্রিত ঘৃত কস্মিনকালেও বলেন নাই। (Adulterate) য়্যাডল-

টারেট্ অথবা (Foreign fat) ফরেন ফ্যাট্ এই দুইটী শব্দ যাহা আমাদের ভারতের উত্তর-পশ্চিমজাত ঘৃত সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটির কেমেষ্ট্রীর ডাক্তার মহাশয়েরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার মানে—চর্ব্বী নহে। মহিষের দুগ্ধ এবং গো-দুগ্ধ একত্রে মিশাইয়া তাহার মাখন হইতে ঘৃত তৈয়ারী করিলে রাসায়নিক বিজ্ঞান মতে উহাকে "ফরেন ফ্যাট" বলা হয়। ইংরাজীতে মরাজন্তুর তরল চর্ব্বীকে Lard বলে এবং মরা-জন্তুর গাঢ় (বসা) চর্ব্বীকে Tallow বলে। পরন্তু জীবিত জন্তুর স্নৈহিক-পদার্থকে Fat বলে। যেমন মোটা মানুষের চামড়ার নীচের তৈল Solid animal oil. বাঙ্গালা অর্থ স্নেহ, মাটা ইত্যাদি। এখন আপনারা বুঝুন, ফ্যাট মানে কি জিনিষ। কিন্তু তাহা বলিয়া Fat মানে চর্ব্বী কিছুতেই হয় না। অধি-কন্তু ঘৃতের সহিত তৈল মিশাইলে তাহাকে adulterate বলে, য়্যাডলটারেট মানে যে চর্ব্বী নহে, এ কথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের মহা পণ্ডিত খবরের কাগজওয়ালাদের উক্ত কথা বুঝাইতে হইতেছে। কেন না, তাঁহারা ইংরাজী ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থ করেন—"চর্ব্বীর ঘৃত" এবং তাঁহাদের ঐ পাণ্ডিত্যের কল্যাণে এ দেশের সর্ব্বসাধারণের মনে একটি কুসংস্কার দাঁড় করাইয়া প্রকৃত ঘৃতের পক্ষে অপলাপ ঘটান হইতেছে মাত্র।

উত্তর পশ্চিম ভারতে গো, মহিষ, ছাগল ও মেষ এই চারি জন্তুর দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত (adulterate) করিয়া তদ্দ্বারা মাখন তৈয়ারী পূর্ব্বক উহা হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যে সকল মোকামে "কেবল মহিষের" দুধে ঘৃত তৈয়ারী হয়, তাহা কলিকাতার বাজারে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ঘৃত অপেক্ষা ৪৲ ৫৲ টাকা মণ চড়া দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম ভারতের এইরূপ চারিটী জন্তুর দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন adulterated ঘী যুগযুগান্তর হইতে প্রচলিত, উহা যে কতদিনের পুরাতন প্রথা তাহা বলা যায় না। মুনি ঋষিরা ঐ মিশ্রিত ঘৃতকে মোটের উপর "মহিষের ঘৃত" বলিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ মহিষের ঘৃত বা "ভয়সা ঘী" মানেই উত্তর পশ্চিম ভারতজাত অবিকৃত চতুর্বিধ জন্তুর দুধ হইতে উৎপন্ন ঘৃত।

মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তারেরা গব্য ঘৃতকে অদ্যাপিও ধরেন নাই, কারণ উহা বাঙ্গালাদেশে কেবল গরুর দুধে তৈয়ারী হয়, কাজেই উহার মধ্যে মিশ্র স্নৈহিক পদার্থ (Foreign fat) প্রাপ্ত হন না। যাহা হউক,

উত্তর পশ্চিম ভারতজাত মিশ্র দুধে উৎপন্ন ভয়সা ঘৃতের ভিতর যে ফরেন ফ্যাট বা স্নৈহিক পদার্থ বাহির হয়, সেই ফ্যাট মানে চর্ব্বী বুঝিয়া এবং ঘৃত-ব্যবসায়ী আর ভারতে নাই স্থির করিয়া, বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরা এমন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন যে, The Statesmanএর লিখিত গুজব কথা চর্ব্বীওয়ালাকে ঘৃতওয়ালা মনে করিয়াছেন। ঘীবিক্রেতারা এক শ্রেণীর দোকানদার এবং চর্ব্বী-বিক্রেতারা অন্য শ্রেণীর দোকানদার। চর্ব্বী-বিক্রেতারা চর্ব্বীর সঙ্গে ঘৃত মিশাই বলিলে দোষের নয় কি? কিন্তু উহাতে এরূপ বুঝায় না যে, ঘৃতওয়ালারা ঘৃতে চর্ব্বী মিশায় বরং চর্ব্বীওয়ালা ঘৃত করিলে ঘীর মহাজনদের ক্ষতি, আমাদের ঘৃত বিক্রয় কমিয়া যায় এবং দেশের লোক প্রতারিত হয়। এই হিসাবে ষ্টেটস্‌ম্যান চর্ব্বীওয়ালাদের কথা লিখিয়াছিল। কতকগুলি বাঙ্গালা সংবাদপত্র "ধান" শুনিতে "কান" শুনিয়া উহা হইতে ঘৃত-বিক্রেতাদিগকেও জড়াইয়াছেন। কেহ কেহ স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "ঘীয়ের ব্যবসাদারেরাও যে ঘীয়ে সাপের চর্ব্বী ভেজাল মিশান বন্ধ করিয়াছেন, একথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

এই ভ্রমের কারণ—

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির মিশ্র খাদ্য আইনের মতানুসারে আমাদের অবিকৃত উত্তর পশ্চিম ভারত-জাত মিশ্রিত-দুগ্ধে উৎপন্ন পবিত্র ভয়সা ঘৃত বিক্রয় জন্য অর্থদণ্ড করা হয় এবং ঐ দণ্ডের রায়ে য়্যাডলটারেটেড বা ফরেন ফ্যাট মিশ্রিত ঘৃত লেখা হয়। কিন্তু তাঁহারা ঐ ফ্যাট অর্থ স্নৈহিক পদার্থ না ভাবিয়া, চারি প্রকার দুধে উৎপন্ন ঘী না ভাবিয়া, "চর্ব্বী" মানে করিয়া থাকেন, কাজেই চর্ব্বীওয়ালা মহাজন কে এবং ঘৃতের মহাজন কে, তাহা আদৌ বুঝা যায় না। ইহার ফলে, দেশের লোকেরা এই বুঝিয়াছেন যে, ঘৃত মাত্রেই চর্ব্বী-মিশ্রিত। খাঁটি ঘী আর ভারতে নাই; বিশেষতঃ বঙ্গে নাই। সকলেই চর্ব্বী-বিক্রেতা হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ আমাদের সম্মুখে এমন কথাও বলিয়াছেন যে, "কি বলেন মহাশয়! আপনারা আসুন, এই সন্ধ্যার সময় আপনাদের বিডনষ্ট্রীটে পাঁঠার দোকানে লইয়া যাই চলুন, দেখাইয়া দিতেছি, কত লোকে কানেস্ত্রা পুরিয়া চর্ব্বী লইয়া গিয়া ঘৃতের সঙ্গে মিশাইতেছে।"

উত্তরে আমরা বলি, সত্যই উহারা পাঁঠার দোকান হইতে চর্ব্বী ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া চর্ব্বীওয়ালাদের বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ চর্ব্বী ঘৃতে মিশায় কে বলিল? আপনারা ঐ চর্ব্বী ঘৃতে মিশাইতে দেখিয়াছেন কি? আপনারা কি মনে করেন যে, চর্ব্বীর দোকানগুলি, উঠিয়া যাউক, চর্ব্বী কি অন্য কোন কার্য্যে ব্যবহার হয় না? আপনারা জানেন না, তাই একথা বলিতেছেন। ঘৃতে চর্ব্বী মিশাইলে তাহার আস্বাদন স্বতন্ত্র হয় এবং তাহা সহজে ধরা পড়ে। চর্ব্বীর ঘৃতে স্নৈহিক পদার্থ আদৌ নাই, উহা ১০।১২ দিন ঘরে থাকিলে পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং উহাতে পোকা জন্মে, আপনারা কিছুতেই তাহা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। ঘৃতের কেঁড়ে (ভাঁড়) সহিত তাহা টানিয়া দূর করিয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কখনও ঐরূপ ঘৃতের কেঁড়ে দুর্গন্ধের চোটে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন কি? এরূপ ঘটনা কলিকাতার সহরে কখন কাহারও বাড়ীতে হইয়াছে কি? চর্ব্বীর কারখানা কলিকাতায় আছে, উহাদের লাইসেন্স চর্ব্বী-বিক্রেতা বলিয়াই আছে। আমাদের লাইসেন্স ঘী-বিক্রেতা বলিয়া আছে। আমাদের ঘৃতের কারখানা এখানে নাই, আমরা উত্তর পশ্চিম ভারতজাত ঘৃত আমদানী করিয়া এখানে পুরুষানুক্রমে বিক্রয় করিতেছি। *

পরিশেষে আমাদের সবিনয় অনুরোধ যে, বঙ্গদেশের চারিজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমাদের মোকামে গিয়া ঘৃত প্রস্তুত স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া সাধারণের উৎকণ্ঠা দূর করুন, নচেৎ একটী হিন্দুর প্রধান খাদ্য লোপ পাইতে চলিল। মোকামে যাইবার ও তথায় থাকিবার সমস্ত ব্যয় আমরা বহন করিব।

ঘৃতব্যবসায়ী সমিতির সদস্যগণ।
১৫৪ নং কটনষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

---

* এই সকল বিষয়ের সবিশেষ তথ্য যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতাস্থ ঘী মার্চ্চেণ্ট এসোসিয়েসনের মুখপত্র স্বরূপ এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক "মহাজন-বন্ধু" নামক মাসিক পত্র যাহা ২৫ নং গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা হইতে প্রকাশিত হয়, তাহাতে ঘৃত সম্বন্ধে বৃত্তান্তগুলি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

মহাজনবন্ধু, মাসিক-পত্র।
১১শ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩১৮ সাল।

ধান্য আবাদ ও চাউল উৎপন্ন।

ফেব্রুয়ারী (১৯১২ সালের) মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর "ধান্য আবাদ ও চাউল উৎপন্নের" সঠিক ফোরকাষ্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে,—

এ বর্ষে (১৯১১-১২ সালে) সমগ্র ভারতে ৫,৬৪,৪৩,০০০ একার ভূমে ধান্য আবাদ হইয়াছিল। গতবর্ষে ৫,৮০,২৯,০০০ একারে ধান্য আবাদ হয়, অতএব আলোচ্য বর্ষে ১৫,৮৬,০০০ একার ভূমে ধান্য চাস কমিয়াছে। এবার আনুমানিক ৫২,১৯,৯৩,০০০ হন্দর চাউল ভারতে জন্মিতে পারে, গতবর্ষে ৫৫,৭৯,৩৮,০০০ হন্দর চাউল ভারতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এবার সমগ্র ভারতে ৬॥০ পারসেণ্ট চাউল উৎপন্ন কম হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এবার সমগ্র ভারতে শতকরা ৮০ ভাগ ভূমিতে ধান্য আবাদ হইয়াছে। উক্ত ৮০ ভাগের মধ্যে এবর্ষে বঙ্গদেশে ৩২.৮ ভাগ, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে ২২.২ ভাগ, মান্দ্রাজ বিভাগে ১২.৫ ভাগ, নিম্নবর্ম্মায় ১০.২ ভাগ, মোট ৭৭.৭ ভাগের সংবাদ ধরা হইয়াছে; অবশিষ্ট ২.৩ ভাগের সংবাদ যে সকল বিভাগে উক্ত ৮০ ভাগের ১ ভাগও ধানচাস হয় না, সেই সকল বিভাগের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; অতএব ২.৩ ভাগের সংবাদ রাখা হয় নাই।

বঙ্গদেশ।—(৩২.৮) এ বর্ষে ১৯৫৫০০০ একারে ধান্য আবাদ, গতবর্ষে ২০৯৪৭০০০ একারে ধান্য আবাদ হইয়াছিল। এই কম চাসের কারণ ভাল বৃষ্টি হয় নাই বলিয়া এ বর্ষে অনেকে ধান্য চাস করেন নাই। এ বর্ষে ২১৫৫০৩০০০ হন্দর ধান্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গতবর্ষে ২৫৮৫৫১০০০ হন্দর ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। পরন্তু উহার সহিত যদি আউস ও হৈমন্তিক ধান্য যোগ করা যায়, তাহা হইলে এ বর্ষে আমাদের বঙ্গদেশে ২৫১৪১৩০০০ হন্দর ধান্য উৎপন্ন হইবে, বলা যাইতে পারে। কিন্তু গতবর্ষে ঐ স্থলে আমাদের দেশে ২৯০ ৫১৬০০০ হন্দর ধান

জন্মিয়াছিল। অতএব এবর্ষে বঙ্গদেশে ৩৯১৮৩০০০ হন্দর ধান কম জন্মিয়াছে, কিন্তু গত ৫ বর্ষের তুলনায় ২৩. পারসেন্ট ধান বৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম।—(২২.২) এই বিভাগে এবর্ষে ১২৩১১০০০ একারে ধান্য চাস, গতবর্ষে ১২২০১০০০ একারে ধান্য চাস হইয়াছিল। শতকরা ১. পারসেন্ট চাস বৃদ্ধি এবং এই বিভাগে এ বর্ষে ধান্যচাসের অবস্থাও খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। এবার ১২৬৩০৯০০০ হন্দর ধান এ বিভাগ হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, গতবর্ষে এই বিভাগে ১২১৭০৯০০০ হন্দর ধান উৎপন্ন হইয়াছিল। আউস, আমন ও বোর প্রভৃতি সমুদয় ধান একত্র ধরিলে অর্থাৎ সমগ্র বর্ষে এই বিভাগের উৎপন্ন ধান ১৫৩৩৩৭০০০ হন্দর, গতবর্ষে হইয়াছিল ১৪৬৩৭৮০০০ হন্দর।

মান্দ্রাজ।—(১২.৫) এ বর্ষে এই বিভাগে ৬৬৬৭০০০ একারে ধান চাস হইয়াছিল, গতবর্ষে ৭৩১৭০০০ একারে ধান চাস হয়। বৃষ্টি ভাল না হওয়ার জন্যই ধান চাস কম হইয়াছে। অনুমান এই বিভাগে এ বর্ষে ৫৩৬৩৯০০০ হন্দর ধান হইবে, গতবর্ষে ৫৯৬১১০০০ হন্দর ধান হইয়াছিল।

নিম্নবর্ম্মা।—(১০.২) এ বর্ষে ৭৩৩৮০০০ একারে চাস, গতবর্ষে ৭৪৪৯০০০ একারে চাস হইয়াছিল। এবার নিম্নবর্ম্মায় ৫৯৩২১০০০ হন্দর ধান হইবে, গতবর্ষে ৫৭৪৯৩০০০ হন্দর ধান হইয়াছিল।

ভারতবাসীরা চাউল খাইয়া যাহা উৎবৃত্ত থাকিবে এমন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইতে পারিবে প্রায় চারি কোটি হন্দর।

মন্তব্য।—গত ৫ বৎসর বর্ম্মার আতপ চাউল ভারতে যাহা আমদানী হয়, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

সাল	হন্দর।
১৯০৭	১৭৮৫৭১০১
১৯০৮	২০৪৩২০৬১
১৯০৯	২৫১৬৩১৫৮
১৯১০	১৫১৮১২৬৭
১৯১১	৫৮৭৩২৬২

তৎপরে গত ৫ বর্ষে ভারতের কোন্ দেশ হইতে কত হন্দর চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

সন	ব্রহ্মদেশ হন্দর	বঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হন্দর	মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হন্দর	মোট হন্দর
১৯০৭	২৮,৩২২,৯১৫	৩,৬৬৪,৫৮৮	৬,৫৩২,৪৯১	৩৮,৫১৯,৯৯৪
১৯০৮	২৫,৩৮২,৮১৯	২,৪৪১,২২০	৫,৬১৮,৫৪৩	৩৩,৪৪২,৫৮২
১৯০৯	২৫,২৪৮,৩০৮	৫,০৩৭,০৮৯	৩,৯৭৪,৯১৩	৩৪,২৬০,৩১০
১৯১০	৩৪,৭৬৩,৭৩৪	৭,১৯৩,০১০	৩,৪২২,৪৪৬	৪৫,৪০৯,০৯০
১৯১১	৩৮,৭৩৭,৫২৭	৮,৯৭৪,৮০০	৪,০৯৮,২৬৯	৫১,৮১০,৫৯৬

উক্ত তালিকায় মোটের উপর দেখা যাইতেছে ১৯০৮ সাল হইতে প্রতিবর্ষে রপ্তানী বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসর ১৯১১ সালে ৫১,৮১০,৫৯৬ হন্দর চাউল রপ্তানা হইয়াছে, ঐ স্থলে এবর্ষে (১৯১২সালে) গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের মতে ৪ কোটি হন্দর চাউল রপ্তানী দেওয়া চলিবে। কিন্তু দোকানদারের ঘরে চাউল আমদানী হইলে এবং গ্রাহক থাকিলে তাঁহারা যে গতবর্ষের ন্যায় ৫১,৮১০,৫৯৬ হন্দরের স্থলে ৬ কোটি হন্দর চাউল বিক্রয় করিবে না, ঠিক ৪ কোটি হন্দর চাউল বিক্রয় করিয়া বসিয়া থাকিবে; পরন্তু যদি ৪ কোটি স্থলে ৬ কোটি হন্দর চাউল তাঁহারা বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কি করিয়া উহা আট্‌কাইতে পারিবেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য; উহা বন্ধ করিবার উপায় কিছু আছে কি? মোটের উপর, সঠিক ফোরকাষ্টে জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম এবং নিম্নবর্ম্মার চাউল উৎপন্ন ভাল, কিন্তু বঙ্গ ও মান্দ্রাজের অবস্থা মন্দ, এরূপ স্থলে আমরা "হরে দরে হাটু জল" তাহাও ধরিতে পারিতেছি না, কারণ সমগ্র ভারতের উপর এবার ধান চাস কম। যদি বৃষ্টির অভাব বশতঃ, ধান চাস কম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আগামী বর্ষে তাহা পূরণ হইয়া যাইবে, অন্য কোন কারণে হইলে তাহা পূরণ হইবে না। মোটের উপর, এবর্ষে ধান চাউলের দর অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব এবং ফাল্গুন হইতে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এবার ধান চাউলের জন্য আমাদের অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে। আশা করি, ধান চাউলের মহাজনেরা "খেও" খরিদদার ভিন্ন অন্য বিদেশী গ্রাহককে অতি সন্তর্পণে রীতিমত বুঝিয়া ধান চাউল বিক্রয় করিবেন।

মহীসুরের খনিজধন।

স্বর্ণ।—(১৯১১ সালে) মহীসুরে ১৫টি খনিতে এবার কাজ চলিয়াছিল। উহার মধ্যে ১০টি স্বর্ণখনি, ৩টি ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর খনি এবং ২টি অভ্রের খনি ছিল। পরন্তু ১০টি স্বর্ণখনির মধ্যে (১) মহীসুর কোম্পানী, (২) চ্যাম্পিয়ানরিফ্ কোম্পানী, (৩) উরেগাম, (৪) নন্দীদ্রুব, (৫) বালাঘাট এই কয়টি প্রধান। আলোচ্যবর্ষে চ্যাম্পিয়ানরিফের কাজ সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিল। উরেগামার খনির কাজ এ বর্ষে আশানুরূপ না হইলেও মোটের উপর মন্দ হয় নাই। ট্যাঙ্কের স্বর্ণখনির কাজ এ বর্ষে বন্ধ ছিল। সিমোগা ও কাদুরে খনির কাজ অর্থাভাবে বন্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর এ বর্ষে মহীসুরের সমুদয় স্বর্ণখনি হইতে ৫,৪৭,৮৬৭ আউন্স স্বর্ণ উঠিয়াছে, উহার মূল্য প্রায় ৩,১৪,৮৩,৭৪২ টাকা। গতবর্ষে (১৯১০ সালে) ঐ সকল খনি হইতে ৫,৫২,৮৫৭ আউন্স, ৩,১৭৯২,৮৪০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ উঠিয়াছিল। মহীসুর কোম্পানী এবং চ্যাম্পিয়ানরিফ পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা এ বর্ষে ৭,৮৯৮ আউন্স স্বর্ণ অধিক তুলিয়াছে, উরেগাম এবং অন্যান্য কোম্পানী গতবর্ষাপেক্ষা এ বর্ষে ১২,৮৮৭ আউন্স স্বর্ণ কম তুলিয়াছে। এই স্বর্ণখনির জন্য মহীসুরের রাজা ১৭,৮০,২৭৬৲ টাকা রয়েলটি অর্থাৎ মাশুল আদায় করিয়াছেন।

ম্যাঙ্গানিজ ধাতু।—মহীসুর রাজ্যে এই ধাতু প্রচুর পাওয়া যায়. ইয়োরোপ খণ্ডে ইহা প্রচুর চালান যায়। ইহা দেখিতে ঝামা ইটের আকৃতি। মহীসুরের ম্যাঙ্গানিজের দর বৃদ্ধি না হওয়াতে ক্রমেই উহার খনির কাজ মন্দা পড়িতেছে। ১৯০৯-১০ সালে ৩৭৮৪৩ টন, ১৬,৮৮৩ টাকা রয়েলটী এবং গতবর্ষে (১৯১০-১১সালে) ২৮,২৬৫ টন, ৭,৫৭৭ টাকা রয়েলটি দিয়া মহীসুরের ম্যাঙ্গানিজ ধাতু খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল।

অভ্র।—সেরিঙ্গাপটম্ তালুকে যে অভ্রের খনি আছে. তাহাতে এ বর্ষে অধিক অভ্র উঠে নাই কিন্তু এডাটোর তালুকের অভ্র খনিতে আলোচ্য বর্ষে বেশ কাজ চলিয়াছিল, এ বর্ষে উক্ত খনিতে ৬০ হাজার পাউণ্ড অভ্র উঠিয়াছে।

কোরাণ্ডাম ধাতু।—এ বর্ষে (১৯১১ সালে) মহীসুর রাজ্যে কোরাণ্ডাম ধাতুর খনি আদৌ চলে নাই, কারণ মহীসুর গবর্ণমেণ্ট এ বর্ষে ইহার লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

য়্যাসবেস্টাস্ ধাতু।—ইহা নূতন আবিষ্কৃত ধাতু। হোসদুর্গার তালুক হইতে সবে মাত্র ৫৮ মণ নমুনা স্বরূপ তুলা হইয়াছে। এই ধাতু কি কার্য্যে লাগিবে, তাহার পরীক্ষা হইতেছে।

ক্রম ধাতুর কাজ এবার মহীসুরে বন্ধ। এবার মহীসুর রাজ্যে লোহা হইতে ইস্পাত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন কার্য্যফল প্রকাশ পায় নাই। মহীসুরের সমগ্র খনিগুলিতে গতবর্ষে ২৭১১৬ জন লোকে কাজ করিয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল স্বর্ণখনিতে ১৬,৩৩৯ জন কাজ করিয়াছে।

মহীসুরের বাণিজ্য।

মহীসুর হইতে সুপারি, কাফি, বড়এলাচ, শস্য, চামড়া, গুড়, তুলা ও রেশম অন্যদেশে চালান যায় এবং উহারা অপর দেশ হইতে সুতা, কাপড়, শস্য, ময়দা, কেরোসিন তৈল, লবণ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। গতবর্ষে মহীসুর রাজ্যে ২৮,৩৮৯,২১৫৲ টাকার আমদানী পণ্যের এবং স্বর্ণ ভিন্ন রপ্তানী পণ্যের বাণিজ্য হইয়াছিল ৪.২৩,৯৮,৪৬৭৲ টাকার।

রেশমের বাণিজ্য। (১৯১১সাল)

১৯১১ সালে পৃথিবীর উপর রেশমের বাণিজ্য তাদৃশ সুবিধাজনক হয় নাই। ইহার কারণ (১) মরক্কোর সহিত সন্ধি, (২) ইটালী ও তুরস্কের যুদ্ধ, (৩) চীনের বিদ্রোহ, (৪) ইয়োরোপীয় অনেক মহিলারা রেশমী জামা ব্যবহার অতি অল্প করিতেছেন, পরন্তু (৫) ইয়োরোপের বহু স্থানে গতবর্ষে অনাবৃষ্টি বশতঃ লোকের খরচ বৃদ্ধি, আয় কম হইয়াছে; এজন্য স্বভাবতঃ অনেককে বিলাসিতা কমাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। এই সকল নানাবিধ কারণে গতবর্ষে রেশমী বাণিজ্য কমিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আমেরিকা পূর্ব্ব-বৎসরাপেক্ষা ২০ লক্ষ কিলগ্রাম ওজনের কম রেশম ক্রয় করিয়াছিল।

চীনদেশে বিদ্রোহ জন্য তথাকার এক্সচেঞ্জ অতিশয় আগুনদর হইয়া উঠে, একারণ রেশম বাণিজ্যে যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিয়াছে। আগামী বর্ষে (১৯১২ সালে) জাপান হইতে ১৬৫০০০ গাঁট রেশম পাওয়া সম্ভব, আলোচ্য বর্ষে

জাপানে ১৪৮০০০ গাঁট রেশম পাওয়া গিয়াছে এবং ১৯১০ সালে জাপান হইতে ১৩৮০০০ গাঁট রেশম পাওয়া গিয়াছিল। চীন ও জাপানই হইল রেশমী দেশ। এ বর্ষে রেশমের দর শতকরা ৭. হইতে ১০. পারসেণ্ট কম হইয়াছে। অর্থাৎ সম্বৎসর বাজার পড়া ছিল, চড়া হয় নাই। চলিত বর্ষেও রেশমের দর তেজ হইবার আশা খুব কম, কারণ অনুমান হইতেছে, এ বর্ষে রেশম অধিক জন্মিবে।

তুলাশিল্প। (১৯১১ সাল)

১৯১১ সালে পৃথিবীর উপর তুলার বাণিজ্য তত ভাল নয়। তবে দেশ বিশেষে কম বেশী বাণিজ্য হইয়াছে। গতবর্ষে ল্যাঙ্কাসায়রের তুলা-শিল্পের কাজ বেশ ভালই চলিয়াছিল, বিশেষতঃ বর্ষের শেষভাগে কাজ ভালই হইয়াছে। আমেরিকায় এবার টাকু ও মাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই, ইহা শুভ লক্ষণ নিশ্চিতঃ। আমেরিকার তুলাশিল্পের কাজ আলোচ্য বর্ষে কিন্তু পুরাদমে চলে নাই। পরন্তু ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও তুলাশিল্পের কাজ আশাপ্রদ নহে। ইটালীযুদ্ধের জন্য উক্ত দেশে বাণিজ্যের কাজে অনেক ক্ষতি হইয়াছে, সেই সঙ্গে তথায় তুলার কাজও ভাল হয় নাই। জর্ম্মনীতে ১৯১০-১১ সালের প্রারম্ভে তুলার বাজার অতিশয় মন্দ গিয়াছিল, তাঁহারা সেই ধাক্কা আস্তে আস্তে সাম্‌লাইয়াছেন। মোটের উপর, জর্ম্মণী অষ্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সের পক্ষে এ বৎসর তুলার কাজে দুর্ব্বৎসর বলিতে হইবে। ভারতের পক্ষেও ঐকথা। কেবল হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও স্পেন্‌সে আলোচ্য বর্ষে তুলার কাজ ভাল ভাবে চালাইয়াছিল। চীনের তুলার কলগুলি মন্দ চলিতেছে না, কিন্তু হাঙ্গামার জন্য উহাদের বাজার-হাট মাঝে মাঝে বন্ধ ছিল। ভারতের সূতা ও বস্ত্রের কাজেও ক্ষতি হইয়াছে। কারণ চীন ভারতীয় তুলাশিল্পের একজন প্রধান গ্রাহক। জাপানীরা চীনে গিয়া ভারতীয় তুলাশিল্পের প্রতিযোগিতা করিতেছে। অনেক সাহেবের ধারণা এই যে, জাপান একদিন পৃথিবীর তুলাশিল্পের উপর প্রতিদ্বন্দ্বী করিবে। কারণ এই গোলযোগের বৎসরেও জাপান তুলাশিল্পে ক্রমে অগ্রসর হইয়াছে। যে ইয়োরোপে সূতা চলে না, সেই ইয়োরোপে গিয়া জাপান 'বেট' চালাইয়াছে, অর্থাৎ উহাদের জাপানী বস্ত্রের গ্রাহক করিয়াছে।

এ বৎসর তুলাশিল্পের যতগুলি কল চলে ছিল, উহার সত্বাধিকারীদিগের মন্দ পোষাই নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই গ্রাহকের মুখ দেখিতে পাইয়াছেন। এবার ঝড় জলের অবস্থা কোথাও ভীষণ হয় নাই, কাজেই বাণিজ্যের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কেবল এ বর্ষের শেষভাগে চীন, পারস্য এবং ত্রিপলীতে গোলযোগ হওয়াতে জাহাজের জন্য তুলার বাণিজ্যের ঈষৎ ক্ষতি হইয়াছে এবং নূতন বর্ষের (১৯১২ সালের) প্রারম্ভে বোম্বাই সহরে ৩১ লক্ষ গাঁট তুলা পুড়িয়াছে কিন্তু এ সকল কারণে তুলাশিল্পে অধিক ক্ষতি হইবে না। তুরস্ক ইটালীর যুদ্ধে ল্যাঙ্কাসায়রের পক্ষে এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে প্রচুর রপ্তানীর কাজ বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু পৃথিবী ২।১ স্থানে জলাভাবে অনেক দেশের লোকের অবস্থা মন্দ হইয়াছে, সেই সকল দেশে কমদরা মাল অধিক রপ্তানা দিয়া উহাদের অবস্থা মোচন করা হইয়াছে। গতবর্ষে সেপ্টেম্বর মাসেই এ কাজ ভাল চলেছিল। পূর্ব্বে সূতার কল এবং বস্ত্রের কল স্বতন্ত্র ছিল, এ বর্ষে ঐ শ্রেণীর কলগুলি ঐ এক খরচায় সূতা ও বস্ত্র উভয় হইতে পারিবে—এরূপ উন্নতিশীল কলে অনেকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

এ বর্ষে বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায় গত দুই বৎসর অপেক্ষা ভারতে অনেক অধিক হইয়াছে। বর্ষের প্রারম্ভে বৃষ্টি হইবে না বলিয়া ইয়োরোপে একটু ভয়ের কারণ ছিল, কিন্তু বৃষ্টিপাতের পর সে ভয় চলিয়া যায়, তবু অনেক স্থলে ঠিক সময়ে মাল ডিলিভারী দেওয়া হয় নাই, তথাপি গ্রাহকেরা কনট্রাক্ট ক্যানসেল করে নাই। ভারতের ন্যায় তুরস্কে, পারস্যে এবং মেক্সিকোতে বিলাতী বস্ত্রের অবাধ বাণিজ্য চলিয়াছিল, কেবল মিসরে বিলাতী বস্ত্রের বাণিজ্য একটু মন্দা রহিয়াছিল, ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে বিলাতী বস্ত্রের কাজ ভালই চালিয়াছে বলিতে হইবে।

ল্যাঙ্কাসায়র দেশে গত (১৯১১ সালের) জানুয়ারী হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত এগার মাসে তিন বৎসর কত কাপড় বিক্রয় জন্য বাহির হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

	১৯০৯ সাল	১৯১০ সাল	১৯১১ সাল
	গজ	গজ	গজ
কোরা	১,৯২,৫৬,৭১,৬০০	১,৭৪,৪৯,৭৪,৯০০	১৯৬,৬১,০১,১১০০
ধোয়া	১,৪৪,৭৬,৭৬,০০০	১,৩৫,৯০,১৯,৯০০	১,৭১,৫০,৯১,৮০০

ছিট	৯২,৩২,১৬,৫০০	১,১৩,৩১,৭৭,৬০০	১,১৯,৯৫,৪৮,১০০
রঙ্গিন	৯৪,২৮,৫৬,২০০	১,১৩,৩৩,২১,৬০০	১,২৬,৪৬,৬৯,১০০

সাদা ধোয়া কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গিন ও ছিটের কাপড়ের বিক্রয়াধিক্য হইয়াছে। বিলাতী সূতার ব্যবসায় ও এ বর্ষে মন্দ চলে নাই। ইয়োরোপের অনেক দেশ ভারত ও মিসর এবর্ষে বিলাতী সূতা অনেক ক্রয় করিয়াছে।

বঙ্গে পাটের বাণিজ্য (১৯১১ সাল।)

বাঙ্গালা দেশে পাটের বাণিজ্যে গত বৎসর (১৯১১ সালে) অত্যন্ত দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। ইহার কারণ গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কাগজ পত্র যাহা দেখা যায়, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে—

প্রথম কারণ,—১৯১০ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বঙ্গদেশের পাট উৎপত্তির আনুমানিক হিসাব যাহা দিয়াছিলেন, তাহাতে পাটের কলওয়ালারা বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই।

এ বিষয়ে পাটের মহাজনেরা বলেন, প্রতিবর্ষেই পাট সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর অত্যন্ত বে-ঠিক অনুমান বাহির করেন, কাজেই আমরা তাঁহার প্রদত্ত ফোরকাষ্টে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। এই জন্য এ বর্ষের গবর্ণমেণ্টের সংবাদ পত্রাদি পাটের মহাজনদিগকে বেশ একটি কথা বলিয়াছেন অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, "উহাতে বিশ্বাস না করাই আপনাদের পাটের কাজে এ বৎসর দুর্ঘটনা ঘটবার পক্ষে অন্যান্য কারণের মধ্যে উহাও ১টি বলিতে হইবে।" অল্প পাট জন্মিবে ইহা শুনিয়া তখন সওদা করিলে অনেকে লাভবান হইতে পারিতেন, কেন না, তখন পাটের বাজার নরম ছিল। তাহার পর,—

দ্বিতীয় কারণ,—কলিকাতার সন্নিকট স্থানে অনেক পাটকল হইয়াছে, ঐ সকল কলে থোলে দড়ি ইত্যাদিও হইয়া থাকে। আমেরিকার মহাজনেরা পর্য্যন্ত ঐ সকল কল হইতে চট্ ইত্যাদি ক্রয় করেন। পরন্তু বিদেশেও পাট বঙ্গ হইতে চালান যায়। পৃথিবীতে পাটের খরচ যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই অনুপাতে পাট এ বর্ষে জন্মে নাই। কাজেই পাট-ব্যবসায়ী চাষী হইতে ধনকুবের কলওয়ালাদের পর্য্যন্ত খরচা পোষায়

নাই। এইজন্য পাটের বাজার এ বর্ষে স্থির হয় নাই, অতিরিক্ত কমবেশী হইয়াছে। তাই—

তৃতীয় কারণ,—যখন দর তেজ হইয়াছে, তখন সকলেই ভাবিয়াছে, ক্ষতির দায় হইতে নিস্তার পাইব, তাই হুড়মুড় করিয়া একেবারে স্ব স্ব মজুত পাট কলিকাতায় চালান দিয়াছেন। ইহার ফলে কলিকাতায় অধিক পাট জমিয়া গিয়া বাজার পড়িয়াছে। এই সময় কত কমিবে তাহাও স্থির না থাকায়, বঙ্গের পাট-কলওয়ালারা পাট ক্রয় অধিক করেন নাই। পরন্তু এই গোলমালে এবর্ষে ডাণ্ডির বাজারে পাট সম্বন্ধে যে সুযোগ গিয়াছিল, তাহাও বঙ্গের পাটব্যবসায়ীরা ধরিতে পারেন নাই। তাহার পর,—

চতুর্থ কারণ,—যখন আমেরিকার চটব্যবসায়ীরা বঙ্গের পাটকলওয়ালাদের চট্ ক্রয় করিব বলিয়া প্রচুর কন্‌ট্রাক্ট দিল, তখন তাঁহারা বাজারে পাট খরিদের জন্য নামিলেন, এ কারণ পাটের বাজার আগুন হইয়া উঠিল। ইহার ফলে পাটের বণিজ্যের অবস্থা, আলোচ্য বর্ষে এই দাঁড়াইল যে, ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গের পাটকল সপ্তাহে ১ দিন বন্ধ ছিল, এবর্ষে সপ্তাহে ২ দিন কল বন্ধ রাখিতে হইয়াছে, বোধ হয়, পৃথিবীতে পাটের খরচের অনুরূপ পাট না জন্মিলে ক্রমেই বর্ষের পর বর্ষে, সপ্তাহে ৩ দিন, তাহার পরবর্ষে ৪ দিন এইরূপ কল বন্ধ রাখিতে হইবে।

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে পাটের দর তেজ ছিল, এবং আশা ছিল, ঐ দর বুঝি বরাবর থাকিবে; কাজেই চড়া দরে দরকারমত পাটকলওয়ালারা লইয়াছিল, বেশী লয় নাই। তাহার পর জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত পাটের দর ক্রমশঃ তেজ হইয়া ১ নং পাট ১ টনের মূল্য হয় ২৭ পাউণ্ড ১০ শিলিং। এ সময় কলওয়ালারা অনেকে কল বন্ধ রাখেন। তাহার পর মে মাসে যখন নূতন পাটের হিসাব বাহির হইল, তখন হইতেই পাটের বাজার ক্রমশঃ নামিয়া গেল। ইহাই হইল কলওয়ালাদের পাট শিল্পের এ বর্ষে দ্বিতীয় বিপদ।

এ বর্ষে পাটের বাজার আগষ্ট মাসে ১ টনের মূল্য ১৮ পাউণ্ড হয়। ইহাই আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা পাটের বাজার কম বলা চলে, কারণ উহাপেক্ষা আর নরম হয় নাই। সেপ্টেম্বর মাসে পাটের দর ২১ পাউণ্ড ৫ শিলিং হয়, এই সময় আমেরিকার চট খরিদের অর্ডার আসে। অক্টোবর, নভেম্বরে পাটের দর ২০ পাউণ্ড ১০ শিলিং উর্দ্ধ এবং নীচু হয় ১৯ পাউণ্ড পর্য্যন্ত। ১৯১১ সালে ডাণ্ডিতে ৬ মাসে ৯ লক্ষ গাঁট রপ্তানী হইয়াছিল।

ডাণ্ডিতে পাটের বাণিজ্য।

বঙ্গদেশের পাট লইয়াই আমেরিকাস্থ ডাণ্ডিতে পাট শিল্পের ব্যবসা প্রবল হইয়া থাকে। যদিও বঙ্গের চটকল প্রভৃতি দ্বারা ডাণ্ডির পাট শিল্পে অনেক ক্ষতি হইয়াছে, কেন না, অধিকাংশ থোলে ইত্যাদি বঙ্গের চটকলে নির্ম্মিত হইয়া তথায় চালান যাইতেছে, যেখানকার পাট সেইখানে থোলে হওয়াতে চটের বাজারে অনেক সুযোগ সুবিধা হইয়াছে, কাজেই ডাণ্ডিতে এখন বঙ্গের পাট রপ্তানি কমিয়াছে, তবু ডাণ্ডিতে পাটের বাণিজ্য এখনও অচল হয় নাই। যাহা হউক, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গে পাটের কাজ মন্দা হইলে, ডাণ্ডিতেও যে মন্দা হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। গত বর্ষে ১৯১১ সালে বঙ্গের পাটের বাণিজ্যের অবস্থা পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যায় যে, ডাণ্ডিতে এবার পাটের কাজে আঘাত লাগিয়াছে। তথাকার একটি কোম্পানী গত বর্ষে ১৯১১ সালে দেউলিয়া হইয়াছেন এবং অপর দুইটি কোম্পানী পাটের কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেন না, ডাণ্ডির পাটকলগুলি যেন তথা হইতে কলিকাতার সন্নিকটে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইহা বঙ্গের পক্ষে সুসংবাদ হইলেও ডাণ্ডির পক্ষে সুসংবাদ নহে নিশ্চিত।

গত বর্ষে ১৯১১ সালে জানুয়ারী মাসে ডাণ্ডিতে পাটের দর ছিল ২০ পাউণ্ড ১০ শিলিং হইতে ২০ পাউণ্ড ১৫ শিলিং প্রতি টন। মার্চ্চে দর উঠে ২২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত প্রতি টন। এই দর তেজ হইবার কারণ তথায় পাটের অভাব বশতঃই হইয়াছিল, পরন্তু এপ্রেল ও মে মাসে তথায় পাটের দর আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল, এমন কি, ২৭ পাউণ্ড ১০ শিলিং পর্য্যন্ত প্রতি টনের দর হইয়াছিল। ১৯১০ সালে উক্ত সময় ১৫ পাউণ্ড ১০ শিলিং দর ছিল। আগষ্ট মাসে বঙ্গদেশে নূতন পাট বাজারে বাহির হয়, তাহা ডাণ্ডিতে সেপ্টেম্বর মাসে পৌঁছে। সে সময় বঙ্গে ও ডাণ্ডিতে পাটের কাজ ভাল চলিয়াছিল, এবং দরও নরম হইয়াছিল। আগষ্ট মাসে ডাণ্ডিতে ২৩ পাউণ্ড প্রতি টন পাটের দর ছিল।

১৯০৮ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত ডাণ্ডিতে পাট ও চটের নিম্নলিখিতরূপ দর ছিল।

সাল	পাট টন	চট
১৯০৮	১৮ পাউণ্ড	২ শিলিং ৩.৪৮
১৯০৯	১৫ পাউণ্ড ৫ শিলিং	২ „ ০
১৯১০	১৭ ”	২ „ ৬.৪৮
১৯১১	২০ পাউণ্ড ৫ শিলিং	২ „ ১২.৪৮

আমেরিকাস্থ আরজেনটাইন-রে-পাবলিক প্রদেশে এবার ডাণ্ডি হইতে প্রচুর চট রপ্তানী গিয়াছিল. পরন্তু বর্ষের শেষে কয় মাস ডাণ্ডিতে পাটের কাজ ভালই চলিয়াছিল এবং তথায় পাটের দর নামিয়া ১৯ পাউণ্ড ১০ শিলিং হইয়াছিল।

কলিকাতাস্থ ঘৃত-ব্যবসায়ী সমিতি।

কলিকাতাস্থ ঘৃত-ব্যবসায়ী সমিতির অধিবেশন ঘন ঘন হইতেছে। ঘৃত বিষয়ে সাধারণের সন্দেহ দূর করা এবং ভগবান প্রদত্ত বিশুদ্ধ ঘৃত বিক্রয় করাই, এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-পথের প্রথমটিতে যে সমস্ত সংবাদপত্র ঘৃত বিষয়ে স্বদেশবাসীর সন্দেহ বৃদ্ধি করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৪ খানি সংবাদপত্রে সমিতির কতিপয় সদস্য য়্যাটর্ণীর পত্র এই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, আপনাদের সংবাদপত্রে লিখিত সাপের চর্ব্বির ঘীর বিষয় প্রমাণ করান কিন্তু সমিতির সদস্যেরা দুঃখের সহিত বলেন, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কিছুই প্রমাণ করাইতে পারিলেন না অধিকন্তু তাঁহাদের ঐ মিথ্যা কথা প্রচারের বিরুদ্ধে সমিতি হইতে ৫০ সহস্র বিজ্ঞাপন পত্র এবং কলিকাতা সহরে ১০০০ হাজার প্লাকার্ড লটকাইয়া সাধারণকে জানান হইয়াছে যে, সংবাদপত্রে সাপের চর্ব্বির ঘীর কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, পরন্তু তাহাতে ইহাও লেখা ছিল, আসুন, আমরা তাহার প্রমাণ দিব। এজন্য সমিতির অনেক সদস্যেরা বলেন, হায়, কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক এ পর্য্যন্ত আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না কেন? মিথ্যা সংবাদ যদি তাঁহারা প্রচার করিয়া থাকেন, তাহার ভ্রম সংশোধন করিলে, তাঁহাদের মহত্বই প্রকাশ পাইত এবং স্বদেশবাসীদেরও ঘৃতবিষয়ে উৎকণ্ঠা দূর হইত। অনেক সম্পাদক

এ বিষয়ে ভ্রম স্বীকারে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা সাধারণের সন্দেহ-জাল বৃদ্ধির পক্ষেই উৎযোগী! কলিকাতা সহরে কিংবা দেশে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য আছে, এ কথা শুনিলে বা দেখিলে তাঁহাদের বুকের উপর যেন পাথর ভাঙ্গার ন্যায় কষ্টবোধ হইতে থাকে, তাঁহারা একপক্ষের কথা শুনিয়া ডিক্রি ডিস্‌মিস্ ফয়সালা লিখিয়া দিয়া থাকেন, এজন্য সহরের অনেক ভদ্র-মহোদয়েরা বলিয়াছেন, "যাঁহাদের মিথ্যা কথা বলা ব্যবসা, নতুবা উহাঁদের ব্যবসা চলে না, তাঁহারা সত্য কথা বলিবে কোথা হইতে? সত্যানুসন্ধানে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? তাঁহারা জানে, মিথ্যা বলিলে শিবের মন্দির হয়, তাঁহাদের মিথ্যার শিবই শিব, তোমার সত্যের শিব তাঁহাদের নিকট হেয় বস্তু! অতএব সংবাদপত্রের নিকট সত্য কথা, সরল কথা পাওয়া বড়ই কঠিন।" কিন্তু ঘৃত সমিতির সদস্যেরা ঐ বদ্‌নাম সমুদয় সংবাদপত্রে দিতেছেন না। তাঁহারা ইতিমধ্যে বুঝিয়াছেন যে, অনেক সদাশয় পত্র-সম্পাদক এখনও বঙ্গ-সমাজে আছেন, যাঁহাদের জন্য এখনও সূর্য্য উদয় হইতেছে, গঙ্গায় জোয়ার ভাটা হইতেছে, পাপ-পুণ্যের ফলভোগ হইতেছে, সেই সকল শিবতুল্য লোকের এখনও অভাব নাই।

ঘৃতসমিতি আমাদের জানাইয়াছেন যে, কাটোয়া হইতে প্রকাশিত "প্রসূন" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র গত ১৯শে মাঘের কাগজে "ঘৃত সমিতির মন্তব্য" মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, পরন্তু বাগেরহাট, খুলনা জেলা হইতে প্রকাশিত "জাগরণ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রেও "ঘৃত সমিতির মন্তব্য" প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া সভার সদস্যেরা উক্ত সংবাদপত্রদ্বয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। কেন না, যথার্থ ঐ সকল সংবাদপত্র স্বদেশের কল্যাণপ্রার্থী, নতুবা কাশীর ত্রিশূল কাগজে ঘৃত বিষয়ের কুচ্ছ লেখা মেদিনীপুর হিতৈষী হইতে উদ্ধৃত হইল। কেন না, তাহাতে শূকর, গরু, মানুষের চর্ব্বি ঘীয়ে মিশানর কথা লেখা ছিল, কাজেই ত্রিশূলের উহা পছন্দ হইয়াছিল, কিন্তু ঐ মেদিনীপুর হিতৈষীতেই যখন তাহার প্রতিবাদ করিল, ঘৃত বিষয়ে সত্য কথা প্রকাশ করিল, অর্থাৎ উক্ত হিতৈষীপত্র যখন সদাশয়তার পরিচয় দিলেন, সত্য প্রচার করিলেন, তখন ত্রিশূল মহাশয় সেই অসত্যে এখনও নিপতিত রহিয়াছেন কেন? আশা করি, তিনি এবং অন্যান্য যাঁহারা এখনও ঘৃত সমিতির সৎউদ্দেশ্য প্রচার করেন নাই, সেই সমুদয় সংবাদপত্রই উৎকৃষ্ট

ঘী অদ্যাপিও জীবিত আছে, এ কথা প্রচার করিয়া সদাশয়তার পরিচয় দিবেন। মিথ্যাটা লোকের এত প্রিয় বস্তু যে, কিছুতেই উহার প্রত্যাহার করিতে কেহ শীঘ্র রাজী হয়েন না। তৎপরে ঘৃত সমিতি হইতে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট যে পত্র প্রেরিত হইয়াছে, তাহাও আমরা প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির
চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট ঘৃত বিষয়ে জিজ্ঞাসা-পত্র।

7-2-12

89. Burtolla Street.

From Jogendra Nath Dutt.

Secretary of the Ghee Merchants' Association.

To The Chairman of the Calcutta Corporation.

Sir,

I shall deem it a great privilege if you be so kind as to consider the following lines favourably. The main object of our Association is to impart and sell pure Ghee conducive to health. A certain misconception has arisen as regards the construction which your august Corporation does sometimes put upon the meaning of the expression "Pure Ghee." I have thought fit to ask you most respectfully on behalf of our Association following questions, an early reply of which will lay me and the members of our Association under a deep debt of gratitude, for a clear and kind reply will pave the way for our procuring and supplying the country with pure Ghee.

Questions :—

1. What do you consider when you order proceedings

to be taken against any seller of adulterated Ghee under Sec. 495. Ch. 4. of the Calcutta Municipality ?

II. What is the standard of pure Ghee and what are its ingredients ?

III. What is meant by "foreign fat ?"

IV. Is it the rule that a seller of Ghee which contains 9 per cent "Foreign fat" is not liable to be punished ? If so, why ?

V. According to the Corporation (a) does the Ghee which is produced from the mixture of milks of two or more kinds of animals, contain foreign fat ?

(b) Is that Ghee injurious to health ?

(c) Does that Ghee contain 10 per cent "foreign fat ?"

I have to request you to supply me with the above informations in as much as the members of our Association honestly believe that even the Sellers of "pure Ghee" are sometimes punished by the Municipal Magistrates.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Jogendra Nath Sinha
for the Secretary.

উহার ভাবার্থ।—

মহাশয়! আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের নিম্নলিখিত কথাগুলি সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করেন, আমরা কৃতার্থ হইব। আমাদিগের ঘৃতসমিতির প্রধান উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্যকর পবিত্র ঘী আমদানী করিয়া বিক্রয় করা। আপনার মহৎ মিউনিসিপ্যালিটি উৎকৃষ্ট ঘীর অর্থ যেরূপ ভাবে করেন, সে সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ উদিত হওয়ায় আমাদের সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আপনার নিকট সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করা উপযুক্ত

মনে করিয়াছি, যথাশীঘ্র উত্তর প্রদত্ত হইলে, আমি এবং আমাদের সভার সদস্যেরা কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে, কারণ আপনার সদুত্তর প্রাপ্ত হইলে আমাদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঘী সংগ্রহ করিবার এবং এদেশে ভাল ঘী সরবরাহ করিবার পথ পরিষ্কার হইবে।

প্রশ্ন।

(১) যখন আপনি কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল এক্টের ৪৯৫ ধারা অনুসারে মিশ্রিত ঘীর মকর্দ্দমা করিবার অনুমতি দেন, তখন আপনি কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করেন ?

(২) উৎকৃষ্ট ঘীর আদর্শ কি এবং উহার উপাদান কি ?

(৩) ফরেণ ফ্যাটের অর্থ কি ?

(৪) ইহা কি আপনাদের নিয়ম আছে যে ৯. পারসেণ্ট ফরেণ-ফ্যাট থাকিলে সেই ঘৃত-বিক্রেতা দণ্ডিত হয় না ? যদি না হয়, তাহার কারণ কি ?

(৫) কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির রসায়ন শাস্ত্রের মতানুসারে দুই বা ততোধিক জন্তুর দুগ্ধমিশ্রণ হইতে প্রস্তুতি ঘৃতে ফরেণ-ফ্যাট কমবেশী আছে কি না ?

ক।—সেই ঘী অস্বাস্থ্যকর কি না ?

খ।—উহাতে ১০. পারসেণ্টের অধিক ফরেণ-ফ্যাট থাকিতে পারে কি না ? যে হেতু আমাদের সভার সদস্যেরা সরলভাবে বিশ্বাস করে যে, উৎকৃষ্ট ঘী-বিক্রেতারা মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ দ্বারা কখন কখন দণ্ডিত হয়, তজ্জন্য উপরোক্ত সংবাদ সমূহ আমাকে দিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতে বাধ্য হইলাম। ইতি ৭ই ফ্রেব্রুয়ারী ১৯১২ সাল।

এই পত্র পাইয়া কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সাহেব মহোদয় জনৈক ফুড ইন্‌সপেক্টার মহাশয়কে উক্ত পত্রের তাৎপর্য্য অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহার সহিত আমাদের যে কথোপকথন হয়, তাহা চিত্র-বিচিত্র মতে "বঙ্গবাসী" সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

——

ভেজাল।

ভেজাল জিনিষে দেশের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা ত আর বুঝাইতে হইবে না। এ সম্বন্ধে আমরা বহুবারই আলোচনা করিয়াছি। আলোচনার অনুপাতে এখনও ফল দেখা যায় নাই; ফলে কি দাঁড়াইবে, কে বলিতে পারে? তবে এ ব্যাপারের চারিদিকেই তুমুল আন্দোলন হইতেছে।

কেবল কলিকাতায় নহে, সুদূর মফঃস্বলেও আলোচনার বিরাম নাই। চট্টগ্রামের "জ্যোতিঃ" পত্রে একজন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভয়াবহ। লেখক স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—"শূকরের ও সর্পের চর্ব্বি এবং গোরু ছাগল প্রভৃতির চর্ব্বি অল্প বাদাম তৈলের সহিত মিশাইয়া বাদামি ঘৃত তৈয়ার করা হয় এবং কলিকাতা হইতে দশসের ওজনের টিনে করিয়া চট্টগ্রামে আসে।" লেখকের মতে অনেক রুটির ও মিঠাইয়ের দোকানে এবং অনেক কবিরাজী ঔষধে এই ভেজাল ঘি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল ইহা নহে, লেখকের মতে কলিকাতা হইতে যে সব সুগন্ধি তৈল যায়, তাহাদের অধিকাংশে খনিজ তৈল থাকে; চিকণ জিরার সঙ্গে জিরুলী নামক এক রকমের বীজ মিশান হয়; গোলমরিচের সঙ্গে বিরঙ্গ মিশান চলে; চীনা বা জাপানী কর্পূরের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে মোম ও হোয়াইট-ওয়াক্স মিশান হয়; অনেকস্থলে চ্যবনপ্রাশে নকল বংশলোচন থাকে। অনেক স্থলে জমাট দুধে লেখক চর্ব্বি মিশান দেখেন। লেখক যে ভাবে লিখিয়াছেন, তাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব এ সম্বন্ধে সত্যাসত্যের নির্ণয় করা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। নতুবা লেখকের লেখার ফলে দেশের লোক চিন্তিত হইয়া রহিবে। চর্ব্বি মিশানর কথা আবার অনেক ব্যবসাদার স্বীকার করেন না। চট্টগ্রামের দোকানদারেরা এ সম্বন্ধে কোন কথা তুলিয়াছেন কি না, "জ্যোতিঃ"তে তাহা প্রকাশ পায় নাই। কলিকাতায় কথা উঠিয়াছে। যখন কলিকাতার অনেক ব্যবসাদার চর্ব্বি মিশানর কথায় প্রতিবাদ তুলিয়াছেন, তখন চট্টগ্রামে যে কথা উঠিবে না, কেমন করিয়া বলিব? কলিকাতায় কি, চট্টগ্রামে কি, অন্যত্র কি, এ সম্বন্ধে ত্বরায় তথ্যানুসন্ধান হওয়া উচিত। সম্প্রতি কলিকাতায় বড়বাজারে ফুড ইন্‌স্পেক্টর ও কমিশনদিগের সহিত যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, মহাজনবন্ধুসম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ পাল মহাশয় তাহা আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,। তাহা এই,—

দোকানদারগণ। আমরা কি চর্ব্বির ঘী-বিক্রেতা?

ফুডইন্‌স্পেক্টার! কখনই না।

দোকানদারগণ। ফরেণ ফ্যাট মানে কি?

ফু, ইন্। আমরা তেলকেও ফরেণ ফ্যাট বলি, চর্ব্বিকেও বলি, আপনাদের কম দরা ঘীতে মৌয়া ও বাদামতেল পাওয়া যায়, তাই আমরা তাহাকে ফরেণ ফ্যাট বলি। আপনাদের ঘীতে চর্ব্বি কখন পাওয়া যায় নাই।

দোকানদারগণ। চর্ব্বি ও তেল উভয় শব্দকেই এক ফরেণ ফ্যাট লিখিয়া আর কখন মনের ভাব যেন প্রকাশ করা না হয়। এই কথাটি চেয়ারম্যান সাহেব মহোদয়কে বলিয়া দিবেন, উহাতেই আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে। তাহার পর যাহারা মিশ্র ঘী বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া মন্দ ঘী বিক্রয় করিতেছেন, তাহাদের আপনারা ধরেন কি না?

ফুড ইন্। না, ধরি না, উহাদের দোকানের নমুনা তুলি না।

প্রশ্ন। কেন ধরেন না?

উত্তর। উহারাত মন্দ ঘী বলিয়া বেচিতেছে। উহাদের ঘী যখন অখাদ্য হইবে, পচিয়া উঠিবে, তখন আমরা উহা ধরিয়া ৫০৫ ধারা মতে ফেলিয়া দিতে পারি।

দোকানদারগণ। চর্ব্বির ঘী বিক্রয় করিয়া "সৃষ্টি নাশ" করিয়া দিলে, দেশময় চর্ব্বির ঘী বাহির হইল, পচিবার আগে পাছাড় হইয়া যায়, তাহার কি? উহাদের জন্যই ত আমাদের এই সর্ব্বনাশ। আমরা বদ্‌নামের ভাগী। উহারা চর্ব্বির ঘী করিয়া দোষী হয় না, আর আমরা না করিয়া দোষী হইতেছি, উহাদের যেমন বাঁচাইয়াছেন, আমাদেরও তেমনি বাঁচান?

ফুড ইন্। এ সব বিষয় আপনারা উপরওয়ালার নিকট হইতে সুব্যবস্থা নিশ্চিত পাইবেন। সকলেই চর্ব্বির ঘী বিক্রেতা নহে, ইহা আমি উচ্চকণ্ঠে বলিব। যদি সকলেই চর্ব্বির ঘী বিক্রেতা, ভাল ঘী যদি কলিকাতায় পাওয়া না যায়, তাহা হইলে আমরা রহিয়াছি কি করিতে? সহরের ভাল ঘী নাই বলিলে আমাদের (মিউনিসিপ্যালিটির) তাহাতে বদ্‌নাম হয়। যাহা হউক, আপনারা সুব্যবস্থা পাইবেন নিশ্চিত।

দোকানদারগণ। আপনাদের ঐ সুব্যবস্থায় জন্য দেশের লোক এবং আমরা আশা পথ চাহিয়া রহিলাম, যত শীঘ্র হয়, ইহার কিনারা করিবেন।

সত্য সত্য, কলিকাতায় কি, আর চট্টগ্রামেই কি বা অন্য কোথাও কি, সকল দোকানেই ঘিয়ে যে সাপের বা অন্য কোন পদার্থের চর্ব্বি থাকে, এ কথা বলা যায় না; তবে কোথায় খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায় কর্ত্তৃপক্ষের সন্ধান লইয়া তাহার প্রচার করিয়া দেওয়া উচিত। বঙ্গবাসী, ১৯শে ফাল্গুন সন ১৩১৮ সাল।

স্মারক লিপি।

ঘৃত-সমিতি কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট প্রথম পত্রের উত্তর প্রাপ্ত না হইয়া যে স্মারক লিপি প্রদান করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ সমিতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও এ স্থলে মুদ্রিত হইল।

"মহাশয়! প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, সেই চিঠী সম্বন্ধে অতি সম্মানের সহিত স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

আপনাদের মিউনিসিপ্যালিটির জনৈক ফুড্ ইন্সপেক্টার এবং স্থানীয় কমিসনর প্রায় ১ সপ্তাহ পূর্ব্বে তদন্তের জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যাপিও আমাদের পত্রের কোন উত্তর পাই নাই। আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, আপনি দয়া করিয়া আমাদের সভার কার্য্য বিষয়ে একটু মনোযোগী হইবেন।

এই স্মারক লিপির সহিত আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করি যে, আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বিশুদ্ধ ঘী বিক্রেতাদিগকে রক্ষা করেন। আমাদের সভার একটী দুঃখ এই যে, যাহারা মিশ্রিত ঘী প্রকাশ্য ভাবে বিক্রয় করে, তাহাদের কিছুই দণ্ড হয় না কিন্তু বিশুদ্ধ ঘীয়ের এনালিসিস্ সম্বন্ধে ও ফরেণ ফ্যাট শব্দের অর্থ সম্বন্ধে গোলমাল থাকায় কতক-গুলি ঘী বিক্রেতার সাজা হয়।

আপনার বহুমূল্য সময়ের একটু ক্ষতি করিলাম বলিয়া ক্ষমা করিবেন। ইতি ২৪।২।১২

মন্তব্য।—ঘৃতসমিতি যখন প্রকাশ্য ভাবে এই সকল দুঃখের কথা চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট জানাইতেছেন, তখন আদত ঘী যে দেশের নিকট অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইতেছে, এবং তজ্জন্য ধর্ম্মভীরু নিরীহ মহাজনেরা

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট যে পত্র লিখিতে সাহসী হইয়াছেন, পরন্তু কর্ত্তৃপক্ষের নিকট, এই পত্র লেখার কল্যাণে আমরা এবং দেশের সাধারণ ভদ্র মহোদয়েরা নিশ্চিতঃ বুঝিতেছেন যে, ইহাঁরা নির্দ্দোষী ঘৃতবিক্রেতা। এজন্য যদি চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট হইতে ঘৃত সমিতি সন্তোষজনক উত্তর না পান তাহা হইলে তাঁহারা বেঙ্গল চেম্বার্স ট্রেড এসোসিয়েসনের এবং মাড়য়ারী এসোসিয়েসনের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন এবং স্থানে স্থানে তাঁহারা সহযোগিনী সভা খুলিবেন। ইহা আমরা আশা করি।

মঃ বঃ সঃ

ঘী বিষয়ে হেল্‌থ অফিসারের জবাব।

CORPORATION OF CALCUTTA :

Form No. O. S.-28. Health Department.

No. H 2668 The 6th march, 1912.

To

Babu Jogedra Nath Singha,
89 Burtolla Street.

Dear sir,

With reference to your letter of the 7th. February last and subsequent reminder asking for certain details as to the methods adopted by the Corporation before instituting prosecutions for sale of impure ghee and other matters, I regret, that I am not prepared to enterinto a discussion with you on the points raised in your letter under reply.

Yours faithfully,
Fredrick Pearse M. D. D. P. H.
Health Officer.

উক্ত পত্রের ভাবার্থ।—

৬ই মার্চ্চ ১৯১২ সাল।

প্রিয় মহাশয়! আপনি ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এবং তৎপরবর্ত্তী স্মারক লিপি দ্বারা জানিতে চাহিয়াছেন, যাঁহারা মিশ্রিত ঘৃত বিক্রয় করে, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার পূর্ব্বে কোন্ কোন্ বিষয় সমূহ

বিবেচনা করেন এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে উত্তর দিবার জন্য যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, সে সমস্ত বিষয়ের জন্য আপনার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে প্রস্তুত নাই।

স্বাক্ষর ফ্রেড্রিক পিয়ার্স, হেল্‌থ অফিসার।

মন্তব্য,— মহামতি ফ্রেডারিক পিয়ার্স সাহেবকে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যে, যখন আমি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত ঘৃত-সমিতির সেক্রেটারী, এবং যখন আমার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এল মহাশয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে ঘৃত সমিতির কথাই জানাইয়াছিলেন, Health offiecr মহোদয় কেবল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের নামে এ সমস্ত বিষয়ের জন্য "আপনার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে প্রস্তুত নই" এরূপ উত্তর দিবার কারণ কিছুই বুঝা গেল না। ঘৃত সমিতির কি অস্তিত্ব নাই যে, তাহার বিষয় পত্রে আদৌ উল্লিখিত হইল না? হেল্‌থ অফিসার মহোদয় যদি এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, ঘৃত সমিতির সৃষ্টি হয় নাই, তাহা হইলে আগামী মাসে ঘৃত সমিতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভাল করিয়া প্রমাণ দিবার ইচ্ছা রহিল।

ঘৃত সমিতির সদস্যদিগকে কি কারণে ঘৃত বিষয়ে দোষী সাব্যস্থ করা হয়? তজ্জন্য কি আমরা আপনাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারি না? আমাদের জিজ্ঞাসা করিবার কি কোনই অধিকার নাই? আমরা যদি ঘীয়ে চর্ব্বি মিশাই, আমাদের চর্ব্বির কারখানা এবং তাহার সরঞ্জম ধরুন, দণ্ড করুন। ইংরাজ রাজ্যে চোরেরও বামাল ধরিয়া দণ্ড করা হয়, আর আমরা কি সেই রাজ্যে চোরেরও অধম? মিশ্র-তেলটা না হয় শিল্প কাজে লাগে, কিন্তু মিশ্র ঘীটা কোন্ শিল্পে ব্যবহৃত হয় তাহা বলুন? উহা মানুষের খাদ্য ভিন্ন অপর কোন্ কাজে লাগে যে, যাহারা মিশ্র ঘীর সাইন বোর্ড দিয়া বিক্রয় করে, তাহাদিগকে আপনারা ধরিবেন না? এ সকল বিষয়ের মীমাংসার জন্য যদি আমরা আপনার নিকট বিনীত ভাবে জানিতে চাহি যে, আপনাদের আদর্শ ঘীয়ের বিশ্লেষণ প্রণালী দয়া করিয়া আমাদের বলিয়া দিউন, আমাদের শিখাইয়া দিউন, আমরা আপনার আদর্শ পথেই চলিবে; তাহা হইলে আমাদের স্বদেশবাসী খাঁটি ঘৃত খাইতে পাইবে, কিন্তু এদিকে আমরা যাহাকে পুরুষানুক্রমে খাঁটি ঘী

বলিয়া বুঝি বা জানি, তাহাই অদ্যাপিও বিক্রয় করিতেছি, তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম এখানে বা মোকামে করি নাই বা করিতে দেখি নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস, যদি আমাদের এই বিশ্বাসে ভ্রম থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাদের সৎপরামর্শ প্রদান করুন, এই জন্যই আপনার নিকট আমরা শরণাপন্ন হইতেছি। এরূপ অবস্থায় বিশেষতঃ এক্ষণে ঘৃত বিষয়ে বঙ্গদেশে যেরূপ আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে, তাহার কোন সংবাদ কি আপনি রাখেন না? সাধারণ লোক এবং অনেক সংবাদ পত্র বলিতেছেন, ভেজাল ঘীয়ে দেশে ছাইয়া ফেলিয়াছে, চর্ব্বির ঘী দেশময় চলিয়াছে, আমাদের আদত ঘী বিক্রয় কমিয়া গিয়াছে। অনেক দোকানে মিশ্র ঘী বিক্রয় করি বলিয়া সাইন বোর্ড দিয়া প্রকাশ্যে ভেজাল ঘী বিক্রয় করিতেছে, তাহা ধরিবার আইন নাই, এ দিকে আমাদের আদৎ ঘী ধরিয়া আপনারা তাহার ফরেণ ফ্যাট বাহির করিতেছেন, তেলা ঘীর তেলকেও আপনার ফরেণ ফ্যাট বলিতেছেন, পরন্তু ঐ ফরেণ ফ্যাট মানে বাঙ্গালা ভাষায় চর্ব্বি হইয়া যাইতেছে, অথচ প্রকৃত চর্ব্বির ঘী যাঁহারা বিক্রয় করিতেছে, তাহাদের ধরা হইতেছে কি? যত দোষ আমাদের, কারণ আমরা মিশ্র ঘী বিক্রয় করি বলিয়া সাইন বোর্ড দিই নাই। এই সকল বিষয়ের প্রতিকার কল্পে যদি আমরা কোন বিষয় আপনার নিকট জানিতে চাহি এবং ইহা জানিবার কোন অধিকার কি আমাদের নাই? যে আপনি তদুত্তরে অনায়াসে বলিলেন, যে "তর্ক বিতর্কে" করিতে প্রস্তুত নহেন, ইহাতে আমাদের মনে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে, এ জন্য আমরা অতিশয় দুঃখিত হইতেছি, আপনি আমাদের দেশের স্বাস্থ্যরক্ষক, আপনি এ সময় উদাসীন হইলে, আমাদের উপর বিরক্ত হইলে, আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, কাহার নিকট দুঃখ জানাইব, আপনি বলিয়া দিউন, কে এ বিষয়ে আমাদের সহিত তর্ক বিতর্ক করিবে, কে আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করাইবে, কে আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে? কে কলিকাতাবাসীকে ঘৃত বিষয়ে সান্ত্বনা দিবে? কে আমাদের দেশের তথা কলিকাতার স্বাস্থ্য রক্ষা করিবে? আমাদের ঘৃতে কি দোষ তাহা খুলিয়া বলুন, আমরা তজ্জন্য সাবধান হইব। একথাতে তর্ক বিতর্কের কথা কি আছে? যদি তর্ক বিতর্ক করিবেন না, তাহা হইলে আমাদের পত্র খানি পাইয়া কেন ফুড ইনস্পেক্টার দ্বারা তাহার তদন্ত করান হইল? অথচ প্রকৃত

উত্তর না দিবার কারণ কি? ইহাতে দেশের লোক কি মনে করিবে? সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা এ জন্য কি বলিতে চাহেন? তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। এই দেখুন, গত ২৫শে ফাল্গুন (সন ১৩১৮ সাল) হিতবাদী কি বলিতেছেন।

"হুগলি খানাকুলের হীরাপুর গ্রামে হইতে শ্রীযুক্ত খন্দেকার ফতেআলি নামক জনৈক ভদ্রলোক পত্রান্তরে লিখিয়াছেন,—কিয়দ্দিবস হইল, ১১৮ নং টেরিটী বাজারস্থ চাউল-বিক্রেতা শ্রীযুক্ত মুন্সীনেজাবত হোসেন দরগাছি সাহেব (আমার চাচাশ্বশুর সাহেব) টেরিটীবাজারের এক চর্ব্বি ব্যবসায়ীর দোকানে তাগাদায় যাইয়া দেখিলেন যে, উহাদের হিসাব বহিতে ধাপা হইতে আনিত কুকুর ও সর্প প্রভৃতি জন্তুর চর্ব্বি খরিদ খাতে স্পষ্টরূপে জমা খরচ লেখা রহিয়াছে। তিনি অনুসন্ধানে ও কারণ জিজ্ঞাসায় জ্ঞাত হইলেন যে, সেই সকল হারামি জন্তুর চর্ব্বি বাজারে ঘৃতের সহিত ভেজাল হইয়া থাকে। উক্ত মুন্সীসাহেব স্বয়ং এই দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন করায় তিনি এবং তাঁহার দোকানের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ সেই দিবস হইতেই বাজারের ঘৃত ও ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নাদি ব্যবহার একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। উপরি উক্ত ঘটনাটীতে যাঁহার বিশ্বাস না হইবে, তিনি স্বয়ং টেরিটী বাজার ও নূতন বাজার প্রভৃতি স্থানে চর্ব্বি ব্যবসায়ীদিগের দোকানে যাইয়া তাহাদের হিসাব বহি দেখিলেই সত্য মিথ্যার পরিচয় পাইবেন।"

এ সকল বিষয়ের তদন্ত কে করিবে? ঘৃত সমিতি এ বিষয় তদন্ত করিয়া কিছু করিতে পারিবে কি? ট্রেটিবাজার প্রভৃতি স্থানের চর্ব্বির কারখানাগুলি হইতে ঘৃত প্রস্তুত হয় কি না, এ বিষয় ফুড্ ইনস্পেক্টার মহাশয়েরা তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন কি? দেশের লোকেরা তাই সন্দেহ করিতেছে! আমরা ত বরাবর বলিতেছি, চর্ব্বিরখাতায় চর্ব্বিই থাকিবে, তথায় ঘী হইবে কেন? পরন্তু আমাদের বিশ্বাস, কোন খুচরা ঘৃত-বিক্রেতা দোকানী বিশেষতঃ হিন্দু-দোকানী কখনই ঘৃতে চর্ব্বি মিশায় না, তবে তাহাদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ কমদর বলিয়া উহা ক্রয় করিয়া ভাল ঘীর দরে বিক্রয় করিলেও করিতে পারে, ইহা আমাদের শোনা কথা, উহা কোথাও দেখি নাই, তবে অনুমানে দেশের অবস্থা বুঝিয়া উহা তর্কের খাতিরে বলিতেছি, চর্ব্বির ঘী, নিশ্চিত বড় বড় কারখানায় প্রস্তুত হয়, এবং

তাহা এই কলিকাতাতেই হয়, এ জন্য গোয়েন্দা লাগান হউক না কেন? তাহারা যদি সাইন বোর্ড দিয়া চর্ব্বির ঘী বিক্রয় না করে, তাহা দেখা হউক না কেন? এজন্য তর্ক বিতর্কে প্রয়োজন নাই, কাজ করিয়া দেখান হউক না কেন? কিন্তু কে এ সকল কাজ করিবে? কাহারা এ সকল কাজ করিবে? কোন শক্তিবলে তাহারা ধরা পড়িবে? কোন শক্তিকে তাহারা গ্রাহ্য করিবে? ইহা কি হেল্‌থ অফিসর মহোদয়ের কাজ নহে? আমরা এজন্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে সবিনয় নিবেদন করিতেছি যে, "ঘৃত বিষয়ে তিনি শীঘ্র কমিসন বসাইয়া দিউন।" আমাদের দুঃখের কথা অনেক বলিবার রহিয়াছে। কমিসন ভিন্ন দুঃখের কথা শুনিবার আর আমাদের কেহই নাই। অতএব গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ঘৃতবিষয়ে কমিসন বসাইয়া প্রকৃত ঘীকে রক্ষা করুন, প্রকৃত ঘী ব্যবসায়ীকে রক্ষা করুন, দেশের একটি পুষ্টিকর খাদ্যকে রক্ষা করুন, হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মকে রক্ষা করুন। দোহাই গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর! আমাদের বাঁচান। কেন না হেল্‌থ অফিসার মহোদয় আমাদের সহিত এ বিষয় আর তর্ক বিতর্ক করিবেন না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দত্ত। ঘৃত সমিতির সম্পাদক।

সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারের দোকান।

Old and famous Jeweller Late Seetal Prosad Shaha & Sons.

হাল্কা ওজন, ডড়ক সহি উত্তম গঠন, বিবাহাদির সর্ব্ববিধ সেটমত স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কার সকল সময়ে প্রস্তুত থাকে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ পার্শেলে অলঙ্কার প্রেরিত হয়। অলঙ্কার নির্ম্মাণার্থ যতটুকু পাইন প্রয়োজন, তদতিরিক্ত পাইন ব্যবহার করা হয় না। স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কার খরিদ করা হয়। সোণারূপা দাদন করিলে যথাসময়ে অলঙ্কার গঠন করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীরামসরণ সাহা।

মেদিনীপুর, কোতবাজার (বি, এন, আর)।

বিশ বৎসরের পুরাণ কথা।

কেশরঞ্জন নূতন নহে।—এ নবযুগে, যখন দেশে কোন স্বদেশী সুগন্ধি কেশতৈলের প্রচলন ছিল না—কেশরঞ্জন তখন আবির্ভূত হইয়া, আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে, সমগ্র ভারতবাসীর মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। নিত্য নব নব বিজ্ঞাপন—রঙ্গে রঞ্জিত নাম বিশিষ্ট কত কেশতৈল বাহির হইতেছে। কিন্তু "কেশরঞ্জনের" আদর প্রতিপত্তি ও সুযশঃ এখনও অক্ষুণ্ণ।

কেশরঞ্জন সুগন্ধে বিশ্ববিজয়ী। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে কেশরঞ্জনের উপাদানে যে সব দেবদুর্ল্লভ দ্রব্যের সমাবেশ ছিল, আজও সেই সবই আছে; বরং সময়োপযোগী করিবার জন্য আরও নূতন নূতন উপাদানে সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে দিন দিন "কেশরঞ্জনের" গুণ, যশঃ ও আদর বৃদ্ধি পাইতেছে।

এক শিশি ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন?

ভ্রমে পড়িয়া মানুষ কি না করে? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাতই ভাবিতে হইবে। দিনরাতই রোগ চিন্তায় নিস্তেজ হইতে হইবে! প্রতিকারের পথ যখন রহিয়াছে, তখন আর ভাবনা কেন! সত্য বটে উপদংশ অতি লজ্জাকর ব্যাধি। ইহা অতিশয় স্পর্শাক্রামক ও ইহার যন্ত্রণাও অবর্ণনীয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অদ্ভুত। আমাদের অমৃতবল্লী কষায় নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক সালসা সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপদংশের একমাত্র প্রতিষেধক—অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জ্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অতবড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্ত লাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি? অপরন্তু ইহা ব্যবহারে পারদ সেবন জনিত সর্ব্ববিধ ক্ষত, মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

এক শিশির মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। একত্র তিন শিশির মূল্য ৩৸০ তিন টাকা বার আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ১৸০ এক টাকা বার আনা, এক ডজন (১২ শিশি) ১৫৲ পনর টাকা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ,

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

Registered No. C 270.

(বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত)

MERCHANT'S FRIEND.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও কল-কারখানা-বিষয়ক

মাসিক-পত্র ও সমালোচন।

কলিকাতা, ২৪ নং গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা হইতে

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

একাদশ খণ্ড।

জন ১৩১৮ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

শ্রীসত্যচরণ পাল কার্য্যাধ্যক্ষ।

৬৩ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

"বাণীপ্রেসে"

জে, এন্, দে দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮।

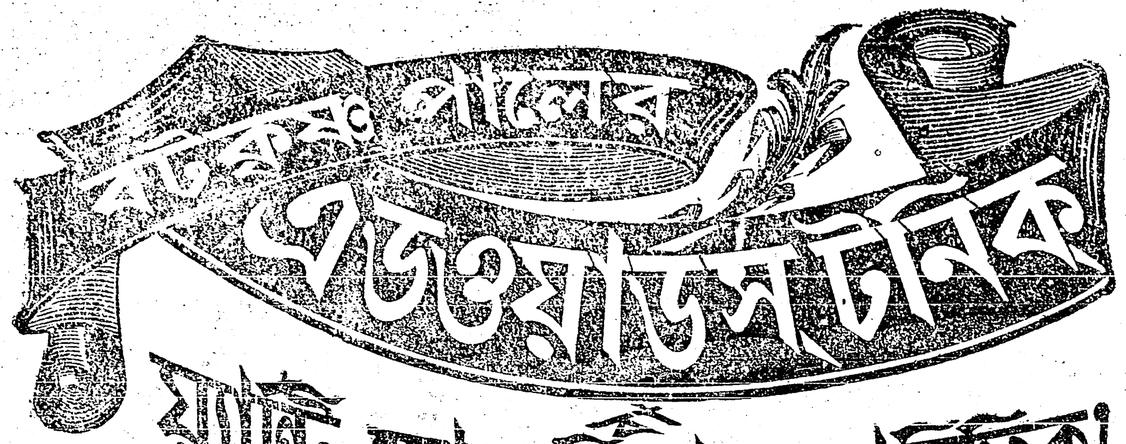

বটকৃষ্ণ পালের

এডওয়ার্ডস্ টনিক

য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়্যাল স্পেসিফিক।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ব বিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু-শান্তিকারক মহৌষধ। আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত

মূল্য বড় বোতল ১।০, প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।

„ ছোট বোতল ৸০, ঐ ঐ ৸০ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শ্বেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ডস্ লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট।

(প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম।)

প্লীহা ও যকৃতকে নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদের এডওয়ার্ডস্ টনিক বা য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা আবশ্যক।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।৵০ আনা, মাশুলাদি ।৵০।

এডওয়ার্ডস "গোল্ড মেডেল" এরোরুট।

আজ-কাল বাজারে নানা প্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই সুকঠিন। এ কারণ সর্ব্বসাধারণেরই এই অসুবিধা নিবারণের জন্য আমরা এডওয়ার্ডস "গোল্ড মেডেল" এরোরুট নামক বিশুদ্ধ এরোরুট আমদানী করিতেছি। ইহাতে কোন প্রকার অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আবাল-বৃদ্ধ সকল রোগীতেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন।

মূল্য—ছোট টীন ।০, বড় টীন ।৵০ আনা।

সোল এজেণ্টস্—বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং,

কেমিষ্টস এণ্ড ডগিষ্টস।

১১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩১৮ সাল।

চিনির ব্যবসার অবস্থা। (১৯১১ সাল)

গত আষাঢ় মাসে কলিকাতায় জাভা চিনি (লালী) ৫৷৵০ মণ বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সময় হইতেই চিনির বাজার হঠাৎ তেজমুখী হইয়া পড়িল, এমন কি, প্রতিদিন ।০, ৷০ আনা হ্রাস ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইটিই এ বর্ষের (১৯১১ সালের) চিনির বাজারের বিশেষত্ব। পরন্তু কলিকাতায় চিনির দর হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়াও ক্রমশঃ তেজের দিকে তাহা প্রধাবিত হইল, অর্থাৎ ৮৲ টাকা মণ লালী জাভা যাহা হইয়া গেল, তাহার নিম্নে আর দর নামিল না, এখনও নামে নাই, ঐ ৮৲ টাকার উপর কখন কখন ।০, ।৵০ আনা হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র। সাদা জাভা চিনির দর ১০৲ টাকা মণের উপরে উঠিয়াছে। পৃথিবীতে চিনির বাজার একটি। অতএব কলিকাতার সহিত জগতের চিনির বাজারের সম্বন্ধ আছে। পরন্তু ইংরাজরাজ্যে এবং জাহাজী বাণিজ্যে ও টেলিগ্রাফের কল্যাণে পণ্যদ্রব্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি জগতের বাজারে একই নিয়মে প্রতিদিন সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রভেদ কেবল খরচায়। এক্ষণে কলিকাতার চিনির বাজারের ছায়াটি জগতের মধ্যে পরিদৃষ্ট করুন। অর্থাৎ জগতেও যাহা হইয়াছে, কলিকাতায়ও তাহাই হইয়াছে। উপস্থিত চৈত্র মাসে লালীজাভা ৯৲ টাকার উপরে রহিয়াছে।

যখন আষাঢ় মাসে চিনির বাজার হঠাৎ তেজ হয়, তখন আমাদের ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কাগজ-পত্রে লেখা বাহির হইল যে, চিনির দর তেজ এ সময় যাহা হইয়াছে, তাহা অসম্ভব ব্যাপার! (১) রুষিয়াতে গতবর্ষের বিটচিনি মজুত ১০ লক্ষ টন, (২) জাভাতে এবর্ষে অনুমিত হইয়াছে ২ লক্ষ টন চিনি অধিক হইবে, (৩) ফর্ম্মোজাদ্বীপ হইতে এবর্ষে (নূতন কাজের চিনি) ৬০ হাজার টন চিনি বাহির হইবে, (৪) পৃথিবীতে এবর্ষে ২১,২৯,৪৪৩ লক্ষ চিনি অধিক হওয়া সম্ভব; অতএব বোধ হয়, চিনির বাজার অধিক দিন তেজ থাকিবে না।

এক্ষণে আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের (মাঘের শেষে) বাণিজ্য তত্ত্ব-

বিষয়ক কাগজ-পত্রে চিনির ব্যবসার অবস্থা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার ভাবার্থ এই,—

১৯১১ সালের প্রারম্ভে পৃথিবীর মধ্যে অভিজ্ঞ চিনি-ব্যবসায়ীরা এবর্ষের চিনির কাজের অবস্থা যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, (অর্থাৎ পূর্ব্ব প্যারায় আমরা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কাগজ-পত্রের কথা যাহা উল্লেখ করিলাম, মঃ বঃ সঃ) তাহাতে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। ১৯১১।১২ সালের উদ্বৃত্ত চিনি কম হওয়াতে এবং গ্রীষ্মকালে ইয়োরোপখণ্ডে বহু প্রদেশে এবর্ষে বৃষ্টিপাত হয় নাই বলিয়া, বিট চাসের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটাতে চিনির বাজারের অবস্থা এবর্ষে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, ইহাই অনেকের মত। কতদিনে যে এই পরিবর্ত্তন পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তাহা বলা যায় না। চিনির বাজারে এইরূপ অবস্থা আর একবার ১৮৯৩ সালে ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহা বোধ হয় এতদূর হয় নাই, কারণ সে বর্ষের একটি ঘটনা ইয়োরোপখণ্ডের অভিজ্ঞ চিনি ব্যবসায়ী মাত্রেরই স্মরণ আছে যে, সেবার জুন মাসের মাঝামাঝি বারিপাতের পর ক্ষেত্র হইতে বিট ফসল গোলাজাত হইলে, দেখা গেল যে, অনুমিত চিনি অপেক্ষা ৩৷৷০ লক্ষ টন চিনি অধিক জন্মিয়াছে। এবারেও অভিজ্ঞ চিনি-ব্যবসায়ীরা তাই মনে করিয়াছিলেন যে, "কোন্ দিন জল হইয়া পড়িবে" এবং আমাদের অনুমিত উৎপন্নাপেক্ষা চিনি অধিক জন্মিয়া যাইবে। এই মনে করিয়া উহারা স্থির ছিলেন, কাজেই ১৯১১ সালের প্রারম্ভে চিনির বাজারও স্থির (নরম দর) ছিল। অনেকে এরূপও অনুমান করিয়াছিলেন যে, বর্ষার পর বাজার ঠিক হইয়া যাইবে। যদিও না হয়, তাহা হইলে গতবর্ষে রুষিয়ার বিট ফসল ভাল ছিল, উহাদের চিনি মজুত ছিল, তাহা পাওয়া যাইবে এবং উইলেট গ্রে কোম্পানীর মতে এবর্ষে ইক্ষুচিনি ১৩৫,৮১৮ টন জগতে অধিক হইবে, অতএব বিটচিনি কম এবং ইক্ষুচিনি বেশী, "হরেদরে হাঁটুজল" হইয়া চিনির বাজার ঠিক থাকিবে, তেজ হইবে না। কিন্তু যখন চিনির মহাজনেরা দেখিতে লাগিল, ঐ সকল অনুমান, প্রমাণে আসিতেছে কি না, তখন হইতে ক্রমেই এ সম্বন্ধে আমেরিকা এবং ইয়োরোপের চিনি-ব্যবসায়ীর মধ্যে একটা হট্টগোল আরম্ভ হইল। কেহ কেহ গোলাজাত সমস্ত চিনির হিসাব ধরিল এবং আমেরিকা ও ইয়োরোপের ৬০ কোটি লোকসংখ্যা ধরিয়া যে চিনি মজুত দেখা গেল, তাহাতে উক্ত ৬০ কোটি লোকে প্রত্যেকে গড়ে ৫৪ পাউণ্ড

চিনি খাইতে পাইবে জানা হইল। ইহাতে একটু ভরসা এই হইল যে, প্রতি বৎসর জগতের লোকে যে চিনি খায়, তাহার হিসাবের সময় প্রত্যেকের গড়ে ৪৮ পাউণ্ড ধরা হয়। সেই স্থলে দেখা গেল, আমেরিকা ও ইয়োরোপের লোকেরা প্রত্যেকে গড়ে ৫৪ পাউণ্ড চিনি এ বর্ষে খাইতে পাইবে। অতএব উহাদের আশাভরসা বৃদ্ধি হইল, আনন্দ হইল, এমন কি, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ হিসাবও করিল যে, বর্ত্তমান বর্ষে যখন উইলেট গ্রে কোম্পানী বলিয়াছেন, জগতের উপর ২১,২৯,৪৪৩ টন (মহাজনবন্ধুর এবর্ষের আষাঢ় সংখ্যা দেখুন, মঃ বঃ সঃ) চিনি বৃদ্ধি হইবে, তখন উহার স্থলে ২০ লক্ষ টন চিনি যদি খরচ করিয়া হাতে মজুত থাকে, তাহা হইলে ইয়োরোপ ও আমেরিকা বলিয়া নহে, অনেকে এই সময় আহ্লাদে উপহাস করিয়া বলিল, বোস-পুরাতন ভারত এবং নব্য উত্থিত জাপান প্রভৃতি কত চিনি খাইবে খাউক না, তবু চিনির বাজার তেজ হইবে না, সমভাব থাকিবে।

কিন্তু সংসারীরা যেমন খরচের টাকার হিসাব করিয়া সংসার চালাইতে যায়, তাহার মধ্য হইতে এমন একটা অনিবার্য্য কারণ আসিয়া পড়ে যে, কোথা হইতে সেই পূর্ব্ব হিসাব গোলযোগ হইয়া পড়ে, তাহা সংসারীর ধারণাতীত! অর্থাৎ পূর্ব্বে সংসারী সে হিসাবের বিষয় আদৌ চিন্তা করে নাই, সেইরূপ ব্যবসার মধ্যেও অবিকল ঐ লক্ষণ আসিয়া থাকে, তাহাকে ইংরাজী ইন্‌ভিসিবিল্ সাপ্লাই অর্থাৎ অদৃশ্য সরবরাহ বলে। এই হিসাবে বর্ষে বর্ষে যাহা হইয়া আসিতেছে, তাহাতেও কতকটা চিনির কাজের দোকানদারদিগের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বের হিসাবটি খাইয়া গেল। পরিশেষে কলিকাতার জাভা চিনি যাহা জাহাজ জাহাজ আমদানী হয়, সেই চিনিও এবর্ষে কলিকাতা হইতে ইয়োরোপে চালান গিয়াছে। চিনির বিষয়ে এরূপ কোন বর্ষে হয় নাই। কিন্তু এ বর্ষে চিনির কাজওয়ালাদের সুবিধার মধ্যে ফাঁকের ঘরে যাহাদের চিনি বেশী হাতে ছিল, তাহারা এবং চিনির কলওয়ালারা বেশ দু' পয়সা রোজগার করিয়াছে।

মন্তব্য।—মোটের উপর আমরা চিনির বিষয়ে এই বুঝিলাম যে, "হয় জানিয়া শুনিয়া মূর্খ হও, নতুবা কিছু না জানিয়া মূর্খ হও, ফলে মূর্খ না হইলে হইবে না।" এখন কতদিন যে বিদেশী চিনির দর ভারতে তেজ থাকিবে, ইহাই জিজ্ঞাস্য? কারণ, আমরা অনুমান করি, বিদেশী চিনি তেজ থাকিলেই ভারতের চিনির কাজ মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবে। ইহাতেও যদি

ভারতের চিনির কাজ না উঠে, তাহা হইলে আমরা বুঝিব, আলস্যের জন্য নহে, ভারতের চিনির কাজ যথার্থ মরিয়াছে।

জগতে চিনি উৎপন্ন।

গত জানুয়ারী (১৯১২ সালে) মাসে ব্রাশেলে চিনি-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে পৃথিবীর চিনি উৎপন্নের কথা উঠিয়াছিল, জগতের চিনির কাজের আলোচনা ও সমালোচনা দুই হইয়াছিল। সমিতি স্থির করিয়াছেন, চিনি জগতবাসীর আবশ্যকীয় খাদ্য, অতএব উহার উৎপত্তি, বিক্রয় ও বাণিজ্য স্বাভাবিক নিয়মে হওয়া উচিত এবং যাহাতে তাহা হয়, সমিতি সে বিষয় চেষ্টা করিবেন। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ড, গত ১১ মাসে ৮,৩৭,৫৩১ টন কাঁচা চিনি আমদানী করিয়াছিল এবং ঐ সকল দেশের মজুত চিনির সহিত ৯৭০,৭৬৬ টন চিনি পরিষ্কৃত করিয়াছিল। পরন্তু এই সভাস্থলে ১৯১১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১২ সালে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কোন্ দেশে কত চিনি জন্মিবে, তাহার আনুমানিক হিসাব যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা তাহাই এ প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি। তাঁহাদের প্রদত্ত তালিকাটি এই :—

ইক্ষুচিনির দেশের নাম।	১৯১১—১২ সাল টন।	ইক্ষুচিনির দেশের নাম।	১৯১১—১২ সাল টন।
কিউবা	১৭০০০০০	ছোট আণ্ডিল	১২৫০০০
জাভা	১৪০০০০০	ডেমারারা	৯৫০০০
ইউনাইটেডষ্টেস্	৮৩০০০০	মিসর	৪০০০০
হাওয়াই	৫০০০০০	বার্ব্বডোজ	৪০০০০
পোর্টরিকা	৩৩০০০০	গোয়াডিলুপ	৪০০০০
ফিলিফাইন পুঞ্জ	২২৫০০০	রি-ইউনিয়ন	৪০০০০
ব্রাজিল	১৮০০০০	ট্রেনিডাড্	৩৫০০০
মরিশশ	১৭০০০০	মার্টিনিক	৩৫০০০
পেরু	১৪০০০০	জ্যামেকা	২৫০০০
		মোট ইক্ষুচিনি	৫৯৫০০০০

বিট চিনির দেশের নাম।	১৯১১—১২ সাল টন।	বিট চিনির দেশের নাম	১৯১১—১২ সাল টন।
রুষিয়া	২০৫০০০০	বেলজিয়ম	২৩৫০০০
জার্ম্মনী	১৪৮০০০০	হল্যাণ্ড	২৫৫০০০
অষ্ট্র-হাঙ্গরি	১১৫০০০০	অন্যান্য দেশ	৫৩০০০০
ফ্রান্স	৫৫০০ ০	মোট বিট চিনি	৬২৫০০০০
		উভয় চিনি মোট	১২২০০০০০

সমিতির এই তালিকা অসম্পূর্ণ, তাহা আমরা সহজেই প্রমাণ করিতে পারি। কারণ এসিয়াখণ্ডের ফিলিপাইনের ইক্ষুচিনি ধরা হইয়াছে, কিন্তু ফর্ম্মোজা, জাপান এবং ভারতের ইক্ষুচিনির আদৌ উল্লেখ নাই। বৃটিশ ভারতে ১৯০৯।১০ সালে ২১২৭১০০ টন এবং ফর্ম্মোজা ও জাপানে ২০৫০০০ টন ইক্ষুচিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐরূপ অষ্ট্রেলিয়ার ইক্ষুচিনির আদৌ উল্লেখ নাই। ১৯০৯।১০ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় ২১৭৩৩৫ টন ইক্ষুচিনি জন্মিয়াছিল। ঐরূপ পৃথিবীর চারিখণ্ডের মধ্যে সমিতি অনেক স্থানের চিনি উৎপন্নের তথ্য ঠিক রাখেন নাই। ইয়োরোপের মধ্যে কেবল স্পেনদেশে ইক্ষুচিনি জন্মে, তাহার সংবাদ উহাতে নাই। আফ্রিকার সব ধরিয়াছেন কিন্তু নেটালটি ধরেন নাই, তৎপরে বিটচিনি সম্বন্ধেও তাই। ডেনমার্ক, ইটালী, সুইডেন, স্পেন, রুমানিয়া, সারভিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতেও যথেষ্ট বিটচিনি উৎপন্ন হয়, কিন্তু তালিকায় তাহার উল্লেখ নাই। উইলেট গ্রে কোম্পানীর মতে ১৯১১ সালে জগতবাসী ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টন চিনি খাইবে বলা হইয়াছিল, উহার উপর এ বর্ষে অর্থাৎ ১৯১২ সালে আরও খাওয়া বৃদ্ধি হইবে, তাহা না হইয়া সমিতি বলিতেছেন, ১৯১২ সালে চিনি খরচ হইবে ১ কোটি ২২ লক্ষ টন, অর্থাৎ কমাইয়া ধরিয়াছেন, ইহার কারণ সমিতি অনেক দেশের চিনি উৎপন্ন যেমন বাদ দিয়া হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন, খরচও তদ্রূপ ধরিয়াছেন।

১৯১০ সালে পৃথিবীতে বিট ও ইক্ষুচিনি উভয় সমষ্টিতে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৮০ হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯১১ সালে উহার উপর ২১২৯৪৪৩ টন চিনি উৎপন্ন বৃদ্ধি হইয়া ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯ হাজার ৪ শত ৪৩ টন

হইয়াছিল। কিন্তু সমিতি বলিতেছেন, এ বর্ষে (১৯১২ সালে) ১ কোটি ২২ লক্ষ টন চিনি জন্মিবে। এই সমিতির মতে এ বর্ষে যেমন চিনি উৎপন্ন হইবে, তেমনি ব্যয় হইবে। কিন্তু সমিতি ১৯১১ সালে জগতে চিনি মজুত দেখাইয়াছেন ১৪ লক্ষ ৪৩ হাজার টন কিন্তু ১৯১০ সালে চিনি মজুত ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন। এ পক্ষে আমরা বলিতে পারি, যদি এ বর্ষে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টনের স্থলে ১৪ লক্ষ ৪৩ হাজার টন চিনি মজুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে চিনির দর অসম্ভব বৃদ্ধি হইল কেন ?

নূতন কল-কারখানা।

গ্যাসের আলোর কল।—বাঁকিপুরের পবলিকওয়ার্কসের বৃদ্ধ কর্ম্মচারী মিঃ রুক তাঁহার "এয়ার-গ্যাস" সম্বন্ধীয় সুন্দর সস্তার কল বাহির করিয়াছিলেন। এক গ্যালন কেরসিন বাষ্পে ১৫০০ কিউবিক ফুট এয়ার-গ্যাস প্রস্তুত হইতে পারে। সাধারণ বায়ুর সহিত ঐ গ্যাস মিসিয়া এতটা বাড়াইয়া দেয় যে, উক্ত ১৫০০ ফুট বাষ্প সমস্তই জ্বালান যায়। দুই টিন পেট্রোল অর্থাৎ কেরসিনে ১১টা আলোক এক মাস জ্বলে, তবে সমস্ত রাত্রিই এগারটা জ্বালান হয় না, ইচ্ছামত আলো কমান ও বাড়ান যায়। ইহার ছোট কলের মূল্য ২০০৲ টাকা শুনিয়াছি। কিন্তু সমস্ত বসাইয়া লইতে বড়কলে হাজার টাকার উপর মোট ব্যয় পড়ে। মিঃ রুক্—বাঁকিপুর, এই ঠিকানায় এই কলের বিষয় সব জানা যায়। তিনি ঐ দেশেরই অধিবাসী, আলোক অতীব উৎকৃষ্ট।

বোতামের কল।—চাম্পারণ (চম্পারণ্য—এই স্থানেই বৃহৎ আরণ্যক উপনিষৎ লিখিত হয়।) জেলার মেহসি নামক স্থানে একটী বোতামের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মজঃফরপুরের জমিদার ৺পরমেশ্বর-নারায়ণ মাহাতা ইহার প্রধান সহায় ও উদ্যোগী ছিলেন। কল জাপান হইতে আনীত। প্রথমে ২০০৲ টাকার মাত্র আইসে। ঢাকার মিঃ সেন উহা খাটাইয়া দেন। পরে অপর জাপানী কারিকর দ্বারা বোতাম গালিসের কল বসান হয়। মূলধন ৩০০০৲ মাত্র।

ফল-সুরক্ষিত-কারখানা।—মজঃফরপুরের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বাসন্তীচরণ

সিংহ এম্-এ, বি-এল "বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোং" নাম দিয়া পাকা আম্র ও লিচু সুরক্ষিত রাখিবার এক কোম্পানি স্থাপন করিয়াছেন। খোসা ছাড়ান ফল চিনির জলে ডুবাইয়া হাওয়া নিষ্কাসন করিয়া টিনের কৌটায় রাখা হয়। উহাতেই ফল টাট্‌কা থাকে, পচে না। বাবু অনাথবন্ধু সরকার আমেরিকা হইতে এই কার্য্য শিখিয়া আসিয়া বাসন্তী বাবুর সহিত শূন্য-বখরায় এই কার-বার চালাইতেছেন। টাকা বাসন্তী বাবুর। অনেক ইয়ুরোপীয় কোম্পানি বিশেষতঃ "আর্মি-নেভি ষ্টোর"—এই সকল ফলের টিন খরিদ করিতেছেন। মার্কিন দেশে পেয়ারা প্রভৃতি শক্ত ফল সম্বন্ধীয় টীনে পোরার ব্যবস্থা আমের জন্য ঠিক খাটে নাই। বিদেশে শিক্ষিত সেই ব্যবস্থা পরীক্ষা বিধান দ্বারা ক্রমশঃ বদলাইয়া লইতে অনেক পরিশ্রম ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। পড়া বিদ্যা ও বৈদেশিক বিদ্যা নিজের দেশের উপযুক্ত-রূপে হজম করিয়া একবার লইতে পারিলে তখন উন্নতির পথ অবারিত হয়। প্রথমটায় বিস্তর অসুবিধা। কিন্তু উদ্যমশীল ব্যক্তিগণ সকল বাধাই অতিক্রম করিতে পারেন। উদ্যমীর পক্ষে স্বয়ং ভগবান সহায় হন। আমাদের দেশে সদুদ্যমশীল ধনীর প্রয়োজন। ধনশালী জনগণ কেবল দলাদলি ও ঘোটমণ্ডল এবং গান বাজনা মাত্রই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাসন্তী বাবুর কারখানায় ১০০ জন লোক মরসুমের সময় খাটিয়া থাকে।

জল-তোলা কল।—বাঁকিপুরের শ্রীযুক্ত রুক সাহেব নূতন ধরণের "লাঠা" প্রদর্শন করিতেছেন। একটা বাঁশের ডগায় দড়িতে ডোল বাঁধিয়া এবং বাঁশটা একটা খুঁটিতে (সাধারণতঃ দুটা ডালযুক্ত জিওলের গুঁড়ি ব্যবহার হয়) বাঁধিয়া এবং উহার পশ্চাৎদিকে একটা ভার চাপাইয়া লাঠা প্রস্তুত হয়। টানিয়া ডোলটা কূপের জলে নামাইয়া দিলে লাঠার জোরে টানিয়া তুলিয়া লওয়ার সময় কোন কষ্ট হয় না।

রুক সাহেব দেখিয়াছেন যে, বাঁশের মাজখানটায় ছিদ্র করিয়া এড়ো কাট বা ধুরার সহিত বাঁধার সাধারণ ব্যবস্থায় বাঁশের ঐ স্থানটা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহাতে চাষীর লোকসান হয়। তিনি লোহার এড়ো ডাণ্ডা এবং বাঁশটার তলা দিয়া উহার মধ্যস্থলে উহা একটা লোহার প্লেটের সহিত বাঁধার ব্যবস্থা করিয়া এবং ঐ স্থানে একটা কাঠ উঁচা করিয়া লাগাইয়া রাখিয়া বাঁশের উভয় প্রান্ত হইতে তার বাঁধিয়া ঐ কাঠের

উপর দিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে ঐ দোষ নিরাকরণ হইয়াছে এবং লাঠা হাল্‌কা ও মজ্‌বুত হইয়াছে। এ সকলের মোট খরচ ৪৲ টাকারও কম। লোহার ডাণ্ডাটার দুধার লোহার চাকতির ভিতর থাকে। লাঠার গুঁড়ি কাঠের পায়ের ছিদ্রস্থলে ক্ষয় হয় না। এ দেশের চাষীরা দরিদ্র। পরস্পর খবর উঁহাদের অধিক প্রয়োজনীয় নয়। সস্তায় যাহাতে উঁহাদের উপকার হয়, সেইরূপ উপায় উদ্ভাবনই প্রয়োজনীয়।

তাঁত কল।—বড় বড় কাটের ফ্লাই সাটল্‌ বা ঠোকাঠুকি তাঁত যাহা গরীবের ঘরে ঢুকিতেই পারে না, তাহা এ দেশের তাঁতী লইয়া কি করিবে? ৫০।৬০ টাকা দিয়া তাঁত খরিদ করাও উঁহাদের সাধ্য নয়। কিন্তু যদি দেশী বাঁশের ও কাঠের তাঁতে সুধু ঠোকাঠুকির ফ্রেমটুকু সস্তায় প্রস্তুত করিয়া লাগানর ব্যবস্থা করা হয়, "তাহা" এদেশী তাঁতীর উপকারী হইবে। মান্যবর শ্রীযুক্ত জে, জি, কমিং মহোদয় সর্ব্ব প্রথম এই কথা কয়েক বর্ষ হইল বুঝিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও কোন এদেশী ধনীসন্তান সেরূপ ফ্রেমের জন্য ২।৫ হাজার টাকা প্রাইজ দিয়া প্রতিযোগিতা উৎপাদন প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। আহার, নিদ্রা ও বংশবৃদ্ধিই এখন এদেশের জীবনের আদর্শ।

চুঙ্গীকল।—ইহা একপ্রকার পিচ্‌কারী কল। কলিকাতা সহরে যেমন জলের কল রাস্তায় রাস্তায় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও সেইরূপ একটা নল মৃত্তিকায় বসান হয়। এই নল বসাইবার সময় পাতাকুব করিবার ন্যায় মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক এই নলের গাত্রের চারিদিকে ইষ্টকের পাকা গাঁথনি করিয়া দিয়া উক্ত কুবের ভিতরটায় জল সঞ্চয় হইবার স্থান রাখিয়া, কুবটি বুজাইয়া দিতে হয়। তৎপরে ঐ কলে "হাপিজ" করিয়া জল তোলা হয়। ই, বি, এস, রেলের কয়েকটি ষ্টেষণে এই শ্রেণীর জল-তুলা কল আমরা দেখিয়াছি, উহার গায়ে ইংরাজী ফারমের নামাঙ্কিত কিন্তু ঐ সকল কলের অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই শ্রেণীর পাতালভেদী জল-তোলা কলের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ৩০।৩২ ফুট দীর্ঘ এবং ১।০ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট এবং এই নলের চতুষ্পার্শে ৯ ইঞ্চি পরিমাণ গাঁথনি পূর্ব্বক ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া বসাইয়া দিয়া থাকেন। মূল্য ৯৬০৲ টাকা। ইহাপেক্ষা অল্প মূল্যের তাহার নিকট উক্ত কল পাওয়া যায় কিন্তু তাহার

নল ছোট। প্লাতকোয়ায় ছেলেপিলে পড়িবার ভয় থাকে, দড়ি ভিন্ন জল তোলা হয় না এবং "কো" ধসিয়া গিয়া দুর্ঘটনা হইতে পারে এবংবিধ বহুপ্রকারের অসুবিধা হইতে এই কলের দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়। রাজেন্দ্র বাবুর চুঙ্গীকল পাইবার ঠিকানা,—"ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী, ৩৮ নং রামকমল মুখোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা।

কালীওয়ালার অন্নলোপ যন্ত্র।—এতদিন কাগজ ও কালীর সাহায্যেই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপার কাজ চলিয়া আসিতেছিল; এইবার কালীর আর আবশ্যক হইবে না। ইংলণ্ডের একজন উর্ব্বরমস্তিষ্ক তাড়িত-বিজ্ঞানবিদ্‌ মনস্বী এমন এক কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছেন, যাহার কল্যাণে ভবিষ্যৎ মুদ্রাক্ষরেরা বিনা কালীতে কাগজ ছাপিতে পারিবেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কতকগুলি অভিনব বৈদ্যুতিক তত্ত্বের পরীক্ষা করিবার সময় দেখেন, দৈবাৎ একটি মুদ্রা তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর পড়িয়া, কাগজে ঢাকা একটি ধাতুনির্ম্মিত প্লেটের উপর পড়িয়া, তাড়িতবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে এমন আর একখণ্ড ধাতুর উপর দিয়া চালিত হইতেছে, যাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুত-স্রোত চালিত হইতে পারে। ক্ষণপরে সেই কাগজের উপর ঐ মুদ্রার অবিকল প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি বিস্ময়-রসে আপ্লুত হন এবং এই সূত্র ধরিয়া মসীর সাহায্য-বিনাও যে মুদ্রাঙ্কনকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। বিগত দ্বাদশ বৎসর কাল ক্রমাগত পর্য্যালোচনার পর তিনি এক্ষণে এমন একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে কেবল তাড়িত-স্রোতে নির্ভর করিয়াই এবং কালী ব্যবহার না করিয়া মুদ্রাঙ্কন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে। তিনি প্রথমে কতিপয় রাসায়নিক-দ্রবে কাগজ ভিজাইয়া তাহা শুকাইয়া লন; তাহার পর সেই শুষ্কীভূত কাগজ মুদ্রাযন্ত্রে ফেলিয়া, একটি ধাতুনির্ম্মিত প্লেটের উপর দিয়া বিদ্যুতবেগে চালিত করেন; সঙ্গে সঙ্গে কাগজের অপর পৃষ্ঠে অক্ষরের ছাপ উঠে। কি কি উপকরণে ঐ রাসায়নিক-দ্রব প্রস্তুত করেন, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। কথিত ধাতু-নির্ম্মিত প্লেট এবং এই রাসায়নিক দ্রবের উপকরণ ও প্রকারভেদ অনুযায়িক মুদ্রাকর কাগজের উপর কৃষ্ণ-পীত-লোহিতাদি যে কোন বর্ণের ছাপ ফলাইতে পারিবেন; একসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বর্ণের মুদ্রাঙ্কনও সহজসাধ্য হইবে। এইবার দেখিতেছি, ছাপাখানার কালীওয়ালার অন্ন উঠিল।

ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দণ্ড হয়—না সাইনবোর্ড না দেওয়ার জন্য দণ্ড হয়?

ভেজাল আইনের মর্ম্ম যদি "বলিয়া" বিক্রয় করায় দোষ না হয়, তাহা হইলে পুলিশ মহাশয় যেমন প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন এই পথে এতক্ষণ সময়ের মধ্যে মিছিল যাতায়াত করিতে পারিবে বলিয়া "ইস্তাহার" মোড়ে মোড়ে মারিয়া দিয়া থাকেন, তাহার পর উহাপেক্ষা অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত যদি কেহ মিছিল লইয়া আমোদ করিতে চাহে, তবে তাহাকে "পাস" করিতে হয়—এক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটি মহাশয়ও ঐ ব্যবস্থা করুন না কেন? তাঁহাদের ভেজাল আইন হওয়া পর্য্যন্ত কেবল ত ব্যবসায়ীদিগকে ধরিয়া দণ্ড করা হইতেছে, তাহাতে দেশের ভেজাল বন্ধ হইল কৈ? বরং বৃদ্ধিই হইল এবং অনেকে আইন-জাল কাটিয়া মিশ্র দ্রব্য বিক্রয় করি বলিয়া ফাঁকে চলিয়া গেল। জিজ্ঞাস্য, যখন এমন ফাঁক রহিয়াছে, তখন যাহারা মিশ্র-দ্রব্য বিক্রয়ের সাইন-বোর্ড দেয় নাই, তাহাদের ধরিয়া কেন দণ্ড করা হয়? আইনের মর্ম্ম ত—বলে বেচ। কিন্তু আমরা ব'লে বেচেছি. তাহা প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষে বলিয়া বিক্রয় করিয়াছি। কেন না, দর ইত্যাদিতেই মন্দ ঘীর কথা আমাদের মুখ দিয়া স্বতঃই বাহির হইয়া পড়িয়া থাকে, কিন্তু আমাদের দোষ—আমরা আইনের মর্ম্মানুসারে মিশ্র দ্রব্য বিক্রয় করি, বলিয়া সাইন-বোর্ড দেই নাই। এই দোষ আমরা কখনই করিতাম না, যদি পুলিশ ইস্তাহারের মত আমাদের জানান হইত যে, "এই সহরের খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতারা সতর্ক হইবে, মিশ্র দ্রব্য বিক্রয় করি বলিয়া সাইন বোর্ড দিবে, নতুবা তাহাদের দোকানের দ্রব্য ধরিয়া দণ্ড হইতে পারিবে। ঘীওয়ালারা ৯ পারসেণ্ট পর্য্যন্ত ফরেণফ্যাট এবং দুধওয়ালারা ১২ পারসেণ্ট পর্য্যন্ত জল মিশাইতে পারিবে, তদূর্দ্ধ ঘীয়ে ফরেণফ্যাট কিংবা দুধে জল মিশাইতে হইলে, মিউনিসিপ্যালটি হইতে পাস লইতে হইবে।" জিজ্ঞাসা করি, এরূপ ইস্তাহার কখনও দেওয়া হইয়াছে কি? যখন মিউনিসিপ্যালটী ঐরূপ ইস্তাহার দেন নাই, তখন কেন মিশ্রদ্রব্যের সাইন-বোর্ড দিলেও তাহাদের দোকানের দ্রব্য ধরা হইবে না? আমরা

মিশ্র যখন করি না, তখন সাইন বোর্ড দিব না, ইহাতে আমাদের বদ্‌নাম করিয়া সংবাদ পত্রাদিতে "ভেজাল বিক্রেতা" বলিয়া কেন লেখা বাহির হয়? উক্ত লেখার মূলত মিউনিসিপ্যালিটির রিপোর্ট? ঐ লেখার জন্য আমাদের পসার নষ্ট হইতেছে, ভাল দ্রব্যের ক্রেতা কমিয়া যাইতেছে! এজন্য দায়ী হইবে কাহারা? ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এজন্য দায়ী হইবেন, কিংবা চেয়ারম্যান বাহাদুর এজন্য দায়ী হইবেন? কে এজন্য দায়ী হইবেন? তাই আমরা প্রার্থনা করি, আইনটি আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে আমাদের দেশের পক্ষে কিছুতেই সুবিধান করা হইবে না।

ভাই সকল! (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীমাত্রেই) মিশ্র দ্রব্যের সাইন-বোর্ড দাও, তাহা হইলে তোমাদের বদ্‌নাম সংবাদপত্রওয়ালারা পাইবে না। নতুবা এস ভাই সকল, আমাদের ঘৃত-সমিতিতে তোমরা সকলে যোগ দান কর, তোমাদের যাহা কিছু দুঃখের কথা, তাহা আমাদের দয়াময় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে নিবেদন করিবার ব্যবস্থা করিতেছি। যদি বল, ৫০৫ ধারা মতে উহারা পচা দ্রব্য বলিয়া ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু সে বিষয়েও চতুর লোকেরা ফাঁক বাহির করিয়াছে। যেমন চর্ব্বির ঘী কিছুদিন থাকিলে পচিয়া উঠে, ইহা দেখিয়া, তাহারা সাইন বোর্ডে লেখে, "ইহা খাইবার জন্য নহে, শিল্প কাজে ব্যবহার জন্য।" ঐ ধরণে কেহ কেহ না কি বিজ্ঞাপন দিয়াছে। অবশ্য ইহা শুনা কথা। কলা পচিয়া গেলে সে বলিতে পারে, ইহা পশুখাদ্যের জন্য বিক্রয় করিতেছি। এইরূপ ফাঁক ৫০৫ ধারাতেও বাহির হইতে পারে। তাই আমরা প্রার্থনা করি, খাদ্যদ্রব্যের আইন আমূল পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। নতুবা না বুঝার দরুণ মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের যেমন দোষী করিতেছেন, আমাদের পসার নষ্ট করিতেছেন, সেইরূপ আমরাও কি বলিতে পারি না যে, মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের সহিত যেন কথামালার চোর ও কুকুরের গল্প অভিনয় করিতেছেন। কুকুরের মুখে মাংসখণ্ড দিয়া আমাদের দণ্ড করা হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটি যেন বলিতেছেন, "ইংরাজ রাজ্যে মন্দ খাবার দ্রব্য বিক্রয় করিও না, এই দেখ, অমুক অমুক ব্যক্তি ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া শত শত মুদ্রা অর্থ দণ্ড দিয়াছে।" ইহাতে সংবাদ পত্র মহাশয়েরাও বুঝিতেছেন যে, যথার্থ কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি দেশের লোকের জন্য সুবিধান করিতেছেন, কাজেই উহাঁরা বলেন,

দুর্ব্বৃত্তদিগকে আরও দণ্ড করা হউক, তবে দেশ হইতে ভেজাল বন্ধ হইবে, কিন্তু উহা যে কুকুরের মুখে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া দণ্ডের টাকা গ্রহণ হইতেছে, কারণ আইনানুসারে মিশ্র দ্রব্যের সাইনবোর্ড না দেওয়ার জন্য ত দণ্ড, তাহা উহাদের লেখান হইতেছে না কেন? এ বিষয় কবে আমাদের স্বদেশবাসীরা বুঝিবেন? "ভেজাল দ্রব্য বিক্রেয়ের জন্য দণ্ড হয়—কি উহার সাইনবোর্ড না দেওয়া জন্য দণ্ড হয়?

রাসায়নিক বিশ্লেষণে মতদ্বৈধ।

রসায়ন শাস্ত্রের গোলযোগ সম্বন্ধে গত ৩০শে মার্চ্চ তারিখের ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে যে, কলিকাতাস্থ মিউনিসিপ্যালিটির কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীটের জল ষ্ট্যাণ্ডার্ড কল হইতে নির্ম্মল জলের নমুনা লইয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল, তাহাতে কলিকাতাস্থ স্বাস্থ্য-পরিদর্শক ডাক্তার মহাশয় বলেন, উহা ঠিক নির্ম্মল জল নহে। এই কথার প্রতিবাদে ইঞ্জিনিয়ার ম্যাক্‌কেব সাহেব বলেন, "উহাই উৎকৃষ্ট নির্ম্মল জল।" এই মতদ্বৈধ দেখিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিসনর মহাশয়েরা বলেন, "উহা পুনঃ পরীক্ষিত হউক।" কাজেও তাহাই হইল। তখন স্বাস্থ্য-পরিদর্শক ডাক্তার মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, মিউনিসিপ্যালিটি যে জল ঐ ষ্ট্যাণ্ডার্ড হইতে সরবরাহ করিয়াছেন, তাহা ভাল জল, কিন্তু আমাকে যে জলের নমুনা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ততদূর ভাল নহে।" তাহাত বটেই! ঐ কথায় মন্তব্যে ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, "যখন পারদর্শী লোকের মধ্যেই বিশ্লেষণ-প্রণালী লইয়া মতভেদ হয়, তখন বিশ্লেষণ করিবার জন্য লোক না রাখাই ভাল, বরং অন্য বিষয়ে সেই অর্থব্যয় করিলে সাধারণের অনেক উপকার হইতে পারে।"

আমরাও বলি, জল সরবরাহ লইয়া যখন এই কাণ্ড, তখন ঘী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য বিশ্লেষণে যে আদৌ গোলযোগ হইতে পারে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

ঘৃতের কথা।

গত সংখ্যার প্রসূনে কলিকাতাস্থ ঘৃতব্যবসায়ী সমিতির পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া এবং সহযোগী মহাজনবন্ধু ইতিপূর্ব্বে ঘৃত সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, বাঙ্গলা দেশের নানাস্থানে যে এত অপকৃষ্ট ঘৃত বিক্রীত হইতেছে, তাহার দোষ কলিকাতায় ঘৃত-ব্যবসায়ীগণের নহে। অন্য ব্যবসায়ীগণই ঘৃত নষ্ট করিতেছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ভেজাল ঘৃত ধরিয়া দণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু যাহারা ভেজাল ঘৃতের দোকান বলিয়া সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া রাখে, তাহাদিগকে দণ্ড দিতে পারেন না। কারণ তাহারা প্রকাশ্যভাবে বলিয়া কহিয়াই উহা বিক্রয় করে। আমরা অন্যান্য সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে, কলিকাতায় ঘৃত-ব্যবসায়ীগণ ভেজাল দেওয়ার জন্য বড় একটা দণ্ডিত হন নাই। খাবারের দোকানওয়ালারাই দণ্ডিত হইয়াছে। এই সকল খাবারওয়ালারা ভেজাল ঘৃতের দোকান হইতেই যে ঘৃত কিনিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাজনবন্ধু বলিয়াছেন যে, উক্ত ভেজাল ঘৃতের দোকান হইতেই অনেক ঘৃত মফঃস্বলে চালান যায়, কাজেই মফঃস্বলের লোকে ভাল ঘি খুব কম পান।

যাহা হউক, দেশের ঘীয়ের অবস্থা যে নিতান্ত মন্দ হইয়াছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দশ পনর বৎসর পূর্ব্বেও দেশে এমন নিকৃষ্ট ঘী ছিল না। খাবারওয়ালারা কম মূল্যে ঘী কিনিয়া খাবার প্রস্তুত করিত বটে, কিন্তু তাও এত খারাপ ছিল না। ভদ্রলোকেরা দোকানে ভাল ঘী পাইতেন। কিন্তু এখন যে আর মফঃস্বলের কোন ব্যবসায়ীর ঘরেই তেমন খাঁটি জিনিষটি মিলে না। দুর্ম্মূল্য হইয়া থাকে খাঁটি জিনিষ আনিয়া বেশী মূল্যে বিক্রয় করা হউক। দূষিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা কেন? কলিকাতার ঘৃত-ব্যবসায়ী সমিতি বলিতেছেন যে, তাঁহারা খাঁটি জিনিষই রাখেন। কিন্তু আমরা মফঃস্বলে নগরে থাকি বলিয়াই কি একটিও খাঁটি ঘী চোখে দেখিতে পাই না? কলিকাতার ভেজাল ঘী-ব্যবসায়ীগণ সাইন বোর্ড টাঙ্গাইয়া ভেজাল বিক্রয় করিতেছি বলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির আইনের হাত এড়াইতে পারে, কিন্তু তাহাদের কি দণ্ড বিধানের অন্য উপায় নাই? মানুষের খাদ্য দূষিত করিয়া তাহারা ব্যবসা চালাইবে, অর্থোপার্জ্জন করিবে, আর তাহাদের কোন দণ্ড হইবে না, ইহা নিতান্তই বিসদৃশ।

আজি কালি জানিতে পারা যাইতেছে যে, এই ভেজাল ঘৃতের ব্যবসা অনেকেই করেন। পিঁজরাপোলে গরুর পা পূজাকারী, পরেশনাথের মন্দিরে ছাড়পোকাকে রক্ত দানকারী পরম দয়াবান অনেক মাড়োয়ারি, ঋষি বংশ অবতংস অনেক ব্রাহ্মণ এই ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। গরুর পা পূজায়, ছাড়পোকার ন্যায় কৃষ্ণের জীব পোষণে যে পুণ্যটুকু হয়, দূষিত দ্রব্য খাওয়াইয়া লোকের আয়ু ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিলে তাহার কোটীগুণ পাপ হয়, এ কথা কি বুঝাইবার লোক নাই? লোকের ধর্ম্ম-জ্ঞান যদি এইরূপ হয়, তবে রাজা আইন করিয়াও কিছু করিতে পারেন না। সকলে চেষ্টা করিলে যে ইহার প্রতিকার হয় না এমন কথা নহে। আমরা দেখিতেছি, এ বিষয়ে সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ নীরব। তাঁহারা হুজুগে পড়িয়া সংবাদই প্রকাশ করেন, কিন্তু লেখনী চালনা করিয়া ভেজাল জিনিষ বাঙ্গলা হইতে তাড়াইবার কোন চেষ্টাই করেন না। চেম্বার অব কমার্স, টেডস্ এসোসিয়েসন নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেন পারেন কিন্তু তাঁহাদের ব্যবসার দ্রব্যে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না। বড় লোকেরাও ইহার প্রতিকারকল্পে কোন যত্ন চেষ্টা করেন না। অনেকে বলেন, লোকে ঘৃত ব্যবহার এক-দম বন্ধ করিলেই ত পারে। কিন্তু তাহা চলে না। দু দিনের পথ রেলে যাইতে হইলে লোকে কি খাইয়া বাঁচিবে। সব স্থানেই কাঁচা সন্দেশ মিলে না, আর সন্দেশ খাইয়াও দিন কাটানো যায় না। ভেজাল ঘৃতের উচ্ছেদ সাধন করা কলিকাতার ঘৃত-ব্যবসায়ী সমিতিরই কর্ত্তব্য। তাঁহারা করিলে ভাবীকালে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে। কলিকাতায় ভেজাল ঘৃতের যে পৃথক ব্যবসা আছে, একথা মফঃস্বলের লোকেরা জানে না। তাহারা জানে, ঘৃত-ব্যবসায়ী সবই বুঝি এক রকম। ঘৃত-ব্যবসায়ী সমিতিই ইহার প্রতিকারকল্পে বদ্ধপরিকর হউন, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।—প্রসূন ২৬শে মাঘ, ১৩১৮ সাল।

দুগ্ধের উপাদান।

(ভিষক দর্পণাদি হইতে সংকলিত।)

সাধারণতঃ মানুষ এবং সর্ব্ব প্রকার স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের দুগ্ধে (Fat) ফ্যাট, (Carbo-hydrate) কার্ব্ব হাইড্রেট্, (Lactose or Milk sugar) ল্যাকটো, ইহা মিল্ক সুগার অর্থাৎ "দুগ্ধ শর্করা" অবস্থায় থাকে, Proteid, Caseinogen (Casein) এবং lactalbumin অবস্থায় থাকে। এই সবগুলি মিশ্রিত হইয়া স্তন্যপায়ীদের দুগ্ধ উৎপন্ন হয়।

মেমোরি গ্ল্যাণ্ড (Mammary gland) দ্বারা রক্ত হইতে কেবল (Filtration ফিল্‌টারেশন্ হইয়া দুগ্ধ উৎপন্ন হয় না। গ্ল্যাণ্ডে এক প্রকার (Seeretory activity) শিরিটোরী য়্যাক্‌টিভিটি দ্বারা দুধ উৎপন্ন হয়। ইহার প্রমাণ এই যে, দুগ্ধশর্করা (milk sugar) রক্তে বর্ত্তমান নাই; (Lact albumin) ল্যাক্ট এল্‌বুমিন আর (serum albumin) শিরাম্ এলবুমিন এক পদার্থ নহে; এবং যে সমস্ত mineral bodies অর্থাৎ ধাতব পদার্থ দুধে থাকে, উহার পরিমাণের সহিত এক নহে। ফষ্টার (Foster) সাহেব বলেন, গ্ল্যাণ্ডে যে (Epithilium) ইপিথিলিয়ম আছে, তাহার (Protoplasmic cells) প্রেট্রোপলাজিমিক্ সেলের কার্য্যের দ্বারা দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। ঐ প্রেট্রোপলাজিমিক্ সেলে (Proteid) প্রোটেড্ এবং (nuncilo proteids) নান্‌কিলো প্রোটেড্ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে এবং ইহা হইতেই কেসিন (casein) উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফ্যাট ইপিথিলিয়েল সেল (Epithilial cells) প্রেট্রোপলাজম্ হইতে উৎপন্ন হয়। কতক অংশ রক্ত হইতে টানিয়া লইয়া দুধের সহিত মেমোরি গ্ল্যাণ্ড (Seerete) করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, রক্ত হইতে কার্ব্বো হাইড্রেট্ লইয়া গ্ল্যাণ্ড কতক অংশ ফ্যাট তৈয়ারি করিয়া এবং (proteid) প্রোটেড হইতে কতক অংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কি পরিমাণে (Fat-seeretary mechanism) ফ্যাট শিরেটোরি মেকানিজম্ দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কত অংশ রক্ত হইতে তৈয়ারি হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। অনেকে বলেন, দুগ্ধ শর্করা সেল প্রোটোপলাজন্ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রমাণ এই যে, তাঁহারা ইহা রক্তে বর্ত্তমান দেখিতে পান নাই, কিন্তু কোথা হইতে যে দুগ্ধশর্করা উৎপন্ন হয়, তাহাও বলা যায় না।

যাহা হউক, সমস্ত স্তন্যপায়ী জন্তুদের দুগ্ধ প্রায় এক প্রকারের হইয়া থাকে, কারণ সর্ব্ব প্রকার দুধে ফ্যাট্, কার্ব্বো-হাইড্রেট্, প্রোটেড, এবং লবণ বিশেষ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু উহার মাত্রা সর্ব্ব দুধে এক প্রকার নহে। কোথাও কোন অংশ বেশী, কোথাও কোন অংশ কম।

কলষ্ট্রম।—প্রসবের পর প্রথম কয়দিন গ্ল্যাণ্ড হইতে এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়; উহার পরে যে দুধ উৎপন্ন হয়, তাহা ঐ পদার্থ হইতে (কলষ্ট্রম) বিভিন্ন। এই অবস্থার (Colostrum period) দুগ্ধে Colostrum corpuscles নামে কতকগুলি জিনিষ বর্ত্তমান থাকে। এই জিনিষ গুলির কার্য্য Lymp channels দিয়া দুধকে শুষিয়া লইয়া প্রবাহিত করা। সাধারণতঃ এই পদার্থ (কলষ্ট্রম) প্রসবের পর এক সপ্তাহ কি ১০ দিন দুধে থাকিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে কলষ্ট্রম দুধকে কোথাও "কাঁচুটে দুধ," কোথাও "গেঁজলা দুধ" কোথাও বা "দেবদুধ" ইত্যাদি বলা হয় এবং প্রসবের পর এই দুধ কোথাও ৭ দিন, কোথাও ১০ দিন, কোথাও বা ২১ দিন, গাভী বিশেষ হইলে কোথাও বা ততোধিক দিন ব্যবহার করা হয় না। কারণ ইহা খাইলে বদ্‌হজম আরম্ভ হয়, বাছুর ও মানুষের সন্তানদিগকেও এই দুধ খাইতে দিতে নাই। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত যে উহা প্রসবের পর যে কেবল ৩ সপ্তাহই থাকে এমন নহে, ৭, ১০, ২১ দিন থাকিয়া উহা অদৃশ্য হইয়া গিয়া পুনরায় স্বাস্থ্যকর ভাল দুধ দিতে দিতে আবার হয় ত কিছুদিন পরে উহা নির্গত হইতে পারে; অতএব সে সময় তাহা লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া শাবকদিগকে দুগ্ধ ব্যবহার করান কর্ত্তব্য। ডাক্তার হ্যারিংটন সাহেব এই কাঁচুটে দুধ এনালাইজ করিয়া নিম্নলিখিত পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন,—

Fat (চর্ব্বি, মাখন, মাটা বা স্নেহিক পদার্থ)	১.৭১
Milk sugar (দুগ্ধ শর্করা)	৪০.৯০
Proteids (কঠিন অংশ)	১.৭২
Ash (ধাতব পদার্থ)	০.৭৯
Total solids (মোট গাঢ় পদার্থ)	৯.১২
Water (জল)	৯০.৮৮
	১০০.০০

ইঁহার মতে Colostrum corpuscles সব সময়েই Colostrum milk অর্থাৎ উহাতে দুধ বর্ত্তমান থাকে না, যখন থাকে, তখন দুধে Proteids অর্থাৎ কঠিন অংশ খুব বেশী হয়, এবং যখন থাকে না, তখন কঠিন অংশ কমিয়া যায়।

দুগ্ধে ধাতব পদার্থ।—ইংরাজীতে ইহাকে (Mineral matter) মিনারেল ম্যাটার বলে, কখন কখন (Ash) য়্যাস্ বলে, কখন বা (Salt) সল্ট্ বা নুন বলে। ইহা ভাল দুধে (কাঁচুটে দুধে নহে) ১ কিংবা ২ অংশ (Percent) বর্ত্তমান থাকে। পরন্তু আমরা যদি ঐ ১ কিংবা ২ অংশ য়্যাস্‌কে লইয়া পুনরায় এনালিসিস্ বা বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে আমরা ঐ য়্যাসের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ১০০ ভাগ য়্যাস সংগ্রহ করিয়া তাহা ধরিয়া যে যে দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই,—

ক্যালসিয়ম ফস্ফেট	২৩.৮৭	পটাশ কার্ব্বনেট্	২৩.৪৭
„ সিলিকেট্	১.২৭	„ ফলফেট্	৮.৩৩
„ সলফেট্	২.২৫	„ ক্লোরাইড	১২.০৫
„ কার্ব্বনেট্	২.৮৫	সোডা ক্লোরাইড	২১.৭৭
ম্যাগ্নেসিয়ম কার্ব্বনেট	৩.৭৭	আইরণ অক্সাইড ইত্যাদি	০.৩৭

দুধের ফ্যাট।—(Fat) palmatin, stearin এবং olein এর আকারে বর্ত্তমান থাকে। দুধে যে চিনি থাকে, তাহাকে মিল্ক সুগার বা ল্যাকটোজ (Lactose) বলে, ইহা দুধের কঠিন অংশের (Solid) মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় থাকে। ইহা ল্যাকটিস এসিডে (Lactic acid) পরিবর্ত্তিত হইয়া দুধের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া থাকে। প্রোটিডস্ (Proteids) যে কি পরিমাণে দুধে থাকে, সে বিষয়ে নানা মতামত আছে। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, উহা স্বাভাবিক দুধে ১ কিংবা ২ পারসেণ্ট বর্ত্তমান থাকে। এই পদার্থ দুধের মধ্যে Caseinogen এবং lactalbumin আকারে বর্ত্তমান থাকে। ইহা ভিন্ন কেহ কেহ দুধের bacteria প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু উহা স্বভাবতঃ দুধে থাকে না, কাঁচুটে দুধে থাকিতে পারে।

দেহের অবস্থাভেদে দুগ্ধ।—ইংরাজেরা একদেহের দুগ্ধের চারিটি বিভাগ করিয়াছেন। (১) নর্ম্মাল মিল্ক (Normal milk) অর্থাৎ সুস্থ শরীরে পরিমিত আহার ও পরিমিত পরিশ্রমে উৎপন্ন দুগ্ধ, (২) পুওর মিল্ক (Poor milk) অর্থাৎ দুর্ব্বল দেহ অথবা অনাহার বশতঃ উৎপন্ন দুগ্ধ, (৩) ব্যাড

মিল্ক (Bad milk) অর্থাৎ যাহাদের স্বাভাবিক দুগ্ধ-উৎপন্ন-শক্তি নষ্ট হইয়াছে, যেমন রোগগ্রস্থা, গর্ভবতী. স্নায়বিকা প্রকৃতি। মোটের উপর (Mammary gland) মেমারি গ্ল্যাণ্ডের কাজ ভালরূপ যাহাদের হয় না, তাহাদের দুগ্ধকে "ব্যাড মিল্ক" কহে। (৪) ওভার রিচ্ মিল্ক (Over rich milk) অর্থাৎ বাঁধা গরু কিংবা বড়লোকের ঘরের স্ত্রীলোক, খাওয়া দাওয়া খুব ভাল হয় কিন্তু পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহাদের দুগ্ধকে ওভার রিচ্ মিল্ক বলে। এনালাইজ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ ৪ প্রকার দুধে কত প্রভেদ তাহা দেখুন,—ইহা মানব দুধের পরীক্ষা।

	সুস্থদুগ্ধ	অনাহারে	গুরু আহারে	রুগ্নদেহে
Fat (ফ্যাট)	৪.	১.১০	৫.১০	০.৮০
Sugar (চিনি)	৭.	৪.০০	৭.৫০	৫.০০
Proteids (কঠিন অংশ)	১.৫০	২.৫০	৩.৫০	৪.৫০
M. matter (ধাতব অংশ)	০.১৫	০.০৯	০.২০	০.০৯
Total solids (মোট)	১২.৬৫	৭.৬৯	১৬.৩০	১০.৩৯
Water (জলীয় অংশ)	৮৭.৩৫	৯২.৩১	৮৩.৭০	৮৯.৬১
	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

Koning সাহেব বলেন, গরুর দুধে ধাতব অংশ এক হাজার ভাগের মধ্যে ৭.১ ভাগ আছে; অর্থাৎ শতকরা .৭১ অংশ আছে। Soldner সাহেব বলেন, পোটাশিয়ম, সোডিয়ম এবং chlorine milk plasmaতে যে পরিমাণ থাকে, দুধেও সেই পরিমাণ থাকে। ফস্ফরিক এসিড ৩৬ হইতে ৫৬ পারসেণ্ট এবং চুণ ৫৩ হইতে ৭২ পারসেণ্ট দুধের সহিত মিশ্রিত আছে, কেজিনের মধ্যে দুগ্ধচূণ যুক্তভাবে থাকে, অবশিষ্ট ফস্ফরিক এসিডের সহিত ডাই-ক্যালসিয়ম, ট্রাই-ক্যালসিয়ম ফস্ফেটরূপে দুগ্ধে অবস্থিত আছে; উহা কেজিনের সহিত মিশ্রিত থাকে, কখন বা উহাতে ভাসমান অবস্থায় থাকে। Baseগুলি মিনারেল এসিড অপেক্ষা বেশী পরিমাণে থাকে, সুতরাং ঐ বেশী অংশ অর্গানিক এসিডের সহিত মিশ্রিত থাকে। মানব স্তন্যাপেক্ষা গরুর দুগ্ধে ধাতব অংশের প্রভেদ এই যে, চূণ, ম্যাগ্নেশিয়ম, পোটাশিয়ম এবং ফস্ফরিক এসিড গোদুগ্ধে অধিক পরিমাণে থাকে, এবং ক্লোরিণ ও সালফার কম পরিমাণে থাকে। মোটের উপর,—

	মানবস্তন্য শতকরা পরিমাণ	গাভীস্তন্য শতকরা পরিমাণ
Caseinogen (কেজিন)	০.৫৯	২.৮৮
Lactalbumin (ল্যাক্ট এলবিউমিন)	১.২৩	০.৫৩
Total proteids (কঠিন পদার্থ)	১.৮২	৪.৪১

উহাও Koning সাহেবের বিশ্লেষণ প্রণালী। উহাতেও দেখা যাইতেছে, যে দুধের নাইট্রোজেন পদার্থ যাহাকে আমরা প্রোটেড বা কঠিন অংশ বলি, অর্থাৎ caseinogen এবং ল্যাক্ট এলবিমিন যে অংশ মানবস্তন্যাপেক্ষা গাভীস্তন্যে বেশী পরিমাণ বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই, গরুর দুধে ছানা বেশী তৈয়ারী হয়। এখন জিজ্ঞাস্য, সমস্ত দুধের (casein) কেসিন এক প্রকার কি না? কখনই না। ডাক্তার ওয়েলটার লেদার (Dr. Walter Leather) সাহেব গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের ১৯০০ সালের ১৯নং (Agricultural Ledger) কৃষিবিষয়ক খতিয়ানে ভারতবর্ষের মধ্যে পুনা ও সিন্ধাহাট এই উভয় স্থানের গোদুগ্ধ এনালিসিসের যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক জেলায় গো, মহিষ প্রভৃতির দুগ্ধে রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফল বাহির হইবে নিশ্চিত। উক্ত ডাক্তারের বিশ্লেষণ তালিকা এই,—

			প্রোটিড	ল্যাক্সটো	মিনারেল
১	পুনা	৬.২.৯৯	৪.৬০	৪.৪৩	০.৯৭
২	”	২৪.২.৯৯	৪.৬২৫	৬.৩৬	১.০১৫
১	সিন্ধাহাট	২৯.৩.০০	৪.৩৩	৬.১২৫	১.০৪৫
২	”	৪.৪.০০	৪.৩৫৫	৬.৬২৫	১.০২
৩	”	৭.৪.০০	৪.৩৭	৬.৬৫৫	০.৯৭৫

তৎপরে উক্ত ওয়ালটার মহোদয় বলিয়াছেন, ভারতজাত দুগ্ধে ৪ হইতে ৬ পারসেণ্ট মাখম, (অর্থাৎ ফ্যাট্) ৩.১ হইতে ৩.৫ পারসেণ্ট কেসিন বা প্রোটাইড এবং ৪.৪ হইতে ৫. পারসেণ্ট ল্যাক্সট্রো বা দুগ্ধশর্করা ইত্যাদি এবং ৭ হইতে ৮ পারসেণ্ট ধাতব পদার্থ (মিনারেল ম্যাটার) পাওয়া যায়।

ঘৃত-ব্যবসায়ীর কষ্ট।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দুগ্ধের বিশ্লেষণ-প্রণালীর কথা যাহা বলা হইল, তাহাতে ঘীর বিষয় কি বুঝা যাইবে, একথা অনেকে বলিতে পারেন। তদুত্তরে আমরা বলিব, যখন দুগ্ধের মূলপদার্থ লইয়াই ঘৃতের উৎপত্তি, তখন উহাতেও যেমন আপনারা দেখিলেন, স্থানভেদে, আহার ভেদে, এমন কি, ঋতুভেদে একই গবার দুধে মূল পদার্থের তারতম্য ঘটিয়া যায়, সেইরূপ ঘীয়েও হইয়া থাকে। আমরা সুবিজ্ঞ ডাক্তারদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, এক কানেস্ত্রা ঘৃতের নীচে, উপরে ও মধ্যের ঘৃত ধরিয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে পরীক্ষা ফল ত্রিবিধ হইয়া থাকে। পরন্তু একথা সত্য এবং এজন্য আমরা অনেকে ভুগিতেছি যে, একই নমুনা যাহার অর্দ্ধাংশ ফুড-ইনস্পেক্টার সিলমোহর করিয়া লইয়া যান এবং অপরার্দ্ধাংশ যাহা সিলমোহর করিয়া আমাদের নিকট রাখিয়া যান, তাহা মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা করাইয়াছি। তাহাতে মেডিকেল কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষক মহাশয় যে ঘৃতে ১৬. পারসেণ্ট ফরেণফ্যাট বলিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটির পরীক্ষক মহাশয় সেই ঘৃতে ১২. পারসেণ্ট ফরেণফ্যাট বলিয়াছেন। আবার যে শিল শ্যাম্পল ঘৃতে মিউনিসিপ্যালিটির পরীক্ষক মহাশয় ১২. পারসেণ্ট ফরেণফ্যাট বলিয়াছেন; সেই সিল শ্যাম্পল ঘৃত আমরা ডাক্তার সুলটান সাহেবকে দিয়া পরীক্ষা করাইয়াছি, তাহাতে তিনি খাঁটি (Pure ghee) ঘী বলিয়াছেন। এই ত রাসায়নিক বিশ্লেষণের অবস্থা অর্থাৎ দুধেও যে অবস্থা, ঘৃতেও সেই অবস্থা। ভগবানের সূত্র ধরা সহজ কথা নহে, অথচ এই জন্যই আমরা দণ্ডিত হই। পরন্তু এই ফরেণফ্যাট সাধারণের নিকট চর্ব্বি আখ্যা পায়, ইহাতে আমরা ঘীয়ে চর্ব্বি মিশাই, এই ধারণা সাধারণের হইয়াছে; কাজেই আমরা চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট জানিতে চাইয়াছিলাম, ফরেণফ্যাটের অর্থ কি? তাহাতে হেল্‌থ অফিসার মহোদয় উত্তর না দিলেও আমাদের ঘৃত সম্বন্ধের মকর্দ্দমার সময় টাউন-হলে ফুডইন্‌স্পেক্টার মহাশয়দিগকে জেরা করাইয়া জানিয়াছি যে, ৯. পারসেণ্ট ফরেণফ্যাট তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়া থাকেন। পরন্তু ৯. পারসেণ্টের উপর এক পারসেণ্ট বেশী হইলে অর্থাৎ ১০. পারসেণ্ট হইলে আমাদের দণ্ডিত করা হয়। অধিকন্তু ৯. পারসেণ্ট যে ছাড়া হয়, তাহার অন্য প্রমাণ আমাদের ঘীয়ে ১ কিংবা ২ পারসেণ্ট ফরেণফ্যাটের জন্য কিংবা ৯. পারসেণ্ট ফরেণ

ফ্যাটের জন্য কখনও কাহারও দণ্ড হইয়াছে কিনা তাহা এ পর্য্যন্ত আমরা শুনি নাই। আমরা সকলেই ১০. পারসেণ্টের উপরেই দণ্ডিত হইয়াছি, অতএব ৯. পারসেণ্ট যে ছাড়া হয়, তাহা সুনিশ্চিত।

এক্ষণে সাধারণকে আমরা ইহা বলিতে পারি কি, যদি ফরেণফ্যাট মানে চর্ব্বি হয়, তাহা হইলে উহার ৯ পারসেণ্ট পর্য্যন্ত আপনারা ভক্ষণ করিলে, তাহা দোষের নহে, কেন না, মিউনিসিপ্যালিটির মতানুসারে উহা খাঁটি ঘী! কারণ আমাদের ৯. পারসেণ্ট ফরেণফ্যাটের ছাড় আছে। অধিকন্তু যদি উহা ছাড়া না হয়, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে আরও বিঘ্নকর কথা। তাহা হইলে ত আমাদের একাজ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর, কারণ দেশভেদে ঋতুভেদে খাদ্যভেদে দুধের মূল পদার্থের যেরূপ অবস্থা দাঁড়ায়, তাহাতে ফ্যাটের পরিমাণের স্থির কোথায়? অধিকন্তু এই সকল কথার সুমীমাংসা যতদিন আমরা হেল্‌থ অফিসার মহোদয়ের নিকট হইতে না পাইব, ততদিন আমাদের সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের ঘী সম্বন্ধীয় মকর্দ্দমার সময় ব্যারিষ্টার দ্বারা ফুড-ইনস্পেটার মহাশয়দিগকে ক্রমাগত জেরা করাইয়া উহাদের ঘরের কথা আমাদের বাহির করিতেই হইবে। কেন না, ডাক্তার ওয়ালটার সাহেব বলিতেছেন, ভারতের দুধে ৬. পারসেণ্ট ফ্যাট, ৩. পারসেণ্ট কেসিন, ৫. পারসেণ্ট ল্যাক্টো, এবং ৮. পারসেণ্ট ধাতব পদার্থ আছে। সমষ্টিতে মোট ২২. পারসেণ্ট হইল স্বাভাবিক। দুধের মূল পদার্থের পরিমাণ ২২. পারসেণ্ট হইলে, ঘৃতে কি উহা কমিয়া যায়? তাহার পর যদি ৯. পারসেণ্ট ছাড় থাকে, তাহা সমষ্টি সমুদয় মূল পদার্থের উপর কিংবা কেবল ফ্যাটের উপর? গত অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীযুক্ত লালচাঁদ, সিউকরণ বাবুর মকর্দ্দমার সময় ফুড-ইনস্পেক্টার মহাশয়কে জেরা করা হয়, ১১. পারসেণ্ট সেটা কি জিনিষ? দুঃখের বিষয়, তিনি তাহার উত্তর না দিয়া Wright and Mitchell's book on chemical Annalysis এই পুস্তকের মতানুসারে কলিকাতায় ঘৃত বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন, ইহাই বলেন। কিন্তু উক্ত পুস্তকে বিলাতী দুগ্ধেরও মাখম বিশ্লেষণানুসারে ভারতীয় দুগ্ধের ফ্যাট সমান হয় কি? ভারতবর্ষীয় দেশ বিশেষের গবা অথবা অন্যান্য জন্তুর দুধের ও মাখমের ট্যাণ্ডার্ড তাঁহারা করেন নাই কি? এইরূপ অনেক প্রশ্ন ঘৃতসমিতির মনে উপস্থিত হইয়াছে। অদ্য কেবল একবিধ জন্তুর দুগ্ধ বিশ্লেষণের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান হইল,

উহাতে মহিষ, ছাগল, মেষ প্রভৃতির জন্তুর দুধের কথা আদৌ তুলা হয় নাই, কারণ তাহাতে প্রবন্ধের জটিলতা বৃদ্ধি হইবে ভিন্ন কম হইবে না, এই আশঙ্কায় তাহা বলা হয় নাই। পরন্তু ঘীর মোকাম হইতে ঘী সংগ্রহ করিতে গেলেই চাতুর্বিধ জন্তুর দুগ্ধোৎপন্ন ঘী সংগ্রহ করিতেই হইবে, নতুবা অধিক পরিমাণে ঘী সংগ্রহ করা দুর্ঘট হইবে। সাধারণ লোকেও জানিবেন, আমাদের ঘী বিশ্লেষণ পূর্ব্বক ফরেণফ্যাট যাহা বলা হয়, তাহা কোথাকার কথা। এই জন্যই পূর্ব্ব প্রবন্ধে দুগ্ধের উপাদান লেখা হইল। উহা যে অতিশয় গোলযোগের বিষয়, তাহাও আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিবেন, পরন্তু ঐ সকল গোলযোগের জন্যই ভাল ডাক্তার মহোদয়েরা আমাদের পক্ষ সমর্থন করিতে বিরত হয়েন, উহা যে স্থির নহে, উহাতে রাজপক্ষ যাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিবেন, তাহাই স্থির ধরিতে হইবে, কাজেই আমরা বে-সরকারী ডাক্তারের সাহায্য পাইবার আশা দুরাশা মনে করি।

ঘৃত-সমিতি হইতে চেয়ারম্যান মহোদয়কে পুনরায় আবেদন পত্র পাঠান হইয়াছে। আগামীবারে সে সকল কথা বলা যাইবে।

বীরভূমে চর্ব্বির ঘী।

গত ১৭ই চৈত্র "বীরভূম বার্ত্তা" নামক সপ্তাহিক সংবাদ পত্রে লিখিত হয় যে, "বীরভূমের অনেক স্থানেই অপবিত্র ঘৃতে মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত হয়, আমরা এ কথা অনেকের নিকট শুনিতে পাই। বিগত বক্রেশ্বরের মেলার সময় আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট রায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর অনেকের ঘৃত ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আজ ৩।৪ দিনের কথা, ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় সাইথিয়া যাইয়া অনেকের ঘৃত ফেলিয়া দিয়াছেন এবং প্রায় সহস্রাধিক টাকার ঐরূপ অপবিত্র ও লোকের পক্ষে অনিষ্টকারী ঘৃত, তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন, শীঘ্রই তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন ইত্যাদি।" এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র, কলিকাতাস্থ ঘৃতসমিতি হইতে তদন্ত আরম্ভ করা হয়। তৎফলে সাইথিয়ার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্বর্গীয় রামেশ্বর

মণ্ডলের ফার্ম্মের শ্রীযুক্ত জহরলাল ঘোষ মহাশয় ঘৃত-সমিতিতে যে পত্র দিয়াছেন, তাহা এই :—

"গত ১৪ই চৈত্র রাম নবমীর দিন ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় সিন্থিয়ায় আগমন করিয়া এই স্থানের ময়রার দোকান ও চর্ব্বির ঘী বলিয়া মহেন্দ্রনাথ গুঁয়ের ৪ কানেস্ত্রা, গুরুদয়াল সেনের অখাদ্য মিষ্টান্ন ॥০ মণ ও ঘী ২ কানেস্ত্রা, অক্ষয় ময়রার অখাদ্য মিষ্টান্ন ॥০ মণ ও ঘী ২ কানেস্ত্রা, লোটন দত্তের /২॥০ সের ঘী, দীনু ময়রার /২॥০ সের ঘী, কালী ময়রার /২॥০ সের ঘী চর্ব্বিমিশ্রিত বলিয়া ফেলিয়া দিয়া যান। পরন্তু চর্ব্বির ঘী-বিক্রেতা অন্যান্য মহাজনের দোকানও তদন্ত করেন। তাহাতে দোকানদারেরা বলেন, এ সকল ঘী তাহাদের ব্যাপারীর, অতএব আমরা তাহাদের ফেরৎ দিব। ইহা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় অনুমতি করেন যে, "আচ্ছা, ফেরৎ দাও, কদাচ ইহা বিক্রয় করিও না।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া যান। তৎপরে কল্য ২২শে চৈত্র ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় আসিয়া দেখেন যে, কেহই তাহা ফেরৎ দেয় নাই। ইহা দেখিয়া তিনি সিন্থিয়ার ষ্টেষণে তদন্ত করেন, ঐ সকল চর্ব্বির ঘী কোথা হইতে আমদানী হয়। তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, উহা চর্ব্বি বলিয়া হাওড়ার ষ্টেষণ হইতে সিন্থিয়ায় চালান বা বিল্‌টী হইয়া আসিয়াছে। রেলওয়ের খাতায় উহাকে চর্ব্বি বলিয়াই লেখান হইয়াছে। ইহার পর তিনি দোকানদারদিগের খরিদ-বিক্রয়ের খাতা তদন্ত করিয়া জানিতে পারেন, উহারা ঐ চর্ব্বিকে ঘৃত বলিয়া বিক্রয় করিয়াছে। অতঃপর তিনি চেৎমল মাড়োয়ারীর ৭০ কানেস্ত্রা, শরচ্চন্দ্র ও হেমচন্দ্র দের ২৫ কানেস্ত্রা, নিকুঞ্জবিহারী ও গোকুলচন্দ্র দের ৮৫ কানেস্ত্রা মোট ১৮০ কানেস্ত্রা চর্ব্বির ঘী থানায় লইয়া গিয়া একটা গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ফেলা করান।" ইতি ২৩শে চৈত্র সন ১৩১৮ সাল।

ঘৃত সমিতির মন্তব্য।—মহামতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের জয় জয়কার হউক। আমরা ত উহাই চাই। চর্ব্বির ঘীর জ্বালায় আমাদের আদত ঘী বিক্রয় কমিয়া গিয়াছে, তাহার উপর কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের আদত ঘীর ফরেণফ্যাট বাহির করেন অথচ মিশ্র ঘীর সাইনবোর্ড দিলে তাহা ধরেন না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, মিশ্র ঘী কোন্ শিল্পে ব্যবহৃত হয় যে, তাহা ধরা হইবে না? এইরূপ করিয়াই ত মফঃস্বলে চর্ব্বির ঘী গিয়া থাকে, তাহা আমরা মহাজন-বন্ধুর অন্যান্য সংখ্যায় বলিয়া রাখিয়াছি। পরন্তু ৫০৫ ধারার মতে কাজ করা

যে কর্ত্তব্য, তাহাও আমরা বরাবর প্রার্থনা করিয়া রাখিয়াছি। দুষ্ট ব্যবসায়ী যাহাতে ৫০৫ ধারার ফাঁক বাহির করিতে না পারে, তাহাও আমরা প্রবন্ধ স্তরে এই সংখ্যাতেই আমূল সংস্কারের প্রার্থী হইয়াছি। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রে মহোদয়ের কার্য্য-প্রণালী সন্দর্শনে আমরা যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছি তাহা মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, তাঁহার পবিত্র অমৃত নামের গু যেন আমাদের দেহ মন প্রাণ অমৃতময় হইয়া উঠিতেছে! এত আনন্দ অ কাহাদেরও হইবে বলিয়া বোধ হয় না, প্রত্যেক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহে দয়েরা যদি এই অমৃতের আদর্শ ধরেন, তাহা হইলেই আবার উৎ মোকামের ঘী বঙ্গের জেলায় জেলায় বিক্রয় হইবে। আমরা আশা ক এইবার বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় বোলপুর, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থা ঘী দেখিবেন। বীরভূমের অনেক ঘৃত বিক্রেতারা এই জন্যই বলে যে, আমরা দ্বারভাঙ্গা হইতে ঘী আনাই। ঐ সকল হিন্দু-মহাজনদিগ সামাজিক শাসন করা কর্ত্তব্য। কলিকাতার কাহারা ঐ ঘী উহাদের বিক্র করিয়াছে, তাহারও সন্ধান ঘৃত-সমিতি করিতেছেন। এই সকল চর্ব্বিবিক্রেত কথা সমুদয় সংবাদ-পত্রে লেখা কর্ত্তব্য, নতুবা মিউনিসিপ্যালিটির ভেজা দণ্ড যাহা সংবাদ-পত্রে লেখা হয় তাহা সাইনবোর্ড না দেওয়াতে উহা হয় পরন্তু যে পন্থায় বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় চর্ব্বির ঘী ফেলিয়া দিলেন কলিকাতার টাউনহলের ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় ঐ পন্থা ধরুন না কেন? পর মহামতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদ ইতিপূর্ব্বে তিনিও ত ঐ টাউনহলের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন ত তি কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ফরেণফ্যাটের পন্থায় ছিলেন, এক্ষণে তিনি রাসায়নিক বিশ্লেষণ—ফরেণফ্যাটের রাস্তায় যান নাই, তাহাতে কি ম ঘী ধরা পড়িল না? বাস্তবিক মহাত্মা অমৃতবাবুর এই পন্থায় গমন ক দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। অর্থদণ্ড দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের বিচার ক অপেক্ষা উহা ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের মতে কর্ত্তব্য বিচার বলি মনে হয়। ঘৃত-সমিতি হইতে ঐ আদর্শটি দেখাইয়া বঙ্গের প্রত্যেক বিভাগে ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়দিগকে জানান উচিত, বিশেষতঃ মেদিনীপুর ও হুগলী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়েরা যাহাতে শীঘ্র ঐ নীতি অবলম্বন করেন, তৎবিষয়ে য করা হউক।